

তাফসীর ইবনে কাসীর

দ্বাদশ খন্ড

মূলঃ

হাফেজ ইমানুদ্দিন ইবনু কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইবনে কাসীর

দ্বাদশ খণ্ড

(সূরাঃ হুদ, ইউসুফ ও রা�'দ)

মূলঃ

হাফেজ আল্লামা ইমানুদ্দিন ইবনু কাসীর (রহঃ)

অনুবাদঃ

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

প্রকাশক :

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)

বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮

গুলশান, ঢাকা ১২১২

www.drmujib.com

© সর্বস্বত্ত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ :

রামায়ন ১৪০৬ হিজরী

মে ১৯৮৬ ইংরেজী

দশম সংস্করণ :

শাবান ১৪৩১ হিজরী

জুলাই ২০১০ ইংরেজী

পরিবেশক :

হসাইন আল মাদানী প্রকাশনী

নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা

ফোন : ৭১১৪২৩৮

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান

বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮

গুলশান, ঢাকা ১২১২

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮,

গুলশান, ঢাকা-১২১২।

টেলিফোন : ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন

২৪ কদমতলা,

বাসাবো, ঢাকা ১২১৪

মোবাইল : ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মোঃ ওবাইদুর রহমান

বিনোদপুর বাজার,

রাজশাহী

বিনিময় মূল্য : ৮ ২২০.০০ মাত্র।

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি আবৰ্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা
আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই
তাফসীরের মহত্তী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে
কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বশুর
মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি
অনুবাদের প্রথম প্রেরণা। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি
পূর্ণাঙ্গভাবে একে উদ্দৃতে ভাষান্তরিত করেন। আমার
জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা,
শিক্ষাগ্রন্থ এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের ক্লহের
মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

প্রকাশকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে আলম মহান রাবুল আ'লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার শুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় দর্কন ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমাদের এই স্কুল প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবৃল করুন। -আমীন!

দাদশ খণ্ড প্রথম সংক্রণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং প্রাণ প্রিয় দ্বিনদার ভাই-বোনদের অনুরোধে আমরা দ্রুত দ্বিতীয় সংক্রণের কাজে হাত দেই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে পরিশুল্ক ও পরিমার্জিত করে ইসলাম প্রিয় ভাই-বোনদের হাতে পৌছাতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরানা জানাই। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ইহা সম্ভব হয়েছে।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডটি প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। মুদ্রণের শুরুদায়িত্ব পালন করেছেন “রিজেন্ট প্রিন্টিং লিমিটেড” এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ। তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং সবার জন্য দোয়া কামনা করি।

ঢাকাস্থ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের সহকারী ইমাম ও এই মসজিদের হাফেজিয়া মদ্রাসার শিক্ষক আলহাজ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম সাহেব ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে নিখুঁতভাবে শেষ প্রচ্ছন্তি দেখে দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

অনুবাদকের আরণ্য

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পৃথঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বৃক্ষ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইবনে কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাম্মদ মুফাসিসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয় ইবনে কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কৌর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্যে পাক কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদিষ্ঠ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্থীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যয়িত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের প্রত্নাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

এর বিপুল জনপ্রিয়তা, প্রামাণিকতা, তত্ত্ব, তথ্য এবং গুরুত্ব ও মূল্যের কথা ইতিপূর্বেই আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি এই তাফসীরকারের তথ্যসমূহক জীবনীতে। এই বিশদ জীবনালেখ্যটি এর প্রথম খণ্ডের শুরুতে সংযোজিত হয়ে, তাফসীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব প্রেরণা ও অঙ্গীর ভূমিকা পালন করেছে সে কথাও আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দ্দতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষাভূরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দ্দ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অল্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদিষ্ঠ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ সাহেবে জুনাগড়ী স্থীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত

এটি পাক ভারতের উর্দু ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে আসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রণেতা আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দু অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন কথা একাধিক ভাষায় লিখে প্রকাশ করেছি। কারণ একজন প্রণেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না জানতে পারলে তাঁর সংকলিত বা অনুদিত গ্রন্থের গুণাঙ্গ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককে তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয়।

এই উর্দু এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কারণ এ বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষী মুসলমানের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়িদায়ক। তাই একান্ত ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমার মহোসূল পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে ঝুঁপ লাভ করে ত্রুমশঃ খণ্ডকারে ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হবে না, বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার “বাংলা ভাষায় কুরআন চৰ্চা” শীর্ষক প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আরো হয়েছে, ‘কুরআনের চিরস্তন মুজিয়া’, ‘কুরআন কণিকা’, ‘ইজায়ুল কুরআন ইত্যাদি। শেষোক্তি উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেনারসের (ভারত) এক প্রকাশনী সংস্থা থেকে।

ইসলামী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষাস্তরকরণ। দৃঢ়খ্রের বিষয় ‘ইবনে কাসীরের’ ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর

অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়তো প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসেবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুনীর্ধ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুষ্ঠ অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে দেশের বিদঞ্চ সুধী স্বজন কিংবা কোন প্রকাশনী সংস্থা ক্ষণিকের তরেও এদিকে এগিয়ে এসেছেন কি? না, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মতো জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেউ এই দুর্গম বক্তুর পথে পা বাঢ়াবার দৃঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্তি।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আবকা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। সাহিত্য জীবনেও আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি।

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুষ্ঠ আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে আমি করে উঠতে পারিনি। তাই এতদিন ধরে মনের শুষ্ঠ কোণের এই সুষ্ঠ বাসনা বাস্তবে রূপ লাভ করতে না পেরে শুধুমাত্র মনের বেনুবনেই তা শুমরে শুমরে মরেছে। কিন্তু অন্তরের অন্তিম কোণ থেকে উৎসারিত এই অনমনীয় অদম্য শৃঙ্খাকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যায় কি?

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কর্ম হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকার্কীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

এ ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব পূরণ এবং ভাষাভাষীদের জন্যে আমার শুরুদায়িত্ব পালন।

আগেই বলেছি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্নভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন এই বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তর করণ। আল্লাহ পাকের লাখে শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইবনে কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদান ও উৎস এবং রত্নভাণ্ডারের চাবিকাঠি আজ বাঙালী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্যে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

প্রায় দেড় যুগ আগে এই অনুবাদের কাজ শুরু করে এই সুনীর্ঘ সময়কালের মধ্যে এই সম্পূর্ণ তাফসীর ১৮ খণ্ডে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। এই খণ্ডগুলোর নিখুঁত ও নির্ভুল প্রকাশনা এবং তা সহদয় পাঠকবর্গের হাতে তুলে দেয়া যে আরো কষ্টসাধ্য সময় সাপেক্ষে তা বলাই বাহ্যিক। তাই জীবনের এই গোধুলী লগ্নে তথা প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে তাফসীর ইবনে কাসীরের সম্পূর্ণ ত্রিশটি পারার অনুবাদ এবং বিভিন্ন খণ্ডে তা প্রকাশনার সুষ্ঠু ও নিখুঁত পরিসমাপ্তি ১৯৯৯ সালে করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আল্লাহর অপার করুণায় সম্পূর্ণ মূল আরবী তাফসীরের বাংলা তরজমার পরিসমাপ্তি টেনে আনতে সক্ষম হয়েছি। ‘ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বিআয়ীয়।’

আমার এই অনুদিত ও প্রকাশিত খণ্ডগুলোর জনপ্রিয়তা ও উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং এর সর্বতোমুখী অপরিসীম শুরুত্বের কথা সম্যক অনুধাবন করে হ্বহ আমারই অনুকরণে দেশে আজ আরো একটি তরজমা বাজারজাত হয়েছে। তাই আমি মনে করি, যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে মহান আল্লাহ যেমন তাঁর সুমহান পাক কালামের খিদমত কল্পে স্বতঃকৃতভাবেই একদল নিষ্ঠাবান মুমিন বান্দার মেহনত কর্তৃ করেছেন, তেমনি আমার মতো একজন দীনহীন আকিঞ্চনকেও তিনি তাঁর পবিত্র গ্রন্থের খিদমতে নিয়োজিত করেছেন। এই দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য সৌভাগ্যের শুকরিয়া আমি কোন ভাষায় ব্যক্ত করবো? উপরোক্ত ভাষা এবং শব্দমালা খুঁজতে গিয়েও আমি বারবার আজ খেই হারিয়ে ফেলেছি এবং হোচ্চ খাচ্ছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত গুনাহগার ব্যক্তির পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদঞ্চ ও বিজ্ঞ আলেমের অকৃষ্ট সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফয়ুল উলুম মদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক মাওলানা আব্দুল লতীফের নাম বিশেষভাবে শৰ্তব্য। আর এই স্নেহাঙ্গদ কৃতি ছাত্রের ইহ পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

আমি যুগপৎভাবে দুঃখিত যে, আপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং সম্ভাব্য প্রযত্ন সত্ত্বেও একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে এতে কিছু মুদ্রণ বিভাট এবং অন্যান্য ক্রটি বিচুতি ও অম প্রমাদ হয়তো রয়ে গেছে। পরবর্তীতে এগুলো সংশোধিত ও পরিমার্জিত আকারে পরিবেশিত হবে বলে আমি দৃঢ় প্রত্যাশা পোষণ করছি। এছাড়া এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে এই দীনহীন অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তবে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত ঝর্চশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমি বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদাপ্রস্তুত। কারণ, আমার মতো অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যন্তির মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতোটুকু সম্ভব হয়েছে, ততোটুকুই আমি আপাতত সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি। সুতরাং এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপের ন্যায়সঙ্গতঃ চুল-চেরা বিচার বিশ্লেষণ এবং এর ভাল-মন্দ দোষগুণের সুস্প্রাতিসুস্প্র মূল্যায়ন তাঁরাই করবেন। তাঁদের হাতেই তো রয়েছে মানদণ্ড ও উক্তগুণ কষ্টিপাথর।

এক্ষণে এই তরজমা যদি চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকার মনের কোণে ঝুহানী আনন্দ দিয়ে কুরআনের মহাশিক্ষাকে তাঁদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ ঝরপলাভের সংকল্প জাগিয়ে তোলে আর এই আলোকেই তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন তাঁদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনধারা, তাহলেই এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনাকে আমি সফল ও সার্থক মনে করবো। পবিত্র কুরআনের এক এক হরফে যখন দশ দশ করে নেকী, তখন ইবনে কাসীর শীর্ষক

কুরআনের এই সহীহ হাদীস ভিত্তিক বিশুদ্ধতম বিশদ ব্যাখ্যা তাঁদের অন্তরকোণে যে বিপুলভাবে স্পন্দন ও সাড়া জাগাবে এতে আর বিচির্ত কি?

তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচাইতে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। আল্লাহপাকের লাখো শুকর যে, এর সুষ্ঠু সমাধান কঁজ্জে এবারের এই দ্বাদশ খণ্ডের প্রকাশনা প্রসঙ্গে জনাব আবদুর ওয়াহেদ সাহেবের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং উপর্যুপরী আন্তরিক প্রয়াস বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। তাফসীর একাদশ খণ্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিঃতিতম তথা আমপারা খণ্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে তিনি একান্ত আকস্মিকভাবে গভীর রাতে আশার আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে দূরআলাপনীর মাধ্যমে আমার সাথে এই প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা করেন। শুধু তাই নয়, তাফসীর ইবনে কাসীরের সুষ্ঠু প্রকাশনার যাবতীয় গুরু দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় নিজ কক্ষে তুলে নেন। প্রথম দিকে তিনি নাকি ঢাকা বাজার থেকে এর সমস্ত খণ্ডগুলো এক এক করে সংগ্রহ করে সার্বিকভাবে আত্মস্তু করার প্রয়াস চালাতে থাকেন। কিন্তু পরবর্তী খণ্ডগুলো প্রকাশিত গ্রন্থের আকারে না দেখতে পেয়ে তিনি মনে মনেই বেদনার্ত হন। অবশেষে তিনি আমার রাজশাহীর বাসায় ৫৮০৭ নং টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। একথা আমি আগেই ব্যক্ত করেছি।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রন্থ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দিন। এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমারিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রন্থ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ।

সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তুতি তাঁরই। অসংখ্য গুণধারী ভক্ত ভাই-বোনদের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডলো এক খণ্ডে, ৪থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ডলো এক খণ্ডে, ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ খণ্ডলোকে এক খণ্ডে এবং ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ নম্বর খণ্ডলো প্রথম প্রকাশে সূরা ভিত্তিক প্রকাশ করা হয়। আজ এই দ্বাদশ খণ্ডের কপি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে পরিষুচ্ছ ও পরিমার্জিত করে প্রকাশ গ্রহণ করে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডলোর প্রচার ও ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয় করার কাজে গ্রুপ ক্যাটেন (অবঃ) জনাব মামুনুর রশীদ ও বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদের নাম বিশেষ ভাবে স্বীকৃত।

তাফসীর পালিকেশন কমিটি পুরো তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যে ভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাপ্ত গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাবুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আবু আম্বার ঝরহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীর ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোয হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিঙ্গ করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নসীব করেন। সুস্মা আমীন!

প্রথম খণ্ড থেকে দ্বাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ও পরের খণ্ডলির প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিন্যাসের একটু ব্যতিক্রম ঘটলো। ইতিপূর্বে সব খণ্ডলো হয়েছে পারা ভিত্তিক কিন্তু এবার হলো সূরা ভিত্তিক। কারণ প্রতি পারায় সমাপ্তির সাথে সাথে খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটলে সূরার একটা চলমান বিষয়বস্তু হঠাতে স্তুতি হয়ে যায়। এতে করে পাঠকের মনের কোণে একটা অস্ফুট অত্ত্বিষ্ণি ও অব্যক্ত অস্বত্ত্বিষ্ণি বিরাজ করে। এই অত্ত্বিষ্ণির নিরসন কল্পেই সূরা ভিত্তিক প্রকাশনার অবতারণা।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের

গভি ও ভৌগলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি। যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রত্যন্ত বিদেশ বিভুঁয়ে এমনিতেই অবসর মুহূর্তের উৎকট অভাব, তদুপরী ইসলাম বিষয়কে কোন কিছু শেখার জন্যে যে সব মাল-মসলা, উপাদান- উপকরণের অপরিহার্য প্রয়োজন তাও এখানে একান্তই দুষ্পাপ্য। বিশেষতঃ বাংলাভাষায় কোন উপাদান উপকরণ একেবারেই শুন্যের কোটায়। তবুও আজ আল্লাহ পাকের দরবারে জানাই লাখো শুকর যে তিনি এত সব সমস্যা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও এই মহান কাজটিকে অব্যাহত রাখার তাওফীক দিয়েছেন।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রূতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় মেহেশ্পদদের মধ্যে ডঃ ইউসুফ, ডাঃ রুক্মি, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর আতীক, হাবীব, মুহাম্মদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে শৰ্তব্য ও উল্লেখ্য।

এদের সবার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্তের। তাই ঘটা করে সপ্রসংশ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সমীচীন হবেনা। তবে এদের আবেগাপূর্ত আন্তরিকতা আমি মনে প্রাণেই অনুভব করি। তাই এদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং উভয় জগতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও শুভ কামনাত্তে আজ প্রাণ খুলে নিরন্তর দোয়া করছি। শুধু তাই নয়, একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা। যেন আরো সংজ্ঞিত, পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত, সুশোভিত এবং পত্র-পল্লবিত করে তুলতে পারে। আমীন! সুন্মা আমীন!!

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের শুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মাওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেব এবং ‘রিজেন্ট প্রিন্টিং লিমিটেড’ মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা সকল যুগেই দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার। এ প্রসঙ্গে

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সন্তুতি
আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও
কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ এঁদেরকেও
কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন!

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতঙ্গ চিত্তে আল্লাহর মহান দরবারে
করজোড়ে মিনতি জানাই : “রাববানা লাতু আখিয়না ইন্নাসিনা...” অর্থাৎ ‘প্রভু
হে, যদি ভুল করে থাকি তবে দয়া করে এজন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও
করোনা।

ইয়া রাব্বুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ক্রটি বিচ্ছুতি ও
ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো
দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব। তাই মেহেরবানী করে তুমি ই
আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং
তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি
আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কর্বুল করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং
শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্বম পরিকল্পনার সুষ্ঠ
পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর
চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে
পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের অসীলা করে দাও। আমীন! সুস্মা
আমীন!!

পারস্য কবির ভাষায় :

روز قیامت هر کسے دردست گیردنامہ

من نیز حاضرمی شوم تصویر کتب در بغل

অর্থাৎ রোয় হাশের ও মহাপ্রলয় কান্ডের সন্ধিক্ষনে যখন সবাই নিজনিজ
আমল-নামা সংগে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, তখন আমার নেক
আমল যেহেতু একেবারেই শনের কোঠায়, তাই আমি সে দিন মহান, আল্লাহর
সম্মুখীন হবো আমার বাহুর নীচে এই সব সদ-গ্রস্তরাজিকে ধারণ করে।
আমীন!

আরব কবির ভাষায় :

بِلَوْخُ الْخَطْ فِي الْقِرْطَاسِ دَهْرًا
وَكَاتِبُهُ رَمِيمٌ فِي التَّرَابِ

অর্থাৎ 'যুগ যুগান্তের ও অনন্তকাল ধরে এই ছাপার হরফগুলো তাফসীরকূল কুরআনের পৃষ্ঠায় চির ভাস্তর এবং দেবীপ্যমান হয়ে থাকবে অথচ লেখকের দেহ পিঞ্জর কবরে জীন হয়ে তার অঙ্গ মাংশ পর্যন্ত মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

কারণ ক্ষনে ক্ষনে মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষ এই নশ্বর জগত থেকে দূরে সরে গিয়ে সবার অলঙ্ক্ষে এই কবরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহপাক একে 'বারযাক' অর্থাৎ অভরাল বা মাঝামাঝি ব্যবধানের স্তর বলে উল্লেখ করেছেন। তাই ইনশাআল্লাহ তিনিই আমাদের সবার আশু মুক্তি ও নাজাতের দুর্গম বস্তুর পথকে সুগম করবেন। আমীন!

অমা যালিকা আলাল্লাহি বি আয়ীয়। রববানা ওয়া তাকাববাল দু'আ।

বর্তমানে :

তওহীদ ও সান্তুল হক সেন্টার ইনঃ
১২৪-০৭, জামাইকা এভিনিউ,
রিচমন্ড হিল
নিউইয়র্ক-১১৪১৮
মুজুরাত্ত্ৰি

বিনয়াবন্ত

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

সূরাঃ হৃদ ১১	(পারা-১১)	১৭-২১
	(পারা-১২)	২২-১৩৬
সূরাঃ ইউসুফ ১২	(পারা-১২)	১৩৭-১৯২
	(পারা-১৩)	১৯৩-২৫৩
সূরাঃ রাদ ১৩	(পারা-১৩)	২৫৪-৩৩৫

সূরা : হুদ, মাক্কী

(১২৩ আয়াত, ১০ রকু')

سُورَةُ هُودٍ مَكْيَّةٍ
 (آياتِهَا: ১০، رُكُوعُهَا: ১২৩)

হ্যরত ইকবারামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হ্যরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেন : “আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করলাম— কোন্‌জিনিষে আপনাকে বুড়ো করেছে?” তিনি উত্তরে বলেন : “আমাকে সূরায়ে হুদ, সূরায়ে ওয়াক্বিয়া, আশ্মা-ইয়াতাসাআলুন এবং ওয়া ইয়াশ্শামসু কুভ্রিয়াত বুড়ো করে দিয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিসে আপনাকে বৃদ্ধ করে দিলো? ” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : “আমাকে সূরায়ে হুদ, ওয়াক্বিয়া, আল-মুরসালাত, আশ্মা-ইয়াতাসাআলুন এবং ওয়া ইয়াশ্শামসু কুভ্রিয়াত বৃদ্ধ করে ফেলেছে।” অন্য বর্ণনায় আছে : “সূরায়ে হুদ এবং ওর সঙ্গীয় সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ করেছে” কোন কোন বর্ণনায় সূরায়ে আল-হাক্কাহ এর কথাও রয়েছে।

ওক করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম কর্তৃগাময়, অতি দয়ালু।
 (১) আলিফ-লাম-রা। এটা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(কুরআন) এমন কিতাব যার
 আয়াতগুলি (প্রমাণাদি ঘারা)
 মজবূত করা হয়েছে, অতঃপর
 বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,
 প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা (আল্লাহ)
 এর পক্ষ হতে।

۱- الْرَّ, قَفْ ۝ كِتَبٌ أَحِكَّمَتْ أَيْتَهُ ۝

(২) এই (উদ্দেশ্যে) যে, আল্লাহ
 ছাড়া কারো ইবাদত করো না;
 আমি (নবী সঃ) তোমাদেরকে
 ভয় প্রদর্শনকারী ও
 সুসংবাদদাতা।

ثُمَّ فَصِلَّتْ مِنْ لَدُنْ ۝

حَكِيمٌ خَبِيرٌ ۝

۲- أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِنِّي ۝

لَكُمْ مِنْهُ نِذِيرٌ وَّبِشِيرٌ ۝

১. এ হাদীসটি এই সনদে হাফিজ আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি এই সনদে বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু ইসা তিরমিয়ী (রঃ)।

(৩) আর এই (উদ্দেশ্যে) যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (গাপের জন্য) ক্ষমা থার্থনা করো, তৎপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাকো, তিনি তোমাদেরকে সুখ-সংজ্ঞাগ দান করবেন। নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে অধিক সওয়াব দিবেন, আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাকো, তবে আমি তোমাদের জন্য ভীষণ দিনের শান্তির আশঙ্কা করি।

(৪) আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে ক্ষিরে যেতে হবে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

সূরায়ে বাকারায় হুরফে হিজার উপর আলোচনা হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির কোনই প্রয়োজন নেই। তাই 'র' এর উপর আলোকপাত করা হচ্ছে না। আল্লাহর আয়াতগুলি দৃঢ় ও মজবুত। ফস্তুক এর অর্থ হচ্ছে- আকার ও অর্থের দিক দিয়ে এই আয়াতগুলি পূর্ণ। এটা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত। তিনি কথায় প্রজ্ঞাময় এবং কাজের পরিগাম সম্পর্কে মহাজ্ঞাতা। নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। মহান আল্লাহ বলেন এর পূর্বেও যে কোন রাসূলের কাছে আমি যে ওয়াই পাঠিয়েছিলাম তা ছিল এটাই- আমি আল্লাহ এক। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত করো। আমি প্রত্যেক কওমের মধ্যে নবী পাঠিয়ে এই নির্দেশই দিয়েছিলাম- তোমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করো এবং প্রতিমা-পূজা থেকে দূরে থাকো। আমি(নবী সঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে জাহানাম থেকে ভয় প্রদর্শন করছি, আবার জান্নাতের সুসংবাদও দিচ্ছি।

-۳ وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ ثُمَّ
تُوبُوا إِلَيْهِ يَمْتَعُوكُمْ مَتَّاعًا
حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسْمَى وَ
يُؤْتَ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ
إِن تَوَلُّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابٌ يَوْمَ كَبِيرٍ ۝

۴ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَ هُوَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাফা পাহাড়ের উপর চড়ে কুরায়েশের গোত্রগুলিকে ডাক দিয়ে বলেনঃ “হে কুরায়েশের দল! আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে, সকালে তোমাদের উপর শক্ররা আক্রমণ চালাবে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি?” সবাই সমস্বরে বলে উঠলোঃ “আপনি যে কোন দিন মিথ্যা কথা বলেছেন তা তো আমাদের জানা নেই।” তখন তিনি বললেনঃ “তাহলে জেনে রেখো যে, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কঠিন শান্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করছি।” এ শান্তি অবশ্যই হবে। সুতরাং এখনও তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবা করে নাও। একপ করলে আল্লাহ পাক তোমাদের সাথে উগ্র ব্যবহার করবেন এবং যে ব্যক্তি অনুগ্রহ লাভের যোগ্য তার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করবেন। তিনি দুনিয়াতেও তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবেন এবং আখিরাতেও করবেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ “যে কেউই পুরুষ হোক বা নারী হোক, ঈমান আনয়ন করবে, মৃত্যুর পর আমি তাকে পবিত্র জীবনের সাথে উঠাবো।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাদকে (রাঃ) বলেনঃ “তুমি যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কারো উপর কিছু খরচ কর, তবে অবশ্যই তুমি তার প্রতিদান পাবে, এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর উপর যা খরচ করবে তারও প্রতিদান তুমি প্রাপ্ত হবে।”

‘وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ’ মহান আল্লাহর এই উক্তির ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন- যে ব্যক্তি খরাপ কাজ করে তার জন্যে একটি পাপ লিখে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাল কাজ করে’ তার উপর দশটি পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়। দুনিয়ায় যদি একটি খরাপ আমলের শান্তি প্রদান করা হয়, তবে তার পক্ষে দশটি পুণ্য থেকে যাস্তু। আর যদি দুনিয়ায় তাকে শান্তি দেয়া না হয় তবে দশটি পুণ্যের মধ্যে খরাপ একটি পুণ্য খোয়া যায় বা নষ্ট হয়, ন’টি পুণ্য তার পক্ষে থেকেই যায়। এরপর বলেন যে, ঐ ব্যক্তি বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত যার একটি (পাপ) দশটি (পুণ্য)-র উপর জয়যুক্ত হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাকো, তবে তোমাদের জন্যে ভীষণ দিনের শান্তির আশঙ্কা করি। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য,

যে আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাকে অবশ্যই কিয়ামতের দিন শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

আল্লাহ পাকের উক্তি: আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তিনি স্বীয় বন্ধুদের প্রতি ইহসান করতে এবং শত্রুদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম। পুনরায় সৃষ্টি করার উপরও তিনি ক্ষমতাবান। এটা হচ্ছে ভীষণ সর্তর্কবাণী, যেমন এর পূর্বের বাণী ছিল উৎসাহব্যঞ্জক।

(৫) জেনে রেখো, তারা কুণ্ঠিত
করে নিজেদের বক্ষকে, যেন
নিজেদের কথাগুলি আল্লাহ
হতে লুকাতে পারে; জেনে
রেখো, তারা তখন নিজেদের
কাপড় (নিজেদের দেহে)
জড়ায়, তিনি তখনও সব
জানেন যা কিছু তারা চুপে চুপে
আলাপ করে এবং যা কিছু
প্রকাশ্যে আলাপ করে, নিশ্চয়
তিনি তো মনের ভিতরের
কথাগুলিও জানেন।

— ﴿أَلَا إِنَّهُمْ بِشَنْوْنَ صَدُورٍ هُمْ
لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ الْجِنِّ
يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا
بِسْرَوْنَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ
عَلِيهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ খোলা আকাশের সামনে প্রস্রাব, পায়খানা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বেঁচে থাকতো। তখন আল্লাহ তাআ'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: **شَنْوْنَ** কে **تَشْنُونِي** পড়তেন। তখন ইবনু জা'ফর (রঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন: **تَشْنُونِي صَدُورِهِمْ** এর অর্থ কি? তিনি উত্তরে বলেন: “এর দ্বারা ঐ লোককে বুঝানো হয়েছে, যে স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জাবোধ করে অথবা নির্জনতায়ও লজ্জা পায়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।” ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, লোকেরা খোলা আকাশের নীচে নির্জনে থাকতে এবং সহবাস করতে শরম করতো এবং নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিতো। বিশেষ করে ঐ সময়, যখন তারা বিছানা পেতে শুয়ে পড়তো এবং মাথা ঢেকে নিতো। তাদের

ধারণা ছিল এই যে, যদি তারা বাড়ীতে অবস্থান করে বা কাপড় গায়ে
জড়িয়ে কোন খারাপ কাজ করে, তবে তারা আল্লাহ থেকে নিজেদের
পাপকার্য গোপন করতে সক্ষম । তাই, আল্লাহপাক খবর দিচ্ছেনঃ তারা
রাতের অন্ধকারে শয়ন করার সময় কাপড় গায়ে জড়িয়ে দেয় । কিন্তু তারা
কোন কাজ গোপনেই করুক বা প্রকাশ্যেই করুক, আল্লাহ তা জানেন ।
এমন কি মানুষের অন্তরের নিয়ত, মনের ইচ্ছা এবং গুণ রহস্য সম্পর্কেও
আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল । সাবআ' মুআল্লাকার বিখ্যাত কবি যুহাইর বলেনঃ

فَلَا تَكْتُمُ اللَّهَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ * لِيَخْفِي وَمَهْمَا يَكْتُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ
بُوْسْرُهُمْ فِيْوَضُعُ فِيْ كِتَابٍ فَيَدْرِجُ * لِيَوْمِ الْحِسَابِ أَوْ يَعِجْلُ فِيْنَقْمُ

অর্থাৎ “তোমরা তোমাদের গোপন কথাকে আল্লাহ থেকে গোপন করার
চেষ্টা করো না, কেননা আল্লাহ থেকে যা গোপন করা হয় তা তিনি জেনেই
নেন । হয় ঐ আমল জমা থাকবে এবং কিয়ামতের দিনের আমলনামায়
রক্ষিত থাকবে, না হয় তাড়াতাড়ি দুনিয়াতেই শান্তি দিয়ে দেয়া হবে ।”

ঐ অঙ্গতা— যুগের কবি ও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং খন্দ
খন্দ বিষয়গুলির উপরও তাঁর বিশ্বাস ছিল । যেমন তিনি জানতেন যে,
পরকাল রয়েছে, কর্মের প্রতিফল অবশ্যই দেয়া হবে, আমলনামা রয়েছে
এবং কিয়ামতও সংঘটিত হবে ।

কথিত আছে যে, কোন এক মুশর্রিক নবীর (সঃ) সামনে দিয়ে যাবার
সময় তার মুখটি ফিরিয়ে নেয় এবং মস্তক ঢেকে ফেলে । তখন আল্লাহ
তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন । কিন্তু এটাকে আল্লাহর দিকে সমস্ক
যুক্ত করাই বেশী যুক্তিযুক্ত । অর্থাৎ এর ভাবার্থ এই যে, সে আল্লাহ হতে
লুকাতে চায় । কেননা, এর পরেই **أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ شَيَاهُمْ ... إِلَّا** রয়েছে ।
ইবনু আবু আবাস (রাঃ) **أَلَا إِنَّهُمْ تَشْنُونِي صَدَرَهُمْ** পড়েছেন । এর অর্থও প্রায়
একই ।

(৬) আর ভৃ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী
কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার
রিয়ক আল্লাহর যিশায় না
রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের
দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প
অবস্থানের স্থানকে জানেন;
সবই কিতাবে মুবীনে (লাওহে
মাহফুয়ে) রয়েছে।

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ছোট-বড় স্থলভাগে অবস্থানকারী
এবং জলভাগে অবস্থানকারী সমস্ত মাখলুকের জীবিকা তাঁরই যিশায়
রয়েছে। তিনিই ওগুলির চলা, ফেরা, আসা, যাওয়া, স্থির থাকা, মৃত্যুর
স্থান, গর্ভাশয়ের মধ্যে অবস্থানের স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত
রয়েছেন। এটা মুজাহিদ (রঃ), ইবনু আবুস (রাঃ), যহুক (রঃ) এবং
একদল মনীষী বর্ণনা করেছেন। এখানে ইবনু আবি হাতিম (রঃ)
মুফাস্সিরদের উকিগুলি উল্লেখ করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ
তাআ'লাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

এসব ঘটনা ঐ কিতাবে লিখিত আছে যা আল্লাহ তাআ'লার নিকট
রয়েছে এবং ঐ কিতাবই এর ব্যাখ্যা দান করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ
বলেন :

وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الارضِ وَلَا طَائِرٌ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا مِثْالُكُمْ مَا
فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رِبِّهِمْ يَعْشُرُونَ -

অর্থাৎ “ভৃ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী যে কোন প্রাণী রয়েছে এবং যে কোন পাখী
তার ডানার সাহায্যে উড়ে থাকে, সবগুলিই তোমাদের মতো এক একটি
জাতি, কোন কিছুই আমি কিতাবে লিখতে ছাড়ি নাই, অতঃপর
সবকিছুকেই তাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত করা হবে।” (৬: ৩৮)

আল্লাহ পাক আরো বলেন :

وَعِنْهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَيَّةٌ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ
إِلَّا فِي كِتْبٍ مُّبِينٍ -

অর্থাৎ “অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ছাড়া কেউই তা জানে না, যা কিছু জলে ও স্থলে রয়েছে সেগুলির খবরও একমাত্র তিনিই জানেন, যে পাতা ঝরে পড়ে সে সংবাদও তিনিই রাখেন, যমীনের অন্ধকারে এমন কোন দানা নেই এবং আর্দ্ধ ও শুষ্ক এমন কোন জিনিষ নেই যা সুম্পষ্ট কিতাবে নেই।” (৬ : ৫৯)

(৭) আর তিনি এমন যে, সমস্ত আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছ’দিনে এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, তোমাদের মধ্যে উভয় আমলকারী কে? আর যদি তুমি বল- নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে, তখন যে সব লোক কাফির তারা বলে- এটা তো নিছক স্পষ্ট যাদু।

(৮) আর যদি আমি কিছু দিনের জন্যে তাদের থেকে শাস্তিকে মূলতবী করে রাখি তবে তারা বলতে থাকে- সেই শাস্তিকে কিসে আটকিয়ে রাখছে? স্বরণ রেখো, যেই দিন ওটা তাদের উপর এসে পড়বে, তখন তা কারো নিবারণে কিছুতেই নিবারিত হবে না, আর যা নিয়ে তারা উপহাস করছিল তা এসে তাদেরকে ঘিরে নেবে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيُبَلُوكُمْ
إِنَّكُمْ مَبْعَثُونَ مِنْ بَعْدِ
الْمَوْتِ لِيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مِّنْ
○

وَلَئِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ
إِلَى أَمَةٍ مَعْدُودَةٍ لِيَقُولُنَّ مَا
يَحْبِسُهُ إِلَّا يَوْمٌ يَاتِيهِمْ لَيْسَ
مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ ○

(৬)

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, প্রত্যেক জিনিষেরই উপর তাঁর ক্ষমতা রয়েছে, আসমানসমূহ ও যমীনকে তিনি ছ'দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং এর পূর্বে তাঁর আর্শ পানির উপর ছিল। যেমন হ্যরত ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : “হে বানু তামীম (গোত্র)! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।” তারা বললোঃ “আপনি আমাদের সুসংবাদ তো প্রদান করলেন, সুতরাং আমাদেরকে তা দিয়ে দিন” তিনি (পুনরায়) বললেনঃ “হে ইয়ামনবাসী! তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর।” তারা বললোঃ “আমরা গ্রহণ করলাম। সুতরাং সৃষ্টির সূচনা কি ভাবে হয়েছে তা আমাদেরকে শুনিয়ে দিন!” তিনি বললেনঃ “সর্ব প্রথম আল্লাহই ছিলেন এবং তাঁর আর্শ ছিল পানির উপর। তিনি লাওহে মাহফুয়ে সব জিনিষের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।” হাদীসের বর্ণনাকারী ইমরান (রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ পর্যন্ত বলেছেন এমন সময় আমার কাছে এক আগন্তুক এসে বলেঃ “হে ইমরান (রাঃ)! আপনার উদ্ব্রূটি দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে।” আমি তখন ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। সুতরাং আমার চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি বলেছিলেন তা আমার জানা নেই।”^১ এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীদ মুসলিমেও ছিল না। আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাঁর সাথে কিছুই ছিল না এবং তাঁর আর্শটি পানির উপর ছিল।

হ্যরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ'লা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পথগুশ হাজার বছর পূর্বে সম্মত সৃষ্টি জীবের ভাগ্য লিখে রাখেন এবং তাঁর আর্শটি পানির উপর ছিল।”

এ হাদীসের তাফসীরে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ (হে বান্দা)! তুমি (আমার পথে) খরচ কর, আমি তোমাকে তার প্রতিদান প্রদান করবো।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ রয়েছে। রাত দিনের খরচ তার কিছুই কমাতে পারে না। তোমরা কি দেখ না যে, আসমান যমীনের সৃষ্টি থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কি পরিমাণ খরচ করে আসছেন? অথচ তাঁর

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

দক্ষিণ হস্তে যা ছিল তার এতটুকুও কমে নাই। তাঁর আরশটি ছিল পানির উপর তাঁর হাতে মীয়ান (দাঁড়িপাল্লা) রয়েছে যা তিনি কখনো উঁচু করছেন এবং কখনো নীচু করছেন।”^১

আবু রায়ীন লাকীত ইবনু আ’মির ইবনু মুনফিক আল আকলী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ‘আমি জিজেস করলাম- হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের প্রতিপালক কোথায় ছিলেন?’ উত্তরে তিনি বলেনঃ

“তিনি ‘আমা’তে ছিলেন যার নীচেও বাতাস এবং উপরেও বাতাস। এরপর তিনি আরশ সৃষ্টি করেন।”^২

এ রিওয়াইয়াতটি জামে’ তিরমিয়ীর কিতাবুত তাফসীরেও আছে এবং সুনানে ইবনু মাজাহতেও রয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এ হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। মুজাহিদের (রঃ) উক্তি এই যে, কোন কিছু সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ তাআ’লার আরশটি পানির উপর ছিল। অহাৰ (রঃ), যমরা’ (রঃ) কাতাদা’ (রঃ), ইবনু জারীর (রঃ) প্রভৃতি গুরুজনও এ কথাই বলেন।

‘أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ’^৩ আল্লাহ পাকের এ উক্তি সম্পর্কে হ্যরত কাতাদা’ (রঃ) বলেনঃ ‘আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বে মাখলুকের সূচনা কিরূপ ছিল, আল্লাহ তাআ’লা তোমাদেরকে তা জানিয়ে দিচ্ছেন।

‘রাবী’ ইবনু আনাস (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ’লার আরশ পানির উপর ছিল। অতঃপর যখন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করলেন তখন ঐ পানিকে দু’ভাগে বিভক্ত করলেন। এক ভাগকে তিনি আরশের নীচে রাখলেন এবং ওটাই হচ্ছে ‘বাহরে মাসজুর’। হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ) বলেন যে, উচ্চতার কারণেই আরশকে আরশ বলা হয়। সাঁদ তঙ্গি (রঃ) বলেন যে, আরশ হচ্ছে লাল ইয়াকুতেরই তৈরি।

মুহাম্মদ ইবনু ইহসাক (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ’লা ঐরূপই ছিলেন যেইরূপ তিনি স্থীয় পবিত্র ও মহান নফসের বর্ণনা দিয়েছেন। অর্থাৎ পানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। আরশের

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্থীয় ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

উপর ছিলেন মহত্ত্ব, দয়া, মর্যাদা, সাম্রাজ্য, রাজত্ব, ক্ষমতা, জ্ঞান, সহিষ্ণুতা, করুণা ও নিয়ামতের অধিপতি আল্লাহ। যিনি যা ইচ্ছা তা-ই করে থাকেন।

হ্যরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, "وَكَانَ^{رَبُّ} أَنْجَلِي^{رَبُّ} عَرْشَهُ^{رَبُّ} عَلَى الْمَاءِ^{رَبُّ}" আল্লাহ পাকের এই উক্তির ব্যাপারে হ্যরত ইবনু আবাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "পানি কিসের উপর ছিল?" উভয়ে তিনি বলেনঃ "বাতাসের পিঠের উপর।"

আল্লাহ পাকের উক্তি **لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا** অর্থাৎ "যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, তোমাদের মধ্যে উন্নত আমলকারী কে? আসমান ও যমীনের সৃষ্টি তোমাদেরই উপকারের জন্যে। তোমাদেরকে তিনি এ কারণেই সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না। তিনি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। যেমন তিনি বলেনঃ "আমি আসমান, যমীন ও এতেদুভয়ের মধ্যস্থিত বস্তুকে অনর্থক সৃষ্টি করি নাই, এটা হচ্ছে কাফিরদের ধারণা, আর কাফিরদেরকে জাহান্নামের দুর্ভোগ পোহাতেই হবে।" আল্লাহ তাআলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

**أَفْحِسْبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْشًا وَإِنْ كُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ - فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمُلِكُ
الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ -**

অর্থাৎ "তবে কি তোমরা এই ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছিঃ আর এটাও (ধারণা করেছিলে) যে, তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে না? অতএব আল্লাহ অতি উচ্চ মর্যাদাবান, যিনি প্রকৃত বাদশাহ তিনি ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নেই, তিনি সম্মানিত আর্শের মালিক।" (২৩: ১১৫) আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ^{رَبِّ} الْجِنَّ^{رَبِّ} وَ^{رَبِّ} الْإِنْسَ^{رَبِّ} إِلَّا^{رَبِّ} لِيَعْبُدُونَ -

অর্থাৎ "আমি দানব ও মানবকে আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।" (৫১: ৫৬)

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ **لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا** অর্থাৎ 'যেন তোমাদেরকে তিনি পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে উন্নত আমলকারী

কে? মহান আল্লাহ উত্তম আমলকারী বলেছেন, অধিক আমলকারী বলেন নাই। কেননা উত্তম আমল হচ্ছে ওটাই যেটার মধ্যে থাকে আন্তরিকতা এবং যেটা প্রতিষ্ঠিত হয় রাসূলুল্লাহর (সঃ) শরীয়তের উপর। এ দুটোর মধ্যে একটা না থাকলেই সেই আমল হবে বৃথা ও মূল্যহীন।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

وَلِئِنْ قُلْتَ أَنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ
..... ١٤

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি যদি এই মুশরিকদেরকে খবর দাও যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় উঠিত করবেন তবে তারা স্পষ্টভাবে বলবে— আমরা এটা মানি না। অথচ তারা জানে যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

وَلِئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُوا إِلَهُ وَلِئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُوا إِلَهُ -

অর্থাৎ “যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন? তবে অবশ্যই তারা উত্তরে বলবে আল্লাহ। (৪৩: ৮৭) আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর আসমানসমূহ ও যমীনকে কে সৃষ্টি করেছেন এবং কে সূর্য ও চন্দ্রকে (মানুষের সেবার) কাজে নিয়োজিত রেখেছেন? তবে উত্তরে অবশ্যই তারা বলবে— আল্লাহ।” (২৯: ৬১) এতদ্সত্ত্বেও তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করছে! এটা তো স্পষ্ট কথা যে, প্রথমবার সৃষ্টি করা যাঁর পক্ষে কঠিন হয় নাই, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাও তাঁর পক্ষে কঠিন হবে না। বরং প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তো আরো সহজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَهُوَ الَّذِي بِيَدِهِ الْخَلْقُ ثُمَّ يَعِيدهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ “তিনি এমন যে, তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন, আর এটা তাঁর কাছে অতি সহজ।” (৩০: ২৭) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন :

مَا خَلَقْتُمْ وَلَا بَعْثَكُمْ إِلَّا كَنْفِسٌ وَاحِدَةٌ -

অর্থাৎ “তোমাদেরকে সৃষ্টি করা এবং পুনরুত্থিত করা একটি প্রাণ সৃষ্টি করার মতই (সহজ)।” (৩১: ২৮) তাদের উক্তি : **إِنْ هَذَا إِلَّا سُحْرٌ مُّبِينٌ** অর্থাৎ মুশরিকরা অস্তীকার ও বিরোধীতা বশতঃ বলেঃ হে মুহাম্মদ (সঃ) আপনি যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা বলছেন, আমরা আপনার এ কথা বিশ্বাস করি না। এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ তাআ'লার উক্তি :

وَلَئِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابُ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لِيَقُولُنَّ مَا يَعْسُهُ

অর্থাৎ যদি আমি কিছু দিনের জন্যে তাদের থেকে শান্তিকে মূলতবী করে রাখি তবে তারা ঐ শান্তি আসবে না মনে করে বলে- এই শান্তিকে কিসে আটকিয়ে রাখছেঃ তাদের অন্তরে কুফরী ও শির্ক এমনভাবে বন্ধমূল হয়েছে যে, তাদের অন্তর থেকে কোন ক্রমেই তা দূর হচ্ছে না।

কুরআন ও হাদীসে “**أُمَّةٌ**” শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন সময় এই শব্দ দ্বারা সময় বা সময়ের দৈর্ঘ্য বুকানো হয়েছে। যেমন **وَقَالَ اللَّهُ أَلِّي أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ** এই স্থলে এবং সূরায়ে ইউসুফের আগমনে এই অর্থে যেই ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং বহুদিন পর তার স্মরণ হলো, সে বললো....।” (১২: ৪৫) অনুসরণীয় ইমামের অর্থেও **أُمَّةٌ** শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত ইবরাহীমের (আঃ) ব্যাপারে **أُمَّةٌ قَاتَلَ اللَّهَ أَمْمَةً** এসেছে। ‘মিল্লাত’ ও ‘দ্বীন’ অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা মুশরিকদের ব্যাপারে খবর দিতে গিয়ে বলেন :

إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى أَثْارِهِمْ مَقْتَدُونَ -

অর্থাৎ “নিশ্চয় আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে একটা দ্বীনের উপর পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাক্ষ অনুসরণকারী।” (৪৩: ২৩) এ শব্দটি জামাআত বা দল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তি :

وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ -

অর্থাৎ “যখন সে (মুসা আঃ) মাদাইয়ানের পানির (কৃপের) নিকট পৌছলো, তখন তথায় একদল লোককে দেখতে পেলো, যারা নিজেদের পশ্চাত্তলিকে পানি পান করাচ্ছিল। (২৮: ২৩) আরো মহান আল্লাহর উক্তিঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنَّ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থাৎ “আমি প্রত্যেক দলের মধ্যে (এ কথা বলার জন্যে) রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাগুত বা শয়তান থেকে দূরে থাকবে।” (১৬ : ৩৬) আল্লাহ তাআ’লা আরো বলেনঃ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولَهُمْ قُضِيَ بِنَهْمٍ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ۔

অর্থাৎ “প্রত্যেক দলের জন্যে একজন রাসূল রয়েছে, সুতরাং যখন তাদের রাসূল এসে পড়ে তখন সে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে এবং তারা অত্যাচারিত হয় না।” (১০ : ৪৭) যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) “যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এই উচ্চতের যে ইয়াহুন্দী ও খৃষ্টান আমার নাম শুনলো অথচ ঈমান আনলো না সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” তবে অনুগত দল ওটাই যারা রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرًا مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِذْ جَعَلْتُ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ “তোমরা উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে প্রকাশ করা হয়েছে মানবমন্তব্যের জন্যে।” (৩ : ১১০) সহীহ হাদীসে রয়েছে (যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) “আমি বলবো— আমার উচ্ছত! আমার উচ্ছত!” শব্দটি শ্রেণী বা গোষ্ঠী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তিঃ

وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَهُنَّ بِهِ يَعْدِلُونَ۔

অর্থাৎ “মুসার (আঃ) কওমের মধ্যে এমন শ্রেণীর লোকগুলো রয়েছে যারা সত্যের পথে চলে এবং ওর মাধ্যমেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।” (৭ : ১৫৯) আল্লাহ তাআ’লা আর এক জায়গায় বলেনঃ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمَّةٌ قَائِمَةٌ هালে কিতাবদের মধ্যে এক শ্রেণী তারাও যারা (সত্য ধর্মে) সুপ্রতিষ্ঠিত।

(৯) আর যদি আমি মানুষকে স্বীয়

অনুগ্রহ আঙ্গাদন করিয়ে তার অন্তর্ভুক্ত আদান করিয়ে তার রহমা
হতে তা ছিনিয়ে নেই, তবে সে
নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। ۹
ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ أَنَّهُ لِيُؤْسِ كَفُورٍ

(১০) আর যদি তাকে কোন নিয়ামত আস্বাদন করাই কোন কষ্টের পর যা তার উপর আপত্তি হয়, তখন বলতে শুরু করে— আমার সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেল; (আর) সে গর্ব করতে থাকে, আম প্রশংসা করতে থাকে।

(১১) কিন্তু যারা ধৈর্য ধরে ও ভাল কাজ করে, তারা এইরূপ হয় না; এমন লোকদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট কর্মফল।

পূর্ণ ঈমানদারগণ ছাড়া সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে যে সব খারাপ গুণ ও বদ অভ্যাস রয়েছে, আল্লাহ তাআ'লা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মানুষ সুখের পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং মহান আল্লাহর প্রতি বদ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে দেয়, ইতিপূর্বে যেন সে কোন আরাম ও সুখ ভোগ করেই নাই। অথবা এই দুঃখ-কষ্টের পর পুনরায় যে তাদের উপর শান্তি নেমে আসতে পারে এ আশাও তারা করে না। পক্ষান্তরে, দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার পর যদি সুখ শান্তি তাদেরকে স্পর্শ করে তখন তারা বলতে শুরু করে যে, দুঃসময় তাদের উপর থেকে সরে গেছে। এ কথা বলে তারা খুশীতে আত্মহারা হয়ে যায় এবং অন্যদের উপর গর্ব করতে থাকে। এর পর আবার যে তাদের উপর দুঃখ বিপদ নেমে আসতে পারে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে বেথেয়াল ও নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যারা মু'মিন তারা এই বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত। তারা দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখ ও আরামের সময় মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও তাঁর অনুগত হয়ে থাকে। এসব লোক এর বিনিময়ে ক্ষমা ও বড় পুরক্ষার লাভ করে। যেমন হাদীসে এসেছে (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) : “যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর

۱- وَلِئنْ أَذْقَنْهُ نِعَمَاءً بَعْدَ
ضَرَاءً مَسْتَهُ لِيَقُولُنَ ذَهَبَ
السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ
فَخُورٌ
۱۱- إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا
الصِّلَاةَ أَوْلَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَاجْرٌ كَبِيرٌ

শপথ! মু'মিনের উপর এমন কোন কষ্ট, বিপদ, দুঃখ ও চিন্তা পতিত হয় না যার কারণে আল্লাহ তাআ'লা তার গুণাহ মাফ না করেন, এমন কি একটা কাঁটা ফুটলেও।” সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। (যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) : “যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে তাঁর শপথ! “মু'মিনের জন্যে আল্লাহর প্রত্যেকটা ফায়সালা কল্যাণকর হয়ে থাকে। সে সুখ শান্তির সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা তার জন্যে কল্যাণকর হয় এবং দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তখনই সে কল্যাণ লাভ করে থাকে।” এ জন্যেই আল্লাহ তাআ'লা বলেন : “আসরের সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যারা ঈমান আনে, ভাল কাজ করে, একে অপরকে সত্ত্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে এবং একে অন্যকে (আমলের) পাবন্দ থাকার উপদেশ দিতে থাকে। (তারাই ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে)” মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেন : إِنَّ الْإِنْسَانَ^۱.....الخ....^۲ “নিশ্চয় মানুষকে দুর্বল মনা করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন তাকে দুঃখ স্পর্শ করে তখন সে হায়-ভৃতাশ করতে থাকে। আর যখন সে স্বচ্ছ হয় তখন কার্পণ্য করতে শুরু করে। (৭০: ১৯)

(১২) ফলে হয়তো তুমি অংশ

বিশেষ বর্জন করতে চাও ঐ
নির্দেশাবলী হতে যা তোমার
প্রতি ওয়াহী যোগে প্রেরিত হয়,
আর তোমার মন সঙ্কুচিত হয়
এই কথায় যে, তারা বলে-
তার প্রতি কোন ধনবাতার কেন
নায়িল হলো না? অথবা তার
সাথে কোন ফেরেশতা কেন
আসলো না? হে নবী (সঃ)!
তুমি তো শুধু ভয় প্রদর্শক আর
আল্লাহই হচ্ছেন প্রত্যেক বস্তুর
উপর পূর্ণ অধিকারী।

۱۲- فَلَعِلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا
يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ
صَدِرُكَ أَنْ يَقُولَا لَوْلَا
أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ
مَعَهُ مَلِكٌ أَنَّمَا انتَ نِذِيرٌ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
وَكِيلٌ طَوْكِيلٌ

(১৩) তবে কি তারা বলে যে, ওটা
সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি
বলে দাও- তাহলে তোমরাও
ওর অনুরূপ রচিত করা দশটি
সূরা আনয়ন কর এবং (নিজ
সাহায্যার্থে) যেই যেই
গায়রূপাহকে ডাকতে পার
ডেকে আন, যদি তোমরা
সত্যবাদী হও।

(১৪) অতঃপর যদি তারা
তোমাদের ফরমাইশ পূর্ণ করতে
না পারে তবে তোমরা দ্রুত
বিশ্বাস রেখো যে, এই কুরআন
অবর্তীর্ণ হয়েছে আল্লাহরই
জ্ঞান (ও ক্ষমতা) দ্বারা, আর
এটাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর
কোন মা'বুদ নেই, তবে এখন
তোমরা মুসলমান হবে কি?

কাফির ও মুশরিকরা যে নানাভাবে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বিদ্রূপ ও
উপহাস করতো এবং এর ফলে তিনি মনে কষ্ট পেতেন, তাই এখানে
আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। যেমন তিনি তাদের উক্তির উদ্ধৃতি
দিয়ে বলেন:

وَقَالُوا مَا لِهٗ الرَّسُولُ يَا كُلُّ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ
إِلَيْهِ مَلِكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا - أَوْ يَلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا
وَقَالَ الظَّلِيمُونَ إِنَّمَا تَتَبَعُونَ إِلَّا رُجُلًا مَسْحُورًا -

অর্থাৎ “আর তারা বলে- এই রাসূলের (সঃ) কি হলো যে, সে খাদ্য
খায় এবং বাজারে চলাফেরা করে? এই ব্যক্তির নিকট কেন ফেরেশতা
পাঠানো হয় নাই? তাহলে সে তার সাথে ভয় প্রদর্শনকারী হতো? অথবা

- ۱۳ - أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَهُ قَلْ
فَاتَّوَا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ
مُفْتَرِّيٍّ وَادْعُوا مِنْ
أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ صَدِقِينَ ۝

- ۱۴ - فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمٍ
اللَّهُ وَأَنَّ لِلَّهِ إِلَّا هُوَ فَهُلْ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

তার নিকট কোন ধনভান্তর এসে পড়তো, কিংবা তার জন্যে কোন বাগান থাকতো, যা হতে সে খেতো? আর এই অত্যাচারী একলপও বলে থাকে—তোমরা একজন যাদুকৃত মানুষের অনুসরণ করছো।” (২৫: ৭-৮) সুতরাং আল্লাহ তাআ’লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) বলছেনঃ “হে নবী (সঃ) তুমি হতোদ্যম হয়ে না এবং তাবলীগের কাজ থেকে বিরত থেকো না। তাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করতে মোটেই অবহেলা করো না। রাত দিন তাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করতে থাক। তাদের কষ্টদায়ক কথা যে তোমাকে দুঃখ দিচ্ছে তা আমি জানি। তাদের কথার প্রতি মোটেই জঙ্গেপ করো না। একল যেন না হয় যে, তুমি কোন একটা কথা বলতে ছেড়ে দেবে বা তারা তোমার কথা মানে না বলে চুপচাপ বসে পড়বে। আমি জানি যে, তারা তোমাকে উপহাস করছে। তবে জেনে রেখো যে, তোমার পূর্ববর্তী নবীদেরও উপহাস করা হয়েছিল, অবিশ্বাস করা হয়েছিল এবং ধর্মকানো হয়েছিল। কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করে তাবলীগের কাজে অটল ও স্থির রয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে গিয়েছিল।’

এরপর আল্লাহ তাআ’লা কুরআন কারীমের মু’জিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এই কুরআনের মত কিতাব আনাতো দূরের কথা, এর মত দশটি সূরা এমনকি একটি সূরাও রচনা করার ক্ষমতা নেই, যদিও সারা দুনিয়ার লোক মিলিতভাবে তা রচনা করার চেষ্টা করে। কেননা, এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের কালাম। যেমন তাঁর সন্ত্বার কোন তুলনা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর গুণাবলীও অতুলনীয়। এটা কখনো সম্ভব নয় যে, তাঁর কালামের মত মাখ্লুকের কালাম হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ’লার সন্ত্বা এর থেকে বহু উর্ধ্বে এবং এর থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ইবাদত-বন্দেগীর যোগ্য একমাত্র তিনিই। হে মানুষ! যখন তোমাদের দ্বারা এটা হতে পারে না এবং আজ পর্যন্ত এটা সম্ভব হয় নাই, তখন বিশ্বাস রেখো যে, তোমরা এটা করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অপারগ। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহরই কালাম এবং তাঁরই নিকট থেকে অবতারিত। তাঁর জ্ঞান তাঁরই হকুম-আহকাম এবং তাঁরই বাধা-নিষেধ এতে বিদ্যমান রয়েছে। সাথে সাথে এটা স্বীকার করে নাও যে, প্রকৃত মা’বুদ একমাত্র তিনিই। সুতরাং এসো, ইসলামের পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে যাও।

(১৫) যারা শুধু পার্থিব জীবন ও ওর জাঁকজমক কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলি (-র ফল) দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দেই এবং দুনিয়াতে তাদের জন্যে কিছুই কম করা হয় না।

(১৬) এরা এমন লোক যে, তাদের জন্যে আখেরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছিল তা সবই আখেরাতে অকেজো হবে এবং যা কিছু করছে তাও বিফল হবে।

এই আয়াতের ব্যাপারে হ্যরত ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রিয়াকার বা যারা মানুষকে দেখাবার জন্যে সৎ কাজ করে তাদের সৎ কাজের প্রতিদান তাদেরকে এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়, একটুও কম করা হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাবার উদ্দেশ্যে নামায পড়ে বা রোয়া রাখে অথবা তাহাজ্জুদ গুণ্যারী করে, তার বিনিময় সে দুনিয়াতেই পেয়ে যায়। আখেরাতে সে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত ও আমলহীন অবস্থায় উঠবে।

হ্যরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) এবং হ্যরত হাসান (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াত দু'টি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আর হ্যরত মুজাহিদ (রাঃ) বলেন যে, রিয়াকারদের ব্যাপারে এ দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। মোট কথা, যার উদ্দেশ্য যেটা হবে সেটা অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করা হবে। যে আমল দুনিয়া সঞ্চানের উদ্দেশ্যে হবে আখেরাতে তা বিফল হয়ে যাবে। যেহেতু মু'মিনের আ'মল আখেরাত সঞ্চানের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে সেই হেতু আল্লাহ তাআ'লা তাকে আখেরাতে উত্তম প্রতিদান প্রদান

١٥ - مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ

الْدُّنْيَا وَزِيَّهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ

أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا

يُخْسِنُونَ ۝

١٦ - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ

فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۝ وَ حَبْطَ

مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بُطْلَ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

করবেন এবং দুনিয়াতেও তার সৎকার্যাবলী তার উপকারে আসবে। একটি মারফু' হাদীসেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত রাখবে, আমি তাকে ইহজগতে যতটুকু ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা, সত্ত্বরই প্রদান করবো, অতঃপর তার জন্যে দুযথ নির্ধারণ করবো, সে তাতে দুর্দশাগ্রস্ত (ও) বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি আখেরাতের নিয়ত রাখবে এবং ওর জন্যে যেমন চেষ্টার প্রয়োজন তেমন চেষ্টাও করবে, যদি যে মু'মিন হয়, এইরূপ লোকের চেষ্টা গৃহীত হবে। তোমার প্রতিপালকের দান হতে তো আমি এদেরকেও সাহায্য করে থাকি এবং ওদেরকেও; আর তোমার প্রতিপালকের (এই পার্থিব) দান (কারো জন্যে) বক্ষ নয়। তুমি লক্ষ্য কর, আমি একজনকে অপরজনের উপর কিরণে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি; আর নিক্ষয় পরকাল মর্যাদার হিসেবেও অনেক বড় এবং ফয়েলতের হিসেবেও অতি শ্রেষ্ঠ।” আল্লাহ তাআ'লা আর এক জায়গায় বলেনঃ “যে ব্যক্তি পরকালের কৃষিক্ষেত্র চায়, আমি তার জন্যে তার কৃষি ক্ষেত্রে বরকত দান করে থাকি, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার কৃষিক্ষেত্র কামনা করে, আমি তাকে তার থেকে প্রদান করে থাকি, কিন্তু পরকালে তার জন্যে কোনই অংশ নেই।”

(১৭) কুরআন অমান্যকারী কি

এমন ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে কায়েম আছে কুরআনের উপর-যা তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে এবং ওর সঙ্গে এক সাক্ষী তো ওতেই বিদ্যমান, আর ওর পূর্বে মুসার (আঃ) কিতাব রয়েছে, যা অগ্রণী ও রহমত স্বরূপ; এমন লোকেরাই এই কুরআনের প্রতি ঈমান

۱۷- أَفْمَنْ كَانَ عَلَىٰ بِنْتَةِ مِنْ
رِبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاہِدٌ مِنْهُ وَمِنْ
قُبْلِهِ كِتَبٌ مُوسَىٰ إِمَامًا وَ
رَحْمَةً اولِئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ
مَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنْ الْأَحْزَابِ

১. যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) পর্যন্ত পৌছে গেছে সেই হাদীসকে মারফু' হাদীস বলে।

রাখে; আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের
যে ব্যক্তি এই কুরআন অমান্য
করবে, তবে দুষ্ক হবে তার
প্রতিশ্রূত স্থান, অতএব তুমি
কুরআন সর্পকে সন্দেহে পতিত
হয়ো না, নিঃসন্দেহে এটা সত্য
কিতাব তোমার প্রতিপালকের
সন্নিধান হতে, কিন্তু অধিকাংশ
লোক ঈমান আনয়ন করে না।

فَالنَّارُ مَوْعِدٌ فَلَا تَكُنْ فِي
مَرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُونَ ۝

এখানে আল্লাহ তাআ'লা এই মু'মিনদের অবস্থার সংবাদ দিচ্ছেন যারা
তাঁর সেই প্রকৃতির উপর রয়েছে যার উপর তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি
করেছেন। যারা তাঁর একত্ববাদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে অর্থাৎ যারা
স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই উপাস্য নেই। যেমন আল্লাহ
তাআ'লা বলেনঃ “তুমি তোমার মুখ্যমন্ত্রকে একনিষ্ঠ ধর্মের উপর
প্রতিষ্ঠিত কর, এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রকৃতি যার উপর তিনি মানবজাতিকে
সৃষ্টি করেছেন।”

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত
আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “প্রত্যেকটি সন্তান (ইসলামী)
প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে
ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মাজুস বানিয়ে দেয়। যেমন পশুর বাচ্চা নিখুঁত
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। তোমরা কি ওকে কান কাটা
অবস্থায় দেখতে পাও (অর্থাৎ জন্মের সময় ওর কান কাটা থাকে না, বরং
পরে মানুষই তার কান কেটে থাকে)?”

সহীহ মুসলিমে হ্যরত আইয়ায ইবনু হাশমাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,
তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ
“আমি আমার বান্দাদেরকে একত্ববাদীরূপেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান
তাদেরকে তাদের দীন হতে বিভ্রান্ত করেছে এবং তাদের উপর আমি যা
হালাল করিছে তা হারাম করেছে। আর তাদেরকে আদেশ করেছে যে,
তারা যেন আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করে, আমি যার কোন দলীল
প্রমাণ অবজীর্ণ করি নাই।”

মুসনাদ ও সুনানে রয়েছে : “প্রতিটি সন্তান এই মিল্লাতের উপরই জন্মগ্রহণ করে। অবশ্যে তার বাকশক্তি খুলে দেয়া হয়।” সুতরাং মু’মিন এই ফিতরাতের উপরই বাকি থেকে যায়। অতএব, একদিকে তো তার ফিতরাত বা প্রকৃতি সঠিক ও নিখুঁত হয়, অপর দিকে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষী এসে থাকে। তা হচ্ছে মহান শরীয়ত, যা তিনি নবীদেরকে দিয়েছেন এবং এসব শরীয়ত হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ) এর শরীয়তের উপর শেষ হয়ে গেছে। এ জন্যেই হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ), হ্যরত মুজাহিদ (রঃ), হ্যরত ইকরামা (রঃ), হ্যরত আবু আলিয়া (রঃ), হ্যরত যহুক (রঃ), হ্যরত ইবরাহীম নাখয়ী (রঃ), হ্যরত সুনী রঃ) প্রভৃতি শুরুজন ^{شَاهِدٌ مِّنْهُ} সম্পর্কে বলেন যে, এই সাক্ষী হচ্ছেন হ্যরত জিব্রাইল (আঃ)। আর হ্যরত আলী (রাঃ), হ্যরত হাসান (রাঃ) এবং হ্যরত কাতাদা’ (রঃ) বলেন যে, এই সাক্ষী হচ্ছেন হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ)। অর্থের দিক দিয়ে এ দুটো প্রায় সমান। কেননা হ্যরত জিব্রাইল (আঃ) ও হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ) উভয়েই আল্লাহ তাআ’লার রিসালত প্রচার করেছেন। হ্যরত জিব্রাইল (আঃ) পৌছিয়ে দিয়েছেন হ্যরত মুহাম্মদের (সঃ) কাছে এবং হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ) পৌছিয়ে দিয়েছেন তাঁর উম্মতের কাছে। আবার বলা হয়েছে যে, এই সাক্ষী হচ্ছেন হ্যরত আলী (রাঃ) কিন্তু এটা দুর্বল উক্তি। এর কোন উক্তিকারী সাব্যস্ত হয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তিই সত্য।

সুতরাং মু’মিনের ফিতরাত বা প্রকৃতি আল্লাহর ওয়াইর সাথে মিলে যায়। সংক্ষিপ্তভাবে ওর বিশ্বাস প্রথম থেকেই থাকে। অতঃপর ওটা শরীয়তের বিস্তারিত ব্যাখ্যাকে মেনে নেয়। তার ফিতরাত বা প্রকৃতি এক একটি মাস্তালার সত্যতা স্বীকার করতে থাকে। অতঃপর সঠিক ও নিখুঁত ফিতরাতের সাথে মিলিত হয় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যা হ্যরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর নবীর (সঃ) কাছে পৌছিয়ে দেন এবং নবী (সঃ) পৌছিয়ে দেন তাঁর উম্মতের কাছে।

আল্লাহ পাকের উক্তি ^{وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى} অর্থাৎ কুরআনের পূর্বে মূসার (আঃ) কিতাব বিদ্যমান ছিল এবং তা হচ্ছে তাওরাত। এই কিতাবকে আল্লাহ তাআ’লা ঐ যুগের উম্মতের জন্যে পরিচালকরূপে

পাঠিয়েছিলেন এবং ওটা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে করুণা স্বরূপ। এই কিতাবের উপর যার পূর্ণ ইমান রয়েছে সে অবশ্যই এই নবী (সঃ) এবং এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনে কারীমের উপরও ইমান আনবে। কেননা, ঐ কিতাব এই কিতাবের উপর ইমান আনয়নের ব্যাপারে পথ প্রদর্শক স্বরূপ।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা পূর্ণ কুরআন বা কুরআনের কিছু অংশ অমান্যকারীদের শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ার যে কোন জামাআত বা দলের কাছে কুরআনের অমীয় বাণী পৌছলো, অথচ তারা ওর উপর ইমান আনলো না তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। যেমন আল্লাহ রাসূল আলামীন স্বীয় পাক কালামের মধ্যে স্বীয় নবীর (সঃ) উক্তির উন্দৃতি দিয়ে বলেনঃ **إِنَّذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَرْثَادَكُمْ** অর্থাৎ “যেন আমি তোমাদেরকে এর মাধ্যমে ভয় প্রদর্শন করি এবং তাদেরকেও ভয় প্রদর্শন করি যাদের কাছে এটা পৌছে গেছে।” (৬ঃ ১৯) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

بِإِيمَانِهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جِئْنَا

অর্থাৎ “হে জনমন্ডলী! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবারই নিকট আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি।” (৭ঃ ১৫৮) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنْ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

অর্থাৎ “দলসমূহের যে কেউ এটাকে অমান্য করবে তাদের প্রতিশ্রূত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।”

হ্যরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে সন্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এই উন্মত্তের মধ্য হতে যে ইয়াভূদী বা খৃষ্টান আমার কথা শনলো অথচ ওর উপর ইমান আনলো না সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”^১

হ্যরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি যে বিশুদ্ধ হাদীসই শনতাম, ওর সত্যতার সমর্থন আল্লাহর কিতাবে অবশ্যই পেতাম। উপরোক্তিত হাদীসটি শনে কুরআন কারীমের কোন্ আয়াতে

১. এ হাদীসটি ইয়াম মুসলিম (রঃ) স্বীয় ‘সহীহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

এর সত্যতার সমর্থন মিলে তা আমি অনুসন্ধান করতে লাগলাম। তখন আমি এই আয়াতটি পেলাম। সুতরাং এর দ্বারা সমস্ত দীনের লোকই উদ্দেশ্য।

فَلَا تَكُنْ فِي مُرْبَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

অর্থাৎ “হে নবী (সঃ) এই পবিত্র কুরআন সরাসরি তোমার প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে আসার ব্যাপারে তোমার মোটেই সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়।” যেমন আল্লাহ তাআ’লা বলেন :

الْمَ - تَنْزِيلُ الْكِتَبِ لَا رَبَّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

অর্থাৎ “আলিফ, লাম, মীম। এ কিতাবটি। (আল কুরআন) বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতারিত হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই।” (৩২: ১-২) আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

الْمَ - ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ

অর্থাৎ “আলিফ, লাম, মীম। এই কিতাবে (কুরআনে) কোনই সংশয় ও সন্দেহ নেই।” (২: ১-২)

আল্লাহ পাকের (কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঈমান আনয়ন করে না।) এই উক্তিটি তাঁর নিজের উক্তির মতইঃ
وَ مَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصَتْ بِمُؤْمِنِينَ -

অর্থাৎ “তুমি আকাঙ্ক্ষা করলেও অধিকাংশ লোকই ঈমানদার নয়।” (১২: ১০৩) এক জায়গায় আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ

وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থাৎ “হে নবী (সঃ) তুমি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে। (৬: ১১৬) আর এক জায়গায় রয়েছে :

وَلَقَدْ صَدَقُوا عَلَيْهِمْ أَبْلِيسٌ ظَنَهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فِرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ -

অর্থাৎ “ইবলীস (শয়তান) তাদের উপর নিজের ধারণাকে সত্য ঝপে দেখিয়েছে, সুতরাং মু’মিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করেছে। (৩৪: ২০)

(১৮) আর এই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? এক্লপ লোকদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে পেশ করা হবে এবং সাক্ষী ফেরেশতাগণ বলবে— এরা এই লোক যারা নিজেদের প্রতিপালকের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা আরোপ করেছিল, জেনে রেখো, এমন অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর শান্ত।

(১৯) যারা অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখতো এবং ওতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিঙ্গ ধাকতো; আর তারা পরকালেরও অমান্যকারী ছিল।

(২০) তারা (সমগ্র) ছু-পৃষ্ঠে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে নাই, আর না তাদের জন্যে আল্লাহ ছাড়া কেউ সহায়কও হলো, এক্লপ লোকদের জন্যে দ্বিতীয় শান্তি হবে, এরা (অবজ্ঞার কারণে আহকামসমূহ) না গুনতে সক্ষম হচ্ছিল, আর না তারা (সত্যপথ) দেখতে ছিল।

١٨- وَمِنْ أَظْلَمُ مَنْ افْتَرَى
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ لَئِكَ
يُعَرِّضُونَ عَلَى رِبِّهِمْ وَيَقُولُ
الْأَشْهَادَ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا
عَلَى رِبِّهِمْ إِلَّا لِعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ ○

١٩- الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَيَسْعُونَهَا عَوْجًا وَهُمْ
بِالآخِرَةِ هُمْ كُفَّارُونَ ○
٢- أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مَعِزِّيزِينَ
فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلَيَاءَ
يُضَعِّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا
يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا
يُبَصِّرُونَ ○

(২১) এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে, আর যেসব উপাস্য (দেবতা) তারা গড়ে রেখেছিল, তাদের দিক থেকে ওরা সবাই উধাও হয়ে গেছে।

(২২) এটা সুনিশ্চিত যে, আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

- ۲۱ -
أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝
- ۲۲ -
لَا جُرْمَ أَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ
هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۝

যে সব লোক আল্লাহ তাআ'লার উপর মিথ্যা আরোপ করে, পরকালে তাদের ফেরেশতাম্বলী, রাসূল, নবী এবং সমস্ত মানব ও দানব জাতির সামনে অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। হ্যরত সফওয়ান ইবনু মুহরিয় (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (একদা) আমি হ্যরত ইবনু উমারের (রাঃ) হাত ধরেছিলাম, এমন সময় একটি লোক তাঁর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলোঃ “কিয়ামতের দিন গোপন আলাপ সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) কিরূপ বলতে শুনেছেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছি যে, নিচ্যই মহা মহিমাভিত আল্লাহ মু'মিন বান্দাকে নিজের নিকটবর্তী করবেন, এমনকি তিনি স্বীয় বাহুটি তার উপর রাখবেন এবং তাকে জনগণের দৃষ্টির অন্তরালে করবেন। অতঃপর তিনি তাকে তার শুনাহগুলির স্বীকারোভি করতে গিয়ে বলবেনঃ ‘অযুক পাপকার্য তোমার জানা আছে কি? অযুক শুনাহ তুমি জান কি? অযুক পাপকার্য সম্পর্কে তোমার অবগতি আছে কি?’ ঐ মু'মিন বান্দা তার পাপকার্যগুলি স্বীকার করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সে মনে করবে যে, তার ধৰ্ম অনিবার্য। ঐ সময় পরম কর্মণাময় আল্লাহ তাকে বলবেনঃ ‘হে আমার বান্দা! দুনিয়ায় আমি তোমার এই শুনাহগুলি ঢেকে রেখেছিলাম। জেনে রেখো যে, আজকেও আমি ওগুলি ক্ষমা করে দিলাম।’ অতঃপর তাকে তার পুণ্যের আমলনামা প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে কফির ও মুনাফিকদের উপর তো সাক্ষীদেরকে পেশ করা হবে। তারা বলবেঃ “এরা এই লোক যারা নিজেদের প্রতিপালকের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা আরোপ করেছিল, জেনে রেখো যে, এমন অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর লান্ত।”

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসলাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দুখরী (রঃ) ও ইমাম মুসলিমও (রঃ) নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ পাকের উক্তি :

الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَغْوِنَهَا عَوْجًا -

অর্থাৎ যে লোকগুলি জনগণকে সত্যের অনুসরণ করতে এবং হিদায়াতের পথে চলতে বাধা প্রদান করে থাকে, যে পথ অনুসরণ করলে তারা মহা মহিমাবিত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তারা কামনা করে থাকে যে, তাদের পথ যেন সোজা না হয়ে বক্র হয় এবং আখেরাতের দিনকেও তারা স্বীকার করে না। অর্থাৎ কিয়ামত যে একদিন সংঘটিত হবে তা তারা বিশ্বাস করে না।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

أَوْلَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلَيَاءَ -

তারা ভৃ-পৃষ্ঠে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে নাই, আর না তাদের জন্যে আল্লাহ ছাড়া কেউ সহায় ক হলো। অর্থাৎ তাদের অ্বরণ রাখা উচিত যে, তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অধীনস্থ। সব সময় তিনি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। তিনি ইচ্ছা করলে আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে তাদেরকে অল্প দিনের জন্যে অবকাশ দেয়া হয়েছে এবং শাস্তিকে তুরাবিত না করে বিলম্বিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ -

অর্থাৎ “কিন্তু তিনি তাদেরকে শুধু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন সেইদিন পর্যন্ত, যেইদিন তাদের চক্ষুগুলি বিক্ষেপিত হয়ে থাকবে।” (১৪: ৪২)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছেঃ “নিচয় আল্লাহ তাআ'লা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অবশেষে যখন ধরেন তখন আর ছেড়ে দেন না।” এ জন্যেই আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

ضَاعِفْ لَهُمْ العَذَابُ -

অর্থাৎ ‘এরূপ লোকদের জন্যে দ্বিগুণ শাস্তি হবে।’ কারণ তারা আল্লাহর দেয়া শাস্তিকে কাজে লাগায় নাই। সত্য কথা শোনা হতে কানকে বধির

করে রেখেছে এবং সত্যের অনুসরণ হতে চক্ষুকে অক্ষ করে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা তাদের জাহানামে প্রবেশের সময়ের খবর দিয়েছেন :

وَقَالُوا لَوْ كَنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعْيِ

অর্থাৎ “তারা বলবে— যদি আমরা শুনতাম কিংবা বুঝতাম, তবে আমরা দুর্যোগসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।” (৬৭: ১০)

আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

অর্থাৎ “যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করবো।” (১৬: ৮৮) এ জন্যেই তাদের প্রত্যাখ্যাত প্রতিটি আদেশের উপর ও প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার উপর তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। সুতরাং সর্বাধিক সঠিক উক্তি এই যে, আখেরাতের সম্পর্কের দিক দিয়ে কাফিরগণও শরীয়তের শাখাগুলি পালন করতে আদিষ্ট রয়েছে।

আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ “এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে, আর যেসব উপাস্য তারা গড়ে রেখেছিল, তাদের দিক থেকে ওরা সবাই উধাও হয়ে গেছে।” অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। কারণ তারা গরম আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং ওর মধ্যেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। ক্ষণিকের জন্যেও ঐ শাস্তি হালকা করা হবে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ “যখন অগ্নি শিখা প্রশংসিত হবে তখন আমি ওর জুলাত তেজ আরো বাড়িয়ে দেবো।”

আল্লাহ ছাড়া যেসব উপাস্য দেবতা তারা গড়িয়ে নিয়েছিল ঐদিন সেগুলো তাদের কোনই উপকারে আসবে না। বরং তাদের সর্বপ্রকারের ক্ষতি সাধন করবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “যখন জনগণকে হাশেরের মাঠে একত্রিত করা হবে তখন তাদের উপাস্য দেবতাগুলো তাদের শক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদতকে তারা অঙ্গীকার করে বসবে।” অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ “তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য উপাস্য নির্ধারিত করে নিয়েছে, যেন তারা তাদের জন্যে সম্মানের উপলক্ষ্য হয়। কখনই নয়, ওরা তো এদের উপাসনাই অঙ্গীকার করে বসবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে।”

হ্যরত (ইবরাহীম) খলিল (আঃ) তাঁর কওমকে বলেছিলেনঃ “তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যান্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো, পার্থিব জীবনে তোমাদের মধ্যে বঙ্গুত্ব বজায় থাকবে বটে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমাদের একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরের উপর লান্ত করবে, আর তোমাদের আশ্রয় স্থান হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী থাকবে না।” আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ “(কিয়ামতের দিন) শাস্তি অবলোকন করার সময় অনুসৃত লোকেরা অনুসারী লোকদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের পারম্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।” এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে যেগুলি তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ দেয়। নিঃসন্দেহে এই লোকগুলিই কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, তারা জাহানাতের প্রকোষ্ঠের পরিবর্তে জাহান্নামের গর্তকে গ্রহণ করেছে। তারা গ্রহণ করে নিয়েছে আল্লাহর নিয়ামতরাশির পরিবর্তে জাহান্নামের আণুনকে। আরো গ্রহণ করেছে বেহেশতের সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানির পরিবর্তে দুয়খের অগ্নিতুল্য গরম পানিকে। ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট্য হুরের পরিবর্তে তারা রক্ত পূজকেই কবুল করে নিয়েছে। আর তারা কবুল করে নিয়েছে সুউচ্চ ও সুদৃশ্য প্রাসাদমালার পরিবর্তে জাহান্নামের সঙ্কীর্ণ আবাসস্থানগুলি। পরম করুণাময় আল্লাহর নৈকট্য ও দর্শন লাভের পরিবর্তে তারা লাভ করেছে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি। সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে, আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

(২৩) নিচয় যারা ঈমান এনেছে

এবং সৎ কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে, আর নিজেদের প্রতিপালকের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, এইরূপ লোকেরাই হচ্ছে জাহানাতবাসী, তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে।

۲۳- إِنَّ الَّذِينَ امْنَأُوا وَعَمِلُوا
الصِّلْحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رِبِّهِمْ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَلِدُونَ ۝

(২৪) উভয় সম্পদায়ের দৃষ্টান্ত এইরূপ- যেমন এক ব্যক্তি যে

۲۴- مِثْلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَ

অঙ্গ ও বধির এবং আর এক
ব্যক্তি যে দেখতেও পায় ও
শুনতেও পায় এই দু'ব্যক্তি কি
তুলনায় সমান হবে? (কখনও
নয়) তবুও কি তোমরা বুঝ
না?

الْأَصْمَ وَ الْبَصِيرُ وَ السَّمِيعُ
هَلْ يَسْتَوِيْنِ مُثْلًا أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ۝ (১৩)

দুষ্ট ও হতভাগ্যদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা এখানে সৎ
ভাগ্যবানদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা হচ্ছে এই সব লোক যারা ঈমান
এনেছে ও ভাল কাজ করেছে। সুতরাং তাদের অন্তরগুলিও মু'মিন হয়েছে
এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিও কথা ও কাজের দিক দিয়ে আনুগত্য বজায় রাখা ও
নিকৃষ্ট কাজগুলিকে পরিহার করার মাধ্যমে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে।
এরই মাধ্যমে তারা এমন বেহেশতের উত্তরাধিকারী হয়েছে যার মধ্যে
রয়েছে উঁচু উঁচু প্রকোষ্ঠ, সারি সারি সাজানো আসনসমূহ, ঝুঁকে পড়া
ফলসমূহ, সুসজ্জিত গালিচাসমূহ, উত্তম স্বভাব সম্পন্ন ক্লপসীগণ, বিভিন্ন
প্রকারের সুস্বাদু ফল, মনের চাহিদা মতো আহার্যবস্তু, সুপেয় পানীয় এবং
সর্বোপরি যমীন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তার দর্শন। এসব নিয়ামতরাশি তারা
চিরদিনের জন্যে ভোগ করবে। সেখানে তাদের মৃত্যু হবে না, বার্ধক্য
আসবেনা, রোগ হবে না, পায়খানা-প্রস্তাবের প্রয়োজন হবে না, মুখে থুথু
উঠবে না এবং নাকে শ্রেষ্ঠাও দেখা দেবে না। তাদের দেহ হতে যে ঘাম
বের হবে তা হবে মেশ্কে আশারের মত সুগন্ধময়।

পূর্বে বর্ণিত হতভাগ্য কাফির এবং এখানে বর্ণিত খোদাভীরুঁ মু'মিনের
দৃষ্টান্ত ঠিক এমন দু'ব্যক্তির মত, যাদের একজন অঙ্গ ও বধির এবং
অপরজন দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়। সুতরাং কাফির দুনিয়ায়
সত্যকে দেখা হতে অঙ্গ এবং আখেরাতেও সে কল্যাণের পথ দেখতে
পাবেনা। দুনিয়ায় সে সত্যের দলিল প্রমাণাদি শ্রবণ করা থেকে বধির,
উপকার দানকারী কথা তারা শুনেই না। তাদের মধ্যে কল্যাণের কিছু
জানলে অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। পক্ষান্তরে মু'মিন হয়
তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, জ্ঞানী, আলিম ও বুদ্ধিমান। সে ভাল মন্দ বুঝে এবং এ
দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং সে ভাল ও সত্যকে গ্রহণ করে

এবং মন্দ ও বাতিল পরিত্যাগ করে। সে দলিল প্রমাণাদি শ্রবণ করে এবং এর মধ্যে ও সন্দেহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং সে বাতিল থেকে বেঁচে থাকে এবং সত্যকে মান্য করে। কাজেই ঐ ব্যক্তি ও এই ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এর পরেও তোমরা বিপরীতধর্মী। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

আল্লাহ পাক বলেন :

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائزُونَ -

অর্থাৎ “দুয়খের অধিবাসী ও বেহেশতের অধিবাসীরা পরম্পর সমান নয়, যারা বেহেশতের অধিবাসী তারাই সফলকাম।” (৫৯: ২০)

আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ “অঙ্ক ও চক্ষুস্থান সমান নয়। অঙ্ককার ও আলোকও (সমান) নয়। আর ছায়া ও সূর্য কিরণও (সমান) নয়। (অর্থাৎ কাফির ও মু’মিন সমান নয়)। জীবিত এবং মৃত ব্যক্তি সমান হতে পারে না।” আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে থাকেন, আর যেহেতু কাফিররা মৃত বলে সাব্যস্ত হলো, কাজেই হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি কবরে সমাহিত লোকদেরকে শুনাতে সক্ষম নও। (এরা যদি না মানে, তবে তুমি চিন্তিত হবে না) তুমি তো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী। আমিই তোমাকে সত্য (ধর্ম) সহ সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকরুণে প্রেরণ করেছি; আর কোন সম্প্রদায় এমন ছিল না যে, তাদের মধ্যে কোন ভয় প্রদর্শনকারী (নবী) অতীত হয় নাই।”

(২৫) আর আমি নৃহকে (আঃ)

তাঁর কওমের নিকট রাসূলরূপে ۲۵
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ

প্রেরণ করেছি, (নৃহ বললো)

আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট ۲۶
فَوْزٌ لِّكُمْ نَذِيرٌ مِّنِّي

ভয় প্রদর্শনকারী।

(২৬) তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর

কারো ইবাদত করো না, আমি ۲۶
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ

তোমাদের উপর এক ভীষণ

যত্নগাদায়ক দিনের শাস্তির

আশঙ্কা করছি।

إِلِيْمٌ

(২৭) অনঙ্গর তার সম্প্রদায়ের
মধ্যে যেসব নেতৃস্থানীয় লোক
কাফির ছিল তারা বলতে
লাগলো— আমরা তো তোমাকে
আমাদেরই মতো মানুষ দেখতে
পাচ্ছি, আর আমরা দেখছি যে,
শুধু এই লোকেরাই তোমার
অনুসরণ করছে যারা আমাদের
মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর,
তাও আবার শুধু স্তুল বুদ্ধি
অনুসারে; আর আমাদের উপর
তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বও
আমরা দেখছি না, বরং আমরা
তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে
মনে করছি।

এখানে আল্লাহ তাআ'লা হ্যরত নূহের (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন।
সর্বপ্রথম ভৃ-পৃষ্ঠে মুশরিকদেরকে মৃত্তি পূজা হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে
যাঁকে তাদের কাছে রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনিই ছিলেন হ্যরত
নূহ (আঃ)। তিনি তাঁর কওমের কাছে এসে বলেনঃ “তোমরা যদি
গায়রূপ্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর
পতিত হবে। দেখো, তোমরা শুধু আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত করতে
থাকো। যদি তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ কর তবে আমি তোমাদের উপর
কিয়ামতের দিনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির আশঙ্কা করছি।” তাঁর এ কথার
উভয়ে তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় কাফিররা তাঁকে বললোঃ “হে নূহ (আঃ)!
তুমি কোন ফেরেশতা তো নও। তুমি তো আমাদের মতোই একজন
মানুষ। সুতরাং এটা কিরণে সম্ভব যে, আমাদের সবকে বাদ দিয়ে তোমার
মতো শুধু একজন লোকের কাছে আল্লাহর ওয়াহী আসবে? আর আমরা
তো স্বচক্ষে দেখছি যে, ইতর শ্রেণীর লোকেরাই শুধু তোমার দলে যোগ
দিচ্ছে। কোন ভদ্র ও সন্ত্রান্ত লোক তোমার দলভুক্ত নয়। যারা তোমার দলে
যোগ দিচ্ছে তারা কিছু না বুঝেসুঝেই তোমার মজলিসে উঠাবসা করছে

-۲۷ فَقَالَ الْمَلَأُ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ قَوْمٍ مَا نَرَكَ إِلَّا
بَشَّرَ أَمْثَلَنَا وَمَا نَرَكَ
إِلَّا لِلَّذِينَ هُمْ
أَرَادُلَنَا بَأْدَى الرَّايِ وَمَا
نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
بَلْ نَظَنْكُمْ كَذِبَنَ

এবং তোমার কথায় ‘হঁ’ বলে দিচ্ছে। তা ছাড়া আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই নতুন ধর্ম তোমাদের কোন উপকারেই আসছে না। না এর ফলে তোমাদের আর্থিক কোন উন্নতি হচ্ছে, না চরিত্র ও সৃষ্টির দিকে দিয়ে তোমরা আমাদের ওপর কোন মর্যাদা লাভ করছ। বরং আমাদের ধারণায় তোমরা সব মিথ্যাবাদী, তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছ যে, ভাল কাজ করলে এবং আল্লাহর উপাসনায় লেগে থাকলে পরকালে উত্তম বিনিময় লাভ করা যাবে, আমাদের ধারণায় এ সব কিছুই মিথ্যা। হ্যরত নূহের (আঃ) উপর কাফিরদের এটাই ছিল আপত্তি। কিন্তু এটা তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। যদি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই হক ও সত্যকে কবুল করে নেয় তবে কি সত্যের মর্যাদা করে যাবে? সত্য সত্যই থাকবে, তা গ্রহণকারী বড় লোকই হোক বা ছোট লোকই হোক। বরং সত্য কথা তো এটাই যে, সত্যের অনুসরণকারীরাই হচ্ছে ভদ্র লোক। হোক না তারা দরিদ্র ও মিসকীন। পক্ষান্তরে সত্য থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তারাই হচ্ছে ইতর ও অভদ্র। হোক না তারা সম্পদশালী ও শাসকগোষ্ঠী। হঁ, সত্য ঘটনা এটাই যে, প্রথমে দরিদ্র ও মিসকীন লোকেরাই সত্যের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আর সম্পদশালী ও নেতৃত্বানীয় লোকেরা এর বিরোধিতা করে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় পাক কালামে বলেনঃ “(হে নবী (সঃ)! এইরূপই তোমার পূর্বে যে কোন বস্তী বা এলাকাতেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি, সেই বস্তীর বড় ও নেতৃত্বানীয় লোকেরা বলেছে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে আমরা এই দ্বিনের উপরই পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্গ অনুসরণকারী।”

রোমক সম্বাট হিরাক্লিয়াস যখন আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাস করেনঃ “নুবওয়াতের দাবিদার লোকটির অনুসরণ করছে সন্তান লোকেরা, না দরিদ্র ও দুর্বল লোকেরা?” উত্তরে তিনি বলেন যে, দুর্বল ও দরিদ্র লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। এর উপর হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেন যে, রাসূলদের অনুসারী একুশ লোকেরাই হয়ে থাকে।

সত্যকে তাড়াতাড়ি কবুল করলে কোন দোষ নেই। সত্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়ার পর তা গ্রহণ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনই বা কি? বরং প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাজ তো এটাই হওয়া উচিত যে, সে সর্বাঙ্গে ও তাড়াতাড়ি হককে কবুল করে নেবে। এ ব্যাপারে বিলম্ব করা মুর্খতা ও

নির্বাদিতাই বটে। আল্লাহ তাআ'লার প্রত্যেক নবীই খুবই স্পষ্ট ও খোলাখুলী দলিল প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেছিলেন। হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যাকেই আমি ইসলামের দিকে আহ্বান করেছি সে-ই ঐ ব্যাপারে কিছু না কিছু সঙ্কোচ বোধ করেছে। শুধু আবু বকর (রাঃ) ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি এই ব্যাপারে মোটেই কোন সঙ্কোচ বোধ করেননি।” অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ পোষণ করেননি। বরং ইসলামের দাওয়াত পাওয়া মাত্রই তিনি তা কবুল করে নিয়েছিলেন। কারণ, তিনি সুস্পষ্ট বিষয় অবলোকন করেছিলেন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি তা গ্রহণ করেছিলেন।

وَمَا نَرِى لَكُمْ عَلِيًّا مِنْ فَضْلٍ
আমরা দেখিনি। অর্থাৎ হযরত নূহের (আঃ) কওমের তাঁর উপর তৃতীয় আপত্তি এই ছিল যে, তারা তাদের মতে তাঁর মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছে না। এটাও তাদের অঙ্কত্বের কারণেই ছিল। তারা সত্যের অবলোকন হতে ছিল সম্পূর্ণ অঙ্ক। সুতরাং তারা সত্যকে দেখতেও পাচ্ছিল না এবং শুনতেও পাচ্ছিল না। বরং তারা অজ্ঞতার অঙ্ককারের মধ্যে উদ্ভাস্ত হয়ে ফিরছিল। তারা হচ্ছে অপবাদদানকারী, মিথ্যাবাদী এবং ইতর লোক। পরকালে তারাই হবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

(২৮) সে বললো- হে আমার
কওম! আচ্ছা বলতো আমি
যদি দ্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ
হতে প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত
হয়ে) থাকি এবং তিনি আমাকে
নিজ সন্ধিধান হতে রহমত
(নুবওয়াত) দান করে থাকেন,
অতঃপর ওটা তোমাদের
বোধগম্য না হয়, তবে কি
আমি ওটা তোমাদের
গলদেশে জড়িয়ে দেবো, অথচ
তোমরা ওটা অবজ্ঞা করতে
থাকো?

- قَالَ يَقُومٌ أَرَءَ يَتَمَّ إِنْ
كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رِبِّي وَ
إِنِّي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ فَعِمْيَتْ
عَلَيْكُمْ أَنْلِزِمْ كَمْوَهَا وَأَنْتُمْ
لَهَا كَرِهُونَ ۝

হয়েরত নূহ (আঃ) তাঁর কওমের আপত্তির জবাবে তাদেরকে যে কথা বলেছিলেন, আল্লাহ তাআ'লা এখানে ওরই খবর দিচ্ছেন। তিনি তাঁর কওমকে বললেন, হে আমার কওম! সত্য নুবওয়াত, নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট জিনিষ তো আমার কাছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেই গেছে। এটা আমার উপর প্রতিপালকের একটি বড় নিয়ামত। কিন্তু এটা যদি তোমাদের বোধগম্য না হয় এবং তোমরা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না কর তবে কি আমি তোমাদের এই অবজ্ঞার অবস্থায় এটা তোমাদের গলায় জড়িয়ে দিতে পারি? এটা কি করে সম্ভব?

(২৯) আর হে আমার কওম!

আমি এতে তোমাদের কাছে কোন ধন-সম্পদ চাছি না; আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহর যিন্দায় রয়েছে, আর আমি তো এই মু'মিনদেরকে বের করে দিতে পারি না; নিক্ষয় তারা নিজেদের প্রতিপালকের সমীক্ষে গমনকারী, পরন্তু আমি তোমাদেরকে নির্বাধ কওমরূপে দেখছি।

(৩০) আর হে আমার কওম!

আমি যদি তাদেরকে বের করেই দেই তবে আল্লাহর পাকড়াও হতে কে আমাকে রক্ষা করবে? তোমরা কি এতটুকু বুঝ না?

হয়েরত নূহ (আঃ) তাঁর কওমকে বললেন- ‘হে আমার কওম! আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি, অর্থাৎ তোমাদের যে মঙ্গল কামনা করছি, এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাছি না। আমার এ কাজের বিনিময়

وَيَقُومُ لَا اسْتَلِكُمْ عَلَيْهِ ۚ - ۲۹
مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَ
مَا أَنَا بِطَارِدِ الدِّينِ أَمْنَوْهُ
إِنَّهُمْ مُلْقَوْهُمْ وَلِكِنِّي
أَرِبُّكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝

وَيَقُومُ مِنْ يَنْصَرِنِي مِنْ
اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ۝ - ۳۰

আল্লাহ তাআ'লার যিম্মায় রয়েছে। তোমাদের কথামত আমি যে দরিদ্র মু'মিনদেরকে আমার নিকট থেকে তাড়িয়ে দেবো এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহকেও (সঃ) এ কথাটি বলা হয়েছিল, যার উত্তরে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলঃ

وَلَا تُطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ

অর্থাৎ “(হে নবী (সঃ)! সকাল-সন্ধ্যায় যারা তাদের প্রতিপালককে ডেকে থাকে এসব (দরিদ্র মু'মিন) লোকদেরকে তুমি তোমার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিয়ো না।” (৬ : ৫২) অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ -

وَكَذِلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِيَقْصِدٍ لِيَقُولُوا أَهْلَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْمَانِهِمْ إِلَّا مَا يَأْتِي مَعَ الْحُكْمِ إِنَّ اللَّهَ بِأَعْلَمِ بِالشَّاكِرِينَ -

অর্থাৎ “এভাবেই আমি তাদের এককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে- এদের উপরই কি আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবহিত নন?” (৬: ৫৩)

(৩১) আর আমি তোমাদেরকে এই কথা বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহর সকল ভাভার রয়েছে, এবং আমি অদৃশ্যের কথা জানি না, আর আমি এটাও বলি না যে, আমি ফেরেশ্তা, আর যারা তোমাদের চোখে হীন আমি তাদের সম্বক্ষে এটা বলতে পারি না যে, আল্লাহ কখনো তাদেরকে কোন নিয়ামত দান করবেন না; তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন, আমি তো এক্লপ বললে অন্যায়ই করে ফেলব।

- ৩১ -
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي
خَزَانَنَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَ
لَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَدَّرِي
أَعْنِكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ
خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي
أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمْ
لِلظَّالِمِينَ ০

হয়েরত নূহ (আঃ) তাঁর কওমকে খবর দিচ্ছেনঃ আমি শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূল। আমি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর নির্দেশক্রমে তোমাদের সকলকে তাঁর ইবাদত ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করছি। এর দ্বারা তোমাদের নিকট থেকে মাল-ধন লাভ করার আমার উদ্দেশ্য নয়। ছোট-বড় সবারই জন্যে আমার উপদেশ সাধারণ। যে এটা কবুল করবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। আল্লাহর ধন ভাস্তারকে হেরফের করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি অনুশ্যের খবরও জানি না। তবে আল্লাহ যা জানিয়ে দেন তা জানতে পারি। আমি ফেরেশতা হওয়ারও দাবি করছিন। বরং আমি একজন মানুষ মাত্র। আমাকে আল্লাহ রাসূল করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন এবং আমার রিসালতের পৃষ্ঠাপোষকতার জন্যে তিনি আমাকে কতকগুলি মু'জিয়াও দিয়েছেন। যাদেরকে তোমরা ইতর ও লাঞ্ছিত বলছো, তাদের ব্যাপারে আমি এ উক্তি করতে পারি না যে, তাদেরকে তাদের সৎ কার্যের বিনিময় প্রদান করা হবে না। তাদের ভিতরের খবরও আমি জানি না। তাদের অন্তরের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। বাইরের মত ভিতরেও যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে তবে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে। যারা তাদের পরিণাম খারাপ বলবে তারা হবে বড় অত্যাচারী এবং তাদের এই উক্তি হবে অজ্ঞতাপূর্ণ উক্তি।

(৩২) তারা বললো- হে নূহ

(আঃ)! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করেছো, অনন্তর সেই বিতর্ক অনেক বেশি করেছো, সুতরাং যে সম্বক্ষে তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছ তা আমাদের সামনে আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

(৩৩) সে বললো- ওটা তো আল্লাহ তোমাদের সামনে আনয়ন করবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন, এবং তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না।

- ৩২ -
قَالُوا يَنْوُحْ قَدْ جَذَلْنَا
فَأَكْثَرْتَ حِدَالْنَا فَإِنَّا بِمَا
تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ۝

- ৩৩ -
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيْكُمْ بِهِ
اللَّهُ أَنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ
بِمَعْجِزِيْنِ ۝

(৩৪) আর আমার মঙ্গল কামনা

(নসীহত) করা তোমাদের
কাজে (উপকারে) আসতে
পারে না, আমি তোমাদের
যতই মঙ্গল কামনা করতে চাই
না কেন, যদি আল্লাহরই
তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার
ইচ্ছা হয়; তিনিই তোমাদের
প্রতিপালক, আর তাঁরই কাছে
তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِيَّةٌ إِنْ
أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ
اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَغْوِيْكُمْ هُوَ
رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ۝

হ্যরত নূহের (আঃ) কওম যে আল্লাহর আযাব, গব ও ক্রোধ তাদের উপর অতি সত্ত্বর পতিত হোক এটা কামনা করছিল, আল্লাহ তাআ'লা এখানে ওরই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা তাঁকে বললো- ‘হে নূহ (আঃ)! তুমি আমাদেরকে অনেক কিছু শুনালে এবং খুব তর্ক-বিতর্কও করলে, এখন আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা তোমার অনুসরণ করবো না এবং তোমার কথা মানবোও না। সুতরাং যদি তুমি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তবে তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর শাস্তি আমাদের উপর আনয়ন কর।’ তিনি তাদের এ কথার উভয়ে বললেন : ‘এটাও আমার অধিকারে নেই, বরং এটা আল্লাহরই হাতে। তবে জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারবে না। যদি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করা ও ধ্বংস করা স্বয়ং আল্লাহরই ইচ্ছা থাকে তবে সত্যি আমার উপরে তোমাদের কোনই কাজে আসবে না। সবারই মালিক একমাত্র আল্লাহ। সমস্ত কাজের পূর্ণতা দানের ক্ষমতা তাঁরই। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপক। তিনিই হচ্ছেন শাসনকর্তা এবং ন্যায় বিচারক। তিনি অত্যাচার করেন না। তিনিই প্রথমে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছু তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। দুনিয়া ও আখেরাতের একক মালিক তিনিই। সমস্ত মাখলুক তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।’

(৩৫) তবে কি তারা (মক্কার কাফিররা) বলে- সে (মুহাম্মদ সঃ) এটা (কুরআন) নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও- যদি আমি তা নিজে রচনা করে থাকি তবে আমার এই অপরাধ আমার উপর বর্তিবে, আর (যদি তোমরা অমূলক দাবি করে থাকো তবে) আমি তোমাদের এই অপরাধ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ।

এই ঘটনার মধ্যভাগে এই নতুন বাক্যটিকে এই ঘটনারই শুরুত্ব ও দৃঢ়তার উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) বলেছেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)! এই কাফিররা তোমার উপর এই অপবাদ দিচ্ছে যে, তুমি নিজেই এই কুরআন রচনা করেছো। তুমি তাদেরকে বলে দাও- যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় তবে এই অপরাধ আমার উপরই বর্তিবে। আল্লাহ তাআ'লার শাস্তি সম্পর্কে আমার পূর্ণ অবগতি রয়েছে। কাজেই আমি তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করবো এটা কি সত্ত্ব? হ্যা, তবে তোমরা যে এই অমূলক ও ভিত্তিহীন দাবি করছো, তোমাদের এই অপরাধের যিন্মাদার তোমরা নিজেরাই। আমি তোমাদের এই অপরাধ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ।

(৩৬) আর নৃহের (আঃ) প্রতি
ওয়াহী প্রেরিত হলো- যারা
ঈমান এনেছে তারা ছাড়া
তোমার কওম হতে আর কেউই
ঈমান আনবে না, কাজেই যা
তারা করছে তাতে তুমি মোটেই
দুঃখ করো না ।

(৩৭) আর তুমি আমার
তত্ত্বাবধানে ও আমার

- ৩৫ - أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَهُ قُلْ
إِنْ افْتَرَيْتَهُ فَعَلَىٰ
إِجْرَامِيْ وَأَنَا بِرِّيْءٌ مِّمَّا
تَجْرِمُونَ ۝

- ৩৬ - وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحَ أَنَّهُ لَنْ
يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَّ
أَمْنًا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ۝

- ৩৭ - وَاصْنَعْ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَ

নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর,
আর আমার কাছে যালিমদের
(কাফিরদের) সম্পর্কে কোন
কথা বলো না, তাদের সকলকে
নিমজ্জিত করা হবে।

(৩৮) সে নৌকা নির্মাণ করতে
লাগলো, আর যখনই তার
কওমের প্রধানদিগের কোন দল
তার নিকট দিয়ে গমন করতো,
তখনই তার সাথে উপহাস
করতো, সে বলতো— যদি
তোমরা আমাদেরকে উপহাস
কর তবে আমরাই (একদিন)
তোমাদের উপহাস করবো,
যেমন তোমরা আমাদেরকে
উপহাস করছো।

(৩৯) সুতরাং সত্ত্বরই তোমরা
জানতে পারবে যে, সে কোন
ব্যক্তি যার উপর এমন আবাব
আসার উপক্রম হয়েছে যা
তাকে লাঞ্ছিত করে দেবে এবং
তার উপর চিরস্থায়ী আবাব
নায়িল হবে।

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, যখন নূহের (আঃ) কওম তাদের
উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়নের জন্যে তাড়াহড়া শুরু করলো তখন আল্লাহ
তাআ'লা তাদের উপর বদ দুআ' করতে হ্যরত নূহের (আঃ) কাছে ওয়াহী
করলেন। তাই হ্যরত নূহ (আঃ) বললেনঃ “হে আমার প্রতিপালক!
কাফিরদের মধ্য হতে যমীনের উপর একজনকেও অবশিষ্ট রাখবেন না। হে
আমার রব! আমি অপারগ হয়ে পড়েছি, সুতরাং আমাকে সাহায্য করুন।”
তখন আল্লাহ তাআ'লা হ্যরত নূহের (আঃ) কাছে ওয়াহী পাঠালেনঃ ‘যারা

وَحِينَا وَلَا تُخَاطِبِنِي فِي
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرِقُونَ ۝

- ৩৮ -
وَ يَصْنَعُ الْفَلَكَ وَ كَلْمًا مَرَّ

عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمٍ سَخِرُوا
مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخِرُوا مِنَّا فَإِنَّا
نَسْخُرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخِرُونَ ۝

- ৩৯ -
فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ

عَذَابٌ يَخْزِيْهِ وَ يَحْلِلُ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

ইমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কওম হতে আর কেউই ইমান আনবে না, কাজেই তারা যা করছে তাতে মোটেই দুঃখ করো না। আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর এবং আমার কাছে এই যালিমদের সম্পর্কে কোন কথা বলো না, তাদের সকলকেই ডুবিয়ে দেয়া হবে। পূর্ববর্তী কোন কোন শুরুজনের মতে হ্যরত নূহকে (আঃ) নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন কাঠ কেটে তা শুকিয়ে নেন এবং ফেড়ে তক্কা তৈরি করেন। এতে একশ' বছর কেটে যায়। তারপর পূর্ণরূপে নৌকাটি নির্মাণে আরো এক শ' বছর অতিবাহিত হয়। একটি উক্তি এ-ও রয়েছে যে, নৌকাটি নির্মাণ করতে চল্লিশ বছর লেগেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) তাওরাতের উদ্বৃত্তি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নৌকাটি সেগুল কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। ওর দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত এবং প্রস্ত ছিল পঞ্চাশ হাত। ভিতর ও বাইরে আলকাতরা মাঝানো হয়েছিল। নৌকাটি যাতে পানি ফেড়ে চলতে পারে তাতে সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। কাতাদা'র (রঃ) উক্তি এই যে, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল তিনশ' হাত। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন যে, ওর দৈর্ঘ্য ছিল বারো শ' হাত এবং প্রস্ত ছিল ছ'শ' হাত। উক্তি এটাও আছে যে, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল দু'হাজার হাত এবং প্রস্ত ছিল একশ' হাত। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে।

নৌকাটির ভিতরের উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত। তাতে তিনটি তলা ছিল। প্রত্যেকটি তলা ছিল দশ হাত করে উঁচু। নীচের তলায় ছিল চতুর্পাদ জস্ত ও বন্য জানোয়ার। মধ্য তলায় মানুষ ছিল। আর উপরের তলায় ছিল পাখী। দরয়া ছিল প্রশস্ত এবং উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল।

ইমাম আবু জাফর ইবনু জারীর (রঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু আববাস (রঃ) হতে একটি 'গারীব আসার' বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়ারীরা হ্যরত ইসার (আঃ) নিকট আবেদন করেঃ "যদি আপনি আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশক্রমে এমন একজন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন যে ব্যক্তি হ্যরত

১. কোন কোন মুহান্দিস বলেছেন যে, তাবেয়ীদের হাদীসকে হাদীস না বলে 'আসার' বলা হয়। আর যে হাদীসটি কোন এক যুগে বা সর্বযুগে মাত্র একজন লোক বর্ণনা করেছেন ঐ হাদীসকে 'গারীব' হাদীস বলা হয়।

নৃহের (আঃ) নৌকাটি দেখেছিল, তবে এ নৌকাটি সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করতাম!” তাদের কথামত হ্যরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একটি টিলার উপর পৌছলেন এবং সেখানকার এক খও মাটি উঠালেন। অতঃপর তাদেরকে বললেন : “এটা কে তা তোমরা জান কি?” তারা উত্তরে বলল : “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।” তিনি বললেন : “এটা হ্যরত নৃহের (আঃ) পুত্র হা’মের পায়ের গোছা। তারপর তিনি স্থীয় লাঠি দ্বারা ওর উপর আঘাত করে বললেন : “আল্লাহর হৃকুমে উঠে দাঁড়াও।” তৎক্ষণাতে একজন বৃন্দলোক মাথা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। হ্যরত ঈসা (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : “তুমি কি একপ বৃন্দ অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলে?” লোকটি উত্তরে বললেন : “জী, না। আমি যুবক অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে যে, কিয়ামাত বুঝি সংঘটিত হয়ে গেছে। তাই ভয়ে আমি বুঢ়ো হয়ে গেছি।” এরপর ঈসা (আঃ) তাঁকে বললেন : “আচ্ছা, হ্যরত নৃহের (আঃ) নৌকা সম্পর্কে যা কিছু জান তা আমাদের নিকট ব্রূণনা কর।” তিনি বললেন : “নৌকাটি ছিল বারোশ’ হাত লম্বা এবং ওর প্রস্থ ছিল ছশ’

হাত। তাতে তিনটি তলা ছিল। প্রথমটিতে ছিল চতুর্পদ জস্তু, দ্বিতীয়টিতে ছিল মানুষ এবং তৃতীয়টিতে ছিল পাখি। যখন চতুর্পদ জস্তুগুলির গোবর ছড়িয়ে পড়লো তখন আল্লাহ তাআ’লা হ্যরত নৃহের (আঃ) কাছে ওয়াহী পাঠালেন : “হাতীর লেজে নাড়া দাও।” তিনি নাড়া দেয়া মাত্রই তা থেকে নর ও মাদী শুকর বেরিয়ে আসলো এবং মলগুলি থেতে লাগলো। ইঁদুরগুলি নৌকার তক্তাগুলি কাটতে শুরু করলে আল্লাহ পাক তাঁর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করলেনঃ “সিংহের দু’চোখের মধ্যভাগে আঘাত কর।” তিনি তাই করলে ওর নাকের ছিদ্র দিয়ে নর ও মাদী বিড়াল বেরিয়ে এসে এই ইঁদুরের দিকে অগ্রসর হলো।” হ্যরত ঈসা (আঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “শহরগুলি যে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে তা হ্যরত নৃহ (আঃ) কি করে জানতে পারলেন?” লোকটি উত্তরে বললেনঃ “তিনি সংবাদ নেয়ার জন্যে কাককে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কাকটি গিয়ে একটি মৃত দেহের উপর বসে পড়ে (সুতরাং সে খবর নিয়ে আসতে খুবই বিলম্ব করে)। সুতরাং তিনি তার উপর বদ দুআ’ করেন যে, সে যেন সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। এ

কারণেই সে (মানুষের) বাড়িতে ভালবাসা পায় না (বরং সদা ভীত সন্ত্রিষ্ট থাকে)। অতঃপর তিনি কবুতরকে পাঠিয়ে দেন। কবুতরটি ঠোঁটে করে যায়তুনের পাতা এবং পায়ে মাটি নিয়ে ফিরে আসে। ফলে তিনি জানতে পারেন যে, শহর ডুবে গেছে। তিনি কবুতরের গলায় গলাবক্ষ পরিয়ে দিলেন এবং তার জন্যে নিরাপত্তার ও প্রীতির দুআ' করলেন। এ কারণেই সে বাড়িতে ভালবাসা পেয়ে থাকে।" হাওয়ারীরা বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এ লোকটিকে আমাদের সাথে নিয়ে চলুন।" তিনি আমাদের সাথে অবস্থান করবেন এবং আরো কিছু বর্ণনা করবেন। তিনি বললেনঃ "এ লোকটি কি ভাবে তোমাদের সাথে থাকতে পারে? তার তো রিয়্ক অবশিষ্ট নেই। অতঃপর তিনি লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "তুমি যেমন ছিলে তেমনই হয়ে যাও।" সুতরাং তিনি তৎক্ষণাত্ম মাটি হয়ে গেলেন।

হ্যরত নূহ (আঃ) নৌকাটি নির্মাণ কার্যে লেগে গেলেন। সুতরাং কাফিররা তাঁকে উপহাস করার একটা সূত্র খুঁজে পেলো। চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে তারা তাঁকে ঠাণ্টা করতে থাকলো। কেননা, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করতো। আর তিনি যে তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন তা তারা মোটেই বিশ্বাস করেনি। তিনি তাদের বিদ্রূপের প্রতিবাদে শুধু এটুকুই বলেছিলেনঃ "আজ তোমরা আমাকে উপহাস করছো, কিন্তু জেনে রেখো যে, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছো তেমনই একদিন আমরাই তোমাদেরকে উপহাস করবো। সুতরাং তোমরা সত্ত্বরই জানতে পারবে যে, কোনু ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর অপমানজনক শাস্তি প্রাপ্ত হয় এবং কার উপর চিরস্থায়ী শাস্তি এসে পড়ে যা কখনো দূর হবার নয়।"

(৪০) অবশেষে যখন আমার

ফরমান এসে পৌছলো এবং
যমীন হতে পানি উথলিয়ে
উঠতে লাগলো, আমি বললাম,
প্রত্যেক শ্রেণী (র-প্রাণী) হতে
এক একটি নর ও এক একটি
মাদী অর্থাৎ দু'দু'টি করে তাতে

٤- حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ
الْتَّنورُ قَلَنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ

(নৌকাতে) উঠিয়ে নাও এবং
নিজ পরিবার বর্গকেও, তাকে
ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ
হয়ে গেছে এবং অন্যান্য
মু'মিনদেরকে; আর অঙ্গ
কয়েকজন ছাড়া কেউই তাঁর
সাথে ঈমান আনে নাই।

إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ
مَنْ أَمَنَ وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا
قَلِيلٌ ۝

আল্লাহ তাআ'লা হ্যরত নূহের (রাঃ) সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন সেই
ওয়াদা অনুযায়ী আকাশ থেকে অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হতে শুরু করে
এবং যমীনের মধ্য থেকেও পানি উথলিয়ে উঠে। যেমন মহান আল্লাহ এক
জায়গায় বলেনঃ

فَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا أَمْهَرْ - وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عِيُونًا فَالْتَّقَى السَّاءُ
عَلَى امْرٍ قَدْ قُدِرْ - وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِدِ دَسْرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً
لِمَنْ كَانَ كُفَّارَ -

অর্থাৎ “অতঃপর আমি অধিক বর্ষণশীল পানি দ্বারা আকাশের দ্বারসমূহ
খুলে দিলাম। আর যমীন হতে ফোয়ারাসমূহ জারী করে দিলাম, অতঃপর
(উভয়) পানি অবধারিত কাজের জন্যে সম্মিলিত হলো আর আমি তাঁকে
(নূহ আঃ কে) তঙ্কা ও পেরেকযুক্ত নৌকাতে আরোহণ করালাম। যা
আমার তত্ত্বাবধানে চলছিল, এ সব কিছু তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে
করেছিলাম; যার অর্মান্দা করা হয়েছিল।” (৫৪: ১১-১৪)

যমীন হতে পানি উথলিয়ে উঠা সম্পর্কে হ্যরত ইবনু আববাস (রাঃ)
হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে যমীন হতে ঝরণা প্রবাহিত হয়,
এমনকি চুল্লী হতেও পানি উথলিয়ে উঠে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহুরেরও
উক্তি এটাই। হ্যরত আলী ইবনু আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,
‘ নَسْرٌ’ এর অর্থ হচ্ছে সকাল হওয়া ও ফজরের আলোকিত হওয়া অর্থাৎ
সকালের আলো এবং ফজরের উজ্জ্বল্য। কিন্তু স্পষ্টতর উক্তি প্রথমটাই।

মুজাহিদ (রঃ) ও শাবী (রঃ) বলেন যে, এই চুল্লীটি কুফায় ছিল।
হ্যরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা ভারতে অবস্থিত

একটি ঝরণা বা প্রস্তরণ। কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, এটা জায়ীরায় অবস্থিত একটি নদী যাকে 'আইনুল অরদাহ' বলা হয়। কিন্তু এসব উক্তি গারীব বা দুর্বল। মোট কথা, এ সব নির্দেশন প্রকাশিত হওয়া মাত্রই হয়েরত নূহকে আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাঁর সাথে নৌকায় প্রত্যেক প্রকারের এক জোড়া করে প্রাণী উঠিয়ে নেন। একটি করে নর এবং একটি করে মাদী। বলা হয়েছে যে, প্রাণহীন মাখলুকের জন্যেও এই নির্দেশ ছিল। যেমন গাছপালা ও লতাপাতা। কথিত আছে যে, হয়েরত নূহ (আঃ) সর্বপ্রথম যে পাখিটিকে নৌকায় উঠান তা ছিল 'দাররা' নামক পাখি। আর জন্মগুলির মধ্যে সর্বশেষে যে জন্মটিকে উঠান তা ছিল গাধা। শয়তান গাধাটির লেজ ধরে লটকে যায়। সে নৌকায় উঠার ইচ্ছা করে, কিন্তু শয়তান ওর লেজ ধরেছিল বলে তার কাছে খুবই ভারী বোধহয় এবং উঠতে সক্ষম হয় না। হয়েরত নূহ (আঃ) তাকে বলেনঃ "তুমি উঠে যাও যদিও শয়তান তোমার সাথে রয়েছে।" সুতরাং তারা উভয়েই নৌকায় আরোহণ করে।

কোন কোন গুরুত্বন বলেন যে, হয়েরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনরা সিংহকে তাঁদের সাথে নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম হচ্ছিলেন। অবশ্যে তার জুর হয়ে যায়। তখন তাঁরা তাকে নৌকায় উঠিয়ে নেন।

হয়েরত যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নূহ (আঃ) যখন সমস্ত জন্ম এক জোড়া করে নৌকায় উঠিয়ে নেন তখন তাঁর সঙ্গীগণ তাঁকে বলেনঃ 'পশুগুলি কিরণে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকতে পারে, অথচ তাদের সাথে সিংহ রয়েছে?' তখন আল্লাহ তাআ'লা সিংহের উপর জুর চাপিয়ে দেন। যদীনে অবতারিত প্রথম জুর ছিল এটাই। অতঃপর জনগণ ইঁদুরের অভিযোগ আনয়ন করে বলেনঃ 'এই দুষ্ট প্রাণী আমাদের খাদ্য ও অন্যান্য জিনিষ নষ্ট করে দিচ্ছে!' তখন আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশক্রমে সিংহ হাঁচি ফেললো এবং সেই হাঁচির সাথে বিড়াল বেরিয়ে আসলো। ফলে ইঁদুর এক প্রান্তে লুকিয়ে গেল।"

১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ পাকের উক্তি :

وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ

অর্থাৎ হে নৃহ (আঃ)! তুমি নৌকায় তোমার পরিবারবর্গকে উঠিয়ে নাও। তারা হচ্ছে তাঁর পরিবারের লোক ও তাঁর আত্মীয় স্বজন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে নাই তাদেরকে নৌকায় উঠানো চলবে না। ইয়াম নামক তাঁর এক পুত্রও ঐ কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং সেও পথক হয়ে যায়। তাঁর স্ত্রীও ছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত। সেও আল্লাহর রাসূলকে (অর্থাৎ তার স্বামী নৃহকে আঃ) অস্বীকার করেছিল।

অর্থাৎ হে নৃহ (আঃ)! তোমার কওমের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও তোমার সাথে নৌকায় উঠিয়ে নাও। কিন্তু এই মুমিনদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সাড়ে নয় শ' বছর অবস্থানের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই হ্যরত নৃহ (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিল। হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল মোট আশি জন লোক। তাদের মধ্যে স্ত্রী লোকও ছিল। হ্যরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, তারা ছিল বাহাত্তর জন। একটি উক্তি আছে যে, তারা ছিল মাত্র দশজন। একটি উক্তি এও রয়েছে যে, তাঁরা ছিলেন হ্যরত নৃহ (আঃ) স্বয়ং এবং তাঁর তিন পুত্র। তাঁরা হচ্ছেন— সাম, হাম ও ইয়াফাস। আর ছিলেন চার জন স্ত্রী লোক। তিন জন তো ছিলেন এই তিন পুত্রের স্ত্রী এবং অন্য একজন ছিলেন (তাঁর কাফির পুত্র) ইয়ামের স্ত্রী। এ কথাও বলা হয়েছে, চতুর্থ স্ত্রী লোকটি ছিল স্বয়ং হ্যরত নৃহের (আঃ)-এর স্ত্রী। কিন্তু এতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। বরং প্রকাশ্য কথা এটাই যে, হ্যরত নৃহের (আঃ) স্ত্রী ধৰ্মস্থাপ লোকদের সাথে ধৰ্মস হয়ে গিয়েছিল। কেননা, সে তার কওমের দীনের উপরই ছিল। তাই, যেমনভাবে হ্যরত লুতের (আঃ) স্ত্রী ধৰ্মস হয়েছিল, তেমনভাবে হ্যরত নৃহের (আঃ) স্ত্রীও ধৰ্মস হয়ে গিয়েছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

(৪১) আর সে (নৃহ আঃ)

বললো— তোমরা এতে (এই নৌকায়) আরোহণ করে, এর গতি ও এর স্থিতি আল্লাহরই

٤١ - وَ قَالَ أرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَ مَرْسَهَا

নামে; নিক্ষয় আমার
প্রতিপালক ক্ষমাশীল,
দয়াবান।

(৪২) আর সেই নৌকাটিই
তাদেরকে নিয়ে পর্বত তুল্য
তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগলো,
আর নৃহ (আঃ) ঝৌঘ পুত্রকে
ডাকতে লাগলো, এবং সে ছিল
ভিন্ন স্থানে, আমার পুত্র!
আমাদের সাথে সওয়ার হয়ে
যাও এবং কাফিরদের সাথে
থেকো না।

(৪৩) সে বললো— আমি এখনই
কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ
করবো যা আমাকে পানি হতে
রক্ষা করবে। সে (নৃহ. আঃ)
বললো— আজ আল্লাহর শাস্তি
হতে কেউই রক্ষাকারী নেই,
কিন্তু যার উপর তিনি দয়া
করেন, ইতিমধ্যে তাদের
উভয়ের মাঝে একটি তরঙ্গ
অন্তরাল হয়ে পড়লো, অতঃপর
সে ডুবে গেল।

إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

٤٢- وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي
مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ
أَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ بَيْنَ
أَرْكَبٍ مَّعْنَانَا وَلَا تَكُونُ مَعَ
الْكُفَّارِينَ ۝

٤٣- قَالَ سَأْوَى إِلَى جَبَلٍ
يَعِصِّمِنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا
عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا
مِنْ رَحْمَةٍ وَحَالَ بَيْنَهُمَا
الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ
الْمَغْرِقِينَ ۝

আল্লাহ তাআলা হ্যরত নূহের (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, হ্যরত নৃহ (আঃ) তাঁর সাথে যাদেরকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন তাদেরকে বললেনঃ এসো, এই নৌকায় আরোহণ কর। জেনে রেখো যে, এর চলনগতি আল্লাহরই নামের বরকতে এবং অনুরূপভাবে এর শেষ স্থিতিও তাঁর পবিত্র নামের বরকতেই বটে। আবু রাজা আতারদী (রঃ) মুর্সিয়া (রঃ) পড়েছেন।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلْكِ فَقُلِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ
الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ - وَقُلْ رَبِّ أَنِّي مُنْزَلٌ مُبَارِكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزَلِينَ -

অর্থাৎ “অতঃপর (হে নৃহ. আঃ) যখন তুমি ও তোমার (মু'মিন) সাথীরা নৌকায় বসবে তখন বলো এই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিয়েছেন। আর বলো— হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অবতারণ করুন বরকতময় এবং আপনি সকল অবতারণকারীর মধ্যে উত্তম।” (২৩ : ২৮) এ জন্যেই এটা মুসতাহাব যে, প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে, সেটা নৌকায় ঢ়াই হোক অথবা জন্মের পিঠে আরোহণ করাই হোক। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন :

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفَلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ -
لِتَسْتَوْا عَلَى ظُهُورِهِ

অর্থাৎ “আর যিনি সর্বপ্রকার বস্তুগুলিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের সেই নৌকাসমূহ ও চতুর্পদ জন্মগুলিকেও সৃষ্টি করেছেন যেগুলিতে তোমরা আরোহণ করে থাকো। যেন তোমরা ওদের পৃষ্ঠের উপর দৃঢ়ুরূপে বসতে পার।” (৪৩: ১২) এর প্রতি আগ্রহ উৎপাদনকারীরূপে হাদীসও এসেছে। ইনশাআল্লাহ এর পূর্ণ বর্ণনা সূরায়ে যুক্তরূপে আসবে। আল্লাহর উপরই ভরসা করছি।

হযরত ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “আমার উচ্চত যখন নৌকায় আরোহণ করবে তখন তাদের ডুবে যাওয়া হতে নিরাপত্তা লাভের উপায় হচ্ছে এই যে, তারা বলবে : بِسْمِ اللَّهِ الْمُبِلِكِ
এবং এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত, আর
বিস্মِ اللَّهِ الْمُبِلِكِ
এবং এই আয়াতটি শেষে এই দুআ'র শেষে
আল্লাহ তাআ'লার গুণবাচক নাম রাখিবেন।
আল্লাহ তাআ'লার গুণবাচক নাম রাখিবেন।

১. এই হাদীসটি ইমাম আবুল কাসিম তিবরানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

যেন কাফিরদের শাস্তির মুকাবিলায় মুমিনদের উপর তাঁর ক্ষমা ও করুণার বিকাশ ঘটে। যেমন তাঁর উক্তি :
 إِنَّ رِبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
 অর্থাৎ “নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সত্ত্বের শাস্তি দানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান।” (৭: ১৬৭) অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

وَإِنَّ رِبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رِبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ

অর্থাৎ “নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক লোকদের ব্যাপারে তাদের যুক্তিমের উপর ক্ষমাশীল এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতি সত্ত্বের শাস্তি প্রদানকারীও বটে।” এই ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে যেখানে দয়া ও প্রতিশোধ গ্রহণের বর্ণনা মিলিতভাবে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ পাকের উক্তি :

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

অর্থাৎ ঐ নৌকাটি তাদেরকে নিয়ে পর্বত তুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগলো। এর ভাবার্থ এই যে, নৌকাটি হ্যারত নৃহ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে পানির উপর চলতে লাগলো যে পানি সারা যমীনে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি উঁচু উঁচু পর্বতের চূড়া পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। পাহাড়ের চূড়া ছেড়েও পনেরো হাত উপরে উঠেছিল। আবার এই উক্তিও আছে যে, পানি পর্বতের চূড়া ছেড়ে আশি হাত উপরে উঠে গিয়েছিল। এতদসন্দেশে হ্যারত নৃহের (আঃ) নৌকা আল্লাহ পাকের হুকুমে সঠিকভাবেই চলছিল। স্বয়ং আল্লাহ ছিলেন ওর রক্ষক এবং ওটা ছিল তাঁর বিশেষ দয়া ও মেহেরবানী। যেমন তিনি তাঁর পাক কালামে বলেনঃ

إِنَّا لِمَا طَغَىٰ الْمَاءُ حَمَلْنَاهُ فِي الْجَارِيَةِ - لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أَذْنَ
 وَاعِيَّةً

অর্থাৎ “যখন পানি স্ফীত হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী মুমিনদেরকে) নৌকায় আরোহণ করালাম। যেন আমি ঐ ব্যাপারকে তোমাদের জন্যে একটি স্মরণীয় বস্তু করি, আর স্মরণকারী কর্ণ ওকে স্মরণ রাখে।” (৬৯: ১১-১২)

আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

وَ حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِدِ دُسُرٍ - تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفُرًا -
وَلَقَدْ تَرَكْنَا إِيَّاهُ فَهَلْ مِنْ مَذَكُورٍ -

অর্থাৎ “আর আমি তাকে তঙ্গা ও পেরেকযুক্ত নৌকাতে আরোহণ করালাম। যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিল, এ সব কিছু তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে করেছিলাম যার অর্মর্যাদা করা হয়েছিল। আর আমি এটাকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে থাকতে দিলাম, অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?” (৫৪: ১৩-১৫)

ঐ সময় হয়রত নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দেন। সে ছিল তাঁর চতুর্থ পুত্র। তাঁর নাম ছিল ইয়াম এবং সে ছিল কাফির। তিনি নৌকায় আরোহণ করার সময় তাকে ঈমান আনয়নের এবং নৌকায় আরোহণের আহ্বান জানান, যাতে সে ডুবে যাওয়া এবং কাফিরদের শান্তি থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু সেই হতভাগ্য উন্নত দেয়ঃ “না আমার প্রয়োজন নেই। আমি পর্বতে আরোহণ করে এই প্লাবন থেকে বেঁচে যাবো।” একটি ইসরাইলী বর্ণনায় রয়েছে যে, সে শীশা দ্বারা একটি নৌকা তৈরি করেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানই সবচেয়ে বেশি। কুরআন কারীমে তো শুধু এটুকুই আছে যে, তার ধারণায় প্লাবন পর্বতের চূড়ায় পৌছাতে পারবে না। সুতরাং সে যখন সেখানে পৌছে যাবে তখন পানি তার কি ক্ষতি করতে পারবে? ঐ সময় হয়রত নূহ (আঃ) উন্নরে বলেছিলেনঃ ‘আজ আল্লাহর শান্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। যার উপর তাঁর দয়া হবে, একমাত্র সেই রক্ষা পাবে।’ বলা হয়েছে যে, এখানে **عَاصِم** শব্দটি এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন **طَاعِم** শব্দটি অর্থে এবং **مَطْعُوم** শব্দটি অর্থে এবং **مَكْسُو** শব্দটি অর্থে এসেছে। পিতা-পুত্রে এভাবে আলোচনা চলছে এমন সময় এক তরঙ্গ আসলো এবং হ্যরত নূহের (আঃ) ছেলেকে ডুবিয়ে দিলো।

(৪৪) আর আদেশ হলো- হে

وَ قِيلَ يَارَضُ أَبْلَغِي مَاءَ كِهْ ۝ ۴۴
যমীন স্বীয় পানি চুষে নাও, এবং হে আসমান! থেমে যাও,
তখন পানি কমে গেল ও ۝
وَسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيْضَ

ষট্টনার পরিসমাপ্তি ষট্টলো,
আর নৌকা জুনী (পাহাড়)-এর
উপর এসে থামলো, আর বলা
হলো— অন্যায়কারীরা আল্লাহর
রহমত হতে দূরে।

الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتُوٰ
عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بَعْدًا
لِلْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ○

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, নৌকার আরোহীরা ছাড়া যখন সমস্ত যমীনবাসীকে ডুবিয়ে দেন তখন তিনি যমীনকে পানি শোষণ করে নেয়ার নির্দেশ দেন যা ওর মধ্য হতে উথলিয়ে উঠেছিল এবং আসমানকেও তিনি বর্ষণ বন্ধ করার হুকুম করেন। ফলে পানি কমতে শুরু করে এবং কাজও সমাপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ সমস্ত কাফির ধ্বংস হয়ে যায় রক্ষা পায় শুধু নৌকার মু'মিন আরোহীরা। আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশক্রমে নৌকাটি জুনীর উপর গিয়ে থেমে যায়। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, জুনী হচ্ছে জয়ীরায় অবস্থিত একটি পাহাড়। সমস্ত পাহাড়কে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল। শুধু এই পাহাড়টি নিজের বিনয় ও মিনতি প্রকাশের কারণে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এখানেই নৌকাটি নোঙ্গর করে। হ্যরত কাতাদা^১ (রঃ) বলেন যে, একমাস পর্যন্ত নৌকাটি এখানেই থাকে এবং সমস্ত লোক ওর উপর হতে অবতরণ করে। জনগণের উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হিসেবে নৌকাটি এখানেই সম্পূর্ণ অক্ষয় ও নিরাপদ অবস্থায় থাকে এমনকি এই উন্নতের পূর্বযুগীয় লোকেরাও এটাকে দেখেছিল। অথচ এরপরে কোটি কোটি ভাল ও শক্ত নৌকা তৈরি হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় বরং ভূমি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়। যত্থাক (রঃ) বলেন যে, জুনী নামক পাহাড়টি মুসিলে রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, তুর পাহাড়কেই জুনীও বলে।

নাওবা' ইবনু সালিম (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি যার ইবনু হাবীশকে (রঃ) দেখি যে, যখন কুন্দার দরজা দিয়ে তিনি প্রবেশ করেন তখন ডান দিকের কোণে নামাজ পড়ে থাকেন। তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করিঃ জুমআ'র দিন আপনি অধিকাংশ সময় এখানেই নামাজ পড়ে থাকেন, এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বলেনঃ “নূহের (আঃ) নৌকাটি এখানেই লেগেছিল (তাই, আমি এখানে নামায পড়ে থাকি)

১. এটা ইবনু আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হয়রত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নৌকায় হয়রত নূহের (আঃ) সাথে পরিবারবর্গ সহ মোট আশি জন লোক ছিলেন। একশ' পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাঁরা সবাই নৌকাতেই ছিলেন আল্লাহ তাআ'লা নৌকার মুখ মঙ্কা শরীফের দিকে ফিরিয়ে দেন। এখানে তাঁরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা ওটাকে জূদীর দিকে চালিয়ে দেন। সেখানে ওটা থেমে যায়। স্থলের খবর নেয়ার জন্যে হয়রত নূহ (আঃ) কাককে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ কাকটি একটি মৃতদেহ খেতে শুরু করে। ফলে তার ফিরে আসতে খুবই বিলম্ব হয়। তখন তিনি একটি করুতরকে প্রেরণ করেন। করুতরটি তার ঠোঁটে যায়তুন গাছের পাতা এবং পায়ে মাটি নিয়ে ফিরে আসে। এ দেখে হয়রত নূহ (আঃ) বুঝতে পারেন যে, পানি শুকিয়ে গেছে এবং যদীন প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং তিনি জূদীর নিচে অবতরণ করে সেখানে একটি বন্তির ভিত্তি স্থাপন করেন যাকে সামানীন বলা হয়। একদিন সকালে যখন সব ঘূম থেকে জাগরিত হন তখন দেখা যায় যে, প্রত্যেকের ভাষা পরিবর্তন হয়ে গেছে। ওগুলির মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ভাষা ছিল আরবী। একে অপরের ভাষা বুঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে। হয়রত নূহ (আঃ) তাঁদের সবার মধ্যে অনুবাদকের কাজ করছিলেন। তিনি একজনের ভাষা অপরজনকে বুঝিয়ে দিছিলেন। কারণ আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে সমস্ত ভাষার জ্ঞান দান করেছিলেন।

হয়রত কা'ব ইবনু আহ্বার (রঃ) বলেন যে, হয়রত নূহের (আ) নৌকাটি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে চলাফেরা করছিল। তারপর জূদীর উপর নিয়ে থেমে যায়। হয়রত কাতাদা' (রঃ) প্রভৃতি শুরুজন বলেন যে, ১০ই বৃজব মু'মিনরা ঐ নৌকায় আরোহণ করেছিলেন এবং পাঁচ মাস পর্যন্ত ওর উপরই অবস্থান করেন। তাঁদেরকে নিয়ে নৌকাটি জূদীর উপর একমাস ধরে থেমে থাকে। অবশেষে মুহাররম মাসের আশূরার দিন (১০ই মুহাররম) তাঁরা সবাই ওর উপর অবতরণ করেন। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এই প্রকারেরই একটি মারফু হাদীসও বর্ণনা করেছেন। সেই দিন তারা রোয়াও বের্ষেছিলেন। এই সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জ্ঞান কাশেন।

হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, (একদা) নবী (সঃ) ইয়াহুন্দীদের কতকগুলি লোকের নিকট দিয়ে গমন করেন। ঐ দিন ছিল আশুরার দিন এবং ঐদিন তারা রোয়া রেখেছিল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “এটা কেমন রোয়া?” তারা উত্তরে বললোঃ “এটা এমন একদিন যেই দিনে আল্লাহ তাআ’লা হ্যরত মুসা (আঃ) ও বনী ইসরাইলকে (নদীতে) ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং ফিরআউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই দিনই হ্যরত নূহের (আঃ) নৌকা জূদীর উপর লেগেছিল। সুতরাং ঐ দিন এই দু’জন নবী আল্লাহ তাআ’লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে রোয়া রেখেছিলেন।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “আমিই তো হ্যরত মুসার (আঃ) বেশি হকদার এবং এই দিন রোয়া রাখারও বেশি হকদার।” অতএব, তিনি ঐ দিন রোয়া রাখেন এবং সাহাবীদেরকে বলেনঃ “তোমাদের মধ্যে যারা আজ রোয়া রেখেছে তারা যেন এই রোয়া পূর্ণ করে। আর যারা কিছু খেয়েছে তারা যেন এই দিনের বাকি অংশে আর কিছু না খায়।”^১

ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘অন্যায়কারীরা আল্লাহর রহমত হতে দূরে।’ তারা সবাই ধৰ্স হয়ে যায়। কেউই রক্ষা পায় নাই। নবীর (সঃ) সহধর্মিনী হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যদি আল্লাহ তাআ’লা হ্যরত নূহের (আঃ) কওমের কোন একজনের উপরও দয়া করতেন তবে শিশুর মাতার উপরই দয়া করতেন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “নূহ (আঃ) তাঁর কওমের মধ্যে সাড়ে নয়শ” বছর অবস্থান করেন। তিনি একটি গাছ রোপণ করেছিলেন। একশ’ বছর ধরে গাছটি বড় হতে থাকে। তারপর তিনি গাছটি কেটে তক্তা বানিয়ে নৌকা নির্মাণ করতে শুরু করেন। লোকেরা উপহাস করে যে, স্তুলে তিনি কেমন করে নৌকা চালাবেন? উত্তরে তিনি তাদেরকে বলেনঃ “সত্ত্বরই তোমরা স্বচক্ষে দেখে নেবে।” যখন তিনি নৌকাটির নির্মাণকার্য শেষ করেন এবং পানি যমীন হতে উথলিয়ে উঠতে এবং আকাশ হতে বর্ষিতে শুরু করে, আর অলি-গলি ও রাস্তাঘাট পানিতে নিমজ্জিত হতে থাকে, তখন ঐ শিশুর মাতা, যার

১. এই হাদীসটি ইমাম আহমদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়াইয়াতটি এই সনদে গৱীব বা দুর্বল বটে, কিন্তু এর কতক অংশের সাক্ষী সহী-হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে।

শিশুর প্রতি অসীম মমতা ও ভালবাসা ছিল, শিশুকে নিয়ে পর্বতের দিকে চলে গেল এবং তাড়াতাড়ি পর্বতের উপর চড়তে শুরু করলো। এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত উঠে দেখলো যে, পানি সেখানেও পৌছে গেছে তখন সে চূড়ায় উঠে স্বত্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু পানি সেখানে পৌছে গেল। যখন স্কন্দ পর্যন্ত পানি হয়ে গেল তখন সে শিশুটিকে দু'হাতে নিয়ে উপর দিকে উঁচু করে ধরলো। কিন্তু পানি সেখানেও পৌছে গেল এবং মা ও শিশু উভয়েই পানিতে ডুবে গেল। সুতরাং সেই দিন যদি কোন কাফিরই রক্ষা পেতো তবে আল্লাহ তাআ'লা ঐ শিশুর মাতার উপর রহমত করতেন।”^১

(৪৫) আর নৃহ (আঃ) নিজ

প্রতিপালককে ডাকলো এবং
বললো— হে আমার
প্রতিপালক! আমার এই পুত্রটি
আমার পরিবারবর্গেরই
অন্তর্ভুক্ত আর আপনার
ওয়াদাও সম্পূর্ণ সত্য এবং
আপনি সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ
বিচারক।

(৪৬) তিনি (আল্লাহ) বললেন— হে নৃহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে অসৎ কর্মপরায়ণ, অতএব, তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করো না, যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই; আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১. এই হাদিসটি তাফসীরে ইবনে জারীর ও তাফসীরে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে। এই সনদে এটা গরীব বা দুর্বল। কাবুল আহবার (৩ঃ) ও মুজাহিদ ইবনু জুবাইর (৩ঃ) হতেও শিশু ও তার মাতার ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ
إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِيٍّ وَإِنِّي وَعَدَكَ
الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
الْحَكِيمَيْنَ ۝

قَالَ يَنْوَحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ
أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ
فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ
مِنَ الْجَهِيلِيْنَ ۝

(৪৭) সে (নুহ, আঃ) বললো— হে
আমার প্রতিপালক! আমি
আপনার নিকট এমন বিষয়ের
আবেদন করা হতে আশ্রয়
চাহি, যে সমস্তে আমার জ্ঞান
নেই, আর যদি আপনি
আমাকে ক্ষমা না করেন এবং
আমার প্রতি দয়া না করেন,
তবে আমি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট
হয়ে যাবো।

এটা মনে রাখা দরকার যে, হ্যরত নুহের (আঃ) এই প্রার্থনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ডুবত ছেলের সঠিক অবস্থা অবগত হওয়া। তিনি প্রার্থনায় বলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! এটা তো প্রকাশ্য ব্যাপার যে, আমার ছেলেটি আমার পরিবারভুক্ত ছিল। আর আমার পরিবারকে রক্ষা করার আপনি ওয়াদা করেছিলেন এবং এটাই অসম্ভব ব্যাপার যে, আপনার ওয়াদা মিথ্যা হবে। তাহলে আমার এই ছেলেটি কি করে এই কাফিরদের সাথে ডুবে গেল!” উভরে আল্লাহ তাআ’লা বললেনঃ “তোমার যে পরিবারকে রক্ষা করার আমার ওয়াদা ছিল তোমার এই ছেলেটি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমার এই ওয়াদা ছিল মু’মিনদেরকে নাজাত দেয়া। আমি বলেছিলামঃ

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ

অর্থাৎ তোমার পরিবারবর্গকেই নৌকায় উঠিয়ে নাও, কিন্তু তাকে নয় যার সমস্তে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে। (১১: ৪০) তোমার এই ছেলে কুফরী করার কারণে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের সম্পর্কে পূর্বেই আমি জানতাম যে, তারা কুফরী করবে এবং পানিতে ডুবে যাবে।

এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কতকগুলি লোকের মতে সে প্রকৃত পক্ষে হ্যরত নুহের (আঃ) পুত্র ছিলই না। কেননা, তাঁর বীর্যে তার জন্ম হয় নাই, বরং ব্যভিচারের মাধ্যমে সে জন্মগ্রহণ করেছিল। আবার কারো কারো উক্তি এই যে, সে ছিল হ্যরত নুহের(আঃ) স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র।

— قَالَ رَبِّنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ
أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
وَلَا تَغْفِرِي وَتَرْحَمِنِي أَكْنِ
مِنَ الْخَسِيرِينَ ۝

কিন্তু এই দু'টি উক্তিই ভুল। বহু শুরুজন স্পষ্ট ভাষায় এটাকে ভুল বলেছেন। এমনকি হযরত ইবনু আবুস (রাঃ) এবং বহু পূর্ববর্তী শুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচারে লিঙ্গ হয় নাই। আল্লাহ তাআ'লার (নিচয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়) এই উক্তির তৎপর্য এটাই যে, তিনি হযরত নূহের (আঃ) যে পরিবারকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছিলেন তাঁর ঐ ছেলেটি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এটাই সঠিক ও আসল কথা। এ ছাড়া অন্য দিকে যাওয়া ভুল ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ এমনই মর্যাদাবান যে, তাঁর মর্যাদা কোন নবীর ঘরে ব্যভিচারিনী স্ত্রী রাখা কখনো কবুল করতে পারে না। এটা চিন্তা করার বিষয় যে, হযরত আয়েশার (রাঃ) ব্যাপারে যারা অপবাদ দিয়েছিল তাদের উপর আল্লাহ পাক করত না রাগার্বিত হয়েছিলেন। হযরত নূহের (আঃ) ঐ ছেলেটি তাঁর পরিবারভুক্ত না হওয়ার কারণ স্বয়ং কুরআন পাকই বর্ণনা করেছে যে, তার আমল ভাল ছিল না।

إِنَّهُ عَمِلَ عَمَلًا غَيْرَ صَالِحٍ বলেন যে, এক কিরআতে রয়েছে। হযরত আসমা বিনতে ইয়ায়ীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহকে **إِنَّهُ عَمِلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ**” পড়তে শুনেছি এবং তাঁকে বলতে শুনেছিঃ

قُلْ يَعْبُدُوا إِلَّا دِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا -

অর্থাৎ (আল্লাহ পাকের উক্তি) ‘হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের নফসের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যেয়ো না, নিচয় আল্লাহ সমস্ত শুণাহ ক্ষমা করে দেবেন। (৩৯: ৫৩) আর এতে তিনি কোনই পরওয়া করেন না। অর্থাৎ, **إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ**।’^১ অর্থাৎ নিচয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।”^২

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটাকে **إِنَّهُ عَمِلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ** উম্মে সালমা (রাঃ) হচ্ছেন উম্মুল

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) সীয় মুসলাদে বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম আহমদ (রঃ) সীয় মুসলাদে এই হাদীসটিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

মু'মিনীন। আর বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, তিনিই হচ্ছেন আসমা বিনতে ইয়ায়ীদ (রাঃ)। কারণ উম্মে সালমা ছিল তাঁর কুনইয়াত বা পিতৃপদবী যুক্ত নাম। তবে এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

হ্যরত ইবনু আবুস (রাঃ) কা'বার পার্শ্বে অবস্থান করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁকে "فَخَانَتَاهُ" আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উভরে তিনি বলেন যে, এর দ্বারা ব্যতিচার উদ্দেশ্য নয়। বরং হ্যরত নূহের (আঃ) স্ত্রীর খিয়ানত তো ছিল এই যে, সে লোকদেরকে বলতোঃ "এই লোকটি (হ্যরত নূহ আঃ) পাগল। আর হ্যরত লুতের (আঃ) স্ত্রীর খিয়ানত ছিল এই যে, তাঁর কাছে মেহমানরা আসলে সে জনগণকে খবর দিয়ে দিত। অতঃপর তিনি "إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ" পাঠ করেন।^১

হ্যরত সাঈদ ইবনু জুবাইরকে (রাঃ) হ্যরত নূহের (আঃ) পুত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা সত্যবাদী। তিনি তাকে নূহের (আঃ) পুত্রেই বলেছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে সে হ্যরত নূহের (আঃ) উরসজাত পুত্রই ছিল। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ وَنَادَى نُوحُ وَنَادَى نُوحُ بِنَهْ أَرْثَأْنِ نূহ (আঃ) স্বীয় পুত্রকে ডাকতে লাগল।" (১১: ৪২) আর এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, 'কোন নবীরই স্ত্রী ব্যতিচার করে নাই' এই উক্তি কোন কোন আলেমের রয়েছে। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) হতে একপই বর্ণিত আছে। ইবনু জারীরেরও (রঃ) এটাই পছন্দনীয় মত। আর প্রকৃতপক্ষে সঠিক ও বিশুদ্ধ উক্তি এটাই বটে।

(৪৮) বলা হলো- হে নূহ (আঃ)!

অবতরণ কর আমার পক্ষ হতে
সালাম ও বরকতসমূহ নিয়ে,
যা তোমার উপর নাযিল হবে
এবং সেই দলসমূহের উপর
যারা তোমার সাথে রয়েছে;
আর অনেক দল একপও হবে
যাদেরকে আমি কিছুকাল

- قَيْلَ يَنْوَحُ اهِبْطُ بِسْلِمٍ ৪৮
مِنَا وَبَرَكَتٌ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ
أَمِّ مِمْنَ مَعَكَ وَأَمْ

১. এটা আবদুর রায়হাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(দুলিয়ার) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান
করবো, তৎপর তাদের উপর
পতিত হবে আমার পক্ষ হতে
কঠিন শান্তি ।

سَمْتَعْهُمْ ثُمَّ يَمْسِحُهُمْ مَنَّا
عَذَابُ الْبَيْمَ

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, নৌকাটি যখন জুনী পর্বতের উপর থেমে গেল তখন নূহকে (আঃ) বলা হলো— তোমার উপর ও তোমার সঙ্গীয় মু'মিনদের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মু'মিনের আবির্ভাব ঘটবে তাদের সবারই উপর শান্তি বর্ষিত হোক ।' সাথে সাথে কাফিরদের সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হলো যে, তারা পার্থিব জগতে সুখ ভোগ করবে বটে, কিন্তু (পরকালে) সত্ত্বরই তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তির দ্বারা পাকড়াও করা হবে । যেমন এটা হ্যরত মুহাম্মদ ইবনু কাব (রঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে ।

হ্যরত মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তাআ'লা তুফান বন্ধ করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি ভৃ-পৃষ্ঠে বায়ু পাঠিয়ে দিলেন, যা পানি বন্ধ করে দিলো এবং ওর উথলিয়ে ওঠা বন্ধ হয়ে গেল । সাথে সাথে আকাশেরও দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো যা তখন পর্যন্ত পানি বর্ষণ করতেই ছিল । সুতরাং এরপর আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল । যমীনকে পানি শোষণ করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো । তখন থেকেই পানি কমতে শুরু করলো ।

আহ্লে তাওরাতের বিশ্বাস এই যে, সপ্তম মাসের ১৭ই তারিখে হ্যরত নূহের(আঃ) নৌকাটি জুনী পাহাড়ের উপর লেগেছিল । দশম মাসের প্রথম তারিখে পাহাড়সমূহের চূড়া জেগে ওঠে । এর চল্লিশ দিন পর নৌকায় আরোহণ করার ছিদ্রটি পানির উপর দেখা যেতে লাগল । তারপর হ্যরত নূহ (আঃ) পানির প্রকৃত অবস্থা জানবার উদ্দেশ্যে কাককে পাঠালেন । কিন্তু কাকটি ফিরে আসতে বিলম্ব করায় তিনি করুতরকে প্রেরণ করেন । করুতরটি ফিরে আসে । তিনি ওর অবস্থা দৃষ্টে বুঝতে পারেন যে, সে পা রাখার জায়গা পায় নাই । তিনি করুতরটিকে হাতে করে ভিতরে নিয়ে আসেন । সাত দিন পর পুনরায় তিনি করুতরটিকে পাঠিয়ে দেন । সন্ধ্যার সময় সে ঠোঁটে করে যয়তুনের পাতা নিয়ে ফিরে আসে । এতে আল্লাহর নবী জানতে পারেন যে, পানি যমীনের সামান্য কিছু উপরে রয়েছে । এর

সাত দিন পর পুনরায় তিনি কবুতরটিকে প্রেরণ করেন। এবার কিন্তু কবুতরটি ফিরে আসলো না। এতে তিনি বুঝে নেন যে, যমীন সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেছে। মোট কথা, সুদীর্ঘ এক বছর পর হযরত নূহ (আঃ) নৌকাটির আবরণ খুলে ফেলেন এবং সাথে সাথে তাঁর কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী আসে— হে নূহ (আঃ)! আমার পক্ষ হতে অবতারিত শান্তির সাথে এখন নেমে পড়।

(৪৯) এটা হচ্ছে গায়েবী সংবাদ

সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি
তোমার কাছে ওয়াহী মারফত
পৌছিয়ে দিচ্ছি, ইতিপূর্বে এটা
না তুমি জানতে, আর না
তোমার কওম; অতএব, তুমি
ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় শুভ
পরিণাম মুভাকীদের জন্যেই।

٤٩- تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ
نُوْجِبَهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا
أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِيْنَ

﴿٤﴾

আল্লাহ তাআ'লা নবীকে (সাঃ) সম্বোধন করে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! নূহের (আঃ) এই ঘটনা এবং এই ধরনের অতীতের ঘটনাবলী যেগুলি তুমিও জানতে না এবং তোমার কওমও না কিন্তু ওয়াহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে এগুলি জানিয়ে থাকি। আর তুমি জনগণের সামনে এগুলির সত্যতা এমনভাবে প্রকাশ করে থাকো যে, যেন তুমি এই ঘটনাবলী সংঘটিত হবার সময় সেখানেই বিদ্যমান ছিলে। অথচ এর পূর্বে না তুমি স্বয়ং এর কোন খবর রাখতে, না তোমার কওম। এটা হলে মানুষ ধারণা করতো যে, হয়তো তুমি এগুলো কাঠো নিকট থেকে জেনে নিয়েছো। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা তুমি একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত ওয়াহীর মাধ্যমেই জানতে পেরেছো। আর এই ওয়াহী ঠিক এভাবেই এসেছে, যেভাবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তোমার কওম যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এর উপর তোমাকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সত্ত্বরই আমি তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে সাহায্য করবো এবং শক্রদের উপর বিজয়ী রাখবো। যেমন আমি তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে তাদের শক্রদের উপর বিজয় দান করেছিলাম। আল্লাহ পাক বলেনঃ

إِنَّا لَنَنْصَرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ أَمْنَوْا.

অর্থাৎ “নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু’মিনদেরকে সাহায্য করবো।” (৪০: ৫১) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ - إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُرُونَ -

অর্থাৎ “আমার বিশিষ্ট বান্দা অর্থাৎ রাসূলদের জন্যে এই সিদ্ধান্ত পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে; নিঃসন্দেহে তারা জয়ী হবে।” (৩৭: ১৭১-১৭২) তাই এখানেও আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ -

অর্থাৎ (হে নবী. সঃ) তুমি দৈর্ঘ্য ধারণ কর, নিঃসন্দেহে শুভ পরিণাম মুভাকীদের জন্যেই।

(৫০) আর আ’দ (সম্প্রদায়) এর ধৰ্মি তাদের ভাই হুদ (আঃ)-কে (রাসূলরূপে) প্রেরণ করলাম; সে বললো- হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া কেউ তোমাদের মা’বুদ নেই, তোমরা শুধু মিথ্যা উজ্জ্বালনকারী।

(৫১) হে আমার কওম! আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় শুধু তারই বিচ্ছায় রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবুও কি তোমরা বুঝ না?

(৫২) আর হে আমার কওম! তোমরা (তোমাদের পাপের জন্যে) তোমাদের

٥- وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا .
قَالَ يَقُومٌ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ
إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥

٥١- يَقُومٌ لَا اسْتَلِكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى الَّذِي
فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥

٥٢- وَيَقُومٌ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা
প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই
পানে নিবিষ্ট হও, তিনি
তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি
বর্ষণ করবেন এবং
তোমাদেরকে আরো শক্তি
প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে
বৃদ্ধি করে দেবেন, আর
তোমরা পাপে লিঙ্গ থেকে মুখ
ফিরিয়ে নিয়ো না।

وَمَّا تَبِعَوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ
عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُّكُمْ قُوَّةً
إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا
مُجْرِمِينَ ۝

আল্লাহ তাআ'লা হ্যরত হুদকে (আঃ) তাঁর কওমের কাছে রাসূলরূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর কওমকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতে নিষেধ করেন। তিনি তাদেরকে বলেনঃ যাদের তোমরা পূজা করছো তাদেরকে তোমরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছো। এমনকি তাদের নাম ও অস্তিত্ব তোমাদের বাজে কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি তাদেরকে আরো বলেনঃ আমি যে তোমাদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছি, এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছি না। এর প্রতিদান স্বয়ং আমার প্রতিপালক আমাকে দান করবেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি এই সহজ কথাটুকুও বুঝতে পারছ না যে, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের পথ বাতলিয়ে দিচ্ছেন অথচ এর বিনিময়ে তিনি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছেন না? তোমরা তোমাদের অতীতের পাপের জন্যে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো এবং আগামীতে পাপের কাজ থেকে বিরত থাকো। এ দু'টো যার মধ্যে থাকবে তার জীবিকার পথ আল্লাহ সহজ করে দেবেন এবং তার কাজও সহজ হয়ে যাবে। আর সর্বক্ষণ তিনি তার হিফায়ত করবেন। জেনে রেখো যে, তোমরা যদি আমার উপদেশ মত কাজ কর তবে মহান আল্লাহ তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যে বৃষ্টি হবে তোমাদের জন্যে খুবই উপকারী। আর তোমাদের শক্তিকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনাকে নিজের জন্যে অবশ্য কর্তব্য করে নেয়, আল্লাহ তাআ'লা তার সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা দূর করে দেন, সঙ্কীর্ণতা থেকে প্রশস্ততা দান করেন এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিয়্ক দান করেন যা সে কল্পনাও করে না।

(৫৩) তারা বললোঃ হে হুদ
 (আঃ) তুমি তো আমাদের
 সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন
 কর নাই এবং আমরা তোমার
 কথায় তো আমাদের উপাস্য
 দেবতাদেরকে বর্জন করতে
 পারি না, আর আমরা কিছুতেই
 তোমার প্রতি বিশ্বাস
 স্থাপনকারী নই।

(৫৪) আমাদের কথা তো এই যে,
 আমাদের উপাস্য দেবতাদের
 মধ্য হতে কেউ তোমাকে
 দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে; সে
 বললোঃ আমি আল্লাহকে
 সাক্ষী করছি এবং তোমরাও
 সাক্ষী থেকো, আমি ঐ সব
 বস্তুর প্রতি অস্তুষ্ট যাদেরকে
 তোমরা শরীক সাব্যস্ত করছো।

(৫৫) তাঁকে ছেড়ে, অনন্তর
 তোমরা সবাই মিলে আমার
 বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও,
 অতঃপর আমাকে সামান্য
 অবকাশও দিয়ো না।

(৫৬) আমি আল্লাহর উপর ভরসা
 করেছি, যিনি আমারও
 প্রতিপালক এবং তোমাদেরও
 প্রতিপালক, ভূ-পৃষ্ঠে যত
 বিচরণকারী রয়েছে সবারই
 ঝুঁটি তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ;
 নিচয় আমার প্রতিপালক সরল
 পথে অবস্থিত।

- ৫৩ -
 قَالُوا يَهُودٌ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ
 وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ الْهِئَنَّا عَنْ
 قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ
 بِمُؤْمِنِينَ ۝

- ৫৪ -
 إِنَّنَّا نَقُولُ إِلَّا اعْتَرِيكَ بِعَضُ
 الْهِئَنَّا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ
 اللَّهَ وَأَشْهَدُوا إِنِّي بِرِّيءٌ مِّمَّا
 تُشْرِكُونَ ۝

- ৫৫ -
 مَنْ دُونَهُ فَكِيدُونَى جَمِيعًا
 ثُمَّ لَا تَنْظِرُونَ ۝

- ৫৬ -
 إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي
 وَرِسِّكْمَ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ
 أَخْذُهُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى
 صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হ্যরত হুদের (আঃ) কওম তাঁর উপদেশ শুনে তাঁকে বললোঃ ‘হে হুদ (আঃ)! তুমি যেই দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছো তার তো কোন দলিল প্রমাণ আমাদের সামনে পেশ করছো না। আর আমরা এটা করতে পারি না যে, তোমার কথায় আমাদের মা'বুদগুলির উপাসনা পরিত্যাগ করবো। আমরা এগুলি ছাড়বোও না এবং তোমাকে সত্যবাদী মেনে নিয়ে তোমার উপর ঈমানও আনবো না। বরং আমাদের তো ধারণা এই যে, যেহেতু তুমি আমাদেরকে আমাদের মা'বুদগুলির উপাসনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা ক রছো এবং তাদের প্রতি দোষারোপ করছো, সেই হেতু তারা তোমার এই জ্বালাতন সহ্য করতে পারে নাই। তাই, তাদের কারো মার তোমার উপর পতিত হয়েছে। ফলে তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। তাদের এই কথা শুনে আল্লাহর নবী হ্যরত হুদ (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ ‘যদি তাই হয় তবে জেনে রেখো যে, আমি শুধু তোমাদেরকেই নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লাকেও সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ছাড়া যেসব মা'বুদের ইবাদত করা হচ্ছে আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ ও মুক্ত। এখন শুধু তোমরা নও, বরং তোমাদের এই সব মিথ্যা ও বাজে মা'বুদকেও ডেকে নাও এবং তোমরা সবাই মিলে যত পার আমার ক্ষতি সাধন কর। আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিয়ো না এবং আমার প্রতি কোন সমবেদননাও প্রকাশ করো না। আমার ক্ষতি সাধন করার তোমাদের যতদূর ক্ষমতা থাকে তা প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করো না। আমার ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর। যিনি আমার ও তোমাদের সকলেরই মালিক। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমার ক্ষতি করার কারো সাধ্য নেই। এমন কেউ নেই যে, তাঁর হৃকুম অমান্য করে তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তিনি ন্যায় বিচারক। তিনি কখনো অত্যাচার করেন না। তিনি সরল ও সঠিক পথে রয়েছেন। বান্দাদের ঝুঁটি তাঁর হাতের মুঠের মধ্যে রয়েছে। সন্তানের উপর পিতামাতার যে দয়া রয়েছে, মু'মিন বান্দার উপর আল্লাহর দয়া এর চেয়ে বহুগুণ বেশি রয়েছে। তিনি পরমদাতা ও দয়ালু। তাঁর দান ও দয়ার কোন শেষ নেই। এ কারণেই কতকগুলি লোক বিভ্রান্ত ও উদাসীন হয়ে পড়ে।’

হ্যরত হুদের (আঃ) এই কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করা যাক। তিনি আ'দ সম্প্রদায়ের জন্যে তাঁর এই উক্তির মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের বহু দলিল

বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া কেউ যখন লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়, তিনি ছাড়া কারো কোন জিনিসের উপর যখন কোন অধিকার নেই, তখন একমাত্র তিনিই যে উপাসনার যোগ্য এটা প্রমাণিত হয়ে গেল। আর তোমরা তাকে ছাড়া যে সব মাঝুদের ইবাদত করছো সেই সবগুলি বাতিল সাব্যস্ত হলো। আল্লাহ তাআল্লা তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আধিপত্য, ব্যবস্থাপনা, অধিকার এবং ইখতেয়ার একমাত্র তাঁরই। সবাই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

(৫৭) অতঃপর যদি তোমরা ফিরে

থাকো, তবে আমাকে যে পয়গাম দিয়ে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আমি তো ওটা তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি; আর আমার প্রতিপালক ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের স্থলে অন্য লোকদের আবাদ করে দেবেন, এবং তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করছো না; নিচয় আমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

(৫৮) আর যখন আমার (শান্তির হৃকুম এসে পৌছলো তখন আমি হৃদকে (আঃ) এবং যারা তার সাথে ইমানদার ছিল তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম অতি কঠিন শান্তি হতে।

— ৫৭ —
فَإِنْ تُولُوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَبِسْتَخْلِفُ بِرِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرُونَهُ شَيْئًا إِنْ رِبِّيْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ ۝

— ৫৮ —
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ أَمْنَوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝

(৫৯) আর এরা ছিল আ'দ
সম্প্রদায়, যারা নিজেদের
প্রতিপালকের নির্দশনগুলিকে
অঙ্গীকার করলো এবং তাঁর
রাসূলদেরকে অমান্য করলো,
পক্ষান্তরে তারা সম্পূর্ণরূপে
এমন লোকদের কথামত চলতে
লাগলো যারা ছিল যালিম,
হঠকারী।

(৬০) আর এই দুনিয়াতেও
অভিসম্পাত তাদের সঙ্গে সঙ্গে
রইল এবং কিয়ামতের দিনও;
ভালুকরূপে জেনে রেখো! আ'দ
নিজ প্রতিপালকের সাথে কুফরী
করলো; আরো জেনে রেখো,
দূরে পড়ে গেল আ'দ রহমত
হতে যারা হুদের (আঃ) কওম
ছিল।

وَتِلْكَ عَادٌ قَفْ جَحَدُوا بِاَيْتٍ ۝ ৫৯

رِبِّهِمْ وَعَصَوْ رَسُلَهُ وَاتَّبَعُوا

امْرَ كُلِّ جَهَارٍ عَنِيدٍ ۝

وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ۝ ৬০

لَعْنَةُ وَيَوْمُ الْقِيَمَةِ الْأَن-

عَادًا كَفَرُوا رِبَّهُمْ الْأَبْعَدُ

لِعَادٍ قَوْمٌ هُودٌ ۝

(৫)

হ্যরত হুদ (আঃ) তাঁর কওমকে বলতে লাগলেনঃ ‘আমার কাজটি আমি
পূর্ণ করেছি। আল্লাহর পয়গাম তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি। এখন
তোমরা যদি তা মান্য না কর তবে এর শান্তি তোমাদের উপর পতিত হবে,
আমার উপর নয়। আল্লাহ তাআ'লার এই ক্ষমতা রয়েছে যে, তোমাদের
স্ত্রে তিনি এমন জাতিকে আনয়ন করবেন যারা তাওহীদকে স্বীকার
করে নেবে এবং তাঁরই ইবাদত করবে। তিনি তোমাদেরকে মোটেই
পরওয়া করেন না। তোমাদের কুফরী তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।
বরং এর শান্তি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। আমার প্রতিপালক স্বীয়
বান্দাদেরকে দেখতে রয়েছেন। তাদের কথা ও কাজ তাঁর দৃষ্টির সামনেই
রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শান্তি এসেই গেল। কল্যাণ ও
বরকত হতে শূন্য এবং শান্তিতে পরিপূর্ণ ঘূর্ণিবাত্যা তাদের উপর দিয়ে বয়ে
গেল। ঐ সময় হ্যরত হুদ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনরা আল্লাহ
তাআ'লার দয়া ও অনুগ্রহের বদৌলতে এই শান্তি থেকে রক্ষা পেয়ে

গেলেন। কঠিন শাস্তি তাদের উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হলো। এরাই ছিল আ'দ সম্প্রদায় যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিল এবং তাঁর নবীকে মানে নাই। এটা স্বরণ রাখার বিষয় যে, একজন নবীকে অমান্যকারী হচ্ছে সমস্ত নবীকেই অমান্যকারী। আ'দ সম্প্রদায় ঐ লোকদেরকেই মেনে চলতো যারা ছিল তাদের মধ্যে একগুঁয়ে ও উদ্ধৃত। এদের উপর আল্লাহ ও তাঁর মু'মিন বান্দাদের লা'নত বর্ষিত হলো। এই দুনিয়াতেও তাদের আলোচনা হতে থাকলো লা'নতের সাথে এবং কিয়ামতের দিনও হাশরের মাঠে সকলের সামনে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। সেই দিন ঘোষণা করা হবে যে, আ'দ সম্প্রদায় হচ্ছে আল্লাহকে অঙ্গীকারকারী।

হ্যরত সুন্দীর (রঃ) উক্তি এই যে, এই আ'দ সম্প্রদায়ের পরে দুনিয়ার বুকে যত নবীর আগমন ঘটে সবাই তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকেন। তাঁদের ভাষায় আল্লাহ তাআ'লার লা'নতও তাদের উপর বর্ষিত হতে থাকে।

(৬১) আর আমি সামুদ

(সম্প্রদায়) এর নিকট তাদের
ভাই সালেহকে (আঃ)
নবীরূপে প্রেরণ করলাম, সে
বললোঃ হে আমার কওম!
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর,
তিনি ছাড়া কেউ তোমাদের
মা'বুদ নেই। তিনি
তোমাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি
করেছেন, এবং তোমাদেরকে
তাতে আবাদ করেছেন,
অতএব তোমরা (নিজেদের
পাপের জন্যে) তাঁর কাছে ক্ষমা
প্রার্থনা কর, অতঃপর
মনোনিবেশ কর তাঁরই দিকে;
নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক
নিকটে রয়েছেন, (এবং তিনি
আবেদন) গ্রহণকারী।

وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ
صَلِحًا قَالَ يَقُومٌ اعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْغَيْرِهِ
هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ
اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
إِنَّ رَبِّيْ قَرِيبٌ مُجِيبٌ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, তিনি সালেহকে (আঃ) সামুদ সম্পদায়ের নিকট নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি স্বীয় কওমকে আল্লাহর ইবাদত করার এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য মা'বুদগুলির ইবাদত পরিত্যাগ করার উপদেশ দেন। তিনি তাদেরকে বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লা মানুষের প্রথম সৃষ্টি মাটি দ্বারা শুরু করেছিলেন। তোমাদের সবারই পিতা হয়েরত আদমকে (আঃ) এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআ'লাই তোমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে ভূ-পৃষ্ঠে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন। ফলে তোমরা আজ এখানে কালাতিপাত করছো। তোমাদের পাপের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আর তাঁরই পানে মনোনিবেশ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। তিনি খুবই নিকটে রয়েছেন এবং তিনি প্রার্থনা করুলকারী। যেমন তিনি বলেনঃ

وَإِذَا سَأَلَكُ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيبٌ أَجِيبُ دُعَاءَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

অর্থাৎ “(হে নবী সাঃ)! যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজেস করে (যে, আমি দূরে রয়েছি, না নিকটে রয়েছি, তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও) আমি (আল্লাহ) নিকটেই রয়েছি, আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি, যখন সে আমাকে আহ্বান করে। (২: ১৮৬)

(৬২) তারা বললোঃ হে সালেহ

(আঃ)! তুমি তো ইতিপূর্বে
আমাদের মধ্যে
আশা-ভরসাস্থল ছিলে, তুমি
কি আমাদেরকে ঐ বস্তুর
উপাসনা করতে নিষেধ
করছো; যাদের উপাসনা
আমাদের পিত্তপুরুষেরা করে
এসেছে? আর যে ধর্মের দিকে
তুমি আমাদেরকে ডাকছো
বস্তুতঃ আমরা তো তৎসমক্ষে
গভীর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি,
যা আমাদেরকে দ্বিধাদন্তে ফেলে
রেখেছে।

- ১২ -
قَالُوا يَصِلُحُ قَدْ كُنَتْ
فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا
أَتَنْهِنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ
إِبَاؤُنَا وَإِنَّا لِفِي شَكٍ مِّمَّا
تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ

(৬৩) সে (সালেহ আঃ) বললোঃ
হে আমার কওম! আছা
বলতো, যদি আমি নিজ
প্রতিপালকের পক্ষ হতে
প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি
আমার প্রতি নিজের রহমত
(নুবওয়াত) দান করে থাকেন;
(অতএব) আমি যদি আল্লাহর
কথা না মানি, তবে আমাকে
আল্লাহ (-র শাস্তি) হতে কে
রক্ষা করবে? তবে তো তোমরা
শুধু আমার ক্ষতিই করছো।

হ্যরত সালেহ (আঃ) ও তাঁর কওমের মধ্যে যে কথাবার্তা চলছিল
আল্লাহ তাআল্লা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা হ্যরত সালেহকে
(আঃ) বললোঃ এসব কথা তুমি মুখে এনো না। এর পূর্বে তো আমরা
তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি সবই গুড়ে
বালি। তুমি আমাদেরকে আমাদের পিতৃ পুরুষদের রীতিনীতি ও পূজাপার্বন
থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছো। কিন্তু তুমি আমাদেরকে যে নতুন পথ
দেখাচ্ছ; তাতে আমাদের বড় রকমের সন্দেহ রয়েছে। তাদের এ কথা শুনে
হ্যরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ জেনে রেখো যে, আমি বড়
দলিলের উপর রয়েছি। আমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত নির্দর্শন রয়েছে। আমার
সত্যবাদিতার উপর আমার মানসিক প্রশাস্তি ও স্থিরতা রয়েছে। আমার
কাছে রয়েছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাত ক্লপ রহমত। এখন যদি আমি
তোমাদেরকে এর দাওয়াত না দেই এবং আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করি, আর
তোমাদেরকে তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান না করি, তবে কে এমন আছে
যে, আমাকে সাহায্য করতে পারে এবং তাঁর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা
করতে পারে? তোমরা আমার কোনই উপকারে লাগছো না, তোমরা শুধু
আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছো।

(৬৪) আর হে আমার কওম! এটা
হচ্ছে আল্লাহর উষ্ট্রী যা
তোমাদের জন্যে নির্দর্শন,
অতএব ওকে ছেড়ে দাও, যেন

٦٣ - قَالَ يَقُومٌ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ
عَلَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَنْتِ
مِنْ رَبِّي وَأَنْتِ
اللَّهُ إِنْ عَصَيْتَهُ فَمَا
تَرِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۝

٦٤ - وَيَقُومُ هُذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ
أَيَّةً فَذِرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ

আল্লাহর যমীনে চরে খায়, আর
ওকে খারাপ উদ্দেশ্যে শৰ্ষ
করো না, অন্যথায়
তোমাদেরকে আকস্মিক শাস্তি
এসে পাকড়াও করতে পারে।

(৬৫) অনন্তর তারা ওকে মেরে
ফেললো, তখন সে বললোঃ
তোমরা নিজেদের ঘরে আরো
তিনটি দিন বাস করে নাও;
এটা এমন ওয়াদী যাতে
বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।

(৬৬) অতঃপর যখন আমার হুকুম
এসে পৌছলো, আমি
সালেহকে (আঃ) এবং যারা
তার সাথে ঈমানদার ছিল
তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা
করলাম, আর বাঁচালাম সেই
দিনের বড় লাঞ্ছনা হতে;
নিক্ষয় তোমার প্রতিপালক
শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

(৬৭) আর সেই যালিমদেরকে
এক প্রচণ্ড ধনি এসে আক্রমণ
করলো, যাতে তারা নিজ নিজ
গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।

(৬৮) যেন তারা সেই গৃহগুলিতে
কখনো বসবাস করে নাই;
ভালুকপে জেনে রেখো! সামৃদ্ধ
সম্পদায় নিজ প্রতিপালকের
সাথে কুকুরী করলো; জেনে
রেখো, সামৃদ্ধ সম্পদায় রহমত
হতে দূর হয়ে পড়লো।

اللَّهُ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ
فِي أَخْذِكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۝

٦٥ - فَعَقِرُوهَا فَقَالَ تَمْتَعُوا
فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ
وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۝

٦٦ - فَلَمَّا جَاءَ أَمْرَنَا نَجَّيْنَا
صَلِحًا وَالَّذِينَ امْنَأْنَا مَعَهُ
بِرَحْمَةِ مِنَّا وَمِنْ حَزِيرِ يَوْمِئِنْدِ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝

٦٧ - وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصَّيْحَةُ فَاصْبَحُوا فِي
دِيَارِهِمْ جِثَمِينَ ۝

٦٨ - كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا
إِلَّا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
أَلَا بَعْدًا لِثَمُودٍ ۝

এ সব আয়াতের পূর্ণ তাফসীর, সামুদ্র সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা এবং উন্নীর বিস্তারিত ঘটনা সূরায়ে আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআ'লার নিকটই তাওফীক কামনা করছি।

(৬৯) আর আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইবরাহীমের (আঃ) নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করলো, (এবং) তারা সালাম করলো, ইবরাহীমও (আঃ) সালাম করলো, অতঃপর অনতিবিলম্বে একটা ভাজা গো বৎস আনয়ন করলো।

(৭০) কিন্তু যখন সে দেখলো যে, তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অঙ্গুত ভাবতে লাগলো এবং মনে মনে তাদের থেকে শক্তি হলো; (এ দেখে) তারা বললোঃ ভয় করবেন না, আমরা জৃত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

(৭১) আর তার ঝী দণ্ডয়মান ছিল, সে হেঁসে উঠলো, তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের আঃ ঝীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের (আঃ) এবং ইসহাকের (আঃ) পর ইয়াকুবের (আঃ)।

٦٩- وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسْلَنَا
رَبِّهِمْ بِالْبُشْرِيَّ قَالُوا
سَلَّمًا قَالَ سَلَّمٌ فَمَا لِبَثَ أَنْ
جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ۝

٧- فَلَمَّا رَأَيْدِيْهُمْ لَا
تَصِلُ إِلَيْهِ نِكَرْهُمْ وَ
أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِفَةً قَالُوا لَا
تَخْفِيْنَا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى
قَوْمٍ لُوطٍ ۝

٧١- وَامْرَاتِهِ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ
فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ
إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۝

(৭২) সে বললোঃ হায় কপাল!

এখন আমি সন্তান থসব
করবো বৃন্দা হয়ে; আর আমার
এই স্বামী অতি বৃন্দ! বাস্তবিকই
এটা তো একটা বিস্ময়কর
ব্যাপার!

(৭৩) তারা (ফেরেশতারা)

বললোঃ আপনি কি আল্লাহর
কাজে বিস্ময় বোধ করছেন?
(হে) এই পরিবারের লোকেরা!
আপনাদের প্রতি তো আল্লাহর
(বিশেষত) রহমত ও তাঁর
(বিবি) বরকতসমূহ (নাখিল
হয়ে আসছে); নিচয় তিনি
প্রশংসা র যোগ্য,
মহামহিমান্বিত।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “যখন আমার দৃতেরা ইবরাহীমের (আঃ) নিকট সুসংবাদ নিয়ে আসলো ।” তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা। একটি উক্তি এই
রয়েছে যে, তাঁরা তাঁকে হ্যরত ইসহাকের (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন।
দ্বিতীয় উক্তি এই আছে যে, তাঁরা তাঁকে হ্যরত লৃতের (আঃ) কওমের
ধর্ম প্রাণ হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। প্রথম উক্তিটির সাক্ষী হচ্ছে
আল্লাহ পাকের নিম্নের উক্তি :

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّوْحُ وَجَاءَتِهِ الْبَشْرِيَّ يُعَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لَوْطٍ -

অর্থাৎ “যখন ইবরাহীম (আঃ) হতে ভয় দূরীভূত হলো এবং তার কাছে
সুসংবাদ আসলো, তখন সে লৃতের (আঃ) কওমের ব্যাপারে আমার সাথে
বিতর্কে লিঙ্গ হলো। (১১: ৭৪) ফেরেশতারা এসে তাঁকে সালাম দিলেন।
তিনিও তাঁদের সালামের জবাবে ”স্লাম” বললেন। ইলমে বায়ানের আলেমগণ
বলেন যে, ফেরেশতাদের সালামের উপরে হ্যরত ইবরাহীমের (আঃ)

- ৭২ - قَالَتْ يُوْبِلَتَىٰ إِلَهُ وَأَنَّ

عَجُوزٌ وَهَذَا بِعَلَىٰ شِيفَخَا إِنَّ
هَذَا لَشَىٰ عَجِيبٌ ○

- ৭৩ - قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ

اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ
عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبُيُّتِ إِنَّهُ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ ○

সালামটাই উন্নম । কেননা, ৰ্মাণ শব্দটি رفع বা পেশ দিয়ে পড়ায় এতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব এসেছে । সালাম বিনিময়ের পরেই হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের সামনে আতিথ্যরূপে গো-বৎসের ভাজা মাংস পেশ করেন । যখন তিনি দেখেন যে, নবাগত মেহমানদের হাত খাবারের দিকে বাড়ছে না তখন তিনি তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত ভাবতে লাগলেন এবং শক্তি হলেন । হ্যরত সুন্দী (রঃ) বলেন যে, হ্যরত লূতের (আঃ) কওমের ধ্বংস সাধনের জন্যে যে ফেরেশতাদের পাঠান হয়েছিল তাঁরা যুবক মানুষের আকারে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করেছিলেন । তাঁরা হ্যরত ইবরাহীমের (আঃ) বাড়িতে আগমন করেন । তিনি তাঁদেরকে দেখে খুবই সম্মান করেন এবং তাড়াতাড়ি গো-বৎসের গোশত গরম পাথরে সেঁকে নিয়ে তাঁদের সামনে পেশ করেন । নিজেও তিনি তাঁদের সাথে দস্তরখানায় বসে পড়েন । তাঁর স্ত্রী হ্যরত সারা' তাঁদের পানাহার করাবার কাজে লেগে যান । এটা সর্বজন বিদিত যে, ফেরেশতারা পানাহার করেন না । সুতরাং তারা খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন এবং বলেনঃ “আমরা কোন খাদ্যের মূল্য না দেয়া পর্যন্ত তা খাই না ।” হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ “তা হলে মূল্য প্রদান করুন!” তাঁরা জিজেস করলেনঃ এর মূল্য কত? তিনি উন্নরে বললেনঃ “বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করা এবং খাওয়ার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, এটাই হচ্ছে এর মূল্য ।” তারা এ কথা শুনে হ্যরত জিবরাইল (আঃ) হ্যরত মীকাস্তেলের (আঃ) দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁরা পরম্পরে বলাবলি করেন যে, বাস্তবিকই তাঁর মধ্যে এই যোগ্যতা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে নিজের খলিল (দোষ্ট) বানিয়ে নেবেন । তখনও তাঁরা যখন খাদ্য খেলেন না তখন বিভিন্ন প্রকারের ধারণা তাঁর অন্তরে জাগ্রত হলো । হ্যরত সারা' (রঃ) যখন দেখলেন যে, হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) স্বয়ং তাঁদেরকে আহার করানোর কাজে লেগে রয়েছেন, তথাপি তাঁরা খাচ্ছেন না তখন তিনি হেসে উঠলেন । আর এদিকে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) ভীত হয়ে পড়লেন । তাঁর এ অবস্থা দেখে ফেরেশতাগণ তাঁকে বললেনঃ “ভয়ের কোন কারণ নেই ।” এখন তাঁর ভয় দূর করার জন্যে তাঁরা প্রকৃত ব্যাপার তাঁর সামনে তুলে ধরলেন । তাঁরা বললেনঃ “আমরা মানুষ নই, বরং ফেরেশতা । হ্যরত লূতের (আঃ) কওমকে ধ্বংস করার জন্যে আমরা প্রেরিত হয়েছি ।”

হয়রত লৃতের (আঃ) কওমের ধৰ্সের কথা শুনে হয়রত সারা' (রঃ) খুশী হলেন। এই সময় তিনি আরো একটি সুসংবাদ শুনালেন। তা এই যে, এই নৈরাশ্যের বয়সেও তিনি সন্তান প্রসব করবেন। এটা ছিল তাঁর কাছে খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি এতেও বিস্ময় বোধ করলেণ যে, যে কওমের উপর আল্লাহর শাস্তি অবর্তীণ হতে যাচ্ছে তারা তো সম্পূর্ণরূপে গাফেল রয়েছে। মোট কথা, ফেরেশতাগণ তাঁকে ইসহাক (আঃ) নামক সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং এ কথাও বলেন, হয়রত ইসহাকের (আঃ) ওরসে ইয়াকুব (আঃ) নামক সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন।

এই আয়াত দ্বারা এই দলিল গ্রহণ করা যায় যে, 'যাবীল্লাহ' (আল্লাহর পথে যবাইকৃত) হয়রত ইসমাইল (আঃ) ছিলেন। কেননা, হয়রত ইসহাকেরই (আঃ) তো সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল এবং সাথে সাথে এ সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর ওরসে হয়রত ইয়াকুব (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন।

ফেরেশতাদের এই শুভ সংবাদ শুনে নারীদের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী 'হয়রত সারা' (রঃ) বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাঁর বিস্ময়ের কারণ ছিল এই যে, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তো বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। সুতরাং সেই বয়সে সন্তান লাভ কিরূপে সম্ভব? এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। এ দেখে ফেরেশতাগণ বললেনঃ “আল্লাহ তাআ’লার কাজে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? আল্লাহ তাআ’লা আপনাদেরকে এই বয়সেই সন্তান দান করবেন। যদিও আজ পর্যন্ত আপনার কোন সন্তান হয় নাই এবং আপনার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছেন, তথাপি জেনে রাখুন যে, আল্লাহর ক্ষমতার কোন শেষ নেই। তিনি যা চান তা-ই হয়ে থাকে। হে নবী পরিবারের লোক! আপনাদের উপর আল্লাহ তাআ’লার রহমত ও বরকত রয়েছে। সুতরাং আপনাদের জন্যে এটা শোভনীয় নয়। যে, তাঁর কাজে বিস্ময় প্রকাশ করবেন। তিনি হচ্ছেন প্রশংসার যোগ্য ও মহা মহিমাবিত।

(৭৪) অতঃপর যখন ইবরাহীমের

(আঃ) সেই ভয় দূর হয়ে গেল
এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হলো,
তখন আমার (প্রেরিত
ফেরেশতাদের) সাথে

- ٧٤ - فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

الرُّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ

লৃত-কওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক
(জোর সুপারিশ) করতে শুরু
করে দিলো।

يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لَّوْطٍ

(৭৫) বাস্তবিক ইবরাহীম (আঃ) ছিল বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির,
দয়ালু স্বভাব, কোমল হৃদয়।

۷۵- إِنَّ ابْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهٌ
مُّنِيبٌ

(৭৬) হে ইবরাহীম (আঃ)! এ
কথা ছেড়ে দাও, তোমার
প্রতিপালকের ফরমান এসে
গেছে এবং তাদের উপর এমন
এক শাস্তি আসছে যা কিছুতেই
টলবার নয়।

۷۶- يَابْرَهِيمَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا
إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرِ رِبِّكَ وَإِنَّهُمْ
أَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, মেহমানদের খাদ্য না খাওয়ার
কারণে হ্যরত ইবরাহীমের (আঃ) অন্তরে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল;
প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হওয়ার পর তা দূরীভূত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি
তাঁর সন্তান লাভ করারও শুভ সংবাদ পেয়ে যান। আর এটাও তিনি জানতে
পারেন যে, ফেরেশতারা হ্যরত লৃতের (আঃ) কওমকে ধ্বংস করার জন্যে
প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “যদি
কোন গ্রামে তিনি শত মু’মিন বাস করে তবে কি সেই গ্রামকে ধ্বংস করা
যাবে? উন্নরে হ্যরত জিবরাইল (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা বলেনঃ “না।”
হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করেনঃ “যদি চল্লিশ জন মু’মিন
থাকে তবে ধ্বংস করা যাবে কি?” এবারও ‘না’ উন্নর আসে। তিনি পুনরায়
প্রশ্ন করেনঃ “যদি ত্রিশ জন মু’মিন থাকে?: জবাবে এবারও ‘না’ বলা হয়।
এমনকি সংখ্যা কমাতে কমাতে পাঁচ জনের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে
ফেরেশতারা উন্নরে ‘না’ই বলেন। আবার একজন মু’মিন থাকলে ঐ
গ্রামকে ধ্বংস করা যাবে কি-না এ প্রশ্ন করা হলে ঐ ‘না’ উন্নরই আসে।
তখন হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেনঃ “তা হলে ঐ
গ্রামে হ্যরত লৃতের (আঃ) বিদ্যমানতায় কি করে আপনারা ওটাকে ধ্বংস
করবেন? জবাবে ফেরেশতারা বলেনঃ “ঐ গ্রামে হ্যরত লৃত (আঃ) যে

রয়েছেন তা আমাদের জানা আছে। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের লোককে আমরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবো। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে শুধু রেহাই দেয়া হবে না।” ফেরেশতাদের এই কথায় হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) মনে প্রশান্তি লাভ করেন এবং নীরব হয়ে যান।

আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘সত্যই ইবরাহীম (আঃ) ছিল বড় সহিষ্ণু, দয়ালু ও কোমল হৃদয়।’ এ আয়াতের তাফসীর ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ স্তীয় নবীর উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা হ্যরত ইবরাহীমের (আঃ) উপরোক্ত আলোচনা ও সুপারিশের জবাবে তাঁকে বলেনঃ হে ইবরাহীম (আঃ)! তুমি এসব কথা ছেড়ে দাও। তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ এসেই গেছে। এখন তাদের উপর শান্তি চলে আসবে এবং এটা আর কিছুতেই টলবার নয়।

(৭৭) আর যখন আমার এ ফেরেশতারা লৃতের (আঃ) নিকট উপস্থিত হলো, তখন সে তাদের কারণে চিন্তাবিত হয়ে পড়লো এবং সেই কারণে অন্তর সঙ্কুচিত হলো, আর বললোঃ আজকের দিনটি অতি কঠিন।

(৭৮) আর তার কওম তার কাছে ছুটে আসলো এবং তারা পূর্ব হতে কুকার্যসমূহ করেই আসছিল; লৃত (আঃ) বললোঃ হে আমার কওম! (তোমাদের ঘরে) আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে আমার মেহমানদের সামনে অপমানিত করো না।

وَلَمَّا جَاءَتْ رِسْلَنَا
لُوطًا سَيِّدِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ
ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ
عَصِيبٌ

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ
إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقُومُ هُؤُلَاءِ
بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا
اللَّهُ وَلَا تُخْزِنُونَ فِي ضَيْفِي

তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ
লোক কেউই নেই?

أَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ

(৭৯) তারা বললোঃ তুমি তো
অবগত আছ যে, তোমার এই
কন্যাগুলিতে আমাদের কোন
আবশ্যক নেই, আর আমাদের
অভিপ্রায় কি তাও তোমার
জানা আছে।

قَالُوا لَقَدْ عِلِّمْتَ مَا لَنَا
فِي بَنِتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ
لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই ফেরেশতারা হ্যরত ইবরাহীমের (আঃ) কাছে তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং হ্যরত লৃতের (আঃ) বাসভূমিতে বা তাঁর বাড়িতে পৌছেন। তাঁরা সুদর্শন যুবকদের রূপ ধারণ করেছিলেন, যেন হ্যরত লৃতের (আঃ) কওমের পূর্ণ পরীক্ষা হয়ে যায়। হ্যরত লৃত (আঃ) ঐ মেহমানদেরকে দেখে স্বীয় কওমের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত চিঞ্চার্হিত হয়ে পড়েন এবং মনে মনে ঘোর পেঁচ খেতে থাকেন। তিনি মনে মনে বলেনঃ “যদি আমি এদেরকে মেহমান হিসেবে রেখে দেই, তবে খুব সম্ভব আমার কওমের লোকেরা সংবাদ পেয়ে (তাদের সাথে দুষ্কার্য করার উদ্দেশ্যে) দৌড়িয়ে আসবে। আর যদি অতিথি হিসেবে আমার বাড়িতে না রাখি তবে এরা তাদেরই হাতে পড়ে যাবে।” তাঁর মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেলঃ— আজকের দিনটি খুবই কঠিন ও ভয়াবহ দিন। আমার কওম তাদের দুষ্কার্য থেকে বিরত থাকবে না, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর তাদের সাথে মুকাবিলা করারও আমার শক্তি নেই। সুতরাং কিবা ঘটবে!”

হ্যরত কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, এই ফেরেশতাগুলি মানুষের আকারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঐ সময় হ্যরত লৃত (আঃ) তাঁর বাসভূমিতে অবস্থান করেছিলেন এমতাবস্থায় তাঁরা তাঁর মেহমান হন। লজ্জা বশতঃ তিনি তাঁদেরকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করতে সরাসরি অঙ্গীকার করতে পারেছিলেন না এবং বাড়িতে নিয়ে যেতেও সাহস করেছিলেন না। তিনি তাঁদের আগে আগে চলেছিলেন তাঁরা যেন ফিরে যান শুধু এই উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে তাঁদেরকে বলেছিলেনঃ “আল্লাহর শপথ! এখানকার মত খারাপ ও

দুশ্চরিত্র লোক আমি আর কোথাও দেখি নাই।” কিছু দূর গিয়ে আবার এ কথাই বলেন। মোট কথা, বাড়ি পৌছা পর্যন্ত এ কথা তিনি চারবার উচ্চারণ করেন। ফেরেশতাদেরকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত না তাদেরকে নবী তাদের মন্দ কার্যের বর্ণনা দেন, সেই পর্যন্ত যেন তাদেরকে ধ্বংস করা না হয়।

হ্যরত সুন্দী (রঃ) বলেন যে, হ্যরত ইবরাহীমের (আঃ) নিকট থেকে বিদায় হয়ে ফেরেশতারা দুপুরের সময় নাহরে সুন্দুমে পৌছেন। সেখানে হ্যরত লৃতের (আঃ) কন্যা পানি নিতে আসলে তাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁকে তাঁরা জিজ্ঞেস করেনঃ “এখানে আমরা কোথায় অবস্থান করতে পারি?” হ্যরত লৃতের (আঃ) কন্যা উত্তরে বলেনঃ “আপনারা এখানে থাকুন, আমি ফিরে এসে উত্তর দিচ্ছি।” তিনি ভয় পেলেন যে, কওমের লোকেরা যদি এঁদেরকে পেয়ে যায় তবে তো এঁরা খুবই অপদস্থ হবেন। তাই তিনি বাড়ি গিয়ে তাঁর পিতাকে বলেনঃ “শহরের দরজার উপর কয়েকজন বিদেশী যুবককে আমি দেখে এলাম, যাদের মত সুদর্শন লোক আমি জীবনে দেখি নাই। যান, তাঁদেরকে নিয়ে আসুন, নতুবা আপনার কওম তাঁদের প্রতি যুলুম করবে।” ঐ গ্রামের লোকেরা হ্যরত লৃতকে (আঃ) বলে রেখেছিলঃ “কোন বিদেশী লোক এখানে আসলে তুমি তাকে তোমার কাছে রাখবে না। আমরাই সব কিছু করবো।” কন্যার মুখে খবর শুনে তিনি গিয়ে গোপনীয়ভাবে তাঁদেরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসলেন। কেউই এ খবর জানতে পারলো না। কিন্তু তারই মাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ সংবাদ শোনা মাত্রই তাঁর কওম আনন্দে আত্মারা হয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে আসে। পুরুষ লোকদের সাথে দুর্কার্য করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ঐ সময় আল্লাহর নবী হ্যরত লৃত (আঃ) তাদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি বললেনঃ “তোমরা তোমাদের এই অভ্যাস পরিত্যাগ কর।” স্ত্রীলোকদের দ্বারা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ কর।” অর্থাৎ ‘আমার কন্যাশুলি’ একথা তিনি এ কারণেই বলেন যে, প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের যেন পিতা। কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে রয়েছেঃ “তারা বলেছিলঃ আমরা তো তোমাকে নিষেধ করেছিলাম যে, তোমার কাছে কাউকেও রাখবে না।” অর্থাৎ কোন পুরুষ লোককে তোমার বাড়িতে মেহমান হিসেবে স্থান দেবে না। হ্যরত লৃত (আঃ) তাদেরকে

বুঝাতে থাকেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সম্পর্কে তাদেরকে উপদেশ দেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে বলেনঃ

أَتَوْنَ الذِّكْرَانِ مِنَ الْعَالَمِينَ - وَ تَذَرُّونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رِبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ -

অর্থাৎ “তোমরা কি বিশ্ববাসীদের মধ্য হতে পুরুষদের সাথে অপকর্ম করছো? আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যেই স্ত্রীসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন করছো? বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী লোক।” (২৬ঃ ১৬৫-১৬৬)

হ্যরত লুত (আঃ) তাঁর কওমকে বললেনঃ ‘স্ত্রী লোকেরাই এ কাজের যোগ্য; সুতরাং তোমরা তাদেরকে বিয়ে করে তোমাদের কাম-প্রভৃতি চরিতার্থ কর, এটাই হবে পবিত্র কাজ।’ হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ একথা আমাদের অনুধাবন করা দরকার যে, হ্যরত লুত (আঃ) তাঁর কওমকে তাঁর নিজের কন্যাদের সম্পর্কে এটা বলেন নাই। বরং নবী তাঁর সমস্ত উচ্চত্বের পিতা স্বরূপ। হ্যরত কাতাদা’ (রঃ) প্রভৃতি গুরুজনও একথাই বলেন।

ইমাম ইবনু জুরাইজ (রঃ) বলেনঃ এটা আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, হ্যরত লুত (আঃ) স্ত্রীলোকদেরকে বিয়ে না করেই তাদের সাথে মেলা মেশা করতে বা সহবাস করতে বলেছেন; তাঁর উদ্দেশ্য এটা ছিল না, বরং তিনি স্ত্রী লোকদেরকে বিয়ে করে তাদের সাথে সহবাস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তার কওমকে বলেনঃ “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, স্ত্রীলোকদের প্রতি আগ্রহাপ্তি হও, তাদেরকে বিয়ে করে কাম বাসনা পূর্ণ কর। আর এ উদ্দেশ্যে পুরুষ লোকদের কাছে যেয়ো না। বিশেষ করে এরা তো আমার মেহমান। তোমরা আমার মর্যাদার দিকে খেয়াল কর। তোমাদের মধ্যে কি সুবুদ্ধি সম্পন্ন একজন লোকও নেই? একজনও কি ভাল লোক নেই?” তাঁর এ কথার জবাবে দুর্ব্বলেরা বলেছিলঃ ‘তোমার কন্যাদের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই।’ এখানেও ক্ষতিপূর্ণ অর্থাৎ তোমার কন্যাগণ দ্বারা কওমের স্ত্রীলোকদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তারা আরও বললোঃ “আমরা কি চাই তা তুমি অবশ্যই জানো।” অর্থাৎ আমাদের

মনের বাসনা হচ্ছে যুবকদের সাথে মিলিত হওয়া এবং তাদের দ্বারা কাম বাসনা মেটানো। সুতরাং আমাদের সাথে তর্কবিতর্ক ও আমাদেরকে উপদেশ দান বৃথা।

(৮০) সে (লৃত আঃ) বললোঃ কি
উভয় হতো যদি তোমাদের
উপর আমার কিছু ক্ষমতা
চলতো, অথবা আমি কোন দৃঢ়
স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম।

(৮১) তারা (ফেরেশতারা) বললো,
হে লৃত (আঃ)! আমরা তো
আপনার রবের প্রেরিত, তারা
কখনো আপনার নিকট
পৌছতে পারবে না, অতএব,
আপনি রাত্রির কোন এক ভাগে
নিজের পরিবার বর্গকে নিয়ে
চলে যান, আপনাদের কেউ
যেন পিছনের দিকে ফিরেও না
দেখে, কিন্তু হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী
যাবে না, তার উপরও ঐ
আপদ আসবে যা অন্যান্যদের
প্রতি আসবে, তাদের (শাস্তির)
অঙ্গীকারকৃত সময় হচ্ছে
থাতঃকাল; থাত কি
নিকটবর্তী নয়?

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ হ্যরত লৃত (আঃ) যখন দেখলো যে, তার উপদেশ তার কওমের উপর ক্রীয়াশীল হলো না, তখন তাদেরকে ধমকের সুরে বললোঃ যদি আমার শক্তি থাকতো বা আমার আজ্ঞায় স্বজন শক্তিশালী হতো তবে অবশ্যই আমি তোমাদের এই দুষ্কার্যের স্বাদ গ্রহণ করাতাম।

হ্যরত আবু হৱাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “লৃতের (আঃ) উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, অবশ্যই

-۸۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً

○ أَوْ أَوْ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

-۸۱۔ قَالُوا يَلْوَطُ إِنَا رَسُولُ رَبِّكَ

لَنْ يَصْلُوَ إِلَيْكَ فَاسِرٌ بِإِهْلِكَ

يُقْطِعُ مِنَ الْيَلِ وَلَا يَلْتَفِتُ

مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ إِنَّهُ

مُصِيبُهَا مَا أَصَابُهُمْ إِنَّ

مَوْعِدُهُمُ الصُّبُّ الْيَسْ

الصُّبُّ بَقِيرٍ ○

তিনি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি মহা মহিমাপ্রিত আল্লাহর সত্ত্বাকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর পরে যে নবীকেই প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি তাঁর প্রভাবশালী কওমের মধ্যেই প্রেরিত হয়েছেন।”

ফেরেশ্তাগণ হ্যরত লৃতের (আঃ) মনমরা অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেদের স্বরূপ তার কাছে প্রকাশ করেন। তারা বলেনঃ হে লৃত (আঃ)! আমরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। তারা কখনো আপনার নিকট পৌছতে পারবে না। (এবং আমাদের নিকটও না)। আপনি অদ্য রাত্রির শেষ ভাগে আপনার পরিবার পরিজনসহ এখান থেকে সরে পড়বেন। আপনি নিজে তাদের পেছনে থাকবেন এবং সরাসরি নিজেদের পথে চলতে থাকবেন। আপনাদের কেউই যেন কওমের হা-হৃতাশ, কান্নাকাটি এবং চীৎকার শুনে তাদের দিকে ফিরেও না দেখে। এর থেকে তারা হ্যরত লৃতের (আঃ) স্ত্রীকে পৃথক করে দেন। তারা বলেন যে, তার স্ত্রী তাদের অনুসরণ করতে পারবে না, সে তার কওমের শাস্তির সময় তাদের হা-হৃতাশ ও কান্না শুনে তাদের দিকে ফিরে তাকাবে। কেননা, তার কওমের সাথে সেও ধৰ্ম হয়ে যাবে, এ ফায়সালা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়েই গেছে। এক কিরাআতে **‘لَمْ يَأْتِ أَمْرًا مُّلْكًا’** অর্থাৎ ত শব্দের উপর পেশ দিয়ে রয়েছে। যে সব গুরুজনের নিকট ‘পেশ’ ও ‘যবর’ দুটোই জায়েয তারা বর্ণনা করেন যে, হ্যরত লৃতের (আঃ) স্ত্রী ও তাদের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় কওমের চীৎকার শুনে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে নাই। সে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল এবং ‘হায় আমার কওম!’ একথা মুখ দিয়ে বেরও হয়েছিল। তৎক্ষণাত আকাশ থেকে একটা পাথর তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং সেও ধৰ্ম হতে যায়।

হ্যরত লৃতকে (আঃ) আরো সান্ত্বনা দানের জন্যে তাঁর কওমের শাস্তি নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার কথাও তাঁর কাছে বর্ণনা করে দেন যে, সকাল হওয়া মাত্রাই তারা ধৰ্ম হয়ে যাবে আর সকাল তো খুবই নিকটে।

হ্যরত লৃতের (আঃ) কওম তাঁর দরজার উপর দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। তারা তাঁর দিকে তীর বেগে ধাবিত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় হ্যরত জিবরান্তিল (আঃ) ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং নিজের ডানা দ্বারা তাদের মুখের উপর আঘাত করেন। ফলে তাদের চক্ষু অঙ্গ হয়ে যায়।

হয়েরত হ্যাইফা ইবনু ইয়ামান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, স্বয়ং হয়েরত ইবরাহীমও (আঃ) হয়েরত লৃতের (আঃ) কওমের নিকট আগমন করেন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে বলেনঃ “ দেখো, তোমরা আল্লাহর শান্তিকে ক্রয় করে নিয়ো না । ” কিন্তু তারা আল্লাহর দোষের উপদেশও মান্য করে নাই । অবশ্যে শান্তির নির্ধারিত সময় এসে পড়লো । হয়েরত লৃত (আঃ) তাঁর জমিতে কাজ করছিলেন, এমন সময় ফেরেশতাগণ তার নিকট আগমন করেন । তাঁরা তাঁকে বলেনঃ আজ রাত্রিতে আমরা আপনার বাড়ীতে মেহমান হলাম । ” হয়েরত জিবরাস্তেলের (আঃ) প্রতি আল্লাহ পাকের এই নির্দেশ ছিল যে, যে পর্যন্ত হয়েরত লৃত (আঃ) তিনবার তাঁর কওমের বদ অভ্যাসের সাক্ষ্য প্রদান না করবেন সেই পর্যন্ত যেন তাদেরকে শান্তি দেয়া না হয় । হয়েরত লৃত (আঃ) যখন তাদেরকে নিয়ে চললেন তখন পথিমধ্যেই তাদেরকে বলেনঃ “ এখানকার লোকেরা বড়ই দুশ্চরিত্র, এই এই দোষ তাদের মধ্যে রয়েছে । ” কিন্তু দূর গিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি তাদেরকে বলেনঃ “ এই গ্রামের লোকদের দুষ্কার্য কি আপনারা অবগত ননঃ আমার জানা মতে এদের চেয়ে দৃষ্ট লোক-ভূপঠ্টে আর নেই । হায়! আমি আপনাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবো! আমার কওম তো সমস্ত মাখলুক হতে বদতর । ঐ সময় হয়েরত জিবরাস্তেল (আঃ) তার সঙ্গীয় ফেরেশতাদেরকে বলেনঃ “ দেখো, দু’বার তিনি একথা বললেন । ” অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে নিয়ে বাড়ীর দরজায় পৌছলেন তখন মনের দুঃখে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেনঃ “ আমার কওম সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বদ ও দৃষ্ট প্রকৃতির । এরা কোন দুষ্কার্যে জড়িয়ে পড়েছে তা কি আপনাদের জানা নেই? ভূ-পঠ্টে কোন বস্তি এই বস্তি অপেক্ষা খারাপ নেই । ” ঐ সময় হয়েরত জিবরাস্তেল (আঃ) পুনঃবায় ফেরেশতাগণকে বলেনঃ “ দেখো, তিনি তিন বার স্থীয় কওমের বদ অভ্যাসের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন । মনে রেখো যে, এখন তাদের উপর শান্তি অবধারিত হয়ে গেছে । ” অতঃপর তারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন । ঐ সময় তাঁর বৃক্ষা স্ত্রী উঁচু জায়গায় চড়ে কাপড় নাড়াতে শুরু করে । সাথে সাথে গ্রামের দুর্ব্বলেরা দৌড়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করেঃ “ ব্যাপার কি? ” সে উত্তরে বলেঃ “ লৃতের (আঃ) বাড়ীতে মেহমান এসেছে । আমি এদের চেয়ে সুদর্শন ও সুগক্ষময়

লোক আর কখনো দেখি নাই।” এ কথা শোনা মাত্রেই আনন্দে আঘাতারা হয়ে তারা হ্যরত লুতের (আঃ) বাড়ীতে দৌড়ে আসে। চারদিক থেকে তারা তার বাড়ীকে ঘিরে ফেলে। তিনি তাদেরকে কসম দেন এবং উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ “দেখো, স্ত্রীলোক বহু রয়েছে।” কিন্তু তারা কিছুতেই ঐ দুষ্কার্য হতে বিরত থাকলো না। ঐ সময় হ্যরত জিবরাইল (আঃ) তাদের শাস্তির জন্যে আল্লাহ তাআ’লার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। আল্লাহ পাক অনুমতি দান করেন। তখন হ্যরত জিবরাইল (আঃ) তাঁর প্রকৃত রূপের ডানা খুলে দেন। তাঁর দু’টি ডানা রয়েছে; যে গুলির উপর মণিমুক্তা বসানো আছে। তাঁর দাঁত গুলি তক্তকে, বাকবাকে। তাঁর কপাল উঁচু এবং বড়। তাঁর মস্তক মুক্তার মতো, যেন বরফ। তাঁর পদদ্বয় সবুজ বর্ণের। হ্যরত লুতকে (আঃ) তিনি বলেনঃ “আমরা আপনার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। তারা (আপনার কওম) আপনার নিকট পৌছতে পারবে না। আপনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান।” একথা বলে তিনি তার ডানা দ্বারা তাদের মুখের উপর মেরে দেন। ফলে তারা অঙ্ক হয়ে যায়। তারা পথও চিনতে পারছিল না। হ্যরত লুত (আঃ) স্বীয় পরিবার বর্গ নিয়ে ঐ রাত্রেই বেরিয়ে পড়ে, আল্লাহ তাআ’লার নির্দেশও এটাই ছিল। মুহাম্মদ ইবনু কাব’ (রঃ), কাতাদা’ (রঃ), সুন্দী (রঃ) প্রভৃতি গুরুজনের বর্ণনা এটাই।

(৮২) অতঃপর যখন আমার হ্যন্ত

এসে পৌছলো, আমি ঐ
ভূ-খণ্ডের উপরিভাগকে নীচে
করে দিলাম, এবং ওর উপর
আমা পাথর বর্ষণ করতে
লাগলাম, যা একাধারে ছিল।

(৮৩) যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল তোমার প্রতি পালকের নিকট; আর ঐ জনপদগুলি এই যালিমদের হতে বেশী দূরে নয়।

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا -৮২

عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَامْطَرْنَا

عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ

لَا مَنْضُودٌ

مُسَوَّمَةً عِنْدِ رِيْكٍ وَمَا هِيَ -৮৩

عَوْنَى الظَّلَمِينَ بِيَعِيدٍ ۝ ۱۵

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “যখন আমার হকুম (শাস্তি) এসে পৌছলো, ওটা ছিল সুর্য উদিত হওয়ার সময়। সুদূর নামক গ্রামকে আল্লাহপাক তল উপর করে দেন। তাদের উপর আকাশ থেকে পাকা মাটির পাথর বর্ষিত হতে লাগলো, যা ছিল খুবই শক্ত, ওজনসইও বড়। ইমাম বুখারী (৮ঃ) বলেন যে, শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্ত, বড়। সেগুলি এর মধ্যে সংজীবিত নন দু'বোন অর্থাৎ দু'টোর অর্থ একই। তামীম ইবনু মুকবিল তাঁর কবিতার এক জায়গায় বলেছেনঃ

وَرَحْلَهُ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ صَاحِبَةً * ضَرِبَا تَوَاصَتْ بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّينًا

এখানেও শব্দটিকে অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দের অর্থ হচ্ছে একের পর এক বা ক্রমাগত। ঐ পাথর গুলির উপর ঐ লোকগুলির নাম লিখা ছিল। যে পাথরে যে ব্যক্তির নাম লিখা ছিল ঐ পাথর ঐ ব্যক্তির উপরই বর্ষিত হচ্ছিল। কাতাদা' (৮ঃ) এবং ইকরামা (৮ঃ) বলেন যে, مَسْوَمٌ এর অর্থ হচ্ছে অর্থাৎ 'তওক' বা শৃঙ্খল করা ছিল, যা লাল রঙে ডুবিয়ে নেয়া হয়েছিল। এই পাথরগুলি ঐ শহরবাসীদের উপরও বর্ষিত হয় এবং এখানকার যারা অন্য গ্রামে গিয়েছিল সেখানেও (তাদের উপর) বর্ষিত হয়। তাদের যে যেখানে ছিল সেখানেই পাথর দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। কেউ হয়তো কোন জায়গায় কারো সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সেখানেই আকাশ হতে তার উপর পাথর নিষিঙ্গ হয় এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। মোট কথা, তাদের একজনও রক্ষা পায় নাই।

হ্যরত মুজাহিদ (৮ঃ) বলেন যে, হ্যরত জিবরাইল (আঃ) তাদের সকলকে একত্রিত করে তাদের ঘর-বাড়ী ও গবাদি পশুগুলিসহ উপরে উঠিয়ে নেন। এমন কি তাদের শব্দ এবং তাদের কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ শব্দ আকাশের ফেরেশতাগণ শুনতে পান। হ্যরত জিবরাইল (আঃ) তাঁর ডান দিকের ডানার কিনারার উপর তাদের গোটা বস্তিকে উঠিয়ে ছিলেন। অতঃপর তিনি ওটাকে যদীনে উলটিয়ে দেন। ফলে তারা পরম্পর ভীষণভাবে ধাক্কা খায় এবং একই সাথে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। এইভাবে ক্ষণেকের মধ্যে তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। বর্ষিত আছে যে, তাদের মোট চারটি গ্রাম ছিল এবং প্রতিটি গ্রামে এক

লক্ষ করে লোক বসবাস করতো। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাদের তিনটি থাম। সবচেয়ে বড় থামটির নাম ছিল সুদূম। এখানে মাঝে মাঝে হ্যরত ইবরাহীমও (আঃ) আসতেন এবং তাদেরকে (লৃতের আঃ কওমকে) উপদেশ দিতেন।

আল্লাহ পাক বলেন: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظُّلْمِينَ بِعَيْدٍ﴾ ঐ জনপদগুলি এই অত্যাচারীদের (বাসভূমি) হতে বেশী দূর নয়। সুনানের মধ্যে হ্যরত ইবনু আবুস রাখাত (রাঃ) হতে মারফু' রূপে হাদীসবর্ণিত আছে: “যদি তোমরা কাউকে হ্যরত লৃতের (আঃ) কওমের আমলের মত আমল করতে দেখতে পাও তবে যে এই কাজ করছে এবং যার উপর করছে উভয়কেই হত্যা করে দাও।” এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফিয়ী (রঃ) এবং আলেমদের একটি জামাআত বলেন যে, লাওয়াতাতকারীকে হত্যা করে দেয়া হবে, সে বিবাহিতই হোক বা অবিবাহিতই হোক। আর ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন যে, তাকে উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করতে হবে এবং এক এক করে তার উপর পাথর বষর্ণ করতে হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা হ্যরত লৃতের (আঃ) কওমের প্রতি করেছিলেন। সঠিক কোন্টি তা আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

(৮৪) আর আমি মাদইয়ানের (অধিবাসীদের) প্রতি তাদের ভাতা শুআইবকে (আঃ) প্রেরণ করলাম; সে বললোঃ হে আমার কওম তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাদের মা'বুদ নেই; আর তোমরা মাপে ও উজনে কম করো না, আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আর আমি তোমাদের প্রতি এমন এক দিবসের শাস্তির ভয় করছি যা নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হবে।

وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا
قالَ يَقُولُمْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اتَّبِعُ
أَرْبَكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ مُّعِيْطٌ

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আমি মাদইয়ানবাসীর নিকট তাদের ভাই শুআ'ইবকে (আঃ) নবী করে পাঠিয়েছিলাম। তারা হচ্ছে আরবের ঐ গোত্র যারা হিজায় ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান মাআ'নের নিকটে বাস করতো। তাদের শহরের নাম ছিল মাদইয়ান। তাদের নিকট হ্যরত শুআ'ইব (আঃ) কে নবী করে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সন্তান বংশীয় লোক। আর তিনি তাদেরই মধ্যকার একজন লোক ছিলেন। তাই, তাঁকে 'مُّطَّأْتِمٌ' বা তাদের ভাই বলা হয়েছে। তিনিও নবীদের রীতিনীতি অভ্যাস এবং আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় কওমকে এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে মাপে ও ওজনে কম করা হতে বিরত থাকতে বলেন। যাতে কারো হক নষ্ট করা না হয়। তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইহ্সানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে সুখী সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছল রেখেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর এই অনুগ্রহের কথা ভুলে যেয়ো না। তিনি তাদের কাছে নিজের ভয় প্রকাশ করে বললেনঃ যদি তোমরা তোমাদের শিরুকপূর্ণ রীতিনীতি এবং অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত না থাকো, তবে তোমাদের এই ভাল ও স্বচ্ছল অবস্থা দূরাবস্থায় পরিবর্তিত হবে।

(৮৫) আর হে আমার কওম!

তোমরা মাপ ও ওজনকে
পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন কর এবং
লোকদের তাদের দ্রব্যদিতে
ক্ষতি করো না, আর ভৃ-পৃষ্ঠে
ফাসাদ সৃষ্টি করে সীমা
অতিক্রম করো না।

(৮৬) আল্লাহ থেড়ত যা অবশিষ্ট
থাকে, তাই তোমাদের জন্যে
অতি উত্তম-যদি তোমাদের
বিশ্বাস হয়, আর আমি তো
তোমাদের পাহারাদার নই।

وَيَقُومُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَ

الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءً هُمْ وَلَا

تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

-৮৫- بَقِيتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ

بِحَفِظٍ

হ্যরত শুআ'ইব (আঃ) প্রথমে তাঁর কওমকে মাপে ও ওজনে কম করতে নিষেধ করেন। এরপর পরম্পর লেনদেনের সময় ন্যায় পরায়ণতার সাথে পুরোপুরিভাবে মাপ ও ওজন করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং ভৃ-পৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও ধ্রংসাঞ্চক কাজ করতে নিষেধ করছেন। তাঁর কওমের মধ্যে ছিনতাই, ডাকাতি, লুটতরাজ প্রভৃতি বদ অভ্যাস অনুপ্রবেশ করেছিল। তিনি বলেন যে, মানুষের হক নষ্ট করে লাভবান হওয়ার চাহিতে আল্লাহর প্রদত্ত লাভ বহুগুণে শ্রেয়। তিনি তাদেরকে বলেনঃ “আল্লাহর এই অসিয়ত তোমাদের জন্যে খুবই কল্যাণকর বটে। শাস্তি দ্বারা মানুষের যেমন ধ্রংস হয়, অনুরূপভাবে রহমতের দ্বারা মানুষের সব কিছু স্থায়ী হয় ও অবশিষ্ট থাকে। ঠিকভাবে ওজন করে এবং পুরোপুরিভাবে মাপ করে হালাল উপায়ে যে লাভ হয় তাতেই বরকত হয়ে থাকে। অশ্লীলতা ও পবিত্রতার মধ্যে সমতা কোথায়ঃ দেখো, আমি সব সময় তোমাদের দেখা শোনা করতে পারি না। আমাকে তোমাদের পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়নি। সুতরাং তোমাদের উচিত, আল্লাহরই ওয়াস্তে ভাল কাজ করা এবং মন্দ কার্য পরিত্যাগ করা। মানুষকে দেখাবার জন্য নয়।

(৮৭) তারা বললোঃ হে শুআ'ইব

(আঃ)! তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি
তোমাকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে,
আমরা ঐসব উপাস্য বর্জন
করি যাদের উপাসনা আমাদের
পিত্তপুরুষরা করে আসছে?
অথবা এটা বর্জন করতে যে,
আমরা নিজেদের মালে
নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা
অবলম্বন করি? বাস্তবিকই তুমি
হচ্ছ বড় জ্ঞানবান,
ধর্মপরায়ণ।

- ৮৭ -
قَالُوا يُشْعِيبُ أَصْلُوتُكُمْ
تَامِرُكَ أَنْ نَتَرُكَ مَا يَعْبُدُ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّا أَوْ نَفْعَلُ فِي أَمْوَالِنَا^۱
مَا نَشَوْا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ
رَّشِيدٌ ۝

হ্যরত আ'মাশ (রঃ) বলেন যে, এখানে দ্বারা ^{চৰো} উদ্দেশ্য। হ্যরত শুআ'ইবের (আঃ) কওম তাঁকে ঠাট্টা করে বললোঃ “ওহে, তুমি খুব ভাল কথাই বলছো! তোমার পঠন তোমাকে এটাই হৃকুম করছে যে, আমরা আমাদের পূর্ব পূরুষদের রীতিনীতি পরিত্যাগ করতঃ আমাদের

পুরাতন উপাস্যদের উপাসনা ছেড়ে দেই! আর এটাও খুব মজার কথা যে, আমরা আমাদের নিজেদের মালের ও মালিক থাকবো না, সুতরাং এ ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করতেও পারবো না। কাউকে মাপে ও ওজনে কমও দিতে পারবো না।” হ্যরত হাসান (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর কসম! হ্যরত শুআ’ইবের (আঃ) নামাযের হৃকুম এটাই ছিল যে, তিনি তাদেরকে গায়রূপ্লাহর ইবাদত ও মাখলুকের হক বিনষ্ট করা হতে বিরত রাখবেন। সাওরী (রঃ) বলেনঃ ‘আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি’ তাদের এই উক্তি দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছেঃ ‘আমরা যাকাত কেন দেবো?’ তারা শুধু বিদ্রূপ করেই হ্যরত শুআ’ইবকে (আঃ) জ্ঞানবান ও ধর্মপ্রায়ণ বলেছিল।

(৮৮) সে বললোঃ হে আমার

কওম! আজ্ঞা বলতো, যদি
আমি আমার প্রতিপালকের
পক্ষ হতে প্রমাণের উপর
প্রতিষ্ঠিত ধাকি, এবং তিনি
আমাকে নিজ সন্নিধান হতে
একটি উত্তম সম্পদ
(নুবওয়াত) দান করে থাকেন,
তবে আমি কিরূপে প্রচার না
করে পারি? আর আমি এটা
চাই না যে, আমি তোমাদের
বিপরীত সেই সব কাজ করি
যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ
করেছি; আমি তো সংশোধন
করে দিতে চাই, যে পর্যন্ত
আমার সাধ্যে হয় আর আমার
যা কিছু তাওফীক হয় তা শুধু
আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে
থাকে; আমি তাঁরই উপর
ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে
প্রত্যাবর্তন করি।

٨٨- قَالَ يَقُومٌ أَرْعَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ

عَلَىٰ بِتْنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ
رَزْقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا
أَنْهَكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا
إِلْصَالَحَ مَا أُسْتَطَعْتُ وَمَا
تَوْفِيقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ
تَوْكِلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

হয়েরত শুআ'ইব (আঃ) স্থীয় কওমকে বলতে লাগলেনঃ “দেখো, আমি আমার প্রতিপালকের তরফ হতে দলীল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি এবং সেই দিকেই তোমাদেরকে আহ্বান করছি। আমার প্রতিপালক আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক উত্তম রিয়্ক দান করেছেন।” কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উত্তম রিয়্ক দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নুবওয়াত। আবার কেউ কেউ হালাল জীবিকা অর্থ নিয়েছেন। দু’টোই হতে পারে। তিনি বলেনঃ হে আমার কওম! তোমরা আমার নীতি এরূপ পাবে না যে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের হকুম করবো এবং নিজে গোপনে এর বিপরীত কাজ করবো। আমার তো একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন করা। ইঁয়া, তবে আমার উদ্দেশ্যের সফলতা আল্লাহ তাআ'লার হাতেই রয়েছে। তাঁরই উপর আমি ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি ও ঝুঁকে পড়ি।

হাকীম ইবনু মুআ'বিয়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর (মুআ'বিয়ার) ভাই মালিক তাঁকে বলেনঃ “হে মুআ'বিয়া! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার প্রতিবেশীদেরকে বন্দী করে রেখেছেন। তুমি তাঁর নিকট গমন কর। তাঁর সাথে তোমার আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে এবং তিনি তোমাকে চিনেন।” (মুআ'বিয়া বলেনঃ) আমি তখন তার সাথে গমন করলাম। সে (মালিক) বললোঃ “আমার প্রতিবেশীদেরকে ছেড়ে দিন! তারা মুসলমান হয়েছিল।” তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুখ ফিরিয়ে নেন। সে তখন রাগার্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং বলেঃ “আল্লাহর কসম! যদি আপনি এটা করেন তবে লোকেরা বলাবলি করবেং আপনি আমাদেরকে কোন কাজের আদেশ করেন, অথচ নিজে ওর বিপরীত কাজ করে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তুমি কি বলছো?” সে উত্তরে বললোঃ আল্লাহর কসম! যদি আপনি এটা করেন তবে অবশ্যই লোকেরা ধারণা করবে যে, আপনি কোন কাজের আদেশ করেন, আর নিজেই ওটার বিপরীত কাজ করে থাকেন।” বর্ণনাকারী বলেন যে, তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “লোকেরা কি এ কথা সত্যিই বলেছে? অবশ্যই যদি আমি এরূপ করি তবে নিচয় এর শাস্তি আমাকেই ভোগ করতে হবে, তাদেরকে নয়। তোমরা তার প্রতিবেশীদেরকে ছেড়ে দাও।^১

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্থীয় ‘মুসলাদ’ ঘষ্টে বর্ণনা করেছেন।

বাহায ইবনু হাকীম হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (তাঁর দাদা) বলেনঃ “আমার কওমের কতকগুলি লোককে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সন্দেহ বশতঃ পাকড়াও করে বন্দী করেন। তখন আমার কওমের একজন লোক আল্লাহর রাসূলের (সঃ) নিকট আগমন করে। ঐ সময় তিনি খুৎবা দিছিলেন। লোকটি ঐ অবস্থাতেই তাঁকে বললোঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমার প্রতিবেশীদেরকে আপনি কি কারণে বন্দী করেছেন?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব থাকেন। তখন সে বলে, নিচয় লোকেরা বলাবলি করছে, আপনি কোন কিছু থেকে নিষেধ করছেন, অথচ নিজেই তা করছেন। তার এ কথা শুনে নবী (সঃ) বলেনঃ “তুমি কি বলছো?” বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি মাঝখানে বলতে শুরু করলামঃ এ কথা শুনার আপনার কোনই প্রয়োজন নেই, আমি এই ভয়েই একথা বললাম যে, যদি তিনি এটা শুনতে পান, অতঃপর আমার কওমের উপর বদ দুআ’ করেন তবে এর পরে কখনো তারা মুক্তি পাবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) বরাবর এর পিছনে লেগেই থাকলেন এবং শেষে তার কথা বুঝেই ফেললেন।

অতঃপর তিনি বললেনঃ “তাদের কেউ এ কথা মুখ দিয়ে বের করেছে! আল্লাহর শপথ! আমি যদি এরূপ করি তবে এর পাপের বোৰা আমাকেই বহন করতে হবে, তাদেরকে নয়। তার প্রতিবেশীদেরকে ছেড়ে দাও।”^১

এই প্রসঙ্গেই আবু হুমায়েদ (রাঃ) ও আবু উসায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যখন তোমরা আমার পক্ষ থেকে এমন কোন হাদীস শুনবে যা তোমাদের অন্তর অঙ্গীকার করে এবং তোমাদের দেহ ও চুল তার থেকে পৃথক থাকে এবং তোমরা পার যে, তোমরা ওর থেকে দূরে রয়েছো, তখন জানবে যে, তোমাদের চেয়ে এটা হতে আমি আরো বহু দূরে রয়েছি।”^২

ইমাম মুসলিম (রঃ) এই সনদে নিম্নের হাদীসটি তাখরীজ করেছেনঃ “যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন যেন সে বলেঃ ‘اللَّهُمَّ افْتُحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ’ অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্যে আপনার

১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম আহমদই (রঃ) এ হাদীসটিকেও স্থীয় হাদীস গ্রন্থ ‘মুসনাদ’ এ বর্ণনা করেছেন। এর সনদ বিশুদ্ধ।

রহমতের দরজাগুলি খুলে দিন।' আর যখন বের হবে তখন যেন বলেঃ 'اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।' এর অর্থ হচ্ছে (আল্লাহ তাআলাই খুব ভাল জানেন)ঃ যখনই আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে কোন ভাল কথা পৌছে তখন জেনে রাখবে আমি তোমাদের অপেক্ষা ওর বেশী নিকটবর্তী। আর যখনই তোমাদের কাছে কোন খারাপ কথা পৌছবে তখন জানবে যে, আমি তোমাদের অপেক্ষা ওর থেকে বহু দূরে।"

হযরত মাসরুফ (রাঃ) বলেন যে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রাঃ) নিকট এসে বলেঃ "আপনি কি চুলে চুল মিলাতে নিষেধ করে থাকেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ।" তখন মহিলাটি তাঁকে বলেঃ "আপনার বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কেউ কেউ এটা করে থাকে।" একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "যদি তা-ই হয় তবে তো আমি সৎ বান্দার অসিয়তের হিফায়ত করি নাই। আমি চাই না যে, তোমাদেরকে আমি যা থেকে নিষেধ করি তা নিজেই করি।"

হযরত আবু সুলাইমান (রঃ) বলেনঃ "আমাদের কাছে হযরত উমার ইবনু আবদিল আয়ীয়ের (রঃ) নিকট থেকে চিঠিপত্র আসতো, যাতে হুকুম আহ্�কাম এবং নিষেধাজ্ঞা থাকতো। শেষে তিনি লিখতেনঃ 'আমি ঐ কথাই বলছি, যে কথা সৎ বান্দা বলেছিলেন। তা হচ্ছেঃ আমার যা কিছু তাওফীক হয় তা শুধু আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে। আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।'

(৮৯) আর হে আমার কওম!

তোমাদের জন্য আমার প্রতি
হঠকারিতা যেন এর কারণ না
হয়ে পড়ে যে, তোমাদের উপর
সেইরূপ বিপদসমূহ এসে পড়ে,
যেমন নৃহের (আঃ) কওম
অথবা হৃদের (আঃ) কওম
অথবা সালেহের (আঃ)
কওমের উপর পতিত হয়েছিল;
আর লুতের (আঃ) কওম তো

-৮৯-

وَيَقُولُ لَا يَجِدُونَكُمْ
شِفَاقَىٰ أَن يَصِيبُكُمْ مِثْلُ مَا
أَصَابَ قَوْمَ نُوحَ أَوْ قَوْمَ
هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا

তোমাদের হতে দূর (যুগে)
নয়।

○ قوم لوطٍ مِنْكُمْ بِيَعِدٍ

(৯০) আর তোমরা তোমাদের
পাপের জন্যে তোমাদের
প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা
প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই
দিকে ঘনেনিবেশ কর; নিচয়
আমার প্রতিপালক পরম
দয়ালু, অতি প্রেমময়।

○ - ৭. وَ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا

○ رَبِّهِ أَنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَ دُودٌ

হ্যরত শুআইব (আঃ) তাঁর কওমকে বলেনঃ “হে আমার কওম! তোমরা আমার প্রতি শক্রতা ও হিংসায় পড়ে কুফরী ও পাপ কার্যে লিঙ্গ হয়ে পড়ো না; নচেৎ তোমাদের উপর ঐ শাস্তি এসে পড়বে যা তোমাদের পূর্বে তোমাদের ন্যায় আমলকারীদের উপর এসেছিল। বিশেষ করে হ্যরত লুতের (আঃ) কওম তো তোমাদের অদ্ব যুগেই ছিল। তাদের যুগ তোমাদের থেকে বেশী দূরে নয় এবং তাদের বাসস্থানও তোমাদের বাসভূমির অতি নিকটবর্তী। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী পাপরাশির জন্যে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমার প্রতিপালক এইরূপ লোকদের উপর অত্যন্ত দয়ালু হয়ে যান এবং তাদেরকে নিজের প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন যারা এইভাবে নিজেদের পাপের জন্যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।

ইবনু আবি লায়লা আল-কিনদী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ “আমি আমার মনিবের জঙ্গুটি ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। জনগণ হ্যরত উসমানের (রাঃ) বাড়ী অবরোধ করেছিল। তিনি বাড়ীর ভিতর হতে মাথা উঁচু করে আমাদেরকে উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বলেন, “হে আমার কওম! তোমরা আমাকে হত্যা করো না। তোমরা তো এইরূপ ছিলে।” এ কথা বলার সময় তিনি স্বীয় অঙ্গুলীর মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়ে দেন অর্থাৎ এক হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে আর এক হাতের অঙ্গুলী প্রবেশ করান।”

১. এটা ইবনু আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হ্যরত উসমানের (রাঃ) অঙ্গুলীর মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়ে দেখানোর তাৎপর্য এই যে, সাহাবীগণ তো একে অপরের ভাইরূপে কালাতিপাত করতেন। কিন্তু হ্যরত উসমানের (রাঃ) যুগে তুল বুঝাবুঝির কারণে তাঁরা তাঁর শক্র হয়ে যান। তাই, তিনি তাঁদেরকে পূর্বাবস্থার কথা স্বরণ করিয়ে দেন।

(১১) তারা বললোঃ হে শুআ'ইব
(আঃ)! তোমার বর্ণিত অনেক
কথা আমাদের বুঝে আসে না,
এবং আমরা নিজেদের মধ্যে
তোমাকে দুর্বল দেখছি, আর
যদি তোমার স্বজনবর্গের লক্ষ্য
না হতো, তবে আমরা
তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করে
কেলতাম, আর আমাদের
নিকট তোমার কোনই মর্যাদা
নেই।

(১২) সে বললোঃ হে আমার
কওম! আমার পরিজনবর্গ কি
তোমাদের কাছে আল্লাহ
অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান?
আর তোমরা তাঁকে বিস্মৃত হয়ে
পচাতে ফেলে রেখেছো;
নিচয়ই আমার প্রতিগালক
তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপকে
বেষ্টন করে আছেন।

হ্যরত শুআ'ইবের (আঃ) কওম তাঁকে বললোঃ হে শুআ'ইব (আঃ)!
তোমার অধিকাংশ কথা আমাদের বোধগম্য হয় না। আর তুমি নিজেও
আমাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল। হ্যরত সাইদ ইবনু জুবাইর (রঃ) এবং
হ্যরত সাওরী (রঃ) বলেন যে, তাঁর দৃষ্টি শক্তি কম ছিল বলেই তাঁকে দুর্বল
বলা হয়েছে। সাওরী (রঃ) বলেন যে, তাঁকে ‘খাতীবুল আমবিয়া’ (নবীদের
ভাষণ দাতা) বলা হতো। কেননা, তাঁর ভাষণ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। সুজী
(রঃ) বলেন যে, তিনি একাকী ছিলেন বলেই তাঁকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে
দুর্বল বলেছিল। কেননা, তাঁর আস্তীয় স্বজনবাই তাঁর ধর্মের উপর ছিল না।
তারা তাঁকে বলেনঃ ‘তোমার ভাত্তের প্রতি লক্ষ্য না করলে আমরা

٩١ - قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ
كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لِنَرِيكَ
فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطَكَ
لَرَجِمْنَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا
بِعَزِيزٍ ۝

٩٢ - قَالَ يَقُومُ أَرْهَطِي أَعْزِ
عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخِذْتُمُوهُ
وَرَاءَ كُمْ ظَهِيرًا إِنَّ رَبِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ مَحِيطٌ ۝

তোমাকে পাথর মেরে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতাম। বা তোমাকে মন খুলে গালমন্দ দিতাম। আমাদের মধ্যে তোমার কোন মর্যাদা নেই। তাদের একথা শুনে তিনি তাদেরকে বলেনঃ ‘ভাই সব! আমার ভাত্ত ও আজ্ঞায়তার প্রতি লক্ষ্য করেই তোমরা আমাকে ছেড়ে দিছ, আল্লাহর জন্য নয়? তা হলে বুঝা যাচ্ছে যে, তোমাদের কাছে আজ্ঞায় সম্পর্ক আল্লাহ তাআ’লা অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর নবীকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তোমরা তঁকেই ভয় করছো না? বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাতে নিষ্ক্রিয় করছো! তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্যের প্রতি তোমাদের কোন খেয়ালই নেই। ভাল কথা, আল্লাহ তাআ’লা তোমাদের অবস্থা পূর্ণরূপে অবগত রয়েছেন। তিনিই তোমাদের পুরোপুরি বদলা দান করবেন।

(৯৩) আর হে আমার কওম!

তোমরা নিজেদের অবস্থায় কাজ করতে থাকো, আমিও (আমার) কাজ করছি, এখন সত্ত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, কে সেই ব্যক্তি যার উপর এমন শাস্তি আসছে যা তাকে অপমানিত করবে, এবং কে সেই ব্যক্তি যে মিথ্যাবাদী ছিল; আর তোমরা প্রতীক্ষায় থাকো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।

(৯৪) (আল্লাহ বললেনঃ) আর যখন আমার হৃকুম এসে পৌছলো, তখন আমি মুক্তি দিলাম শুআইবকে (আঃ), আর যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ রহমতে, এবং

٩٣ - وَيَقُولُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ
مَكَانِتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سُوفَ
تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يُخْرِزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَ
أَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۝

٩٤ - وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا
شَعِيبًا وَالَّذِينَ امْنَوْا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخْذَنَا الَّذِينَ

ঐ যালিমদেরকে আক্রমণ
করলো এক বিকট গর্জন,
অতঃপর তারা নিজ গৃহের
মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো ।

ظَلَمُوا الصَّبَحَةَ فَاصْبَحُوا
فِي دِيَارِهِمْ جِثَمِينَ

(৯৫) যেন তারা এই গৃহগুলিতে
বাস করেই নাই; ভালুকপে
জেনে নাও, রহমত হতে দূরে
সরে পড়লো মাদইয়ান, যেমন
দূর হয়েছিল সামুদ (সম্প্রদায়)
রহমত হতে ।

كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا إِلَّا

بَعْدًا لِمَدِينَ كَمَا بِعْدَتْ ثَمَودَ

আল্লাহর নবী হ্যরত শুআ'ইব (আঃ) যখন তাঁর কওমের ঈমান
আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যান তখন তিনি তাদেরকে বলেনঃ ‘ঠিক
আছে, তোমরা নিজেদের নীতির উপর থাকো, আমিও আমার নীতির উপর
থাকলাম। তোমরা সত্ত্বরই জানতে পারবে যে, লাঞ্ছিত ও অপমাণিতকারী
শাস্তি কার উপর অবতীর্ণ হচ্ছে এবং আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী কেঁ
তোমরা এর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও অপেক্ষায় রইলাম।’
শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসেই গেল। ঐ সময় আল্লাহর
নবী হ্যরত শুআ'ইব কে (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনদেরকে বাঁচিয়ে
নেয়া হলো। তাদের উপর মহান আল্লাহর করুণা বর্ষিত হলো এবং ঐ
অত্যাচারীদেরকে তচ্ছন্দ করে দেয়া হলো। তারা এমন ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে
গেল যে, যেন তারা তাদের বাসভূমিতে কখনো বসবাস করেই নাই।
তাদের পূর্বে সামুদ সম্প্রদায় যেমনভাবে আল্লাহর অভিশাপের শিকার
হয়েছিল, তেমনিভাবে হ্যরত শুআ'ইবের (আঃ) কওমও অভিশপ্ত হয়েছিল।
সামুদ সম্প্রদায় ছিল তাদের প্রতিবেশী এবং কুফরী ও বিশ্঵াসঘাতকতায়
তাদের মতই ছিল। তাছাড়া এই উভয় কওমই ছিল আরবীয়।

(৯৬) এবং আমি মুসাকে (আঃ)

প্রেরণ করলাম আমার
মু'জিয়াসমূহ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ
সহকারে ।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ

بِإِيمَانٍ وَسُلْطَنٍ مُبِينٍ

(১৭) ফিরআউন ও তার প্রধান
বর্গের নিকট, অনন্তর তারা
(ও) ফিরআউনের মতানুসারে
চলতে রইলো, এবং
ফিরআউনের মত মোটেই ঠিক
ছিল না।

(১৮) কিয়ামতের দিন সে নিজ
সম্পদায়ের আগে আগে
থাকবে, অতঃপর তাদেরকে
উপনীত করে দেবে দুযথে,
আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান যাতে
তারা উপণীত হবে।

(১৯) আর লান্ত তাদের সাথে
সাথে রইলো এই দুনিয়াতে
(ও) এবং কিয়ামত দিবসেও,
তা হলো নিকৃষ্ট পুরুষার যা
তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

۹۷- إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِكَةٍ

فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ مَا أَمْرَ
فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۝

۹۸- يَقْدِمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَأَوْرَدُهُمُ النَّارَ وَ بِئْسَ الْوَرْدُ
الْمُورُودُ ۝

۹۹- وَ اتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةٍ وَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ
الْمَرْفُودُ ۝

আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি কিবতী কওমের বাদশাহ ফিরআউন এবং তার প্রধানবর্গের নিকট স্বীয় রাসূল হ্যরত মুসাকে (আঃ) নির্দর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেন। কিন্তু কিবতীরা ফিরআউনের আনুগত্য পরিত্যাগ করলো না। তারা তারই ভাস্তু নীতির পিছনে পড়ে রইলো। এই দুনিয়ায় যেমন তারা ফিরআউনের আনুগত্য পরিত্যাগ করলো না বরং তাকে নেতৃ মেনেই চললো, অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনও তারা তারই পিছনে থাকবে এবং সে তাদের সবাইকে নেতৃত্ব দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخْذَنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا -

অর্থাৎ “ফিরআউন সেই রাসূলের কথা অমান্য করলো, সুতরাং আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম।” (৭৩: ১৬) আল্লাহপাক আরো বলেনঃ

فَكَذَبَ وَعَصَىٰ - ثُمَّ ادْبَرَ يَسْعَىٰ - فَحَشِرَ فَنَادَىٰ - فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ .
فَاخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ - إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشِىٰ -

অর্থাৎ “সে অবিশ্বাস করলো এবং কথা মানলো না। অনন্তর সে পৃথক হয়ে (মুসার (আঃ) বিরুদ্ধে) প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো। অতঃপর সে (লোকদের) সমবেত করলো, তৎপর সে উচৈঃ স্বরে আহ্বান করলো। অতঃপর বললোঃ আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। অনন্তর আল্লাহ তাকে আখেরাতের ও দুনিয়ার আয়াবে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় এতে সেই ব্যক্তির জন্যে বড় শিক্ষণীয় রয়েছে যে (আল্লাহকে) ভয় করে। (৭৯: ২১-২৬)

আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ ‘কিয়ামতের দিন সে (ফিরআউন) নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে দুয়খে উপণীত করে দেবে, আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান হবে যাতে তারা উপণীত হবে।

অনুরূপভাবে অসৎ লোকদের অনুসারীদেরকেও কিয়ামতের দিন জাহানামের শান্তি ভোগ করানো হবে। যেমন আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ

لِكُلِّ ضَعْفٍ وَلِكُنْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ “প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ শান্তি, কিন্তু তোমরা জান না।” (৭: ৩৮) এবার আল্লাহ তাআ’লা কাফিরদের ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছেন যে, জাহানামে তারা বলবেঃ

رَبَّنَا إِنَا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءِنَا فَاضْلُونَا السَّيِّلَا - رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعْفٌ مِّنْ
الْعَذَابِ وَالْعَنْمَ لَعْنَا كَبِيرًا -

অর্থাৎ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের মাতৰবরদের কথা মান্য করেছিলাম, সুতরাং তারা আমাদেরকে (সোজা) পথ হতে বিভ্রান্ত করেছিল। হে আমাদের রব! তাদেরকে আপনি

দ্বিশুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদের প্রতি লান্ত বর্ষণ করুন গুরুতর ভাবে। (৩০: ৬৭-৬৮)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “(কিয়ামতের দিন) ইমরুল কায়েস অজ্ঞতার যুগের কবিদের পতাকা বহন করবে এবং তাদেরকে নিয়ে সে জাহানামের দিকে যাবে।”^১ জাহানামের শাস্তির উপর এটা আরো অতিরিক্ত শাস্তি যে, জাহানামীরা ইহকালে এবং পরকালে উভয় স্থানেই চিরস্থায়ী লান্তের শিকার হবে। এটা আলী ইবনু আবি তালহা হযরত ইবনু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে যহুক (রঃ) এবং কাতাদা' (রঃ) বলেছেন যে, بِنْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ দ্বারা দুনিয়া এবং আখেরাতের লান্তকেই বুঝানো হয়েছে। এটা আল্লাহ পাকের নিম্নের উক্তির মতইঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتَّبَعُنَاهُمْ فِي هَذِهِ
الْأُنْيَاءِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ -

অর্থাৎ “আমি তাদেরকে এমন নেতা বানিয়ে ছিলাম যারা (লোকদেরকে) দুষ্টের প্রতি আহ্বান করছিল এবং কিয়ামত দিবসে তাদের কেউ সহায় হবে না। আর পৃথিবীতেও আমি তাদের পশ্চাতে লান্ত লাগিয়ে দিয়েছি, আর কিয়ামত দিবসেও তারা দুর্দশাপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।” (২৮: ৪১)

আল্লাহ তাআলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

النَّارَ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا غُدوًا وَعِشِيشًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا إِلَى فِرْعَوْنَ
أَشَدَّ الْعَذَابِ -

অর্থাৎ “তাদেরকে (প্রত্যহ) সকালে ও সন্ধিয় অগ্নির সম্মুখে আনয়ন করা হয়, আর যেই দিন কিয়ামত কায়েম হবে (সেই দিন আদেশ করা হবে যে,) ফিরআউনী লোকদেরকে কঠোরতর আয়াবে দাখিল কর।” (৪০: ৮৬)

১. এই হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) সৌয় ‘মুসলাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(১০০) এটা ছিল সেই
জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা
যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা
করছি, ওগুলির মধ্যে কোন
কোন জনপদ তো বহাল
রয়েছে এবং কোন কোনটির
সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে।

(১০১) আমি তাদের প্রতি
অত্যাচার করি নাই, কিন্তু তারা
নিজেরাই নিজেদের উপর
অত্যাচার করেছে, বস্তুতঃ
তাদের কোনই উপকার করে
নাই তাদের সেই উপাস্যগুলি,
যাদের তারা উপাসনা করতো
আল্লাহকে ছেড়ে, যখন এসে
পৌছলো তোমার প্রতিপালকের
হস্ত; বরং উল্টো তাদের ক্ষতি
সাধন করলো।

আল্লাহ তাআ'লা নবীদের ও তাদের উশ্মত বর্গের ঘটনাবলী এবং
কিভাবে তিনি কাফিরদেরকে ধ্রংস করেন এবং মুমিনদেরকে মুক্তি দেন,
এসব বর্ণনা করার পর তিনি এখানে বলেনঃ এগুলি হচ্ছে ঐ গ্রামবাসীদের
ঘটনা যা আমি তোমার (রাসূলুল্লাহর সৎ) সামনে বর্ণনা করছি। ওগুলির
মধ্যে কতকগুলি গ্রাম এখনো আবাদ রয়েছে এবং কতকগুলি একেবারে
বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করে তাদেরকে ধ্রংস
করি নাই। বরং তারা নিজেরাই কুফরী ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে
নিজেদেরকে ধ্রংসের মুখে ঠেলে দেয়। আর তারা যে সব বাতিল মা'বুদের
উপর নির্ভর করেছিল বিপদের সময় তারা তাদের কোনই কাজে আসে
নাই। বরং তাদের পূজা পার্বনাই তাদের ধ্রংস ও ক্ষতির কারণ হয়। উভয়
জগতের শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়।

١٠٠ - ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ
وَنَصْصَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَّ
حَسِيدٌ ۝

١٠١ - وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ
عَنْهُمُ الْهَتْهِمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ
أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ
تَتَبَيِّبُ ۝

(১০২) এই ঝুঁটি তখন তিনি
কোন জনপদের
অধিবাসীদেরকে পাকড়াও
করেন যখন তারা অত্যাচার
করে; নিঃসন্দেহে তাঁর
পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত
যাতনাদায়ক, কঠিন।

وَكَذِلِكَ أَخْذُ رِبِّكَ إِذَا
أَخْذَ الْقَرْيَ وَهِيَ طَالِمَةٌ
أَخْذَهُ الْيَمْ شَدِيدٌ ۝

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ যেভাবে আমি ঐ অত্যাচারী কওমকে ধ্বংস
করেছি, তেমনিভাবে যারাই এদের মত আমল করবে তাদেরকেও এইরূপ
প্রতিফলই পেতে হবে। আল্লাহ তাআ'লার পাকড়াও খুবই যন্ত্রণাদায়ক ও
কঠিন হয়ে থাকে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু মুসা
আশ'আ'রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ নিচ্য
আল্লাহ তাআ'লা যালিমদেরকে অবকাশ ও ঢিল দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত কোন
অবকাশ মিলবে না। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।

(১০৩) এ সব ঘটনায় সেই
ব্যক্তির জন্যে বড় উপদেশ
রয়েছে যেই ব্যক্তি পরকালের
শাস্তিকে ভয় করে; ওটা এমন
একটা দিন হবে যেই দিন
সমস্ত মানুষকে সমবেত করা
হবে এবং ওটা হলো সকলের
উপস্থিতির দিন।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيْلَةً لِّمَنْ
خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ
مَجْمُوعَ لِهِ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ
مَشْهُودٌ ۝

(১০৪) আর আমি ওটা শুধু
সামান্য কালের জন্যে স্থগিত
রেখেছি।

وَمَا نَؤْخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ
مَعْلُودٌ ۝

(১০৫) যখন সেই দিন আসবে
তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর
অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে
পারবে না, অনন্তর তাদের

يَوْمَ يَاتِ لَا تَكِلْمُ
نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ

মধ্যে কতক তো দুর্ভাগা হবে
এবং কতক হবে ভাগ্যবান।

شَقِّيٌ وَ سَعِيدٌ

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ কফিরদেরকে ধ্বংস করা এবং মু'মিনদেরকে মুক্তি দেয়ার মধ্যে অবশ্যই নির্দেশ রয়েছে আমার ওয়াদার সত্যতার, যে ওয়াদা আমি কিয়ামতের দিন সম্পর্কে করেছি। তিনি বলেন নিচ্য আমি আমার রাসূলদেরকে এবং মু'মিনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং সকলের হায়ির হওয়ার দিন; অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ তাদের কাছে তাদের প্রতিপালক ওয়াহী পাঠালেনঃ “আমি অবশ্যই যালিমদেরকে ধ্বংস করবো।”

মহান আল্লাহ বলেন যে, এটা এমন একটা দিন হবে যেই দিন সমস্ত মানুষকে অর্থাৎ প্রথম ও শেষের সব মানুষকে একত্রিত করা হবে, একজনও ছুটে যাবে না। ওটা হবে বড়ই কঠিন দিন। ঐ দিন হবে সকলের উপস্থিতির দিন। সেই দিন ফেরেশ্তা ও রাসূলদেরকে হায়ির করা হবে এবং সমুদয় সৃষ্টি জীবকে একত্রিত করা হবে। তারা হচ্ছে মানব, দানব, পাখী, বন্য জন্ম এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সমস্ত কিছু। প্রকৃত ন্যায় বিচারক উভয় রূপে ন্যায় বিচার করবেন। তিনি তিল পরিমাণও অত্যাচার করবেন না। যদি কিছু পুণ্য থাকে তবে তিনি তা বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন।

কিয়ামত সংঘটিত হতে বিলম্ব হওয়ার কারণ এই যে, একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দুনিয়া বনী আদম দ্বারা আবাদ হতে থাকবে এটা মহান আল্লাহ পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এতে মোটেই আগা পিছা হবে না। অতঃপর এই নির্দিষ্ট সময় শেষে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেই দিন আল্লাহ তাআ'লার অনুমতি ছাড়া কেউই মুখ খুলতে পারবে না। কিন্তু রহমান (আল্লাহ) যাকে অনুমতি দেবেন সে-ই কথা বলবে এবং সে-ও সঠিক কথাই বলবে। রহমানের (আল্লাহর) সামনে সমস্ত শব্দ নীচু হয়ে যাবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শাফাআতের হাদীসে রয়েছে যে, সেই দিন রাসূলগণ ছাড়া কেউই কথা বলবে না এবং তাদের কথা হবেঃ “হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখুন, নিরাপত্তা দান করুন।” হাশরের ময়দানে বহু হতভাগ্য লোকও থাকবে এবং বহু ভাগ্যবান লোকও থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

فِرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفِرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

অর্থাৎ এক দল বেহেশ্তে থাকবে এবং একদল দুয়খে থাকবে।
(৪২:৭)

হ্যরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন شَفِّيٌّ فِي نَهْرٍ مُّنْهَمْ شَفِّيٌّ "شَفِّي" অবতীর্ণ হয় তখন হ্যরত উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমরা কিসের উপর আমল করবো? আমাদের আমল কি এর উপর হবে যা পূর্বে শেষ হয়ে গেছে (অর্থাৎ পূর্বেই লিখিত আছে), না এর উপর যা পূর্বে শেষ হয় নাই (বরং নতুনভাবে লিখিত হবে)?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “হে উমার (রাঃ)! তোমাদের আমল এর উপর ভিত্তি করেই হবে যা পূর্বেই লিখা হয়ে গেছে। (নতুনভাবে আর লিখা হবে না) তবে প্রত্যেকের জন্যে ওটাই সহজ হবে যার জন্যে (অর্থাৎ যে কাজের জন্যে) তার জন্ম হয়েছে।”^১

(১০৬) অতএব, যারা দুর্ভাগ্য হবে

তারা তো দুয়খে এইরূপ
অবস্থায় থাকবে যে, তাতে
তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ
হতে থাকবে।

(১০৭) তারা অনন্তকাল সেখানে
থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও
যমীন স্থায়ী থাকে। তবে যদি
আল্লাহরই ইচ্ছা হয়, তাহলে
ভিন্ন কথা; নিচয় তোমার
প্রতিপালক যা কিছু চান, তা
তিনি পূর্ণরূপে সমাধান করতে
পারেন।

۱۰۶ - فَامَّا الَّذِينَ شَقَوْا فِي
النَّارِ لَهُمْ فِيهَا رَزِيفٌ وَ
شَهِيقٌ

۱۰۷ - خَلِدِينَ فِي هَا مَا دَامَتِ
السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا
شَاءَ رِبُّكَ إِنْ رِبَّكَ فَعَالَ
مَا يُرِيدُ

আল্লাহ তাআলা বলেন : لَهُمْ فِي هَا رَزِيفٌ وَشَهِيقٌ (জাহান্নামে কাফির ও পাপীদের অবস্থা এইরূপ হবে যে,) তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে

১. এ হাদীসটি হাফিয় আবু ইয়ালা (রঃ) সীয় মুসলাদে বর্ণনা করেছেন।

থাকবে। হ্যরত ইবনু আবু সাম (রাঃ) বলেন যে, "হয় কষ্টে এবং 'شَهِيقٌ' হয় বক্ষে। জাহান্নামের শাস্তির কারণেই তাদের অবস্থা এইরূপ হবে। আমরা এর থেকে আল্লাহ তাআ'লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এ ব্যাপারে ইমাম আবু জাফর ইবনু জারীর (রঃ) বলেনঃ কোন কিছু চিরস্থায়ীভুত্ব বুঝাবার সময় আরববাসীদের পরিভাষায় বলা হতোঃ **هَذَا دَائِمٌ دَوْمَ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ** অর্থাৎ "এটা আসমান ও যমীনের চিরস্থায়ীত্বের মতো চিরস্থায়ী। অনুরূপভাবে তারা বলতোঃ **هُوَ بَاقٍ مَا اخْتَلَفَ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ** অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত রাত্রি ও দিবসের বিবর্তন চলবে, ততদিন পর্যন্ত সে বাকী ও স্থায়ী থাকবে।" সুতরাং **مَادَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ** দ্বারা আল্লাহ তাআ'লা চিরস্থায়ীভুত্ব বুঝাতে চেয়েছেন, শর্ত হিসেবে তিনি এ শব্দগুলি ব্যবহার করেন নাই তাছাড়া এও হতে পারে যে, এই আসমান ও যমীনের পরে আখেরাতে অন্য আসমান ও যমীন হবে। সুতরাং এখানে 'جِنْسٌ' উদ্দেশ্য। কেননা, হ্যরত ইবনু আবু সাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক জান্নাতের আসমান ও যমীন রয়েছে। এরপরে আল্লাহ তাআ'লার অভিপ্রায়ের বর্ণনা রয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

النَّارُ مُثْوِكٌ خَلِدِينٌ فِيهَا إِلَمَاشَا - اللَّهُ إِنْ رِبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ -

অর্থাৎ "তোমাদের অবস্থান স্থল হচ্ছে জাহান্নাম। তোমরা তার মধ্যে চিরকাল থাকবে, তবে যদি আল্লাহ (জাহান্নাম হতে বের করতে) চান তাহলে সেটা অন্য কথা, নিশ্চয় আল্লাহ বিজ্ঞানময়, মহাজ্ঞাতা।" (৬ঃ ১২৮) এই স্বাতন্ত্রকরণের ব্যাপারে বহু উক্তি রয়েছে, যা শায়েখ আবুল ফারাজ ইবনু জাওয়ী (রঃ) তাঁর 'যাদুস সায়ের' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং আরও অনেক তাফসীরকারক নকল করেছেন। ইমাম আবু জাফর ইবনু জারীর (রঃ) হ্যরত খালিদ ইবনু মাদান (রঃ), যহুক (রঃ), কাতাদা' (রঃ) এবং ইবনু সিনানের (রঃ) এই উক্তিটি পছন্দ করেছেন যে, এই পৃথকিকরণ বা স্বাতন্ত্র্য প্রত্যাবর্তিত হবে একত্বাদী পাপীদের দিকে। এর তাফসীরে পূর্ববর্তী কয়েকজন মনীষী হতে বড়ই গারীব উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, এ সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে।

(১০৮) পক্ষান্তরে যারা হয়েছে
ভাগ্যবান, বস্তুতঃ তারা থাকবে
বেহেশ্তে, (এবং) তাতে তারা
অনন্তকাল থাকবে— যে পর্যন্ত
আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে,
কিন্তু যদি আল্লাহরই ইচ্ছা হয়,
তবে ভিন্ন কথা; ওটা অকুরান্ত
দান হবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ سِعِدُوا فَفِي
الْجَنَّةِ خَلِدُّونَ فِيهَا مَا دَامَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
رَبِّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْزُوذٍ ۝

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, ভাগ্যবানরা অর্থাৎ রাসূলদের অনুসারীরা বেহেশ্তে অবস্থান করবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবে না। আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব যতদিন বাকী থাকবে ততদিন তারাও বেহেশ্তে থাকবে। কিন্তু যদি আল্লাহরই ইচ্ছা হয় তবে সেটা আলাদা কথা। অর্থাৎ তাদেরকে চিরদিন বেহেশ্তে রাখা আল্লাহর সন্ত্বার উপর ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। বরং এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যহুক (রঃ) ও হাসানের (রঃ) উক্তি এই যে, এটাও একত্ববাদী পাপীদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। তারা কিছুকাল জাহানামে অবস্থান করবে। অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে। এটা হচ্ছে আল্লাহর দান যা কখনো শেষ হবার নয়। মহান আল্লাহ এ কথা এ জন্যই বললেন যে, বেহেশ্তীরা জাহানাতে চিরকাল থাকবে না এবং খটকা বা সন্দেহ যেন না থাকে। যেমন তিনি জাহানামীদের চিরস্থায়িত্বের বর্ণনার পরেও ওটা নিজের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের দিকে ফিরিয়েছেন। এ সবই তাঁর নিপুণতা ও ইনসাফই বটে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, মৃত্যুকে সাদা কালো মিশ্রিত রং এর ভেড়ার আকারে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর ওটাকে জানাতী ও জাহানামীদের মধ্যস্থানে যবাহ করা হবে। তারপর বলা হবেঃ “হে জানাতবাসী! তোমাদের এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে। তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। আর হে জাহানামবাসী! তোমাদেরকে এখানে চিরকাল অবস্থান করতে হবে এবং আর তোমাদের মরণ হবে না”।

সহীহ হাদীসে আরো রয়েছে যে, বলা হবেং হে জান্নাতবাসী তোমাদের জন্য এই ফায়সালা করা হলো যে, তোমরা এখানে চিরকাল বাস করবে এবং তোমাদের কখনো মৃত্যু হবে না। তোমরা যুবক অবস্থাতেই থাকবে এবং কখনো বৃদ্ধ হবে না, তোমরা সুস্থ থাকবে এবং কখনো রোগাক্রান্ত হবে না, তোমরা খুশী থাকবে এবং কখনো দুঃখিত হবে না।

(১০৯) সুতরাং এরা যার উপাসনা

করে ওর সংস্কে তুমি এতটুকুও
সংশয় করো না; তারাও ঠিক
সেই রূপেই ইবাদত করছে
যেই রূপে তাদের পূর্বে তাদের
পূর্ব পুরুষরা করতো; এবং
নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের
(শাস্তির) অংশ পূর্ণ ভাবে দিয়ে
দিবো, একটুও কম না করে।

(১১০) আর আমি মুসাকে (আঃ)

কিতাব দিয়েছিলাম, অনন্তর
ওতে মতভেদ করা হলো; আর
যদি একটি উক্তি তোমার
প্রতিপালকের পক্ষ হতে পুরোহী
স্থিরীকৃত হয়ে না থাকতো তবে
ওদের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে
যেতো; এবং এই লোকেরা এর
সংস্কে এমন সন্দেহে (পতিত)
আছে, যা তাদেরকে দ্বিধাদক্ষে
কেলে রেখেছে।

(১১১) আর নিশ্চিতরূপে সবাই এইরূপ যে, তোমার প্রতিপালক তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্য কলাপের পূর্ণ খবর রাখেন।

١. ٩
فَلَا تَكُنْ فِي مُرْبَةٍ مِّمَّا
يَعْبُدُ هُؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا
كَمَا يَعْبُدُ أَبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْلِ وَ
إِنَّا لِمَوْفِهِمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ
مَنْقُوصٍ ۝ ۱۴

١١. ١١
وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَبَ فَأَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا
كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
بِيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِفِي شَكٍّ مِّنْهُ
مُّرِيبٌ ۝

١١١. ١١١
وَإِنَّ كَلَّا لَمَا لَيْوَفِينَهُمْ
رَبِّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

আল্লাহ তাআ'লা বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! মুশরিকরা যে শরীক স্থাপন করছে তা যে সম্পূর্ণ ঝলপে বাতিল ও ভিন্নিহীন এ ব্যাপারে তুমি মোটেই সন্দেহ করোনা। তাদের কাছে তাদের বাপ-দাদাদের প্রচলিত রীতি ছাড়া আর কোন দলীল নেই। তাদের সৎ কার্যের বিনিময় তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হবে। আখেরাতে তাদের কোনই অংশ নেই। সুতরাং সেখানে তাদের প্রাপ্য হবে কঠিন শাস্তি। ‘নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দেবো, একটুও কম না করে’ আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে হ্যরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তাদের সঙ্গে ভাল ও মন্দের যে ওয়াদা করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে, একটুও কম করা হবে না। তাদের নির্ধারিত অংশ তারা অবশ্যই পাবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি মূসাকে (আঃ) কিতাব দিয়েছিলাম। অনন্তর তাতে মতভেদ সৃষ্টি করা হয়। কেউ স্বীকার করে নেয় এবং কেউ অস্বীকার করে। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তোমার অবস্থাও তোমার পূর্ববর্তী নবীদের মতই হবে। কেউ মানবে এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করবে। যেহেতু আমি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি এবং দলীল প্রমাণাদি পূর্ণ করার পূর্বে আমি শাস্তি প্রদান করি না, সেহেতু আমি এদেরকে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করছি। অন্যথায় এখনই এদেরকে আমি শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতাম। কাফিরদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা ভুলই মনে হয়। তাদের সন্দেহ-সংশয় দূর হয় না।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ নিশ্চিতঝলপে সকলেই এইঝলপ যে, তোমার প্রতিপালক তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। অর্থাৎ তিনি তাদের সমুদয় আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তা গুরুত্বপূর্ণই হোক বা নগণ্যই হোক এবং ছোটই হোক বা বড়ই হোক। এই আয়াতে বহু পঠন রয়েছে, যে গুলির অর্থ এই দিকেই ফিরে আসে যা আমরা উল্লেখ করেছি। যেমন আল্লাহ তাআ'লার নিম্নের উক্তিতে রয়েছেঃ

وَإِنْ كُلَّ لَمَّا جَمِيعٍ لَدِينًا مَحْضُرُونَ -

অর্থাৎ “(পর লোকে) তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে সমবেত ভাবে আমার সামনে হায়ির করা হবে না।” (৩৬: ৩২)

(১১২) অতএব, তুমি যে ভাবে
আদিষ্ট হয়েছো, দৃঢ় থাকো,
এবং সেই লোকেরাও যারা
কুফরী হতে তাওবা' করে
তোমার সাথে রয়েছে, আর
(ধর্মের) গভী হতে একটুও
বের হয়ে না; নিশ্চয় তিনি
তোমাদের কার্যকলাপ
সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন।

(১১৩) আর যালিমদের প্রতি ঝুঁকে
পড়ো না, অন্যথায় তোমাদের
দুষ্খের আগুন স্পর্শ করবে,
আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের
কেউ সহায় হবে না, অতঃপর
তোমাদেরকে কোন সাহায্যও
করা হবে না।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসুল (সঃ) এবং তাঁর মুঘিন বান্দাদেরকে সরল
সোজা পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। এটাই
সবচেয়ে বড় কথা। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে বিরুদ্ধাচরণ ও হঠকারিতা
থেকে নিষেধ করছেন। কেননা, এটাই হচ্ছে ধর্মসকারী বিষয়। যদিও তা
কেন মুশরিকের উপরও করা হয়। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাআলা
তাঁর বান্দাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। তাদের কোন কাজ
থেকেই তিনি উদাসীন ও অমনোযোগী নন এবং তাঁর কাছে কোন কিছু
গোপনও নেই।

হ্যরত ইবনু আবুস (রাঃ) বলেন যে, لَا ترکنوا إلَى الَّذِينَ ظلمُوا
এর অর্থ হচ্ছে تُداهنُوا إِلَيْهِمْ অর্থাৎ তোমরা ধর্মের কাজে অবহেলা
প্রদর্শন করো না। তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ
তোমরা শিরকের দিকে ঝুঁকে পড়ো না। আর আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন
যে, এর অর্থ হলোঃ তোমরা তাদের (যালিমদের) কাজে সন্তুষ্ট হয়ো না।
ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) হ্যরত ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন

١١٢- فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ

مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغُوا

إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصَيْرٌ ۝

١١٣- وَ لَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ

ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا

لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَئِكَ

ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ ۝

যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ তোমরা যালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়োনা। এটাই হচ্ছে উত্তম উক্তি। অর্থাৎ তোমরা যালিমদেরকে সাহায্য করো না। তাহলে তোমরা এই রূপ হবে যে, তোমরা তাদের কাজে সম্মত হয়ে গেছো। এরূপ হলে অগ্নি তোমাদের স্পর্শ করবে এবং তখন কে এমন হবে যে, তোমাদের থেকে শান্তি দূর করতে পারে? এমতাবস্থায় তোমাদেরকে মোটেই সাহায্য করা হবে না।

(১১৪) এবং নামাযের পাবনী কর

দিবসের দু'পাঞ্চে ও রাত্রির
কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে
সৎকার্যাবলী মুছে ফেলে মন্দ
কার্যসমূহকে; এটা হচ্ছে একটি
(ব্যাপক) নসীহত, নসীহত
মান্যকারীদের জন্যে।

(১১৫) আর ধৈর্য ধারণ কর,
কেননা আল্লাহ সৎকর্মশীলদের
পৃণ্যফলকে পত্ত করেন না।

١١٤- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ

النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ الْبَلِ إنَّ

الْحَسْنَى يَذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ

ذِلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكَرِينَ ۝

١١٥- وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ

لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

আলী ইবনু আবি তালহা (রঃ), হ্যরত ইবনু আবুস রামান (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ النَّهَارِ** দ্বারা ফজর ও মাগরিবের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। হাসান (রঃ) ও আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) একপথে বলেছেন। হাসান (রঃ), কাতাদা', যহুক (রঃ) প্রভৃতির বর্ণনায় বলেন যে, ওটা হচ্ছে ফজর ও আসরের নামায। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে দিনের প্রথম ফজর এবং অন্যবার যুহুর ও আসরের নামায। **وَزُلْفًا مِنَ الْبَلِ** সম্পর্কে হ্যরত ইবনু আবুস রামান (রঃ), হ্যরত মুজাহিদ (রঃ), হ্যরত হাসান (রঃ) প্রভৃতি শুরুজন বলেন যে, এর দ্বারা ইশার নামায বুঝানো হয়েছে। ইবনুল মুবারকের (রঃ) বর্ণনায় হাসান (রঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে মাগরিব ও ইশার নামায।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, মাগরিব ও ইশাএ দুটি হচ্ছে রাত্রির কিছু অংশের নামায। অনুরূপভাবে মুজাহিদ (রঃ), মুহাম্মদ ইবনু কাব

(রঃ), কাতাদা' (রঃ) এবং যহুক (রঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে মাগরিব ও ইশ্বার নামায়।

সম্ভবতঃ এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এটা অবতীর্ণ হয় মিরাজের রাত্রে। তখন শুধু দুই ওয়াক্ত নামায অবতীর্ণ হয়। এক ওয়াক্ত নামায সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আর এক ওয়াক্ত নামায সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) উপর এবং তাঁর উম্মতের উপর রাত্রিকালে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াজিব করা হয়। অতঃপর এটা উম্মতের উপর থেকে রাহিত করে দেয়া হয় এবং তাঁর উপর বহাল থেকে যায়। অতঃপর তাঁর উপর থেকেও এটা রাহিত হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘নিশ্চয় সৎ কার্যাবলী মন্দকার্যসমূহকে মুছে ফেলে।’ সুনানে হ্যরত আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে মুসলমান কোন পাপ করে, অতঃপর অযু করে দু'রাকাআত নামায পড়ে, আল্লাহ তাআ'লা তার পাপ ক্ষমা করে দেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আমিরুল মু'মিনীন হ্যরত উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) তিনি অযু করেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযুর ন্যায়। তারপর বলেনঃ “রাসূলুল্লাহকে (সঃ) আমি এভাবেই অযু করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি আমার এই অযুর ন্যায় অযু করবে, অতঃপর আন্তরিকতার সাথে বা বিশুদ্ধ অন্তরে দু'রাকাআত নামায পড়বে, তার পূর্বের সমস্ত শুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।”

হ্যরত উসমানের (রাঃ) আয়াদকৃত গোলাম হাঁরিস (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “একদা হ্যরত উসমান (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে মুআয্যিন আসেন। তিনি তাঁর কাছে বরতনে পানি চান। (পানি দেয়া হলে) তিনি অযু করেন। অতঃপর বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) আমার এই অযুর মত অযু করতে দেখেছি। (অযুর পরে) তিনি বলেনঃ “যে ব্যক্তি আমার এই অযুর ন্যায় অযু করবে, তার জন্যে যুহর ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে সমস্ত

(সাগীরা) শুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তারপর সে আসরের নামায পড়বে, (এর ফলে) তার জন্যে আসর ও যুহরের মধ্যবর্তী সময়ের (সাগীরা) শুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। এরপর সে মাগরিবের নামায পড়বে, এর ফলে তার মাগরিব ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। তারপর সে শুয়ে পড়বে এবং সকালে উঠে ফজরের নামায পড়বে, এতে তার ফজর ও ই'শার মধ্যবর্তী সময়ের শুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। এ শুলিই হচ্ছে সৎ কর্ম, যেগুলি মন্দ কাজগুলিকে মিটিয়ে দেয়।”

সহীহ হাদীসে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আচ্ছা বলতো, যদি তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার ওপর প্রবাহিত নদী থাকে এবং সে প্রত্যহ তাতে পাঁচ বার করে গোসল করে, তবে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? তারা (সাহাবীগণ) উন্নরে বললেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! না (তার দেহে কোন ময়লা থাকবে না)।’” তিনি তখন বললেনঃ “এটাই দ্রষ্টান্ত হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের। এগুলির কারণে আল্লাহ তাআ'লা ভুলক্রটি ও পাপরাশি ক্ষমা করে থাকেন।” সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক জুমআ’ হতে আর এক জুমআ’ পর্যন্ত এবং এক রমাযান হতে আর এক রমাযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফুফারা স্বরূপ (শুনাহ মাফের কারণ), যে পর্যন্ত কাবীরা শুণাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।”

হ্যরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ “প্রত্যেক নামায ওর পূর্ববর্তী সময়ের শুনাহকে মিটিয়ে দেয়।”

হ্যরত আবু মালিক আশআ'রী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “নামাযসমূহকে পূর্ববর্তী সময়ের জন্যে শুনাহ মাফের কারণ করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ ‘নিশ্চয় সৎ কার্যাবলী মন্দকার্য সমূহকে মুছে ফেলে।’”^২

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) দ্বায় ‘মুসলাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি আবু জাফর ইবনু জায়ির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হ্যরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক কোন একটি স্ত্রীলোককে চুম্বন করে নবীর (সঃ) নিকট আগমন করে এবং তাঁকে এ খবর অবহিত করে (এবং অত্যন্ত লজ্জিত হয়)। তখন আল্লাহ তাআ'লা উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। তখন লোকটি বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি শুধু আমারই জন্যে নির্দিষ্ট?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “না বরং আমার সমস্ত উশ্মতের জন্যে।”^১

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ঐ লোকটি বলেঃ “আমি এই বাগানে ঐ স্ত্রীলোকটির সাথে সঙ্গম ছাড়া সব কিছুই করেছি। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আমাকে শাস্তি প্রদান করুন।” তার এ কথায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিছুই বললেন না। লোকটি চলে গেল। হ্যরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “আল্লাহ তাআ'লা তো তার দোষ গোপন রাখতেন। যদি সে নিজের দোষ গোপন রাখতো।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বরাবর লোকটির দিকে তাকাতে থাকেন। তারপর তিনি (সাহাবীদেরকে) বলেনঃ “তাকে ফিরিয়ে ডাকো।” সুতরাং তাঁরা তাকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনলেন। তখন তিনি তার সামনে-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَلَفَّا مِنَ الْيَلِانَ الْحَسَنَاتِ يَذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ -

এই আয়াতটি পাঠ করলেন। তখন হ্যরত মুআ'য (রাঃ) এবং এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, হ্যরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি তার একার জন্যে, না সমস্ত লোকের জন্যে?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “না বরং সমস্ত লোকের জন্যে।”

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের মধ্যে চরিত্রকে বন্টন করে দিয়েছেন, যেমন বন্টন করেছেন তোমাদের মধ্যে রিয়্ককে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা যাকে ভালবাসেন তাকেই দুনিয়া দান করেন এবং যাকে ভালবাসেন না তাকেও দুনিয়া দান করে থাকেন। (অর্থাৎ

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় ‘সহীহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

দুনিয়ার সুখ দান করেন)। কিন্তু তিনি যাকে ভালবাসেন একমাত্র তাকেই দ্বীন দান করে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ যাকে দ্বীন দান করেন তাকে তিনি ভালবাসেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! কোন বান্দা মুসলমান হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার অন্তর ও জিহ্বা মুসলমান হয় এবং সে মু'মিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে। জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর নবী (সঃ)! তার অনিষ্ট কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “তার প্রতারণা ও অত্যাচার।” এরপর তিনি বলেনঃ জেনে রেখো যে, যদি মানুষ হারাম মাল উপার্জন করে এবং তার থেকে (আল্লাহর পথে) খরচ করে, তবে আল্লাহ তার সেই মালে বরকত দেন না এবং সে তার থেকে কিছু সাদ্কা করলে তিনি তা কবুল করেন না। আর সে ঐ মালের যা কিছু ছেড়ে মারা যায় তা তার জন্যে জাহানামের আগুনই হয়। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাআ'লা মন্দকে মন্দ দ্বারা মুছে ফেলেন না, বরং মন্দকে ভাল দ্বারা মুছে থাকেন।

বর্ণিত আছে যে, ফুলান ইবনু মু'সার আনসারদের একজন লোক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট এসে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি একজন স্ত্রীলোকের নিকট প্রবেশ করেছিলাম এবং আমি তার থেকে ঐসব কিছু ভোগ করেছি যা কোন লোক তার স্ত্রী থেকে ভোগ করে থাকে। তবে আমি তার সাথে সঙ্গম করি নাই। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কি উত্তর দিবেন তা তিনি খুঁজে পেলেন না। তখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে ডেকে পাঠান এবং তার সামনে আয়াতটি পাঠ করেন।^১ হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, লোকটি হচ্ছে আমর ইবনু গায়ইয়া আল-আনসারী। আর মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, সে হচ্ছে আবু নুফাইল আমির ইবনু কায়েস আল-আনসারী। খতীবুল বাগদানী (রঃ) বলেন যে, লোকটি হচ্ছে আবু ইয়াস্র কাব ইবনু আমর (রাঃ)।

হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হ্যরত উমারের (রাঃ) নিকট এসে বলেঃ “একটি স্ত্রী লোক সওদা কেনার জন্যে আমার নিকট এসেছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমি তাকে কক্ষে

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্থীয় ‘মুসনাদে’ বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

নিয়ে গিয়ে সহবাস ছাড়া তার সাথে সব কিছু করেছি। সুতরাং এখন শরীয়তের বিধান মতে আমার উপর হৃদ জারী করুন।” তার একথা শুনে হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “তুমি ধ্রংস হও, সম্বতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে গিয়েছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে?” সে উত্তরে বলেঃ “হ্যাঁ।” তিনি তাকে বললেনঃ তুমি হ্যরত আবু বকরের (রাঃ) কাছে গিয়ে এটা জিজ্ঞেস কর। সে তখন তাঁর কাছে যায় এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করে। তিনিও বলেনঃ সম্বতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে রয়েছে বলে অনুপস্থিত আছে। অতঃপর তিনি হ্যরত উমারের (রাঃ) ন্যায় বললেন। (অর্থাৎ লোকটিকে নবীর (সঃ) কাছে যেতে বললেন)। তাঁকে সে ঐ কথাই বললো। নবী (সঃ) বললেনঃ “সম্বতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে আছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে।” ঐ সময় উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন লোকটি বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই সুসংবাদ কি শুধু আমার জন্যেই নির্দিষ্ট, না সমস্ত মানুষের জন্যেই?” উমার (রাঃ) তখন হাত দ্বারা বক্ষে মারেন এবং বলেনঃ “না, এই নিয়ামত নির্দিষ্ট নয় বরং এটা সাধারণ লোকদের জন্যেও বটে।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ উমার (রাঃ) সত্য বলেছো।^১

ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কা'ব ইবনুল আমর আনসারী (রাঃ) বলেনঃ “ঐ স্ত্রীলোকটি আমার কাছে এক দিরহামের খেজুর কিনতে এসেছিল। আমি তাকে বললামঃ ঘরে ভাল খেজুর আছে। সে আমার ঘরের মধ্যে গেল। আমিও ঘরের মধ্যে গিয়ে তাকে চুম্বন করলাম। অতঃপর আমি হ্যরত উমারের (রাঃ) কাছে গমন করলাম। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বললেনঃ “আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজের নফসের উপর পর্দা ফেলে দাও আর কাউকেও এ কথা বলো না।” আমি কিন্তু দৈর্ঘ্য ধারণ করতে পারলাম না। সুতরাং হ্যরত আবু বকরের (রাঃ) কাছে গেলাম। তিনিও বললেনঃ “আল্লাহকে ভয় কর, নিজের নফসের উপর পর্দা ফেলো এবং কাউকেও এ খবর দিয়ো না।” এবারও আমি সবর করতে পারলাম না। কাজেই আমি নবীর (সঃ) নিকট গমন করলাম। তাঁকে এ খবর দিলে তিনি আমাকে বললেনঃ “আফসোস যে, তুমি এমন এক ব্যক্তির অনুপস্থিতির সময় তার স্ত্রীর ব্যাপারে

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় ‘মুসনাদে’ বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বাসঘাতকতা করেছো, যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়েছে।” এ কথা শুনেতো আমি নিজেকে জাহান্নামী মনে করলাম এবং আমার অন্তরে এই খেয়াল জাগলো যে, হায়! আমার ইসলাম গ্রহণ যদি এ ঘটনার পর হতো (তবে কতই না ভাল হতো)! রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিছুক্ষণ ধরে তাঁর ঘাড় নীচু করে থাকলেন। ঐ সময়েই হ্যরত জিবরাইল (আঃ) উপরোক্ত আয়াত নিয়ে অবর্তীর্ণ হলেন। তখন একটি লোক বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি খাস করে তারই জন্যে, না সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের জন্যে।”

হ্যরত মুআয় ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা নবীর (সঃ) পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একটি লোক এসে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ লোকের সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে লোকটি এমন একটি স্ত্রীলোকের নিকট পৌছেছে যে তার জন্যে হালাল নয়, সে এ স্ত্রীলোকটিকে ভোগ করার ব্যাপারে কিছুই ছাড়ে নাই, যে তাবে স্বামী তার স্ত্রীকে ভোগ করে; শুধু এটুকুই বাকী যে, তার সাথে সে সঙ্গম করে নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে তাকে বললেনঃ “তুমি উত্তমরূপে অযু কর, তারপর দাঁড়িয়ে যাও এবং নামায পড়ে নাও।” ঐ সময় মহা মহিমাবিত আল্লাহ *وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ* এই আয়াতটি অবর্তীর্ণ করেন। তখন হ্যরত মুআয় (রাঃ) বলেনঃ “এটা তার জন্যেই খাস, না সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমানের জন্যে।” উত্তরে তিনি বললেনঃ “না বরং সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমানের জন্যেই এই হৃকুম।”^১

হ্যরত ইয়াহুড়িয়া ইবনু জাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবীর (সঃ) সাহাবীদের একজন লোক একটি স্ত্রীলোকের উল্লেখ করে, ঐ সময় সে তাঁর কাছে বসেছিল। অতঃপর কোন প্রয়োজনে (স্ত্রীলোকটির নিকট যাওয়ার জন্যে) সে অনুমতি প্রার্থনা করে। আল্লাহর নবী (সঃ) তাকে অনুমতি প্রদান করেন। সুতরাং সে স্ত্রীলোকটির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু তাকে সে পেলো না। অতঃপর নবীকে (সঃ) বৃষ্টির সুসংবাদ দেয়ার ইচ্ছায় তাঁর দিকে অগ্রসর হয়। (পথিমধ্যে) সে স্ত্রী লোকটিকে একটি পুরুরে ধারে বসা

১. এ হাদীসটি হাফিয় আবুল হাসান দারকুত্নী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অবস্থায় দেখতে পায়। এমতাবস্থায় তার বক্ষে সে হাত দেয় এবং তার দু'পায়ের মাঝে বসে পড়ে। এই অবস্থায় সে লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং সরাসরি নবীর (সঃ) নিকট হায়ির হয়ে যা সে করেছে তা তাঁকে জানিয়ে দেয়। তখন নবী (সঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং চার রাকাআ'ত নামায পড়ে নাও। অতঃপর তিনি وَاقِمُ الصَّلَاةَ طَرْفِيَ النَّهَارِ وَلَفَّا مِنَ الْيَلِ এই আয়াতটি পাঠ করে তাকে শুনিয়ে দেন।

হ্যরত আবু উমামা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নবীর (সঃ) নিকট এসে বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার উপর আল্লাহর হন্দ জারী করুন। এ কথা সে একবার বা দু'বার বলে। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর নামাযের জন্যে ইকামত দেয়া হয়। নামায শেষে নবী (সঃ) বলেনঃ “যে লোকটি বলেছিল আমার উপর আল্লাহর হন্দ কায়েম করুন সে লোকটি কোথায়?” লোকটি উত্তরে বললোঃ “এই যে আমি।” তিনি বললেনঃ “তুমি কি পূর্ণরূপে অযু করে এই মাত্র আমাদের সাথে নামায পড়লে? উত্তরে সে বললোঃ “হ্যাঁ।” তিনি বললেনঃ তা হলে তোমার পাপ এমনভাবে মুছে গেল যে, তুমি ঐ দিনের মত হয়ে গেলে যেই দিন তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছিল। খবরদার আর যেন এর পুনরাবৃত্তি^১ না ঘটে। ঐ সময় আল্লাহ তাআ'লা উপরোক্ত আয়াতটি অবর্তীর্ণ করেন।

হ্যরত আবু উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “(একদা) আমি হ্যরত সালমান ফারসীর (রাঃ) সাথে একটি গাছের নীচে বসেছিলাম। তিনি ঐ গাছের একটি শুক্র ডাল নিয়ে ঝাড়তে লাগলেন। ফলে ওর পাতাগুলি ঝরে পড়লো। তারপর তিনি বললেনঃ “হে আবু উসমান (রাঃ)! আমি কেন এক্ষণে করলাম তা যে তুমি জিজ্ঞেস করছো না?” আমি বললামঃ “কেন আপনি এক্ষণে করলেন?” তিনি বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক্ষণে করেছিলেন।” অতঃপর তিনি বলেনঃ “মুসলমান যখন উত্তমরূপে

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) দ্বায় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।

অযুক্ত করে, অতঃপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তার পাপরাশি ঐ ঝলপেই ঝরে পড়ে যেমন এই ডালের পাতাগুলি ঝরে পড়লো।” তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।^১

হযরত মুআ’য (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ “হে মুআ’য (রাঃ)! খারাপ কাজের পরপরই কোন ভাল কাজ করে ফেল, তাহলে এই ভাল কাজটি খারাপ কাজটিকে মুছে ফেলবে। আর লোকদের সাথে উভয় চরিত্রের মাধ্যমে মেলামেশা কর।”^২

হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহকে ডয় কর এবং যেখানেই থাক না কেন কোন খারাপ কাজের পিছনে কোন ভাল কাজ অবশ্যই করে ফেল, তা হলে এ ভালো কাজটি ঐ খারাপ কাজটিকে মুছে ফেলবে। আর উভয় চরিত্রের সাথে জনগণের সাথে মেলামেশা কর।”^৩

হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।” তিনি বললেনঃ “যখন তুমি কোন মন্দ কাজ করে বসবে তখন ওর পরেই কিছু ভাল কাজ করে ফেলবে। তাহলে এই ভাল কাজটি ঐ মন্দ কাজটিকে মুছে ফেলবে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ‘লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ’কি একটি উভয় কাজ নয়? তিনি উত্তরে বললেনঃ “এটা তো বড়ই উভয় কাজ।”^৪

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “রাত্রি ও দিবসের যে কোন সময় কোন বান্দা ‘লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ’ বলে, তার আমল নামা হতে গুণাহগুলি যিটিয়ে দেয়া হয় এবং এই স্থানে ঐ পরিমান পূণ্য লেখে দেয়া হয়।”^৫

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার এমন কোন আকাঞ্চ্ছা বা বাসনা নাই যা

১. এ হাদীসটি ইয়াম আহমদ (রঃ) সীয়া ‘মুসনাদে’ বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ও ইয়াম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইয়াম আহমদ (রঃ) সীয়া ‘মুনসাদে’ বর্ণনা করেছেন।
৪. এ হাদীসটি ও ইয়াম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৫. এ হাদীসটি ইয়াম হাফিয আবু ইয়ালা আল-মুসলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমি পূর্ণ না করে ছেড়েছি।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “আল্লাহ ছাড়া কেউ মাঝুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তুমি কি এই সাক্ষ্য দিচ্ছু সে উভরে বললোঃ “হ্যাঁ।” তিনি বললেনঃ “তাহলে এটাই ঐ সবগুলোর উপর বিজয়ী থাকবে।”^১

(১১৬) বস্তুতঃ যেসব উচ্চত

তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে,
তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান
লোক হয় নাই, যারা দেশে
ফাসাদ বিস্তার করতে বাধা
থ্রদান করতো সামান্য
কয়েকজন ছাড়া, যাদেরকে
আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা
করেছিলাম। আর যারা অবাধ্য
ছিল, তারা যেই আরাম
আয়েশে ছিল ওর পিছনেই
পড়ে রাইলো এবং অপরাধ
পরায়ণ হয়ে পড়লো।

(১১৭) আর তোমার প্রতিপালক

এমন নন যে, জনপদসমূহকে
কুফরীর কারণে ধ্বংস করে
দেন, অথচ ওর অধিবাসী
সৎকাজে লিঙ্গ রয়েছে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আমি অতীত
যুগের লোকদের মধ্যে এমন লোকদেরকে কেন পাই নাই যারা দুষ্ট ও
অবাধ্য লোকদেরকে অন্যায় ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখতো? এই অল্প
সংখ্যক লোক ওরাই যাদেরকে আমি নিজের শাস্তি থেকে রক্ষা করে থাকি।
এ জন্যেই আল্লাহ তাআ'লা এই উচ্চতের মধ্যে একুপ দলের বিদ্যমানতা
অপরিহার্য করে নির্দেশ দিয়েছেনঃ

۱۱۶- فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ

مِنْ قَبْلِكُمْ أَولَا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ
عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
قَلِيلًا مِمْنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَ
اتَّبَعُ الذِّينَ ظَلَمُوا مَا اتَّرْفَوْا
فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

۱۱۷- وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ

الْقَرِىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلَهَا
مَصْلِحُونَ ۝

১. এ হাদীসটি হাফিয় আবু বকর আল-বায়য়ার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

وَلَنْكَنِ مِنْكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষকে মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং মন্দ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, আর তারাই হচ্ছে সফলকাম।” (৩: ১০৪) যালিমদের নীতি এটাই যে, তারা তাদের বদ অভ্যাস থেকে ফিরে আসে না। সৎ আলেমদের ফরমানের প্রতি তারা মোটেই ঝঞ্চেপ করে না। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি তাদের অজান্তে আল্লাহর আযাব এসে পড়ে। ভাল বস্তিগুলির উপর আল্লাহ তাআ’লার পক্ষ হতে অত্যাচারমূলক ভাবে কখনো শাস্তি আসে না। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করে নিজেদেরকে শাস্তির যোগ্য করে তোলে। আল্লাহ পাক যুলুম থেকে সম্পূর্ণরূপে পৰিত্ব। যেমন তিনি বলেনঃ

وَمَا ظلمُنَاهُمْ وَلِكُنْ ظلمُوا أَنفُسَهُمْ

অর্থাৎ “আমি তাদের উপর যুলুম করি নাই বরং তারা নিজেরাই নিজেদের নফসের উপর যুলুম করেছে; (১১: ১০১) অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

وَمَا رَبِكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبْدِ -

অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালক বান্দাদের উপর অত্যাচারকারী নন।” (৪১: ৪৬)

(১১৮) এবং যদি তোমার প্রতিপালকের ইচ্ছা হতো, তবে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন (কিন্তু একুপ করেন নাই), আর তারা সদা মতভেদ করতে থাকবে।

(১১৯) কিন্তু যার প্রতি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হয়, আর

۱۱۸- وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لِجَعَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝

۱۱۹- إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذِلِّكَ

এজন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি
করেছেন এবং তোমার
প্রতিপালকের এই বাণীও পূর্ণ
হবে- আমি জাহানামকে পূর্ণ
করবো জ্ঞিনদের ও মানবদের
সকলের দ্বারা ।

خَلَقَهُمْ وَ تَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَا مَلِئَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ
النَّاسُ أَجْمَعِينَ ॥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর ক্ষমতা কোন কাজ থেকে
অপারগ নয় । তিনি ইচ্ছা করলে সবকেই ইসলামের উপর বা কুফরীর উপর
একত্রিত করতে পারতেন । কিন্তু মানুষের মত, দীন, মাযহাব সব সময় যে
পৃথক পৃথক ও ভিন্ন হবে এতে তাঁর বড়ই নিপুণতা রয়েছে । তাদের
পশ্চা হবে ভিন্ন এবং আর্থিক অবস্থাও হবে পৃথক পৃথক । একে অপরের
অধীনে থাকবে । এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দীন ও মাযহাবের বিভিন্নতা । হ্যাঁ,
তবে যাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হয়, তারা সব সময় রাসূলদের
অনুসরণ ও আল্লাহ তাআ'লার হৃকুম পালনের কার্যে লেগে থাকে । এখন
তারা শেষ নবীর (সঃ) অনুগত । এরাই হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম ।
মুসনাদ ও সুনানে হাদীস রয়েছে, যার প্রতিটি সনদ অন্য সনদকে শক্তিশালী
করে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ইয়াহুদীদের একাত্তরটি দল
হয়েছে এবং খৃষ্টানরা বাহান্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে । আর আমার
উদ্দেশ্যের তেহাতেরটি দল হয়ে যাবে । একটি দল ছাড়া সব দলই জাহানামী ।
সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ একটি দল
কারা?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “তারা হচ্ছে ওরাই যারা ওরাই উপর রয়েছে
যার উপর আমি রয়েছি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে ।”

আতা'র (রঃ) উক্তি অনুযায়ী مختلفين দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে
ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মাজুসী । আর আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত দল দ্বারা উদ্দেশ্য
হচ্ছে একনিষ্ঠ ধর্ম ইসলামের অনুগত লোকেরা । কাতাদা' (রঃ) বলেন যে,
এই দলই হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার রহমত প্রাপ্ত ও সংঘবদ্ধ দল, যদিও
তাদের দেশ ও দেহ পৃথক । আর অবাধ্য লোকেরাই হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দল,
যদিও তাদের দেশ ও দেহ এক হয়ে যায় । স্বাভাবিক ভাবেই তাদের জন্ম এ
জন্যেই হয়েছে । দুর্ভাগ্য ও ভাগ্যবান এ দু'টো হচ্ছে আদি কালের বন্টন ।

১. এ হাদীসটি ইমাম হাকিম (রঃ) তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ।

হ্যরত তাউসের (রাঃ) নিকট দু'জন লোক তাদের ঝগড়া নিয়ে হায়ির হয়। তারা তাদের পারম্পরিক মতানৈক্যে খুবই বেড়ে যায়। তখন তিনি তাদেরকে বলেনঃ “তোমরা খুবই ঝগড়া করলে এবং তোমাদের পারম্পরিক মতানৈক্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে।” তখন তাদের একজন বললোঃ “আমাদেরকে এ জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।” তার এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ “তুমি ভুল কথা বললে।” লোকটি তার উক্তির অনুকূলে এই আয়াতটিই পাঠ করলো। তখন হ্যরত আতা’ (রাঃ) বললেনঃ তোমাদেরকে এজন্যে সৃষ্টি করা হয় নাই যে, তোমরা পরম্পর মতভেদ সৃষ্টি করবে। বরং তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে দলবদ্ধভাবে ও একমতে থাকার জন্যে এবং রহমত লাভ করার উদ্দেশ্য।” যেমন হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রহমতের জন্যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আযাবের জন্যে নয়। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ -

অর্থাৎ “আমি দানব ও মানবকে আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।” (৫১: ৫৬) তৃতীয় উক্তি এ-ও আছে যে, তাদের রহমত ও মতভেদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন মালিক (রঃ) এর তাফসীরে বলেন যে, একটিদল জান্নাতী এবং একটি দল জাহান্নামী। এদেরকে রহমত লাভ করার জন্যে এবং ওদেরকে মতভেদ সৃষ্টি করার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের এই ফায়সালা হয়ে আছে যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এই দু'প্রকারের লোক থাকবে এবং এই দু'প্রকারের লোক দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ণ করা হবে। এর পূর্ণ হিকমত একমাত্র তিনিই জানেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে একবার তর্ক বিতর্ক হয়। জান্নাত বলে, আমার মধ্যে তো শুধুমাত্র দুর্বল লোকেরাই প্রবেশ করে থাকে।” আর জাহান্নাম বলেঃ “আমাকে অহংকারী লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।” তখন মহা মহিমাবিত আল্লাহ জান্নাতকে বলেনঃ “তুমি আমার রহমত বা করুণা। আমি যাদেরকে ইচ্ছা করবো তোমার দ্বারা আরাম ও শান্তি দান করবো।” আর জাহান্নামকে বলেনঃ “তুমি আমার শান্তি। আমি যাদেরকে চাইবো তোমার শান্তি দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। তোমরা উভয়েই পূর্ণ হয়ে যাবে।” বরাবরই বেহেশতে অতিরিক্ত জায়গা থাকবে। শেষ পর্যন্ত ওর

জন্যে আল্লাহ তাআ'লা নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে ওর মধ্যে বসিয়ে দিবেন। জাহান্নামও সদা সর্বদা তার মধ্যে অতিরিক্ত কিছু চাইতে থাকবে। তখন আল্লাহ তাআ'লা ওর মধ্যে নিজের পা রেখে দিবেন। তখন সে বলে উঠবেঃ “আপনার মর্যাদার কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে”।

(১২০) রাসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত
আমি তোমার কাছে বর্ণনা
করছি, যদ্বারা আমি তোমার
চিন্তকে দৃঢ় করি, এর মাধ্যমে
তোমার কাছে এসেছে সত্য
এবং মু'মিনদের জন্যে এসেছে
উপদেশ ও সাবধান বাণী।

وَكُلَا نَقْصاً فِي وَعْدِكَ مِنْ
أَنْبَاءِ الرَّسُولِ مَا نُشِّئْتُ بِهِ
فَوَادِكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) বলছেনঃ পূর্ববর্তী উম্মতদের তাদের নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, নবীদের তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করা, শেষে আল্লাহর শান্তি এসে পড়া, কাফিরদের ধ্রংস হয়ে যাওয়া এবং নবী, রাসূল ও মু'মিনদের মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী আমি তোমাকে শুনাচ্ছি, যেন তোমার মনকে আমি আরো দৃঢ় করি এবং তোমার অন্তরে যেন পূর্ণ প্রশান্তি নেমে আসে। এই দুনিয়ায় তোমার উপর সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এবং তোমার সামনে সত্য ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এটা কাফিরদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় এবং মু'মিনদের জন্যে উপদেশ। তারা এর দ্বারা উপকার লাভ করবে।

(১২১) হে নবী (সঃ)! যারা
বিশ্বাস করে না তাদেরকে বলঃ
তোমরা যেমন করছো করতে
থাকো এবং আমরা ও আমাদের
কাজ করছি।

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِتِكُمْ إِنَّا
عَمِلْنَا ۝

(১২২) এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর,
আমরা ও প্রতীক্ষা করছি।

وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) নির্দেশের সুরে বলছেনঃ ধর্মকানো, তয় প্রদর্শন এবং সতর্কতা হিসাবে কাফিরদেরকে বলে দাওঃ আচ্ছা, তোমরা

তোমাদের নীতি থেকে না সরলে না সর, আমরাও আমাদের নীতির উপর কাজ করে যাচ্ছি। তোমাদের পরিণাম কি ঘটে তার জন্যে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো, আমরাও আমাদের পরিণামের প্রতীক্ষায় থাকলাম। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যে, দুনিয়া কাফিরদের পরিণাম দেখেছে এবং ঐ মুসলমানদেরও পরিণাম লক্ষ্য করেছে যারা আল্লাহর ফযল ও করমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা বিরুদ্ধবাদীদের উপর জয়যুক্ত হয়ে দুনিয়াকে মুঠের মধ্যে নিয়ে ফেলেছে। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যে।

(১২৩) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর

অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান
আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে
সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে,
সুতরাং তাঁর ইবাদত কর এবং
তাঁর উপর নির্ভর কর, আর
তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে
তোমার প্রতিপালক অনবহিত
নন।

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, আস্মান ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু মাত্র তাঁরই রয়েছে। তাঁরই কাছে সবকে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁরই কাছে সবারই আশ্রয় স্থল। তাই আল্লাহ তাআ'লা তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করতে বলছেন। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁর উপর ভরসা করে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়, তিনি তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান।

আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সঃ)! তারা যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, তা আমার অজানা নয়। আমি তাদের অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তাদেরকে আমি এর পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবো দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও এবং উভয় জগতে তোমাকে সাহায্য করবো।

ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) হযরত কাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ তাওরাতের সমাপ্তিও এই আয়াতগুলিরই উপর হয়েছে।

۱۲۳- وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُّلٌ عَلَيْهِ وَمَا

رِبِّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

সূরা : ইউসুফ, মাঝী

(আয়াতঃ ১১১, রুক্কঃ ১২)

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ

(آياتها: ১১১, رکوعاتها: ১২)

এই সূরার ফর্মালতের ব্যাপারে হ্যরত উবাই ইবনু কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা তোমাদের অধীনস্থ লোকদেরকে সূরায়ে ইউসুফ শিক্ষা দাও। কেননা, যে মুসলমান এটাকে পাঠ করবে বা নিজের পরিবারের লোকদেরকে এটা শিখাবে অথবা অধীনস্থ লোকদেরকে শিক্ষা দেবে, আল্লাহ তাআ'লা তার মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করবেন; আর তাকে এই শক্তি দান করবেন যে, সে কোন মুসলমানদের প্রতি হিংসা পোষণ করবে না।” কিন্তু এই হাদীসের সনদ খুবই দুর্বল। এর একজন অনুগামী হচ্ছেন ইবনু আসাকির। কিন্তু তাঁরও সমস্ত সনদ অগ্রহ্য ও পরিত্যাজ্য। ইমাম বায়হাকীর (রঃ) ‘দালাইলুন নুবুওয়াহ’ নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, ইয়াহুদীদের একটি দল যখন রাসূলুল্লাহকে (সঃ) এই সূরাটি পাট করতে শুনে তখন তারা মুসলমান হয়ে যায়। কেননা, তাদের কাছে যে ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তাতেও এই ঘটনাটি ঠিক এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এই রিওয়াইয়াতটি কালবী (রঃ), আবু সালিহ (রঃ) হতে এবং তিনি হ্যরত ইবনু আবুবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করাই)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- (১) আলিফ -লাম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

۱- إِنَّا تِلْكَ أَيْتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ ۝

۲- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَرْءَانًا عَرِيبًا لِّعْلَمِ تَعْقِلُونَ ۝

۳- نَحْنُ نَصْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفَصْصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقَرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمْ يَأْتِ إِلَيْكَ ۝

الْغَفِيلِينَ ۝
- (২) এটা আমি অবর্তীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।
- (৩) আমি তোমার কাছে উভয় কাহিনী বর্ণনা করছি, ওয়াইর মাধ্যমে তোমার কাছে এই কুরআন প্রেরণ করে, যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।

”**حروف مقطعة**“ এর আলোচনা সূরায়ে বাকারায় হয়ে গেছে। এই কিতাব
অর্থাৎ কুরআন কারীমের আয়াতগুলি সুস্পষ্ট। এগুলি অস্পষ্ট জিনিষের
হাকীকত বা মূল তত্ত্ব খুলে দিয়েছে। এখানে **هذا** (ওটা) শব্দটি **هذا**
(এটা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু আরবী ভাষা অত্যন্ত ব্যাপক
অর্থবোধক ও পরিপূর্ণ ভাষা, সেইহেতু এই শ্রেষ্ঠ ভাষায় শ্রেষ্ঠতম রাসূলের
(সঃ) উপর ফেরেশতাকুল শিরোমণির দৌত্যকার্যের মাধ্যমে সারা বিশ্বের
সর্বোত্তম স্থানে এবং বছরের সর্বোত্তম মাসে অর্থাৎ রম্যান মাসে অবতীর্ণ
হয়ে সর্বদিক দিয়ে পূর্ণতায় পৌছে যায়, যাতে আরববাসী একে ভালভাবে
জানতে ও বুঝতে পারে।

আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলকে (সা:) বলেনঃ ‘ওয়াহীর মাধ্যমে আমি তোমার কাছে এই কুরআন কারীম প্রেরণ করে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করি।’ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ আরয করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আমাদের কাছে কোন ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনা করতেন (তবে খুবই ভাল হতো)!” তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।^১ অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কিছু কাল ধরে কুরআন কারীম অবতীর্ণ হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের সামনে আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। তাঁরা বললেনঃ “যদি আমাদের সামনে কোন ঘটনার বর্ণনা দিতেন!” তখন মহা মহিমাবিত আল্লাহ আল্লাহ! এই অংশ অবতীর্ণ করেন। এটা **أَيْتُ الْكِتَبُ الْمُبِينَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের সামনে আয়াতসমূহ বরাবর পাঠ করতে থাকেন। কিছুকাল পর তাঁরা আবার আরয করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) যদি আপনি আমাদের সামনে কোন ইতিহাস বা কাহিনী বর্ণনা করতেন!” তখন মহা মহিমাবিত আল্লাহ! **أَلْ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (৩৯ঃ ২৩) বাক্য রীতির একই ঠাট বা আকৃতি দেখে সাহাবীগণ বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাদীস বা কথার উপরে এবং কুরআনের নীচের কোন কিছু অর্থাৎ কোন ঘটনা যদি বর্ণনা করা হতো!” তখন মহা মহিমাবিত আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেনঃ

الراٰتك ايت الٰكتب المٰبین-انا ازلنـه قرءـنا عـربـا لـعـلـكـم تـعـقـلـون - نـحـن
نقـصـ عـلـيـكـ اـحـسـنـ القـصـصـ ... الخ

১. হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন

এই আয়াতগুলি। সুতরাং তাঁরা উভয় কাহিনীর ইচ্ছা করলে উভয় কাহিনী এবং উভয় কথা বা হাদীসের ইচ্ছা করলে উভয় হাদীস বা কথা অবতীর্ণ হয়। এই জায়গায়, যেখানে কুরআন কারীমের প্রশংসা হচ্ছে এবং এটা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, কুরআন অন্য সব ধর্মীয় কিতাব থেকে মানুষকে অমুখাপেক্ষী অর্থাৎ কুরআন কারীম বিদ্যমান থাকতে মুসলমানরা অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থের মুখাপেক্ষী নয়, তখন নিম্নের হাদীসটিও আমরা বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি। হ্যরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত উমার ইবনু খাত্বাব (রাঃ) নবীর (সঃ) নিকট এমন একটি কিতাব নিয়ে আগমন করেন, যা তিনি কোন এক আহলে কিতাবের নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাছে তা পাঠ করতে শুরু করেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, এতে তিনি রাগাভিত হন এবং বলেনঃ “হে খাত্বাবের ছেলে! তুমি কি এতে মগ্ন হয়ে পথভঙ্গ হতে চাও? যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি এটাকে (কুরআনকে) অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চমকিতরূপে তোমাদের নিকট আনয়ন করেছি। তোমরা এই আহলে কিতাবদেরকে কোন কথা জিজ্ঞেস করো না। হতে পারে যে, তারা তোমাদেরকে কোন সঠিক ও সত্য খবর দেবে, আর তোমরা ওটাকে মিথ্যা মনে করবে এবং কোন মিথ্যা সংবাদ দেবে, আর তোমরা ওটাকে সত্য মনে করবে। জেনে রেখো যে, আজ যদি স্বয়ং হ্যরত মুসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তবে তাঁরও আমার অনুসরণ ছাড়া কোন উপায় থাকতো না।”^১

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত উমার ইবনু খাত্বাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে আগমন করে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি বানু কুরাইয়া গোত্রের আমার এক বন্ধুর পার্শ্ব দিয়ে গমন করেছিলাম। সে আমাকে তাওরাত হতে কতকগুলি ব্যাপক কথা লিখে দিয়েছে। আমি তা আপনাকে শুনাবো কি? বর্ণনাকারী বলেন যে, (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহর (সঃ) চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবনু সাবিত (রাঃ) বলেনঃ আমি তাঁকে বললামঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সঃ) চেহারা দেখতে পান না? তখন হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “আমি আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে এবং মুহাম্মদকে (সঃ) রাসূল হিসেবে পেয়ে সত্ত্বষ্ট রয়েছি।” তাঁর একথা শুনে রাসূলুল্লাহর (সঃ) ক্রোধ দূরীভূত হলো এবং তিনি বললেনঃ “যে পবিত্র সন্তার হাতে মুহাম্মদের (সঃ) প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ!

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্থীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

যদি তোমাদের মধ্যে স্বয়ং হ্যরত মূসা (আঃ) থাকতেন এবং তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতে তবে তোমরা পথ ভষ্ট হয়ে যেতে। উশ্যতদের মধ্যে আমার অংশ হচ্ছ তোমরা এবং নবীদের মধ্যে তোমাদের অংশ হচ্ছি আমি।”^১

হ্যরত খা'লিদ ইবনু আরফাতা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি (একদা) হ্যরত উমারের (রাঃ) কাছে বসে ছিলাম এমন সময় সুসের অধিবাসী আবদুল কায়েস গোত্রের একটি লোক হ্যরত উমারের (রাঃ) নিকট আগমন করে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক?” সে উত্তরে বলে : “হঁ।” তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেনঃ “তুমি কি সুসে অবস্থান করছো?” সে জবাব দেয়ঃ “হঁ।” তখন তিনি তাঁর হাতের ছড়িটি দিয়ে তাকে প্রহার করেন। সে বলেঃ “হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার অপরাধ কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “বসো, বলছি।” অতঃপর তিনি ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ পড়ে এই সুরারই এই আয়াতগুলি لِمَنْ فِي الْغُفْلَيْنِ পর্যন্ত পড়েন। তিনবার তিনি এই আয়াতগুলি পাঠ করেন এবং প্রতিবারই তাকে প্রহার করেন। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করেঃ “হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার অপরাধ কি?” তিনি জবাবে বলেনঃ “তুমি ‘দানইয়াল’ এর কিতাব লিপিবদ্ধ করেছো।” সে তখন বলেঃ “আপনি আমাকে (যা ইচ্ছা) আদেশ করুন, আমি তা পালন করবো।” তিনি বললেনঃ “যাও, গরম পানি ও সাদা পশম দিয়ে ওগুলি উঠিয়ে ফেলো। সাবধান! আজকের পরে তুমি নিজেও তা পড়বে না এবং অন্যকেও পড়াবে না। এরপর যদি আমার কাছে খবর পৌছে যে, তুমি এটা পড়েছো বা কাউকে পড়িয়েছো তবে আমি তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবো।” অতঃপর তিনি তাকে বললেনঃ “বসো।” সে তখন তাঁর সামনে বসে পড়লো। তিনি বলতে লাগলেনঃ “আমি (একবার) আহ্লে কিতাবের নিকট গিয়ে তাদের এক কিতাব লিখে লই ওটাকে চামড়ায় জড়িয়ে রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট গমন করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে উমার (রাঃ) তোমার হাতে ওটা কি?” উত্তরে আমি বলিঃ ‘এটা একটা কিতাব, যা আমি লিখেছি, যেন আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাগান্বিত হন এবং তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে যায়। তারপর

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

جَامِعَةُ الْأَصْلُوْةِ (নামায একত্রিতকারী) এ কথা বলে ঘোষনা দেয়া হয় তৎক্ষণাত আনসারের দল অন্ত শন্তি নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং পরম্পর বলাবলি করেনঃ “নবীকে (সঃ) কেউ রাগিয়েছে।” অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) মিস্বরের চতুর্পার্শ্বে তাঁরা অন্ত শন্তি সজ্জিত হয়ে বসে পড়েন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ “হে জনমগুলী! আমাকে সমুদয় কালাম ও ওর সমাপ্তি প্রদান করা হয়েছে। আবার এগুলোকে আমার জন্যে খুবই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আমি আল্লাহর দ্বীনের কথাগুলি অত্যন্ত সাদা, উজ্জ্বল ও চমকিতরূপে আনয়ন করেছি। সাবধান! তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়োনা। গভীরে অবতরণকারী কেউ যেন তোমাদেরকে পথনির্ণয় না করে।” (হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ) আমি তখন উঠে পড়লাম এবং বললামঃ আমি আল্লাহকে প্রতিপালক রূপে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে এবং মুহাম্মদকে (সঃ) রাসূল হিসেবে প্রাপ্ত হয়ে সন্তুষ্ট রয়েছি। এরপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) মিস্বর হতে অবতরণ করেন।^১

হ্যরত জুবাইর ইবনু নুকাইর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত উমারের (রাঃ) যুগে দু'জন লোক হিমসে অবস্থান করতো। হ্যরত উমার (রাঃ) তাদেরকে ডেকে পাঠান। তারা ইয়াহুদীদের নিকট থেকে কতকগুলি কথা লিখে নিয়েছিল। তারা ওগুলিকেও সঙ্গে এনেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এ ব্যাপারে তারা হ্যরত উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞাসাবাদ করবে। যদি তিনি অনুমতি দেন তবে নিজেদের পক্ষ থেকে তারা অনুরূপ কথা আরও বাড়িয়ে দেবে, নচেৎ ওগুলিকেও নিষ্কেপ করবে। হ্যরত উমারের (রাঃ) কাছে এসে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করেঃ “হে আমীরুল মু’মিনীন! ইয়াহুদীদের নিকট থেকে আমরা এমন কতকগুলি কথা শুনতে পাই যে গুলি শুনে আমাদের দেহের লোম খাড়া হয়ে যায়। আমরা কি ওগুলি তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবো, না সবই পারিত্যাগ করবো?” হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “সম্ভবতঃ তোমরা তাদের কিছু কথা লিখে রেখেছো? তাহলে শুনো! এ ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে একটা ঘটনা বলছি। আল্লাহর রাসূলের (সঃ) যুগে আমি একবার খায়বারে গমন করে তথাকার

১. এ হাদীসটি হাফিয় আবু ইয়া’লা আল-মুসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু আবি হাতিম (রঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, এই হাদীসের আবদূর রহমান ইবনু ইসহাক নামক একজন বর্ণনাকারীকে মুহাম্মদসগ্গ দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর হাদীসকে সঠিক বলেন না।

একজন ইয়াহুদীর কথা আমার খুবই পছন্দ হয়। আমি তার কাছে আবেদন জানালে সে আমাকে তা লিখে দেয়। আমি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে তা বর্ণনা করি। তিনি আমাকে বলেনঃ “যাও, নিয়ে এসো।” আমি খুব খুশী হয়ে চললাম যে, আমার এ কাজটি হয় তো আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কাছে বেশ পছন্দনীয় হয়েছে। সুতরাং আমি তাঁর কাছে তা নিয়ে এসে পাঠ করতে শুরু করে দিলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমি তাঁর দিকে নয়র করেই দেখি যে, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন আর আমার মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের হলো না এবং তয়ে আমার গায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে গেল। আমার এ অবস্থা দেখে তিনি ওটা উঠিয়ে নিলেন এবং অক্ষর গুলি মিটিয়ে দিতে শুরু করলেন। আর মুখে তিনি বলতে লাগলেনঃ “তোমরা এদের অনুসরণ করো না। এরা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তোমাদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। একথা বলতে বলতে এক এক করে সমস্ত অক্ষর তিনি মুছে ফেললেন। (অতঃপর হ্যরত উমার (রাঃ) তাদের দু'জনকে বললেনঃ) তোমরা দু'জন যদি তাদের থেকে কিছু লিখে নিয়ে থাকতে তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতাম।” তারা তখন বললোঃ “আল্লাহর শপথ! আমরা কখনো একটি অক্ষরও লিখবো না।” সুতরাং বাইরে এসেই তারা জঙ্গলের দিকে চললো এবং একটি গর্ত খুঁড়ে লিখার ফলকটি মাটির মধ্যে পুঁতে ফেললো।^১

(৪) যখন ইউসুফ (আঃ) তার
পিতাকে বললোঃ হে পিতঃ!
আমি এগারোটি নক্ত, স্র্য
এবং চন্দ্রকে দেখেছি- দেখেছি
ওদেরকে আমার প্রতি
সিজ্দাবন্ত অবস্থায়।

٤-إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا بَتَّ
إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتَهُمْ لِي
سُجَدِينَ ○

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ‘হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমার কওমের কাছে ইউসুফের (আঃ) কাহিনীটি বর্ণনা কর।’ হ্যরত ইউসুফের (আঃ) পিতা হচ্ছেন ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (আঃ)। যেমন মুসনাদে

১. এ হাদীসটি হাফিয় আবু বকর আহমদ ইবনু ইবরাহীম আল-ইসমাঈলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। মারাসীলে আবি দাউদের মধ্যেও হ্যরত উমার (রাঃ) হতে একপই রিওয়াইয়াত রয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আহমদে ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কারীম ইবনু কারীম ইবনু কারীম ইবনু কারীম ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (আঃ)।”

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত কে?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “তাদের মধ্যে এই ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় সবচেয়ে বেশি আছে।” সাহাবীগণ বললেনঃ “আমরা আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করছি না।” তিনি বললেনঃ “তাহলে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছেন আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আঃ) যিনি নিজেও ছিলেন নবী, পিতাও ছিলেন নবী, পিতামহও ছিলেন নবী এবং প্রপিতামহও ছিলেন আল্লাহর নবী ও তাঁর খলীল বা দোষ্ট।” তাঁরা এবারও বললেনঃ “আমরা এটাও জিজ্ঞেস করি নাই।” তিনি তখন তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেনঃ “তা হলে কি তোমরা আমাকে আরবের গোত্রগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো?” তাঁরা জবাবে বললেনঃ “জি, হ্যাঁ।” তিনি বললেনঃ “তা হলে জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে অজ্ঞতার যুগে যারা ভাল ও ভদ্র ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা ভাল ও স্বাক্ষর থাকবে যদি তারা বোধশক্তি লাভ করে।”^১

হযরত ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবীদের স্বপ্ন আল্লাহ তাআ'লার ওয়াহী হয়ে থাকে। তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এখানে এগারোটি নক্ষত্র দ্বারা হযরত ইউসুফের (আঃ) এগারোটি ভাইকে বুঝানো হয়েছে। আর সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পিতা ও মাতা। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বপ্ন দেখার চল্লিশ বছর পর প্রকাশ পায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় আশি বছর পর, যখন তিনি তাঁর পিতা মাতাকে রাজ-সিংহাসনে বসান এবং তাঁর এগারোটি ভাই তার সামনে সিজদাবনত হয়। ঐ সময় তিনি বলেনঃ “হে পিতঃ! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার প্রতিপালক ওটা সত্যে পরিণত করেছেন।”

হযরত জা'বির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীদের মধ্যে বুসতানা' নামক একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি নবীর (সঃ) নিকট এসে বলেনঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! যে এগারটি নক্ষত্র হযরত ইউসুফকে (আঃ)

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় ‘সহীহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

সিজদা করেছিল ওগুলির নাম আমাকে বলে দিন।” বর্ণনাকারী বলেন যে, তাঁর একথা শুনে নবী (সঃ) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। তখন হয়রত জিবরাসৈল (আঃ) আকাশ হতে অবতরণ করে তাঁকে তারকা গুলির নাম বলে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন ঐ লোকটিকে ডেকে বলেনঃ “তারকাগুলির নাম তোমাকে বলে দিলে তুমি সিমান আনবে তো?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “হ্যাঁ, নিশ্চয়।” নবী (সঃ) বলেনঃ “ওগুলির নাম হচ্ছেঃ (১) জিরইয়ান, (২) তারিক, (৩) দিয়াল, (৪) যুল কানফাত, (৫) কাবিস, (৬) অসাব, (৭) আমুদান, (৮) ফালীক, (৯) মিসবাহ, (১০) যরহ এবং (১১) ফারাগ।” তখন ইয়াতুন্দী আ’লেমটি বলে উঠলেনঃ “আল্লাহর শপথ! ঐ নক্ষত্রগুলির এই নামই বটে।^১

আর একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, হয়রত ইউসুফ (আঃ) যখন তাঁর স্বপ্নের কথা তাঁর পিতার নিকট বর্ণনা করেন তখন তাঁর পিতা হয়রত ইয়াকুব (আঃ) তাঁকে বলেনঃ এটা সত্য স্বপ্ন। পরবর্তীকালে আল্লাহ এটা পূর্ণ করে দেখাবেন। তিনি বলেন যে, সুর্য দ্বারা তাঁর পিতা এবং চন্দ্র দ্বারা তাঁর মাতাকে বুঝানো হয়েছে।^২

(৫) সে বললোঃ হে আমার পুত্র!

তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত তোমার
ভাতাদের নিকট বর্ণনা করো
না, করলে তারা তোমার
বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করবে, শয়তান
তো মানুষের প্রকাশ্য শক্তি।

- قالَ يَبْنِيَ لَا تَقْصُصْ رِبْيَاكَ

عَلَى إِخْرَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ
كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَنَ لِلنَّاسِ
وَمَنْ وَجَدَهُ عَدُوٌ مَبِينٌ ○

হয়রত ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় পুত্র হয়রত ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে যে কথা বলেছিলেন আল্লাহ তাআ’লা এখানে ঐ খবরই দিচ্ছেন। তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে পুত্র ইউসুফকে (আঃ)

১. এ হাদীসটি ইমাম আবু জাফর ইবনু জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়াইয়াতটি দালায়েলে বায়হাকী, মুসনাদে আবি ইয়ালা, মুসনাদে বায়বার এবং তাফসীরে আবি হাতিমেও রয়েছে।
২. এ রিওয়াইয়াতটি মুসনাদে আবি ইয়ালায় রয়েছে। কিন্তু এই রিওয়াইতের সনদে হাকীম ইবনু যাহীর ফায়ারী একাকী রয়েছেন, যাঁকে কতিপয় ইমাম দুর্বল বলেছেন। আর অধিকাংশই তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। হসনে ইউসুফের বর্ণনাকারী ইনিই। চারজন শায়েখই তাঁকে দুর্বল বলেছেন।

সতর্ক করতে গিয়ে বলেনঃ “হে আমার প্রিয় পুত্র! তোমার এই স্বপ্নের কথা তুমি তোমার ভাইদের সামনে বর্ণনা করো না। কেননা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তোমার ভাতাগণ তোমার সামনে খাটো হয়ে যাবে। এমনকি তারা তোমার সম্মানার্থে তোমার সামনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নত করবে। সুতরাং খুব সম্ভব যে, তোমার এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে এর ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে তারা শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যাবে এবং এখন থেকেই তোমার সাথে শক্রতা শুরু করে দেবে। আর হিংসার বশবর্তী হয়ে ছলনা ও কৌশল করে তোমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। রাসূলুল্লাহর (সঃ) শিক্ষাও এটাই তিনি বলেছেনঃ “(তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন তা বর্ণনা করে। আর কেউ যদি কোন) খারাপ স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন (শয়ন অবস্থায়) পার্শ্ব পরিবর্তন করে এবং বাম দিকে তিনবার খুখু ফেলে; আর এর অনিষ্টকারীতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কারো কাছে যেন তা বর্ণনা না করে, তাহলে ঐ স্বপ্ন তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।”

মুআবিয়া ইবনু হায়দাহ্ আল-কুশায়বী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা না হয় সেই পর্যন্ত তা পাখির পায়ের উপর থাকে (অর্থাৎ উড়ন্ত অবস্থায় থাকে), আর যখন ওর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয় তখন তা সংঘটিত হয়ে যায়।^১

একারণেই এ হৃকুমও নেয়া যেতে পারে যে, নিয়ামতকে গোপন রাখা উচিত, যে পর্যন্ত না ওটা উত্তমরূপে লাভ করা যায় এবং প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন হাদীসে এসেছেঃ “প্রয়োজনসমূহ পুরো করার ব্যাপারে ওগুলি গোপন করার মাধ্যমে সাহায্য নাও, কেননা যে ব্যক্তি কোন নিয়ামত লাভ করে তার প্রতি হিংসা করা হয়ে থাকে।”

(৬) এইভাবে তোমার প্রতিপালক
তোমাকে মনোনীত করবেন
এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা
শিক্ষা দিবেন, আর তোমার
প্রতি ও ইয়াকুবের (আঃ)

وَكَذلِكَ يَجْتَبِيُكَ رَبُّكَ
وَعِلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْاحَادِيْثِ
وَتَبِعِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ إِلٰهِ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) এবং কোন কোন আহলে সুনান বর্ণনা করেছেন।

পরিবার-পরিজনের প্রতি
অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে
তিনি এটা পূর্বে পূর্ণ
করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ
ইবরাহীম (আঃ) ও ইসহাকের
(আঃ) প্রতি, তোমার
প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمْهَا عَلَىٰ
أَبُوكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَ
إِسْحَاقَ إِنْ رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

আল্লাহ তাআ'লা হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) উক্তির সংবাদ দিচ্ছেন, যে উক্তি তিনি তাঁর পূত্র হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে করেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেনঃ বৎস! যেমনভাবে আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে মনোনীত করেছেন যে, স্বপ্নে তোমাকে এই তারকাণ্ডলি, সূর্য এবং চন্দ্রকে তোমার প্রতি সিজ্দাবন্ত অবস্থায় দেখিয়েছেন, তেমনিভাবে তিনি তোমাকে নুবওয়াতের উচ্চ মর্যাদাও দান করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। আর তিনি তোমার প্রতি

তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করবেন অর্থাৎ তোমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন এবং তোমার প্রতি ওয়াহী পাঠাবেন। যেমন তিনি ইতিপূর্বে তাঁর খলীল বা দোষ্ট ইবরাহীমের (আঃ) প্রতি ও ইসহাকের (আঃ) প্রতি ওয়াহী পাঠিয়েছিলেন ও নুবওয়াত দান করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন তোমার পিতামহ ও প্রপিতামহ। নুবওয়াতের ঘোগ্য কে বা কারা তা আল্লাহ তাআ'লা ভালুকপেই অবগত রয়েছেন।

(৭) ইউসুফ ও তাঁর ভাতাদের
ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্যে
নির্দর্শন রয়েছে।

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَآخْوَتِهِ

اِيْتِ لِلسَّائِلِينَ ۝

(৮) যখন তারা (ভাতারা)

বলেছিলেন আমাদের পিতার
নিকট ইউসুফ এবং তার ভাই
(বিনইয়ামীন)-ই অধিক প্রিয়,
অথচ আমরা একটি সংহত
দল, আমাদের পিতা তো স্পষ্ট
বিভাগিতেই রয়েছেন।

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَآخْوَهُ أَحَبْ

إِلَيْنَا مِنَا وَنَحْنُ عَصْبَهُ

إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ۝

(৯) ইউসুফকে (আঃ) হত্যা কর
অথবা তাকে কোন স্থানে
কেলে এসো, ফলে তোমাদের
পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের
প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং
তারপর তোমরা ভাল লোক
হয়ে যাবে।

(১০) তাদের মধ্যে একজন
বললোঃ ইউসুফকে (আঃ)
হত্যা করো না, বরং যদি
তোমরা কিছু করতেই চাও তবে
তাকে কোন গভীর কুপে
নিক্ষেপ করো, যাত্রীদলের কেউ
তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভাইদের ঘটনায়
জ্ঞান পিপাসুদের জন্যে বহু শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। হ্যরত ইউসুফের
(আঃ) একটি মাত্র সহোদর ভাই ছিলেন, যাঁর নাম ছিল বিনইয়ামীন।
অন্যান্য ভাইগুলি ছিলেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইগুলি
পরম্পর বলাবলি করেনঃ ‘আমাদের পিতা এ দু’ভাইকে আমাদের অপেক্ষা
বেশি ভালবাসেন। বড়ই বিশ্বয়ের ব্যাপার যে, আমরা একটা দল রয়েছি,
অথচ তিনি আমাদের উপর তাদের দু’জনকে প্রাধান্য দিচ্ছেন! নিঃসন্দেহে
এটা তাঁর স্পষ্ট ভুলই বটে।’

এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভাইদের
নুবওয়াতের উপর প্রকৃতপক্ষে কোন দলীল প্রমাণ নেই। আর এই আয়াতের
বর্ণনা ধারা তো এর বিপরীত। কোন কোন লোক বলেছেন যে, এই ঘটনার
পর তাঁরা সবাই নুবওয়াত লাভ করেছিলেন। কিন্তু এটাও প্রমাণের
মুখাপেক্ষী। তাঁরা এর প্রমাণ হিসেবে শুধু নিম্নের আয়াতটি পেশ করেছেনঃ

فَوْلَوَا أَمْنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ - (১৩৬ : ২)

- ۹
اَقْتُلُوا يُوسُفَ اَوْ اطْرَحُوهُ
اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ اِبِيكُمْ
وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا
صَلِحِينَ

- ۱۰
قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا
يُوسُفَ وَالْفَوْهُ فِي غَيْبَتِ
الْجِبِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَارَةِ
إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ

তাঁরা বলতে চান যে, এই আয়াতে বলা হয়েছে: ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর আস্বাদাবা সন্তানদের প্রতি ওয়াহী নাযিল করা হয়েছিল। এটা কিন্তু সংভাবনা ছাড়া আর বেশী কিছুর ক্ষমতা রাখে না। কেননা, বণী ইসরাইলের বংশ পরম্পরাকে টাস্বাদাবা বলা হয়ে থাকে। যেমন আরবকে ক্ষিপ্ত এবং আজমকে শুব্র বলা হয়ে থাকে। সুতরাং এই আয়াতে শুধু এটুকুই রয়েছে যে, বণী ইসরাইলের আস্বাদাবা এর উপর ওয়াহী নাযিল হয়েছিল। তাঁদেরকে এরূপ সংক্ষিপ্তভাবে বলার কারণ এই যে, তাঁরা অনেক ছিলেন কিন্তু প্রত্যেক স্বত্ত্ব হয়রত ইউসুফের (আঃ) ভাইদের মধ্যকার একজনের নমল বা বংশ ছিলেন। অতএব, এর কোন প্রমাণ নেই যে, আল্লাহ তাআ'লা বিশেষভাবে ঐ ভাইদেরকে নুবওয়াত দান করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

তাঁরা একে অপরকে বলেনঃ ‘এক কাজ করা যাক! তা হলো এই যে, ইউসুফের (আঃ) সাথে পিতার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। সে-ই হচ্ছে আমাদের পথের কঁটা। সে যদি না থাকে তবে পিতার মুহাবত শুধু আমাদের উপরই থাকবে। এখন তাকে পিতার নিকট হতে সরাবার দু'টি পত্থা আছে। হয় তাকে মেরেই ফেলতে হবে, না হয় কোন দূর দূরান্তে তাকে ফেলে আসতে হবে। এরূপ করলেই আমরা পিতার প্রিয় ভাজন হতে পারবো। এরপর আমরা তাওবা’ করবো, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ পাকের উক্তি : ﴿ قَالَ قَاتِلُ مِنْهُمْ ﴾ (তাঁদের একজন বললো) কাতাদা’ (রঃ) এবং মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, তাঁর নাম ছিল রাওভীল। সুন্দী (রঃ) বলেন যে, তাঁর নাম ছিল ইয়াহুয়া। আর মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তিনি ছিলেন শামউনুস সাফা। তিনি বললেনঃ ‘তোমরা ইউসুফকে (আঃ) হত্যা করো না। এটা অন্যায় হবে। শুধু শক্রতার বশবর্তী হয়ে একজন নিরপরাধ হেলেকে হত্যা করা উচিত হবে না।’ এর মধ্যেও মহান আল্লাহর নিপুণতা নিহিত ছিল। তাঁর এটার ইচ্ছাই ছিল না। তাঁদের মধ্যে হয়রত ইউসুফকে (আঃ) হত্যা করার ক্ষমতাই ছিল না। আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছা তো এটাই ছিল যে, তিনি তাঁকে নবী করবেন এবং তাঁর ভাইদেরকে তাঁর সামনে বিনীত অবস্থায় দাঁড় করাবেন। সুতরাং রাওভীলের পরামর্শে তাঁদের মন নরম হয়ে গেল এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, ইউসুফকে (আঃ) কোন অব্যবহৃত কৃপে নিষ্কেপ করতে হবে।

কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, ওটা বায়তুল মুকাদ্দাসের কৃপ ছিল। তাঁদের এ ধারণা হলো যে, সম্বতঃ কোন মুসাফির সেখান দিয়ে গমনের সময় তাঁকে কৃপ থেকে উঠিয়ে নেবে এবং নিজের কাফেলার কাছে নিয়ে যাবে। তখন কোথায় তিনি এবং কোথায় তাঁরা। সুতরাং তাঁকে হত্যা না করেই যদি কাজ সফল হয়ে যায় তবে হত্যা করার কি প্রয়োজন? মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ইবনু ইয়াসার (রঃ) বলেন যে, হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভাতাগণ বড় অপরাধমূলক কাজে একমত হয়েছিলেন। তা হচ্ছেঃ আত্মায়তার সম্পর্ক ছিল করা, পিতার সাথে অবাধ্যাচরণ করা, ছোট ভাই এর প্রতি অত্যাচার করা, নিরপরাধ ও নিষ্পাপ বালকের ক্ষতি সাধন করা, অচল বৃন্দকে কষ্ট দেয়া, হকদারের হক নষ্ট করা, হ্রমত ও ফয়লতের বিপরীত করা, মর্যাদাবানের মর্যাদা হানি করা, পিতাকে দুঃখ দেয়া, তাঁর নিকট থেকে তাঁর কলিজার টুকরা ও চোখের মণিকে চিরতরে সরিয়ে দেয়া, বৃন্দপিতা ও আল্লাহ তাআ'লার প্রিয় নবীকে বৃন্দ বয়সে অসহনীয় বিপদে পৌছানো, ঐ অবুৰু ছেলেকে দয়ালু পিতার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে নিয়ে যাওয়া, আল্লাহর দু'জন নবীকে দুঃখ দেয়া, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে বিছিন্ন করে দেয়া, সুখময় জীবনকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলা, ফুলের চেয়েও নরম অবলা শিশুকে মমতাময় বৃন্দ পিতার নরম ও গরম কোল হতে চিরতরে পৃথক করে দেয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি বড়ই করুনাময় ও দয়ালু। বাস্তবেই তাঁরা (শয়তানের চক্রান্তে পড়ে) কতই না বড় অপরাধমূলক কাজের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন!

(১১) তারা বললোঃ হে আমাদের

পিতা! ইউসুফের (আঃ)
ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে
অবিশ্বাস করছেন কেন, যদিও
আমরা তার হিতাকাঞ্চী?

(১২) আপনি আগামীকাল তাকে
আমাদের সাথে প্রেরণ করুন,
সে ফল মূল খাবে ও খেলাধূলা
করবে, আমরা অবশ্যই তার
রক্ষণাবেক্ষন করবো।

قالوا يابانا مالك لا تاما - ১১

عَلَى يُوسُفِ وَإِنَّا لَنَصْحُونَ

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَّاً يَرْتَعُ - ১২

وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ

বড় ভাই রাওভীলের পরামর্শক্রমে ইউসুফকে (আঃ) নিয়ে গিয়ে কুপে ফেলে দেয়ার উপর স্থির সিদ্ধান্তে উপগীত হয়ে তাঁরা তাঁদের পিতার কাছে আসলেন এবং বললেনঃ “আবাজান! ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করেন না, এর কারণ কি? অথচ আমরা তো তার ভাই! আমরা ছাড়া তার অধিক শুভাকাঙ্গী আর কে হতে পারে?”^{يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ} এর অন্য পঠন ^{نَرْتَعُ} এরূপও রয়েছে। হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ ছুটাছুটি করা ও আনন্দ উপভোগ করা। ‘কাতাদা’ (রঃ), যহুক (রঃ), সুন্দী (রঃ) প্রভৃতি গুরুজনও এরূপই বলেছেন।

^{وَإِنَّا لَهُ لَا فِظْنَونَ} তাঁরা তাঁদের পিতাকে বললেনঃ ‘আমরা পুরো মাত্রায় তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো। সুতরাং আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।’

(১৩) সে বললোঃ এটা আমাকে
কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে
নিয়ে যাবে এবং আমি ভয়
করি তোমরা তার প্রতি
অমনোযোগী হলে তাকে
নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।

(১৪) তারা বললোঃ আমরা একটি
সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি
নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে
ফেলে, তবে তো আমরা
ক্ষতিগ্রস্তই হবো।

١٣ - قَالَ إِنِّي لِيَحْزِنُنِي أَنْ

تَذَهَّبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَا كَلْهَ

الِّذِئْبِ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ۝

١٤ - قَالُوا لَنِّي أَكْلَهُ الِّذِئْبُ وَنَحْنُ

عَصْبَةٌ أَنَا إِذَا الِّخِسْرُونَ ۝

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবী হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁদের আবেদনের জবাবে বললেনঃ ‘তোমরা তো জান যে, আমি আমার পুত্র ইউসুফের (আঃ) বিচ্ছেদ মোটেই সহ্য করতে পারি না। সুতরাং তোমরা যে তাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছ, এই সময়টুকুর বিচ্ছেদ আমার কাছে খুবই কঠিন ঠেকছে!’ হ্যরত ইউসুফের (আঃ) প্রতি তাঁর পিতা হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) এতো বেশী আকর্ষণের কারণ ছিল এই যে, তিনি তাঁর চেহারায় বড় উত্তম গুণের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর ললাটে নুবওয়াতের জ্যোতি চমকাচ্ছিল। তিনি ছিলেন

অতি উন্ম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর কথাবার্তায় মহত্ত্বের লক্ষণ প্রকাশ পাছিল। তাঁর দৈহিক রূপ ছিল যেমন অতীব সুন্দর, তেমনই চরিত্রের দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মহান। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!

তাঁকে ভাইদের সাথে পাঠাতে আপত্তি করার দ্বিতীয় কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেনঃ ‘তোমরা বকরী চরানো ও অন্যান্য কাজে নিমগ্ন থাকবে, আর এই সুযোগে হয়তো নেকড়ে বাঘ এসে ইউসুফকে (আঃ) খেয়ে ফেলবে। তোমরা হয়তো কোন টেরই পাবে না।’ হায়! হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) এই কথাটিকে তাঁরা লুফে নিলেন এবং এটাকেই উপযুক্ত ও সঠিক ওয়ারের পস্তা মনে করলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে, ইউসুফকে (আঃ) হারিয়ে দিয়ে পিতার সামনে এসে মনগড়া এই ওয়ারই পেশ করবেন। তৎক্ষণাতঃ তাঁরা পিতাকে তাঁর কথার উপরে বললেনঃ “আবাজান! আপনি এটা কি চিন্তা করছেন? আমাদের মতো একটা শক্তিশালী দল বিদ্যমান থাকতেও ইউসুফকে (আঃ) নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলবে? এটা অসম্ভব ব্যাপারই বটে। যদি এটাই হয় তবে তো আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের অভূত হয়ে যাবো।”

(১৫) অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কৃপে নিক্ষেপ করতে একমত হলো, এমতাবস্তায় আমি তাকে জানিয়ে দিলামঃ তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দেবে যখন তারা তোমাকে চিনবে না।

١٥ - فَلِمَّا ذُهِبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ
بِجَعْلِهِ فِي غَيْبَتِ الْجِبِ
وَأَوْحِينَا إِلَيْهِ لِتَنْبِئَهُمْ بِاْمِرِهِمْ
هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

পিতাকে বুঝিয়ে সুবিধে তারা তাঁকে সম্মত করেই নিলো এবং হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) নিয়ে জঙ্গলের দিকে চললো। তারা সবাই একমত হয়ে গেল যে, ইউসুফকে (আঃ) কোন অব্যবহৃত কৃপের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিবে। অথচ তারা পিতাকে বলেছিল যে, ইউসুফকে (আঃ) তারা আনন্দিত করবে এবং তাঁরা সম্মানের সাথে নিয়ে যাবে। কিন্তু জঙ্গলে গিয়েই তারা বিশ্বাস ঘাতকতা শুরু করে দিলো এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, একই

সাথে সবাই তারা হৃদয়কে কঠোর করে নিলো। হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) বিদায় করার সময় তাঁর পিতা হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং চুমু খান। তারপর তাঁর জন্যে দুআ' করেন। পিতার চক্ষুর আড়াল হওয়া মাত্রই ভাতাগণ ইউসুফকে (আঃ) কষ্ট দিতে শুরু করে। তাঁকে গাল মন্দ দেয় এবং মারপিট করে। এরপর ঐ কৃপের কাছে এসে তারা রশি দ্বারা তাঁর হাত পা বেঁধে কৃপের মধ্যে ফেলে দিতে উদ্যত হয়। তিনি এক এক জনের কাছে গিয়ে অঞ্চল টেনে ধরেন এবং দয়ার আবেদন জানান। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁকে মেরে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। অবশেষে তিনি নিরাশ হয়ে যান। তারপর সবাই মিলে তাঁকে আরো শক্ত করে রশি দ্বারা বেঁধে কৃপের মধ্যে লটকিয়ে দেয়। তিনি কৃপের পার্শ্বদেশ হাত দ্বারা ধরে নেন। কিন্তু ভাতাগণ তাঁর অঙ্গুলির উপর মেরে কৃপের পার্শ্বদেশ থেকে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নেয়। কৃপের অর্ধেক পর্যন্ত তিনি পৌছেছেন এমতাবস্থায় তারা রশি কেটে দেয় এবং তিনি কৃপের তলদেশে পড়ে যান। কৃপের মধ্যে একটি পাথর ছিল, তিনি ঐ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে যান। ঐ বিপদের সময় ঠিক ঐ কঠিন ও সংকীর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর কাছে ওয়াহী পাঠালেন যে, তিনি যেন মনে প্রশান্তি আনয়ন করেন এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন। চিনার কোনই কারণ নেই। তিনি যেন এটা মনে না করেন যে, ঐ বিপদ কখনো দূর হবে না। তার জেনে রাখা উচিত যে, কষ্টের পরেই স্বন্তি রয়েছে। তাঁর ভাইদের উপর মহান আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করবেন। তারা তাঁর কাছে নতি স্বীকার করবে। তারা আজ তাঁর সাথে যে কাজ করলো এমন সময় আসবে যে, তাদেরকে তাদের এই কাজ সম্পর্কে অবহিত করে দেয়া হবে। তখন তারা লজ্জায় অবনত মন্তকে দাঁড়িয়ে নিজেদের অপরাধমূলক কাজের কথা শুনতে থাকবে এবং তারা জানতেও পারবে না যে, তিনিই ইউসুফ (আঃ)। যেমন হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভাতাগণ তাঁর নিকট আগমন করে তখন তিনি তাদেরকে চিনে নেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারে নাই। ঐ সময় তিনি একটি পেয়ালা চেয়ে নেন এবং ওটাকে নিজের হাতের উপর রেখে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করেন। ফলে ঠন ঠন শব্দ হয়। তখনই তিনি ভাইদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ “এই পেয়ালাটি তো কিছু কথা বলছে এবং তোমাদের সম্পর্কেই বলছে। এটা এই কথা বলছে যে, তোমাদের নাকি ইউসুফ (আঃ) নামক একটি বৈমাত্রেয় ভাই ছিল। তোমরা তাকে তোমাদের পিতার নিকট থেকে নিয়ে

গিয়ে একটি কৃপে ফেলে দিয়েছো। আবার তিনি ঐ পেয়ালাটিকে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করেন এবং কিছুক্ষণ তাতে কান লাগিয়ে দিয়ে বলেনঃ “এই পেয়ালাটি বলছে যে, তোমরা নাকি তার গায়ের জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে দিয়ে তা নিয়ে পিতার নিকট আগমন কর এবং তাঁকে বল যে, তাঁর ছেলে ইউসুফকে (আঃ) নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।” হ্যরত ইউসুফের (আঃ) এ কথা শুনে তো তাদের আক্লে শুভূম। তারা তখন পরম্পর বলাবলি করেঃ “হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! শুশ্র রহস্য তো প্রকাশ হয়ে পড়লো! পেয়ালাটি তো সমস্ত সত্য কথা বাদশাহকে বলে দিলো!”^১ আল্লাহ তাআ’লার “তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দেবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না” এই উক্তির তাৎপর্য এটাই।

(১৬) তারা রাত্রিতে কাঁদতে
কাঁদতে তাদের পিতার নিকট
আসলো।

١٦- وَجَاءُوا إِبْرَاهِيمَ عَشَاءً
يَكُونُ

(১৭) তারা বললোঃ হে আমাদের
পিতা! আমরা দৌড়ে
প্রতিযোগিতা করতে ছিলাম
এবং ইউসুফকে (আঃ)
আমাদের মালপত্রের নিকট
রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর
তাকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে
ফেলেছে; কিন্তু আপনি তো
আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন
না। যদিও আমরা সত্যবাদী।

١٧- قَالُوا يَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا
نَسْتَبِقُ وَتَرْكَنَا يَوْسُفَ عِنْدَ
مَتَاعِنَا فَاكْلَهُ الِذِّنْبُ وَمَا
أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا
صَدِقِينَ

(১৮) আর তারা তার জামায়
মিথ্যা রক্ত লেপন করে
এনেছিল, সে বললোঃ না,
তোমাদের মন তোমাদের জন্যে
একটি কাহিনী সাজিয়ে

١٨- وَجَاءُو عَلَىٰ قَمِيْصِهِ بِدِمٍ
كَذِبٌ قَالَ بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ
أَنْفِسَكُمْ أَمْرًا فَصَبَرْ جَمِيلٌ

১. এটা ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দিয়েছে, সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই
শ্রেয়, তোমরা যা বলছো সে
বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই
আমার সাহায্যস্থল।

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ
مَاتِصْفُونَ ۝

হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) অঙ্ককার কূপে ফেলে দেয়ার পর তাঁর ভাতাগণ কি করেছিল আল্লাহ তাআ'লা এখানে সেই খবরই দিচ্ছেন। শুন্ডিবে তারা ছোট ভাই, আল্লাহর নিষ্পাপ নবী এবং পিতার চোখের মণি হ্যরত ইউসুফের (আঃ) উপর অবিচার ও অত্যাচারের পাহাড় ভেঙ্গে দিয়ে রাত্রে তারা বাহ্যিকভাবে দুঃখের ভান করে কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট আগমন করে। আর ইউসুফকে (আঃ) হাত ছাড়া করে দেয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেঃ “হে পিতঃ! আমরা তীরন্দায়ী ও দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করি এবং ছোট ভাই ইউসুফকে (আঃ) আমাদের আসবাবপত্রের নিকট রেখে যাই। ঘটনাক্রমে ঐ সময়েই নেকড়ে বাঘ এসে পড়ে এবং তাকে খেয়ে ফেলে।” এরপর তারা তাদের পিতার কাছে নিজেদের কথা সত্য প্রমাণিত করার জন্যে বললোঃ “আবরাজান! এটা এমন একটা ঘটনা যে, তা সত্য বলে মেনে নিতে আপনার বিবেকে বাধছে, পূর্বেই তো আপনার মনে খট্কা লেগেছিল এবং ঘটনাক্রমে তা ঘটেই গেল। তবুও কিন্তু আপনি আমাদেরকে সত্যবাদী রূপে মেনে নিতে পারছেন না। অর্থচ আমরা যে সত্যবাদী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদেরকে সত্যবাদীরূপে মেনে না নেয়ার ব্যাপারে আপনি একদিক দিয়ে সত্যের উপর রয়েছেন। কেননা, এটা এমনই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা যে, এটা দেখে আমরা নিজেরাই বিশ্বিত না হয়ে পারি না।” এটা ছিল তাদের মৌখিক কথা। এছাড়া একটা মিথ্যা প্রমাণও তারা পেশ করেছিল। অর্থাৎ তারা বকরীর একটা বাচ্চাকে যবাহ করে ওর রক্ত দ্বারা হ্যরত ইউসুফের (আঃ) জামাটি রঞ্জিত করেছিল। ঐ জামাটি তারা পিতার সামনে হায়ির করে বলেছিলঃ “দেখুন! ইউসুফের (আঃ) দেহের রক্ত তার জামায় ভরে রয়েছে।” কিন্তু আল্লাহ তাআ'লার কি মহিমা যে, তারা সবকিছুই করেছিল, কিন্তু জামাটি ছেদন করতে ভুলে গিয়েছিল। ফলে পিতার কাছে তাদের প্রতারণা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলিয়ে নিলেন এবং স্পষ্টভাবে ছেলেদেরকে তেমন কিছু বললেন না। তথাপি ছেলেরা বুঝে নেয় যে, তাদের পিতার কাছে তাদের ধোকাবাজী ধরা পড়ে গেছে। তাদের

পিতা তাদেরকে শুধু বললেনঃ “তোমাদের মন এই কথা বানিয়ে নিয়েছে। যাই হোক, আমি ধৈর্য ধারণ করবো যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআ'লা দয়া পরবশ হয়ে আমার এই দুঃখ দূর করে দেন। তোমরা যে একটা মিথ্যা কথা আমার কাছে বর্ণনা করছো এবং একটা অসম্ভব ব্যাপারের উপর আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছো তার জন্যে আমি একমাত্র আল্লাহরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। যদি তাঁর সাহায্য লাভে আমি সমর্থ হই তবে অবশ্যই দুধ ও পানি পৃথক হয়ে যাবে।

হ্যরত ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ইউসুফের (আঃ) রক্ত-রঞ্জিত জামাটি দেখে তাঁর পিতা হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) বলেছিলেনঃ “এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, নেকড়ে বাঘে ইউসুফকে (আঃ) খেয়ে ফেললো এবং তার জামাটি রক্তে রঞ্জিত হলো, অথচ তা একটুও ছিঁড়লো না বা ফাটলো না! যা হোক, আমি ধৈর্যধারণ করবো, যাতে না থাকবে কোন অভিযোগ এবং না থাকবে কোন চিন্তা ও উদ্বেগ।”

সাওরী (রঃ) তাঁর কোন এক সহচর হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ “সবর বা ধৈর্য হচ্ছে তিনটি জিনিষের নাম। (১) নিজের বিপদ আপনের কথা কারো কাছে বর্ণনা না করা। (২) নিজের দুঃখের কাহিনী গেয়ে কারো সামনে ক্রন্দন না করা এবং (৩) নিজেকে পাক পবিত্র মনে না করা।” এখানে ইয়াম বুখারী (রঃ) হ্যরত আয়েশার (রাঃ) ঐ ঘটনাটির পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে তাঁর উপর অপবাদ লাগানোর বর্ণনা রয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেনঃ “আল্লাহর শপথ! আমার এবং আপনাদের দৃষ্টান্ত হ্যরত ইউসুফের (আঃ) পিতার মতই বটে। তিনি বলেছিলেনঃ “এখন পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।”

(১৯) এক যাত্রীদল আসলো, তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করলো; সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিলো, সে বলে উঠলোঃ কি সুখবর! এ যে এক কিশোর! অতঃপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে

۱۹- وجاهت سيارة فارسلوا
واردهم فادلى دلوه قال
بىشرى هنا غلم واسروه

রাখলো, তারা যা করতে ছিল
সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ ۝
অবগত ছিলেন ।

(২০) আর তারা তাকে বিক্রি
করলো স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক
দিনহামের বিনিময়ে, তারা ছিল
এতে নির্লোভ ।

بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝
وَشَرُوهُ بِشَمْنٍ بِخِسْ دَرَاهِمٍ ۝
مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنْ ۝
الرَّاهِدِينَ ۝

(১২)

ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ তাঁকে কৃপে নিক্ষেপ করার পর কি ঘটেছিল
আল্লাহ তাআ'লা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন । তারা তাঁকে কৃপের মধ্যে
নিক্ষেপ করে চলে যায় । তিনি তিন দিন ধরে একাকী ঐ অঙ্ককার কৃপের
মধ্যে অবস্থান করেন । মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ঐ
কৃপে নিক্ষেপ করার পর তাঁর ভ্রাতাগণ তামাশা দেখার উদ্দেশ্যে ঐ কৃপের
আশে পাশে সারাদিন ঘোরাফেরা করে । মহান আল্লাহর কুদরতের ফলে
এক যাত্রীদল সেখান দিয়ে গমন করে । তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে
পানি আনার জন্যে পাঠিয়ে দেয় । লোকটি ঐ কৃপেই তার বালতি নামিয়ে
দেয় । হ্যরত ইউসুফ (আঃ) শক্ত করে বালতির রশি ধরে নেন এবং পানির
পরিবর্তে তিনিই উপরে উঠে পড়েন । পানি সংগ্রাহক লোকটি তো এ দেখে
আনন্দে আটখানা হয়ে যায় এবং সশব্দে বলে উঠেঃ “আরে সুবহানাল্লাহ! এ
যে কিশোর ছেলে এসে গেছে! অন্য পঠনে যাবশ্রি একুপও রয়েছে । সুন্দী
(রঃ) বলেন যে, পানি সংগ্রাহককে যে লোকটি পাঠিয়েছিল তার নামও ছিল
বুশরা । পানি সংগ্রাহক লোকটি তার নাম ধরে ডেকে বলেছিল যে, তার
ডোলে একটি ছেলে উঠে গেছে । কিন্তু সুন্দীর (রঃ) এই উক্তিটি খুবই
দুর্বল । এই ধরনের পঠনে এইরূপ অর্থহই হতে পারে । এর ইয়াফত বা সম্বন্ধ
তার নিজের দিকেই হয়েছে এবং ইয়াফতের "যি" অক্ষরকে লোপ করে দেয়া
হয়েছে । এরই পৃষ্ঠপোষকরূপে যাবশ্রি এই কিরআতটি রয়েছে । যেমন
আরবের লোকেরা যান্ফস' ইচ্বির' এইরূপ বলে থাকে ।
এর অক্ষরটিকে লোপ করে দিয়ে ঐ সময় ক্সোর দেয়াও জায়েয
এবং দেয়াও জায়েয । সুতরাং এটা এরই পর্যায়ভূক্ত । আর-
যাবশ্রি- এই দ্বিতীয় কিরআতটি এর তাফসীর । এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই
সর্বাধিক সঠিক জানের অধিকারী ।

লোকগুলি হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) মূলধন হিসেবে লুকিয়ে রাখে। যাত্রীদলের অন্যান্য লোকদের কাছে এটা গোপন রাখার চেষ্টা করে। তাদেরকে বলে যে, তারা তাঁকে কৃপের পার্শ্ববর্তী লোকদের নিকট থেকে ক্রয় করে নিয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার গোপন করার কারণ ছিল এই যে, যাত্রীদলের অন্যান্য লোক যেন তাদের সাথে অংশীদার হতে না পারে। এটা মুজাহিদ (রঃ), সুন্দী (রঃ) এবং ইবনু জারীরের (রঃ) উক্তি। **وَاسْرُوهُ بِضَاعَةٍ** (তারা তাঁকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখে) এই উক্তি সম্পর্কে আওফী (রঃ) হ্যরত ইবনু আবুবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে: ইউসুফের (আঃ) ভাতাগণ তাঁর অবস্থা এবং তিনি যে তাদের ভাই একথা গোপন রাখে। আর ইউসুফও (আঃ) নিজের অবস্থা গোপন রাখেন এই ভয়ে যে তাঁর ভাতাগণ হয়তো তাঁকে মেরে ফেলবে। তাই তিনি তাঁর ভাইদের মাধ্যমে বিক্রি হয়ে যাওয়াই পছন্দ করলেন।

وَاللَّهُ عَلِيهِ بِمَا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভাইদের কার্যকলাপ পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ এই গুণ রহস্য প্রকাশ করে দিতে সক্ষম ছিলেন, তথাপি যে তিনি তখনই তা প্রকাশ করা হতে বিরত থাকলেন, এতে তাঁর পূর্ণ নিপুণতা রয়েছে। তাঁর (ইউসুফের আঃ) ভাগ্যে এটাই লিপিবদ্ধ ছিল। কাজেই তিনি তাঁকে তাঁর ভাগ্যের উপরই ছেড়ে দেন। সৃষ্টি ও হৃকুম একমাত্র তাঁরই, সারা বিশ্বের প্রতিপালক করত্তানা মহান।

এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহকেও (সঃ) এক প্রকারের সান্ত্বনা দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ যেন তাঁকে বলছেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ) তোমার কওম যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এটা আমি দেখতে রয়েছি। আমার এ ক্ষমতা রয়েছে যে, এখনই তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাকে বিপদ মুক্ত করি। কিন্তু আমার সমস্ত কাজ হিকমতে পরিপূর্ণ। এখনই আমি তাদেরকে ধ্বংস করবো না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। অচিরেই তুমি তাদের উপর বিজয় লাভ করবে। ধীরে ধীরে আমি তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবো। যেমন আমি ইউসুফ (আঃ) এবং তার ভাইদের মাঝে হিকমতের সাথে কাজ করেছি। অবশ্যেই ইউসুফের (আঃ) এবং তার ভাইদের মাঝে হিকমতের সাথে কাজ করেছি। অবশ্যেই ইউসুফের (আঃ) সামনে তাদেরকে মাথা নত করতে হয়েছে এবং তারা তার মর্যাদার কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে।

“**أَرْثَاءِ إِعْسُوفَهُ وَشَرْوَهُ بِشْمِ بَخْسٍ دَرَاهِمٌ مَعْدُودَةٌ**”
অর্থাৎ ইউসুফের আতাগণ তাঁকে অতি
অল্প মূল্যে বিক্রি করে দিলো। মুজাহিদ (রঃ) ও ইকরামা (রঃ) বলেন যে,
শব্দের অর্থ হচ্ছে কম। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رِهْقًا

অর্থাৎ “সে (মু’মিন) পুরক্ষার কমে যাওয়ার ও আয়াব বৃদ্ধি পাওয়ার ভয়
করবে না।” (৭২: ১৩) অর্থাৎ ইউসুফের (আঃ) ভাই এরা তাঁকে খুবই
কম মূল্যে বণিকদের হাতে বিক্রি করে দিলো এবং এভাবে কম মূল্যে
বিক্রি করতে তাদের মনে বাধেনি। এমন কি তারা বিনা মূল্যে চাইলেও
দিয়ে দিতো। কেননা, তাঁর প্রতি তাদের কোন আকর্ষণই ছিল না।

হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ) এবং যহুক (রঃ) বলেন
যে, “**وَشَرْوَهُ** এর ”**سَرْبَنَامَاتِي** ইউসুফের (আঃ) ভাইদের দিকে ফিরেছে।
আর কাতাদা’ (রঃ) বলেন যে ওটা ফিরেছে যাত্রীদলের দিকে। কিন্তু প্রথম
উক্তিটিই বেশী প্রবল। কেননা, যাত্রীদল তো হ্যরত ইউসুফকে (আঃ)
দেখে খুবই খুশী হয়েছিল এবং তাঁকে মূলধন হিসেবে লুকিয়ে রেখেছিল।
সুতরাং তাঁর প্রতি তাদের যদি আকর্ষণ না থাকতো তবে তারা এক্ষেত্রে
করবে কেন? সুতরাং এখানে ভাবার্থ এটাই হবে যে, ইউসুফের (আঃ) ভাই
এরা তাঁকে অতি নগন্য মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছিল।

‘**بَخْسٌ**’ দ্বারা হারাম ও যুলুমও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য
এটা নয়। কেননা এই মূল্যের হারাম হওয়ার কথা তো সর্বজন বিদিত।
কারণ তিনি নিজে ছিলেন নবী, তাঁর পিতা ছিলেন নবী, তাঁর পিতামহ
ছিলেন নবী এবং তার প্রপিতামহ ছিলেন আল্লাহর নবী ও খলীল (দোষ্ট)
হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)। সুতরাং তিনি ছিলেন কারীম ইবনু কারীম ইবনু
কারীম ইবনু কারীম। অতএব, এখানে অর্থ হবে অল্প, নগন্য এবং নামে
মাত্র মূল্যে বিক্রি করা, যদিও সেটা হারাম ও যুলুমও ছিল। তারা ভাইকে
বিক্রি করে দিচ্ছে, তাও আবার নগন্য মূল্যে। এ জন্যই আল্লাহ পাক **دَرَاهِمٌ**
مَعْدُودَةٌ (কয়েক দিরহামের বিনিময়ে) বলেছেন। হ্যরত ইবনু মাসউদ
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা তাঁকে বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি
করেছিল। হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ), নাওফুল বাকালী (রাঃ), সুন্দী
(রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং আতিয়া আওফীও (রঃ) এক্ষেত্রে বলেছেন। তারা
পরম্পরের মধ্যে দু’দিরহাম করে বণ্টন করে নেয়। মুজাহিদ (রঃ) বলেন

যে, তারা তাঁকে বাইশ দিরহামে বিক্রি করেছিল আর মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) এবং ইকরামা (রঃ) বলেন যে, চল্লিশ দিরহামে বিক্রি করেছিল। **وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الْرَّاهِدِينَ** এই উক্তি সম্পর্কে যত্থাক (রঃ) বলেনঃ তারা হ্যরত ইউসুফের (আঃ) নুবওয়াত এবং মহা মহিমাবিত আল্লাহর নিকট তাঁর কি মর্যাদা রয়েছে এসব সম্পর্কে ঘোটেই অবহিত ছিল না তাই তারা ঐ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করেই সন্তুষ্ট হয়েছিল। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এতো সব করেও তাদের মনে তৃষ্ণি আসে নাই বরং তারা যাত্রীদেরে পিছনে পিছনে চলতে শুরু করে এবং তাদেরকে বলেঃ “এই গোলামের মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস আছে। সুতরাং তাকে মযবুত করে বেধে নাও, না হলে হয়তো তোমাদের হাত থেকেও পালিয়ে যাবে।” এ ভাবে বেঁধে বেঁধে তাঁরা তাকে মিসর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং সেখানকার বাজারে তাঁকে বিক্রী করতে উদ্যত হয়। হ্যরত ইউসুফ (আঃ) ঐ সময় বলেছিলেনঃ “আমাকে যে ব্যক্তি ত্রয় করবে সে অবশ্যই খুশী হয়ে যাবে।” অতঃপর তাঁকে মিসরের বাদশাহ (আয়ীয়) ত্রয় করে নেন এবং তিনি মুসলমান ছিলেন।

(২১) মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ত্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বললো- সম্মানজনকভাবে এর থাকবার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্র জন্মেও ঘৃণ করতে পারি, এবং এভাবে আমি ইউসুফকে (আঃ) সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্যে, আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

٢١ - وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَهُ مِنْ
مِصْرَ لِامْرَاتِهِ أَكْرِمِي مَشْوِيهِ
عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَخَذَهُ
وَلَدًا وَكَذِلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي
الْأَرْضِ وَلَنْعَلِمْهُ مِنْ تَاوِيلِ
الْأَحَادِيثِ وَاللهُ عَالِبٌ عَلَىٰ
أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ۝

(২২) সে যখন পূর্ণ ঘোবনে
উপনীত হলো তখন আমি
তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান
করলাম, এবং এই ভাবেই
আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে
পুরস্কৃত করে থাকি।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَهُ أَيْنِهِ
حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذِلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۝

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, মিসরের যে লোকটি হ্যরত ইউসুফ (আঃ) কে ক্রয় করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর অন্তরে তাঁর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের ভাল জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি হ্যরত ইউসুফের (আঃ) চেহারায় নূরাণী ওজ্জল্যের ভাব লক্ষ্য করেই বুঝে ফেলে ছিলেন যে, তার মধ্যে মঙ্গল ও যোগ্যতা নিহিত রয়েছে। লোকটি ছিলেন মিসরের উঁচীর। হ্যরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর নাম ছিল কিত্ফীর। আর মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, তাঁর নাম ছিল ইতফীর ইবনু রাওহীব। আর তিনিই হচ্ছেন আযীয়। তিনি মিসরের কোষাগারের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ সময় মিসরের বাদশাহ ছিলেন রাইয়ান ইবনু ওয়ালীদ। তিনি আমালীকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মিসরের আযীয়ের স্তীর নাম ছিল রাসিল বিনতু রাআ'বীল। কেউ কেউ তার নাম যুলাইখাও বলেছেন। হ্যরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মিসরের যে লোকটি হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) ক্রয় করেছিলেন তাঁর নাম ছিল মালিক ইবনু যাআর ইবনু কারীব ইবনু আনাক ইবনু মাদইয়ান ইবনু ইবরাহীম। এ সব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে।

হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, পরিণামদর্শী ও বুদ্ধি বলে অনুমান করতে ও বুঝে নিতে সক্ষম তিনি ব্যক্তি অতীত হয়েছেন। প্রথম হচ্ছেন মিসরের এই আযীয়, যিনি হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) এক নয়র দেখা মাত্রেই তাঁর মর্যাদা বুঝে ফেলেন। তাই বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে গিয়েই স্তীয় স্ত্রীকে বলেনঃ “সম্মানজনকভাবে এর থাকবার ব্যবস্থা কর।”

দ্বিতীয়া হচ্ছেন (হ্যরত শুআ'ইবের আঃ) ঐ মেয়েটি যিনি (হ্যরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে) তাঁর পিতাকে বলেছিলেনঃ ‘হে পিতঃ! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (আর এই ব্যক্তির মধ্যে এই গুণ বিদ্যমান রয়েছে)।’

ত্রৃতীয় হচ্ছেন হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় প্রহণের সময় খিলাফতের দায়িত্বভার হ্যরত উমার ইবনু খন্দাবের (রাঃ) হাতে অর্পণ করে যান।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ যেমন আমি ইউসুফকে (আঃ) তার ভাইদের যুগ্ম হতে রক্ষা করেছি তেমনি তাকে যমীনে অর্থাৎ মিসরে প্রতিষ্ঠিত করেছি। কেননা আমার ইচ্ছা পূর্ণ হ্বার ছিল যে, আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান শিক্ষা দেবো। আল্লাহর ইচ্ছাকে কে রোধ করতে পারেঃ কে পারে তাঁর বিরোধিতা করতেঃ? তিনি সবারই উপর ব্যাপক ক্ষমতাবান। তাঁর সামনে সবাই অক্ষম ও অপারগ। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। তারা না মানে তার কলাকৌশল, না রয়েছে তাদের তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা সম্পর্কে কোন অবগতি। তারা তাঁর হিকমত বুঝে উঠতেই পারে না।

হ্যরত ইউসুফ (আঃ) যখন প্রাণ বয়সে পৌছলেন এবং তাঁর বিবেক-বৃদ্ধি পূর্ণতা প্রাণ হলো তখন মহান আল্লাহ তাঁকে নুবওয়াত দান করলেন এবং তাঁকে তাঁর বিশিষ্ট বান্দাজুপে মনোনীত করলেন। এটা কোন নতুন কথা নয়। এভাবেই আল্লাহ তাআ'লা সৎকর্মশীল লোকদেরকে প্রতিদান প্রদান করে থাকেন।

হ্যরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল তেত্রিশ বছর। যহুক (রঃ) বলেন যে, ঐ সময় তাঁর বয়স বিশ বছর হয়েছিল। হ্যরত হাসান (রঃ) চল্লিশ বছর বলেছেন। হ্যরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, ঐ সময় তিনি পঁচিশ বছর বয়স্ক ছিলেন। সুন্দী (রঃ) ত্রিশ বছর বলেছেন। আর সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেছেন আঠারো বছর। ইমাম মালিক (রঃ) রাবীআ' ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) এবং শা'বী (রঃ) বলেন যে, ^{رَسْأَ} দ্বারা যৌবনে পদার্পণ করা বুবানো হয়েছে। এছাড়া আরো উক্তি রয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

(২৩) সে যে জ্বলোকের গৃহে ছিল
সে তাঁরহতে অসৎ কর্ম কামনা
করলো এবং দরযাশুলি বক্ষ
করে দিলো ও বললোঃ চলে

— وَرَاوِدَتْهُ الرَّتْيُ هُوْفِى ٢٣
بِتِهَا عَنْ نَفِسِهِ وَغَلَقْتِ

এসো (আমরা কাম প্রবৃত্তি
চরিতার্থ করি), সে বললোঃ
আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা
করছি, তিনি (আযীয়) আমার
প্রভু! তিনি আমাকে
সম্মানজনকভাবে থাকতে
দিয়েছেন, সীমা লংঘনকারীরা
সফলকাম হয় না।

الْأَبْوَابَ وَقَاتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ
مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ الْحَسَنَ
مَشَوَّأِ إِنَّهُ لَا يَفْلُحُ الظَّلَمُونُ ۝

এখনে আল্লাহ তাও'লা মিসরের আযীয়ের সেই স্ত্রী সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যার বাড়ীতে তিনি অবস্থান করছিলেন। মিসরের আযীয় তাঁকে দ্রুয় করেছিলেন এবং নিজের ছেলের মত তাঁকে অতি উত্তমরূপে রেখেছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছিলেনঃ “এর যেন কোন প্রকারের কষ্ট না হয়। তাকে খুবই সম্মানের সাথে রাখবে।” কিন্তু স্ত্রী হ্যরত ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্যে মন্দ হয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো এবং তাঁর থেকে অসংকর্ম কামনা করলো। সুতরাং সে সুন্দর সাজে সজ্জিতা হয়ে ঘরের দরয়া বক্ষ করে দিলো এবং তাঁকে তার সাথে কুকর্মে লিঙ্গ হওয়ার আহ্বান জানালো। কিন্তু হ্যরত ইউসুফ (আঃ) কঠোর ভাবে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেনঃ “দেখুন, আপনার স্বামী আমার রক্ষণ (প্রভু)!” ঐ সময় মিসরবাসীদের পরিভাষায় বড়দের জন্যে এই শব্দ প্রয়োগ করা হতো। তিনি আরো বললেনঃ “আমার প্রতি আপনার স্বামীর বড় অবদান রয়েছে। তিনি অত্যন্ত উত্তমরূপে আমাকে রেখেছেন এবং আমার সাথে খুবই সদয় ব্যবহার করছেন। সুতরাং কি করে আমি তাঁর ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি? জেনে রাখুন যে, যে ব্যক্তি কোন কিছুকে ওর স্বস্থানে না রেখে অন্য স্থানে রাখে সে কল্যাণ লাভে বাধ্যত হয়ে যায়। সীমালংঘনকারী কথনো সফলকাম হয় না। এটা মুজাহিদ (রঃ), সুন্দী (রঃ), মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন বলেছেন।

‘هَمَّا’ এর কিরআতে মতভেদ রয়েছে। অনেকেই ‘هَيْتَ لَكَ’ শব্দের
কে যবর, ‘ك’ কে জয়ম এবং ‘ك’ কে জবর দিয়ে পড়েছেন। হ্যরত ইবনু
আব্রাহাম (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ) এবং আরও কেউ কেউ বলেছেন যে এর
অর্থ হচ্ছেঃ সে তাঁকে তার নিজের দিকে আহ্বান করে। আলী ইবনু আবি

তালহা (রঃ), এবং আওফী (রঃ) হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর অর্থ হলোঃ ‘তুমি আমার কাছে এসো।’ যার ইবনু জায়েশ (রঃ), ইকরামা (রঃ), হাসান (রঃ) এবং কাতাদা’ (রঃ) এরূপই বলেছেন। আমর ইবনু উবায়েদ (রঃ) হাসান (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ শব্দটি সুরইয়ানী ভাষা হতে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে “عَلِيْكَ”। সুন্দী (রঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হল “هَلْمَ لَكَ هَبْتَ لَكَ” এবং এটা কিবতীদের ভাষা। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা আরবী ভাষা। ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইকরামা (রঃ) বলেন যে, “هَلْمَ لَكَ هَبْتَ لَكَ” এবং এটা হাওরানিয়া’ ভাষা। কিসাঈ (রঃ) এই কিরআতকেই পছন্দ করতেন এবং বলতেন যে, এটা আহলে হাওরানের ভাষা। এটা হিজায়ে এসে গেছে। এর অর্থ হচ্ছেঃ ‘এসো।’ আহলে হাওরানের একজন আলেমকে “هَبْتَ لَكَ سَمْپَرْكَে” জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, ওটা তাদেরই ভাষা এবং ওটা তিনি জানেন। এই কিরআতকে সমর্থন করে ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) একজন কবির কবিতাকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। কবি উক্ত কবিতাটি হ্যরত আলী ইবনু আবি তালিবকে (রাঃ) উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। কবিতাংশটি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

اَبْلَغُ اِمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ * اِذْ اَنْتَ
اَنَّ اِعْرَاقَ وَاهْلَهُ * عَنْكِ اِلَيْكَ فَهِبْتَ هِبْتًا

অর্থাৎ “আমরা যখন আমীরুল মু’মিনীনের নিকট আগমন করবো তখন আমি তাঁর কাছে ইরাকের কষ্টের সংবাদ পৌছিয়ে দিবো এবং বলবোঃ নিশ্চয় ইরাক ও ওর অধিবাসী দ্রুত আপনার নিকট গমন করতে চায়, (বা তারা আপনার দিকে ঝুঁকে পড়েছে) সুতরাং আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন।”

এর দ্বিতীয় পঠন হল ও রয়েছে। প্রথম পঠনের অর্থ ছিল ‘এসো।’ আর এই কিরআতের অর্থ হবে ‘আমি তোমার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি।’ কোন কোন লোক এই কিরআতকে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকার করেন। এক কিরআতে হীট ও রয়েছে। এ কিরআতটি গারীব। এক কিরআতে হীট, রয়েছে। মদীনাবাসী সাধারণ লোকদের কিরআত এটাই। এই কিরআতের দলীল হিসাবে নিম্নের একটি কবিতাংশও পেশ করা হয়েছেঃ

لَيْسَ قَوْمِيُّ بِالْأَبْعَدِينَ إِذَاً * قَالَ دَاعٌ مِنَ الْعِشِيرَةِ هَيْتُ

অর্থাৎ “গ্রাহের কোন আহ্বানকারী যখন (সাহায্যার্থে) বলেঃ ‘এসো’ তখন আমার কওম দূরে থাকেনা (বরং সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে)।” হ্যরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “কুরীদের কিরআতগুলি প্রায় একই অর্থবোধক। সুতরাং তোমাদেরকে যেভাবে শেখানো হয়েছে সে ভাবেই পড়তে থাকো। মতানৈক্য সৃষ্টি এবং প্রতিবাদ করা থেকে দূরে থাকো। এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘এসো’, ‘সামনে হও’ ইত্যাদি। তারপর তিনি এই শব্দটি পাঠ করেন। কেউ জিজ্ঞেস করলেনঃ “এটাকে যে অন্যরূপেও পড়া হয়ে থাকে?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “ওটাও বিশুদ্ধ। তবে আমি যেভাবে শিখেছি সেভাবেই পাঠ করবো। অর্থাৎ হীত পড়বো, হীত হীত পড়বো না। এই শব্দটি পুঁলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, এক বচন, দ্বিবচন এবং বহু বচন সবগুলির জন্যেই একই রকম এসে থাকে। যেমন :

هَيْتَ لَكَ . هَيْتَ لَكُمْ . هَيْتَ لَكُمَا . هَيْتَ لَكُنَّ . هَيْتَ لَهُنَّ

(২৪) সেই রমনী তো তার প্রতি

আসঙ্গ হয়েছিল এবং সেও আসঙ্গ হয়ে পড়তো যদি না সে তার প্রতি পালকের নির্দর্শন প্রত্যক্ষ করতো, তাকে মন্দ কর্ম ও অশুলিতা হতে বিরত রাখাবার জন্যে এই ভাবে নির্দর্শন দেখিয়েছিলাম, সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

এই স্থানে গুরুজনদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) এবং পূর্ববর্তী গুরুজনদের একটি দল হতে এ সম্পর্কে কিছু উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যা ইবনু জারীর (রঃ) এবং আরো কেউ রিওয়াইয়াত করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। বলা হয়েছে যে, ঐ নারীর প্রতি হ্যরত ইউসুফের (আঃ) কামনা নফসের খট্কা ছাড়া আর কিছুই নয়।

٢٤ - وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهُمْ بِهَا لَوْلَا

ان را برهان ربه كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ

عَنِ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ

عَبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ ۝

বাগাতীর (রঃ) হাদীসে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশ্তাদেরকে) বলে থাকেনঃ ‘আমার বান্দা যখন কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে তখন তোমরা ওর জন্যে পৃণ্য লিখে নাও। অতঃপর সে যদি ঐ আমল করে ফেলে তবে ওর দশ গুণ পৃণ্য লিখে ফেল। আর যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে এবং তা করে না ফেলে তবে ওর জন্যে পৃণ্য লিখে নাও। কেননা, সে আমার (শাস্তির ভয়ের) কারণেই ওটা ছেড়ে দিয়েছে আর যদি সে ঐ কাজ করে বসে তবে তোমরা ঐ পরিমাণই পাপ লিখে নাও।” এই হাদীসের শব্দগুলি আরও কয়েক রকমের রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি রয়েছে।

একটি উক্তি এও রয়েছে যে, হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাকে (আয়ীয়ের স্ত্রীকে) মারার ইচ্ছা করেছিলেন। তাকে তিনি স্ত্রীরপে গ্রহণ করার আকাঞ্চ্ছা করেছিলেন এরূপও একটি উক্তি আছে। একটি উক্তি রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করতেন যদি না দলীল দেখতেন। কিন্তু দলীল দেখেছিলেন বলে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু আরবী ভাষার দিক দিয়ে এই উক্তি সম্পর্কে সমালোচনার অবকাশ রয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) প্রমুখ গুরুজন এটা বর্ণনা করেছেন। এতো হলো হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ইচ্ছা সম্পর্কীয় কথা। এখন যে দলীল তিনি দেখেছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ সম্পর্কেও কয়েকটি উক্তি রয়েছে। হ্যরত ইবনু আববাস (রাঃ), সাঈদ (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ), মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা' (রঃ) আবু সালিহ (রঃ), যহুক (রঃ), মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) ছবি সামনে দেখতে পান, তিনি যেন স্বীয় অঙ্গুলী মুখে পুরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অন্য রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, তিনি হ্যরত ইউসুফের (আঃ) বক্ষে হাত মারেন। আওফী (রঃ) হ্যরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হ্যরত ইউসুফের (আঃ) সামনে তাঁর মনিবের (আয়ীয়ের) খেয়ালী ছবি প্রতিফলিত হয়েছিল।

মুহাম্মদ ইবনু কাব আল কারায়ী (রঃ) বলেন যে, হ্যরত ইউসুফ (আঃ) ঘরের ছাদের দিকে চক্ষু উঠিয়ে দেখেন যে, তাতে লিখিত রয়েছেঃ

لَا تَقْرِبُوا الِّزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمُقْتَأِسًا سَبِيلًا۔

অর্থাৎ “সাবধান! ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, নিশ্চয় এটা বড়ই নির্লজ্জতাপূর্ণ এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে উদ্বেককারী কাজ, আর এটা খুবই খারাপ পথ।”^১

কারায়ী (রঃ) এও বলেন যে, হ্যরত ইউসুফ (আঃ) যে দলীল (বুরহান) দেখেছিলেন তা ছিল আল্লাহর কিতাবের তিনটি আয়াত। ঐ গুলি হচ্ছে :

۱- وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ - الآية. (۸۲ : ۱۰)

۲- وَمَا تَكُونُونَ فِي شَانٍ - الآية. (۱۰ : ۳۱)

۳- أَفَمِنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ - (۱۳ : ۳۳)

আবু হিলাল (রঃ) কারায়ীর (রঃ) মতই উক্তি করেছেন। তবে তিনি ধৈর্যে এই চতুর্থ আয়াতটি অতিরিক্ত মিলিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম আওয়ায়ী (রঃ) বলেন যে, দেয়ালে তিনি আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত দেখেছিলেন যা তাঁকে ব্যভিচার হতে বিরত রেখেছিল। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেনঃ সঠিক কথা এই যে, হ্যরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে কোন একটি নিদর্শন দেখেছিলেন যা তাঁকে কামনা চরিতার্থ করতে বাধা দিয়েছিল। সেটা হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) ছবিও হতে পারে, বাদশা’র ছবিও হতে পারে অথবা এটাও হতে পারে যে, তিনি লিখিত কিছু দেখেছিলেন যা তাঁকে দুষ্কর্ম থেকে বাধা দিয়েছিল।

এমন কোন স্পষ্ট দলীল নেই যে, আমরা কোন নির্দিষ্ট জিনিশের সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। সুতরাং আমাদের জন্যে সঠিক পস্থা এটাই যে, আমরা এটাকে সাধারণের উপর ছেড়ে দেই, যেমন মহান আল্লাহর উক্তি সাধারণই রয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘যেমন ভাবে আমি ইউসুফকে (আঃ) একটি দলীল দেখিয়ে দুষ্কর্ম থেকে ঐ সময় রক্ষা করেছি, তেমনিভাবে তার অন্যান্য কাজেও তাকে সাহায্য করতে থেকেছি এবং তাকে মন্দ ও নির্লজ্জতাপূর্ণ

১. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে দরদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

(২৫) তারা উভয়ে দৌড়িয়ে

দরযার দিকে গেল এবং স্ত্রী-লোকটি পিছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেললো, তারা স্ত্রী-লোকটির স্বামীকে দরযার কাছে পেলো, স্ত্রী লোকটি বললোঃ যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে তার জন্যে কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি ব্যতীত কি দণ্ড হতে পারে?

- ২৫ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدْتُ

قَمِيلْصَه مِنْ دَبْرِ وَ

الْفَيَاسِيدَهَا لَدَّا الْبَابِ قَالَتْ

مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءً؟

إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ الْيَمِينِ ۝

(২৬) সে (ইউসুফ. আঃ) বললোঃ
সেই আমার হতে অসৎকর্ম
কামনা করেছিল, স্ত্রী-লোকটির
পরিবারের একজন সাক্ষী
সাক্ষ্য দিলোঃ যদি তার জামার
সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে
তবে স্ত্রী-লোকটি সত্য কথা
বলেছে এবং পুরুষটি
মিথ্যাবাদী।

- ২৬ - قَالَ هِيَ رَاوِدْ تِنِي عَنْ

نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا

إِنْ كَانَ قَمِيسَهُ قُدْمَ مِنْ قُبْلِ

فَصَدِقتُ وَهُوَ مِنَ الْكَذِيبِينَ ۝

- ২৭ وَإِنْ كَانَ قَمِيسَهُ قُدْمَ مِنْ

دَبْرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنْ

الصَّدِيقِينَ ۝

(২৭) আর যদি তার জামা পিছন
দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে
তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা কথা
বলেছে এবং পুরুষটি
সত্যবাদী।

(২৮) সুতোঁ গৃহস্থামী যখন
দেখলো যে, তার জামা পিছন
দিক থেকে ছিন্ন করা হয়েছে
তখন সে বললোঁ: এটা
তোমাদের নারীদের ছলনা,
ভীষণ তোমাদের ছলনা।

— ২৮ —
فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ مِنْ دَبْرٍ
قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَانِ كَيْدِ
كُنَّ عَظِيمٍ

(২৯) হে ইউসুফ (আঁ) তুমি
এটা উপেক্ষা কর এবং হে
নারী! তুমি তোমার অপরাধের
জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়
তুমই অপরাধিনী।

— ২৯ —
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكَ كَنْتَ
مِنَ الْخَاطِئِينَ

আল্লাহ তাআ'লা হ্যরত ইউসুফ (আঁ) এবং আয়ীয়ের স্ত্রীর অবস্থার
খবর দিচ্ছেন যে, যখন মহিলাটি তাঁকে কু-কাজের দিকে আহ্বান করে
তখন তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্যে দরযার দিকে দৌড় দেন। আর
মহিলাটিও তাঁকে ধরার জন্যে তাঁর পিছনে ছুটে আসে। পিছন থেকে তাঁর
জামাটি সে ধরে নেয় এবং তার দিকে টানতে থাকে। এর ফলে হ্যরত
ইউসুফ (আঁ) পিছনের দিকে প্রায় পড়ে যান আর কি। কিন্তু তিনি খুব
শক্তির সাথে সামনের দিকে দৌড়ে যান। এতে তাঁর জামার পিছনের দিক
ছিঁড়ে যায়। এই অবস্থায় উভয়ে দরযার উপর পৌছে যান। দরযার উপর
পৌছেই তাঁরা দেখতে পান যে, মহিলাটির স্বামী তথায় বিদ্যমান রয়েছেন।
স্বামীকে দেখা মাত্রই সে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলেঁ:
“যে আপনার স্ত্রীর সাথে (অর্থাৎ আমার সাথে) কুকর্মে লিঙ্গ হতে চায় তার
জন্যে কারাগারে প্রেরণ বা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড
হতে পারে?” হ্যরত ইউসুফ (আঁ) যখন দেখলেন যে, মহিলাটি সমস্ত
দোষ তাঁরই উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তখন তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে
গিয়ে বলেনঁ: “প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আপনার স্ত্রীই আমাকে কুকার্যের
দিকে আহ্বান করেছিল। আমি তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পালিয়ে
আসছিলাম এবং সেও আমার পিছনে পিছনে দৌড়ে আসছিল। আমার
জামাটি সে পিছন দিক থেকে টেনে ধরেছিল। দেখুন, আমার জামার পিছন
দিক ছিঁড়ে গিয়েছে।” এই মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো

এবং আযীযকে বললোঃ ‘ইউসুফের (আঃ) ছিন্ন জামাটি দেখুন। যদি ওটার সামনের দিকে ছেড়া থাকে তবে নিশ্চিত রূপে জানবেন যে, আপনার স্ত্রী সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ (আঃ) মিথ্যাবাদী। আর যদি তার জামাটির পিছন দিকে ছেড়া থাকে তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনার স্ত্রী মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী।

সাক্ষীটি বড় মনুষ ছিল কি ছোট ছিল এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাক্ষীটির মুখে দাঢ়ি ছিল এবং সে বাদশাহর একজন বিশিষ্ট লোক ছিল। অনুরূপভাবে মুজাহিদ (রঃ) ইকরামা (রঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা' (রঃ), সুন্দী (রঃ), মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ), প্রভৃতি গুরুজন বলেন যে, সে একজন (বয়োঃপ্রাণ্ত) পুরুষ লোক ছিল। সে ছিল মহিলাটির চাচাতো ভাই। মহিলাটি ছিল সে সময়ের বাদশাহ রাইয়ান ইবনু ওয়ালীদের ভাগিনেয়ী।^১ সে শহেد শাহেদ মন আহলা' সম্পর্কে আওফী (রঃ) হযরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সাক্ষীটি ছিল দোলনার শিশু।

হযরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “শিশু অবস্থায় চারজন কথা বলেছে।^১ তাদের মধ্যে তিনি ইউসুফের (আঃ) সাক্ষীকে একজন বলে উল্লেখ করেন।

সাইদ ইবনু জুবাইর (রঃ) হযরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ “শৈশবাবস্থায় চারজন কথা বলেছে। (১) ফিরআউনের কন্যা মাশতার পৃত্র, (২) ইউসুফের (আঃ) সাক্ষী, (৩) জুরাইজের সাহিব (সাক্ষী), এবং (৪) হযরত ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ)। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ওটা ছিল আল্লাহর হৃকুম মাত্র, ওটা কোন মানুষই ছিল না। কিন্তু এটা খুবই গারীব বা দুর্বল উক্তি।

আল্লাহ পাকের উক্তি^২ অর্থাৎ সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুসারে যুলাইখার স্বামী আযীয যখন দেখলেন যে, ইউসুফের (আঃ) জামাটির পিছনের দিক ছেড়া রয়েছে তখন তাঁর কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী এবং তাঁর স্ত্রী যুলাইখা মিথ্যাবাদী। সে ইউসুফের (আঃ) উপর অপবাদ দিয়েছে। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলে

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

উঠলেনঃ “হে যুলাইখা! এটা তোমাদের স্ত্রীলোকদের প্রবক্ষণা ও চাতুরী ছাড়া কিছুই নয়। এই তরুণ যুবককে তুমি অপবাদ দিয়েছো এবং তার উপর মিথ্যা দোষ চাপিয়েছো। তুমি তাকে তোমার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিলে। এরপর তিনি হযরত ইউসুফকে (আঃ) সান্ত্বনা ও মেহের সুরে বলেন : “তুমি এ ঘটনাকে ভুলে যাও। এই জঘন্য ঘটনার আলোচনারই কোন প্রয়োজন নেই। তুমি এটা কারো সামনে বর্ণনা করো না।” অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে উপর্যুক্ত সুরে বললেনঃ “তুমি তোমার এই পাপের জন্যে আল্লাহ তাআ’লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।” তিনি খুব কোমল হৃদয়ের লোক ছিলেন এবং ছিলেন খুব সহজ ও সরল প্রকৃতির লোক। অথবা হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে, স্ত্রীলোক ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য। সে এমন কিছু দেখেছে যার উপর ধৈর্য ধারণ করা তার উপর কঠিন হয়েছে। এজন্যেই তিনি তাকে হিদায়াত করলেনঃ “তুমি তোমার এই পাপকার্য হতে তওবা কর। সরাসরি তুমই অপরাধিনী। অথচ তুমি দোষ চাপাচ্ছ অন্যের উপর।”

(৩০) নগরে কতিপয় নারী
বললোঃ আযীয়ের স্ত্রী তার
যুবক দাস হতে অসৎকর্ম
কামনা করছে; প্রেম তাকে
উন্মত্ত করেছে, আমরা তো
তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

(৩১) স্ত্রীলোকটি যখন তাদের
ষড়য়ন্ত্রের কথা শুনলো, তখন
সে তাদেরকে ডেকে পাঠালো,
এবং একটি ভোজ-সভার
আয়োজন করলো। তাদের
প্রত্যেককে একটি করে ছুরি
দিলো, এবং যুবককে বললোঃ
তাদের সামনে বের হও,
অতঃপর তারা যখন তাকে
দেখলো তখন তারা তার

-٣٠- وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ

امراتُ الْعَزِيزِ تراودُ فتَاهَا عَنْ
نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا إِنَّا

لَنَرِبَاهَا فِي ضَلَالٍ مِّنِّ

-٣١- فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَا كَرِهَتْ

أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ
مُّتَكَاوِلَاتٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ

سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ

গরিমায় অভিভূত হলো এবং
নিজেদের হাত কেটে ফেললো,
তারা বললোঃ অস্তুত আল্লাহর
মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়,
এতো এক মহিমান্তি
ফিরিশ্তা!

(৩২) সে বললোঃ এ-ই সে যার
সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা
করেছো, আমি তো তা হতে
অসৎকর্ম কামনা করেছি; কিন্তু
সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে;
আমি তাকে যা আদেশ করেছি
সে যদি তা না করে তবে সে
কারাগারে হবেই এবং হীনদের
অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৩৩) ইউসুফ (আঃ) বললোঃ হে
আমার প্রতিপালক! এই নারীরা
আমাকে যার প্রতি আহ্বান
করেছে, তা অপেক্ষা কারাগার
আমার কাছে অধিক খ্রিয়,
আপনি যদি তাদের ছলনা
হতে আমাকে রক্ষা না করেন
তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট
হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের
অন্তর্ভুক্ত হবো।

(৩৪) অতঃপর তার প্রতিপালক
তার আহ্বানে সাড়া দিলেন
এবং তাকে তাদের ছলনা হতে
রক্ষা করলেন, তিনি তো সর্ব
শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَعْنَاهُ
أَيْدِيهِنَ وَقْلَنَ حَاسِّ لِلَّهِ مَا هُدَا
بَشْرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ○

٣٢ - قَالَ فَذِلِّكَنَ الَّذِي لَمْ تَنْتَنِي
فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتَهُ عَنْ نَفْسِهِ
فَأَسْتَعْصِمُ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا
أَمْرَهُ لِي سِجْنٌ وَلِيَكُونَا مِنْ
الصَّغِيرِينَ ○

٣٣ - قَالَ رَبُّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ
مَمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَالْأَ
تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَ هُنَّ أَصْبَ
رَالَّيْهِنَ وَأَكْنَ مِنَ الْجَهِيلِينَ ○

٣٤ - فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَّفَ
عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ أَنْهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ○

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ইউসুফ (আঃ) ও আয়ীয়ের স্ত্রীর খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়লো এবং ওটা হচ্ছে মিসর (এর শহর)। কতকগুলি ভদ্র মহিলা অত্যন্ত বিশ্বায় ও ঘৃণার সাথে এই ঘটনার সমালোচনা করতে থাকে। তারা পরম্পর বলাবলি করেঃ ‘যুলাইখার কর্মকান্ডটা দেখো! সে হচ্ছে উয়ীরের স্ত্রী, অর্থ সে তার ক্রীতদাসের সাথে দুষ্কার্য লিঙ্গ হতে চাচ্ছে! ক্রীতদাসের প্রেম তার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।’

যত্থাক (রঃ) হযরত ইবনু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, شَغْفَ بَلَا হয় হত্যাকারী প্রেমকে। شَغْفَ হচ্ছে এর নিম্নস্তরের প্রেম। আর شِغْفَ بَلَا হয় অন্তরের পর্দাকে। স্ত্রীলোকগুলি বললোঃ “আমরা যুলাইখাকে স্পষ্ট বিভাস্তির মধ্যে দেখছি।

শহরের ভদ্রমহিলারা তাকে যে দোষারোপ করছে এ খবর তার কানে পৌঁছে গেল। এখানে ‘মকর’ বা ষড়যন্ত্র শব্দটি আনার কারণ এই যে, কারো কারো মতে এটা প্রকৃতপক্ষে ঐ মহিলাদের ষড়যন্ত্রই ছিল। আসলে তারা হযরত ইউসুফের (আঃ) দর্শন কামনা করছিল। সুতরাং যুলাইখাকে দোষারোপ করা তাদের একটা কৌশল ছিল মাত্র। আয়ীয়ের স্ত্রী যুলাইখা তাদের এই চাল বুঝে ফেললো। এতে সে তার ওজর পেশ করার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। সে তাদেরকে বলে পাঠালোঃ ‘অমুক সময় আমার বাড়ীতে আপনাদের দাওয়াত থাকলো।’ ইবনু আবাস (রাঃ), সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ) হাসান (রঃ), সুন্দী (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন বলেন যে, যুলাইখা মহিলাদের জন্যে এমন মজলিসের ব্যবস্থা করলো যেখানে খাদ্য হিসেবে ফল রাখা হয়েছিল। ফলগুলি কেটে কেটে ও ছিলে ছিলে খাওয়ার জন্যে সে প্রত্যেককে একটি করে ধারাল চাকু প্রদান করলো। এটাই ছিল মহিলাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিফলন। তারা আসলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্য দেখতে চেয়েছিল। যুলাইখা নিজেকে ক্ষমার্হ প্রমাণ এবং তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করার জন্যেই তাদেরকে আহত করলো এবং সেটাও আবার তাদের নিজেদের হাতে। যুলাইখা হযরত ইউসুফকে (আঃ) বললোঃ ‘তাদের কাছে বেরিয়ে এসো, হযরত ইউসুফ (আঃ) কি করে তাঁর প্রভুপত্নীর আদেশ অমান্য করতে পারেন? তৎক্ষণাত তিনি ঐ কামরা থেকে বেরিয়ে আসলেন

যেখানে তিনি অবস্থান করছিলেন। মহিলাদের দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়া মাত্রই তারা তাঁর গরিমায় অভিভূত হয়ে পড়লো এবং তাঁর সৌন্দর্য দর্শনে একেবারে আঘাতারা হয়ে গেল। ফলে ঐ সূতীক্ষ্ণ চাকু দ্বারা ফল কাটার পরিবর্তে তারা নিজেদের হাতের অঙ্গুলীগুলি কেটে ফেললো।

হ্যরত যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) বলেন যে, যিয়াফতের খাদ্য ইতিপূর্বেই যথারীতি পরিবেশন করা হয়েছিল এবং তাদের আহারও ছিল সমান্তরি পথে। শুধুমাত্র ফল দ্বারা আপ্যায়ন অবশিষ্ট ছিল। তাদের হাতে চাকু ছিল এবং তা দ্বারা তারা ফল কাটতে ছিল। এমতাবস্থায় যুলাইখা তাদেরকে বললোঃ “আপনারা ইউসুফকে (আঃ) দেখতে চান কি?” সবাই সমন্বয়ে বলে উঠলোঃ “হাঁ হাঁ।” তখনই হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) ডেকে পাঠানো হয় এবং তিনি তাদের সামনে হায়ির হন। এর পরেই তাঁকে চলে যেতে বলা হয়। সুতরাং তিনি চলে যান। তাঁর এই আগমন ও প্রস্থানের ফলে তারা তাঁর সামনের দিক এবং পিছনের দিক পূর্ণভাবে দেখবার সুযোগ পায়। তাঁকে দেখা মাত্রই তাদের মুর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয় এবং ফল কাটার পরিবর্তে নিজেদের হাত কেটে ফেলে। কিন্তু তারা ব্যথা অনুভব করতে পারলো না। যখন হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাদের নিকট থেকে বিদায় হয়ে গেলেন তখন তারা ব্যথা অনুভব করলো এবং বুঝতে পারলো যে, ফলের পরিবর্তে তারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছে। ঐ সময় আয়ীয়ের স্ত্রী যুলাইখা তাদেরকে বললোঃ “দেখুন তো, একবার মাত্র তার সৌন্দর্য দর্শনে আপনারা আঘাতভোলা হয়ে গেলেন, তাহলে আমার কি অবস্থা হতে পারে?” মহিলারা বলে উঠলোঃ “আঘাত কসম! ইনি তো মানুষ নন, বরং ফেরেশতা! সাধারণ ফেরেশতা নন বরং বড় মর্যাদাবান ফেরেশতা! আজ থেকে আমরা আর আপনাকে ভর্ত্তনা করবো না।” ভদ্র-মহিলারা হ্যরত ইউসুফের (আঃ) মত তো নয়ই, এমনকি তাঁর কাছাকাছি এবং তাঁর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত সুন্দর লোকও কখনো দেখে নাই। তাঁকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছিল।

মি’রাজের সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তৃতীয় আকাশে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় বলেনঃ “তাঁকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছে।” হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ইউসুফকে (আঃ) এবং তাঁর

মাতাকে অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হয়েছে।” হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর মাতাকে সৌন্দর্যের এক তৃতীয়াংশ দান করা হয়েছে।” হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ “হরত ইউসুফের (আঃ) মুখমণ্ডল বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল ছিল। যখন কোন নারী কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে আসতো তখন তিনি তার ফিৎনায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় নিজের মুখমণ্ডল ঢেকে নিতেন।”

হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) মুরসালরূপে নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ “ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর মাতাকে দুনিয়াবাসীর সৌন্দর্যের এক তৃতীয়াংশ দান করা হয়েছে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য সারা দুনিয়ার লোককে দান করা হয়েছে।”

মুজাহিদ (রঃ) রাবী'আ আল—জারাশী (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ “সৌন্দর্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগ দেয়া হয়েছে ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর মাতা সা'রা'কে এবং বাকী এক ভাগ দেয়া হয়েছে সমস্ত মাখলুককে।

ইমাম আবুল কাসিম আস-সুহাইলী (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) হ্যরত আদমের (আঃ) অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা হ্যরত আদমকে (আঃ) নিজের হাতে পূর্ণ আকৃতির নমুনা বানিয়েছিলেন এবং খুবই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে তাঁর সমপরিমাণ সৌন্দর্য কারো ছিল না। আর হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) তাঁর সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছিল।

যা হোক, ঐ মহিলারা হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) দেখা মাত্রই বলেছিলেনঃ “আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ইনি তো মানুষ নন। শব্দটি অন্য কিরাতে ব্ৰহ্মী রয়েছে। অর্থাৎ “ইনি ক্রীতদাস হতেই পারেন না। ইনি কোন মর্যাদাবান ফেরেশতা হবেন।” আয়ীয়ের স্ত্রী তখন তাদেরকে বললোঃ “এখন আপনারা আমাকে ক্ষমার্হ মনে করবেন কি? তাঁর সৌন্দর্য কি ধৈর্য শক্তি ছিনিয়ে নেয়ার মত নয়! আমি তাকে সব সময় নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সর্বদা আমার আয়ত্তের বাইরে রয়েছেন। আপনারা মনে রাখবেন যে, বাইরে তিনি যেমন অতলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী তেমনই ভিতরেও তিনি পবিত্র ও নিষ্কলুষ।

তাঁর বাহির যেমন সুন্দর ভিতরও তেমনই সুন্দর।” অতঃপর সে ধর্মক দিয়ে বলেঃ “যদি তিনি আমার কথা না মানেন এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করেন তবে অবশ্যই তাঁকে জেলখানায় যেতে হবে এবং আমি তাঁকে কঠিনভাবে লাশ্চিত করবো।” ঐ সময় হ্যরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর তাআ’লার আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেছিলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে আপনি তাদের কুর্কর্ম হতে রক্ষা করুন! আমি যেন দুর্কার্যে লিঙ্গ হয়ে না পড়ি। যদি আপনি আমাকে রক্ষা করেন তবেই আমি রক্ষা পাবো। আমার নিজের কোনই ক্ষমতা নেই। আমি আমার নিজের লাভ ও ক্ষতির মালিক নই। আপনার সাহায্য ও করুণা ছাড়া না আমি কোন পাপ কার্য থেকে বাঁচতে পারি, না কোন সৎ কাজ করতে পারি। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছেই সাহায্য চাচ্ছি এবং আপনার উপরই ভরসা করছি। আপনি আমাকে আমার নক্সের কাছে সমর্পণ করবেন না যে, আমি ঐ মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং মুর্খদের অন্তর্ভুক্ত হই।”

মহান আল্লাহর তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। তাঁকে তিনি পবিত্রতা দান করলেন এবং স্বীয় হিফায়তে রাখলেন। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে তিনি রক্ষা পেতেই থাকলেন। অথচ তিনি সেই সময় পূর্ণ ঘোবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং তিনি পূর্ণমাত্রায় সৌন্দর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর ভিতরে বিভিন্ন প্রকারের সদ্গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। তথাপি তিনি স্বীয় প্রত্বন্তিকে দমন করেছিলেন এবং আধীয়ের স্ত্রী যুলাইখার প্রতি মোটেই জক্ষেপ করেননি। অথচ সে ছিল নেতার কন্যা ও নেতার স্ত্রী এবং তাঁর প্রভুপত্নী। তাছাড়া সে ছিল অতীব সুন্দরী ও প্রচুর মালের অধিকারিণী। সে তাঁকে বলেছিল যে, যদি তিনি তার কথা মেনে নেন তবে সে তাঁকে পুরস্কৃত করবে এবং না মানলে কারাগারে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল আল্লাহর ভয়। তাই তিনি পার্থিব সুখ শান্তিকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং ওর উপর কারাগারকেই পছন্দ করেছিলেন। উদ্দেশ্য একমাত্র এটাই যে, এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর আয়াব থেকে রক্ষা পাবেন এবং পরকালে সাওয়াবের অধিকারী হবেন। এ জন্যেই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ

তাঁর (আরশের) ছায়ায় স্থান দিবেন, এমন দিনে যেই দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে নাঃ (১) ন্যায় পরায়ন বাদশাহ, (২) ঐ যুবক (বা যুবতী) যে তার ঘৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছে, (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সদা মসজিদে লটকানো থাকে, যখন সে মসজিদ হতে বের হয় যে পর্যন্ত না সে তাতে ফিরে যায়, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্যেই একে অপরকে ভালবাসে, আল্লাহর জন্যেই তারা একত্রিত থাকে এবং আল্লাহর জন্যেই বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) ঐ ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না, (৬) ঐ ব্যক্তি যাকে স্ত্রান্ত বংশীয়া ও সুন্দী নারী কু-কাজের দিকে আহ্বান করে এবং সে বলেঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৭) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তার দু'চক্ষু দিয়ে অশ্রু বয়ে যায়।”

(৩৫) নিদর্শনাবলী দেখার পর
তাদের মনে হলো যে, তাকে
কিছুকালের জন্যে কারারুদ্ধ
করতেই হবে।

وَمَنْ بَدَأَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوا
— ৩৫ —
الْآيَتُ لِيَسْجُنَنَهُ حَتَّىٰ حِينَ
○ (৩৫)

আল্লাহ তাআলা বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতা সবারই কাছে প্রকাশিত হয়ে গেল। কিন্তু এরপরও তাঁকে কিছুকালের জন্যে কারারুদ্ধ করে রাখাই তারা যুক্তি সঙ্গত মনে করলো। কেননা, জনগণের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আয়ীয়ের স্ত্রী যুলাইখা হ্যরত (ইউসুফের. আঃ) প্রেমে পাগলিনী হয়ে গেছে। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় তবে তারা মনে করবে, যে তাঁরই হ্যাতে পদস্থলন ঘটে থাকবে।

কারণ এটাই ছিল যে, যখন মিসরের বাদশাহ কারাগার হতে মুক্তি দেয়ার জন্যে হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) ডেকে পাঠান তখন তিনি জেলখানা থেকেই বলেছিলেনঃ “আমি বের হবো না যে পর্যন্ত না আমার নিরপরাধ হওয়া এবং পবিত্রতা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে যাবে। আমি কারাগারেই থাকবো যে পর্যন্ত বাদশাহ সাক্ষীদের মাধ্যমে এবং স্বয়ং আয়ীয়ের স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণ সত্যতা যাচাই না করবেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ, আমি মোটেই বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। এটা সারা দুনিয়াবাসীর কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত আমি জেলখানা হতে বের হবো না।” অতঃপর যখন হ্যরত ইউসুফ (আঃ) কারাগার হতে বেরিয়ে আসেন তখন একটা

লোকও এমন ছিল না যে তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার ব্যাপারে বিনুমাত্র সন্দেহ করেছিল। তাঁকে কারাগারে বন্দী করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যেন আয়ীয়ের স্ত্রীর বদনাম না হয়।

(৩৬) তার সাথে দুজন যুবক

কারাগারে প্রবেশ করলো,
তাদের একজন বললোঃ আমি
স্বপ্নে দেখলাম, আমি আংশুর
নিংড়িয়ে রস বের করছি, এবং
অপরজন বললোঃ আমি স্বপ্নে
দেখলাম আমি আমার মাথায়
রুটি বহন করছি এবং পাখি
তা হতে থাচ্ছে, আমাদেরকে
আপনি এর তাৎপর্য জানিয়ে
দিন, আমরা আপনাকে সৎ
কর্মপরায়ণ দেখছি।

وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنٌ
قَالَ أَحدهما إِنِّي أَرَى نَاسًا
خَمْرًا وَ قَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَى
أَحْمَلَ فَوْقَ رَاسِيِّ خَبِزًا تَاكِلُ
الْطَّيْرَ مِنْهُ نَبْئَنَا بِتَاوِيلِهِ إِنَا
نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

যেই দিন হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) কারাগারে যেতে হয়, ঘটনাক্রমে সেই দিনই দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করে। কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, যুবকদ্বয়ের একজন ছিল বাদশাহ'র সুরাবাহী এবং অপরজন ছিল তার রুটি প্রস্তুতকারী (বাবুচি)। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, সুরাবাহীর নাম ছিল নাবওয়া এবং বাবুচির নাম ছিল মিজলাস। সুন্দী (রঃ) বলেন যে, তাদেরকে বন্দী করার কারণ হচ্ছে, তারা বাদশাহ'র খাদ্যে ও পানিয়ে বিষ মিশ্রিত করার ঘড়্যন্ত করেছিল বলে বাদশাহ সন্দেহ করেছিলেন। কারাগারে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) সৎকার্যাবলীর যথেষ্ট সুনাম ছিল। সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, দানশীলতা, চরিত্রের মাধুর্য, ইবাদত বন্দেগীতে অধিক সময় কাটিয়ে দেয়া, খোদাভীতি, ইলম ও আমল, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান, সদাচার প্রভৃতি সদগুণাবলীর জন্যে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। জেলখানার কয়েদীদের কল্যাণ সাধন, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার, তাদের প্রতি অনুগ্রহকরণ। তাদের মন জয়করণ, তাদের দুঃখে সমবেদন জ্ঞাপ, নৃগীদের সেবাকরণ প্রভৃতিই ছিল তাঁর প্রতিদিনের কাজ। এই দু'জন সরকারী চাকুরে হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) অত্যন্ত ভালবাসতে থাকে।

একদিন তারা তাঁকে বলেঃ “জনাব! আপনার সাথে আমাদের অত্যন্ত ভালবাসা জন্মেছে।” তিনি তাদেরকে উত্তরে বললেনঃ “আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বরকত দান করুন।” কথা এই যে, যেই আমাকে ভালবেসেছে তারই কারণে আমি বিপদগ্রস্ত হয়েছি। আমার ফুফু আমাকে ভালবেসে ছিলেন, তাঁর ভালবাসার কারণে আমি বিপদে পড়েছিলাম। আমার পিতা আমাকে ভালবেসেছিলেন, তাঁর ভালবাসার কারণে আমাকে কষ্টভোগ করতে হয়েছে। আর্যীয়ের স্ত্রী (যুলাইখা) আমাকে ভালবেসেছিল, তার ফলে কি হয়েছে তা শুধু আমার নয় বরং তোমাদের চোখের সামনেও স্পষ্টরূপে প্রকাশমান।”

যুবকদ্বয় একদা স্বপ্ন দেখলো— সুরাবাহী লোকটি স্বপ্নে দেখলো যে, সে যেন আঙ্গুরের রস নিখড়াচ্ছে। হ্যরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) কিরআতে “শব্দের স্থলে عَنْبَأَ شব্দ রয়েছে। আমানবাসী আঙ্গুরকে حُرْ بলে থাকে। লোকটি স্বপ্নে দেখলো যে, সে যেন আঙ্গুরের চারা রোপন করেছে। তাতে আঙ্গুরের গুচ্ছ রয়েছে এবং সে তা ভেঙ্গে নিয়েছে। অতঃপর সে তা নিখড়িয়ে রস বের করেছে এবং বাদশাহ'কে পান করিয়েছে। হ্যরত ইউসুফের (আঃ) সামনে স্বপ্নের বর্ণনা দেয়ার পর সে তাঁকে এর তাৎপর্য বলে দিতে অনুরোধ করলো। আল্লাহর নবী হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাকে বললেনঃ “এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তিনি দিন পরে তোমাকে জেলখানা হতে মুক্তি দেয়া হবে। আর তুমি তোমার কাজে অর্থাৎ বাদশাহের সুরা পরিবেশনকারী পদে পুনরায় নিযুক্ত হবে।” অপর ব্যক্তি বললোঃ “আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মাথায় ঝুঁটি বহন করছি এবং পাখী এসে তা থেকে খাচ্ছে।” অধিকাংশ মুফাসিসিরদের মতে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, প্রকৃতপক্ষে তারা উভয়েই এই স্বপ্নই দেখেছিল এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা হ্যরত ইউসুফের (আঃ) নিকট জানতে চেয়েছিল। কিন্তু হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা কোন স্বপ্নই দেখে নাই। হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) পরীক্ষা করবার জন্যেই শুধু তারা তাঁর কাছে মিথ্যা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিল।

(৩৭) ইউসুফ (আঃ) বললোঃ

তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া
হয় তা আসবার পূর্বে আমি
তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা

— قَالَ لَا يَاتِي كُمَا طَعَامٌ
تَرْزِقْنَهُ إِلَّا نَبَاتٌ كَمَا بَتَأْوِيلِهِ
— ৩৭

জানিয়ে দিবো, আমি যা
তোমাদেরকে বলবো তা আমার
প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা
দিয়েছেন তা হতে বলবো, যে
সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস
করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী
হয় আমি তাদের মতবাদ
বর্জন করেছি।

(৩৮) আমি আমার পিতৃপুরুষ
ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক
(আঃ) এবং ইয়াকুবের (আঃ)
মতবাদ অনুসরণ করি,
আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে
শরীক করা আমাদের কাজ নয়,
এটা আমাদের ও সমস্ত
মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ;
কিন্তু অধিকাংশ মানুষই
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا
عَلَمْنَا رِبِّيْ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَةً
قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ
بِالآخِرَةِ هُمْ كُفَّارُونَ ۝

وَاتَّبَعُتْ مِلَةً أَبَا إِعْبُرِيْ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا
أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর দু'জন কয়েদী সঙ্গীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেনঃ “আমি তোমাদের স্বপ্নের সঠিক তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা জানি। তা বর্ণনা করতে আমি মোটেই কার্পণ্য করবো না এর তাৎপর্য সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে তা বলে দেবো।” হ্যরত ইউসুফের (আঃ) এই ফরমান এবং এই অঙ্গীকার প্রদানের দ্বারা বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, তিনি একাকীভূতের কয়েদে ছিলেন। খাওয়ার সময় খুলে দেয়া হতো এবং তখন পরম্পর মিলিত হতে পারতেন। এ জন্যেই তিনি তাদের সাথে এই ওয়াদা করেছিলেন। আর এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অল্প অল্প করে দু'টো স্বপ্নের পূর্ণ ব্যাখ্যা বলে দেয়া হয়েছিল। হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ) হতে এটা বর্ণিত হয়েছে, যদিও এটা খুবই গারীব বা দুর্বল।

তারপর হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ “আমাকে এই বিদ্যা আল্লাহ তালালার পক্ষ হতে দান করা হয়েছে। কারণ এই যে, আমি এই

কাফিরদের ধর্ম ত্যাগ করেছি যারা আল্লাহকেও মানে না এবং পরিকালকেও বিশ্বাস করে না। আমি আল্লাহর রাসূলদের সত্য দ্বীনকে মেনে নিয়েছি এবং তারই অনুসরণ করছি। স্বয়ং আমার পিতা ও দাদা আল্লাহর রাসূল ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন হ্যরত ইবরাহীম (আঃ), হ্যরত ইসহাক (আঃ) এবং হ্যরত ইয়াকুব (আঃ)। প্রকৃতপক্ষে যাঁরাই সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, হিদায়াতের অনুসারী হন, আল্লাহর রাসূলদের আনুগত্যকে অপরিহার্যরূপে ধারণ করেন এবং ভাস্তু পথ হতে মুখ ফিরিয়ে নেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআ'লা তাঁদের অন্তরকে আলোকিত করে দেন, বক্ষকে পরিপূর্ণ করেন, বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভূষিত করেন। তাঁদেরকে ভাল লোকদের নেতা বানিয়ে দেন। তাঁরা জগতবাসীকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে থাকেন। আমরা যখন সরল সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছি, তখন আমাদের জন্যে এটা কিরণে শোভনীয় হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবো? এই তাওহীদ, এই সত্য দ্বীন এবং এই আল্লাহর একত্বাদের সাক্ষ্য, এটা আল্লাহর একটা বিশেষ অনুগ্রহ, যাতে শুধু আমরা নই, বরং আল্লাহর অন্যান্য মাখলূকও এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা শুধু এটুকু শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি যে, আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী এসেছে এবং জনগণের কাছে আমরা এই ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ পৌছিয়ে দিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ। তারা সেই বড় নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, যে নিয়ামত মহান আল্লাহ রাসূলদের মাধ্যমে তাদেরকে প্রদান করেছেন। এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে তারা এর সাথে কুফৰী করছে। ফলে তারা নিজেদের সঙ্গীদের সহ ধর্মসের ঘরে স্থান করে নিচ্ছে।

হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) দাদার উপরও পিতার হৃকুম লাগিয়ে থাকেন। আর তিনি বলেন যে, যার ইচ্ছা হয় সে যেন হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাঁর সাথে মুকাবিলা করে। তিনি প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা দাদার উল্লেখ করেন নাই। হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, তিনি বলেছিলেনঃ “আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুবের (আঃ) অনুসরণ করেছি।”

(৩৯) হে আমার কারা-সঙ্গীবয়!

ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেষ্ঠ,
না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?

(৪০) তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু

করকগুলি নামের ইবাদত
করছো, যেই নাম তোমাদের
পিতৃ পুরুষ ও তোমরা
রেখেছো। এইগুলির কোন
প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নাই,
বিধান দেয়ার অধিকার শুধু
আল্লাহরই, তিনি নির্দেশ
দিয়েছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র
তাঁরই ইবাদত করবে, আর
কারো ইবাদত করবে না,
এটাই সরল সঠিক দীন, কিন্তু
অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত
নয়।

হযরত ইউসুফের (আঃ) কারা-সঙ্গীবয় তাঁর কাছে তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করতে এসেছে। তিনি তাদেরকে তা বলে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। কিন্তু এর পূর্বে তিনি তাদেরকে তাওহীদের ওয়ায় শুনাচ্ছেন এবং শিরক হতে ও মাখলুকের উপাসনা হতে বিরত থাকতে বলছেন। তিনি বলছেনঃ “সেই এক আল্লাহ যিনি সকল বস্তুর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাঁর সামনে সমস্ত মাখলুক নত, অক্ষম ও শক্তিহীন, যার কোন অংশীদার নেই, সব কিছুরই উপর যাঁর রাজত্ব ও আধিপত্য তিনিই উত্তম, না তোমাদের কান্নিক দুর্বল ও অপদার্থ বহু উপাস্য উত্তম? এরপর তিনি বলেনঃ “তোমরা যেগুলির পূজার্চনা করছো সেগুলি একেবারে অকেজো। এই নামগুলি এবং এগুলির ইবাদত শুধু তোমাদের মনগড়া। খুব বেশি বললে তোমরা শুধু এতটুকুই বলতে পারবে যে, তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও এই রোগেরই রোগী ছিল। কিন্তু এর কোন প্রমাণ

٣٩ - يَصَاحِبِ السِّجْنَ عَارِبٌ
مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارٌ ۝

٤ - مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا
أَسْمَاءً سَمَيْتُ مُهَا أَنْتُمْ
وَابْأُوكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
سُلْطَنٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرٌ
إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْقَيْمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ۝

তোমরা উপস্থাপন করতে পারবে না। আল্লাহ তাআ'লা এর কোন আকলী ও নকলী দলীল দুনিয়ায় তৈরীই করেন নাই। হকুম, আধিপত্য, ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁরই ইবাদত করার এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা হতে বিরত থাকার অকাট্য হকুম দিয়ে রেখেছেন। দীনে মুসতাকীম এটাই যে, আল্লাহর একত্ব ঘোষিত হবে, আমল ও ইবাদত হবে একমাত্র তাঁরই জন্যে এবং হকুম চলবে শুধুমাত্র তাঁরই। এর উপর অসংখ্য দলীল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। তারা তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ কারণেই অধিকাংশ মানুষ শিরকের পংক্তিলে নিমজ্জিত রয়েছে। নবীদের আকাংখা সত্ত্বেও ঈমানের সৌভাগ্য তারা লাভ করে না।

স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করার পূর্বে এই বাহাসের অবতারণার মধ্যে এক বিশেষ ঘোষিতক্তাও ছিল। তা এই যে, তাদের দু'জনের মধ্যে একজনের স্বপ্নের তাৎপর্য ছিল খুবই খারাপ। তাই তিনি তাদের সাথে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিলেন যেন তারা তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি না করে। কিন্তু তারা যখন পুনরায় তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলো তখন তিনিও তাঁর ওয়ায়ের পুনরাবৃত্তি করলেন। তাদের বারবার প্রশ্ন উত্থাপন করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কেননা, তিনি তো তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দেয়ার ওয়াদাই করেছেন। এখানে কথা শুধু এটাই যে, তারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দেখেই তাঁকে এটা জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি ওর জবাব দেয়ার পূর্বে ওর চেয়ে উত্তম বিষয়ের দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং দ্বীন ইসলামকে তাদের সামনে দলীলসহ পেশ করেন। কেননা, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের মধ্যে সত্যকে কবুল করে নেয়ার উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। তারা কথা বুঝবে, দলীল প্রমাণের উপর গবেষণা চালাবে এবং সত্যকে মেনে নেয়ার কথা কানে শ্রবণ করবে। যখন তিনি স্বীয় কর্তব্য পালন করলেন এবং আল্লাহর আহকামের তাবলীগের কাজ শেষ করলেন তখন তিনি তাদের দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার পূর্বে তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

(৪) হে আমার কারা-সঙ্গীব্য!

তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা

এই যে, সে তার প্রভুকে

٤١ - يَصَاخِبِي السِّجْنَ أَمَا
أَحَدُكُمَا فِي سَقِّي رَبِّهِ خَمْرًا

মদ্যপান করাবে এবং অপর
সম্বন্ধে কথা এই যে, সে
শূলবিদ্ধ হবে, অতঃপর তার
মস্তক হতে পাখি আহার
করবে, যে বিষয়ে তোমরা
জানতে চেয়েছো তার সিদ্ধান্ত
হয়ে গেছে।

وَامَا الْآخِرُ فِي صَلَبٍ فَتَاكِلُ
الْطِيرُ مِنْ رَاسِهِ قَضَى الْأَمْرُ
الَّذِي فِيهِ تَسْتَفِتِينَ ۝

এখন আল্লাহর মনোনীত বান্দা হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর
কারা-সঙ্গীদ্বয়কে তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দিচ্ছেন। কিন্তু কার স্বপ্নের
ব্যাখ্যা কি তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছেন না, যাতে তাদের একজন
দুঃখিত না হয় এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর বোৰা তার উপর চেপে না বসে।
বরং তিনি অস্পষ্টভাবেই তাদেরকে বললেন : “তোমাদের মধ্যে একজন
বাদশাহুর সুরা পরিবেশনকারী নিযুক্ত হয়ে যাবে।” এটা আসলে ঐ ব্যক্তির
স্বপ্নের তাৎপর্য ছিল, যে নিজেকে আঙুরের রস নিঙড়াতে দেখেছিল। আর
যে ব্যক্তি নিজের মাথার উপর কুঠি দেখেছিল তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা তিনি এই
দিলেন যে, তাকে শূল বিদ্ধ করা হবে এবং পাখি তার মাথার মগজ থাবে।
এরপর তিনি বলেনঃ “এটা কিন্তু সংঘটিত হয়েই যাবে। কেননা, যে পর্যন্ত
স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করা না হয় সেই পর্যন্ত তা লটকানো অবস্থায় থাকে।
আর যখন তার ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়ে যায় তখন তা সংঘটিত হয়েই পড়ে।”

কথিত আছে যে, স্বপ্নের তাৎপর্য শুনার পর তারা উভয়ে বলেছিলঃ
“আমরা তো আসলে কোন স্বপ্নই দেখি নাই।” তখন তিনি তাদেরকে
বলেছিলেনঃ “এখন তো তোমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী এর ফল সংঘটিত হয়েই
যাবে।” এর দ্বারা জানা গেল যে, কেউ যদি অথবা স্বপ্নের কথা বলে এবং
তার তাৎপর্যও বলে দেয়া হয় তখন তার প্রকাশ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ
সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মুআবিয়া ‘ইবনু হায়দা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ)
বলেছেনঃ “স্বপ্ন পাখীর পায়ের উপর থাকে (অর্থাৎ উড়ন্ত অবস্থায় থাকে),
যে পর্যন্ত না ওর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। অতঃপর যখন ওর তাৎপর্য বর্ণনা
করা হয় তখন তা সংঘটিত হয়ে যায়।”^১

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্থির মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে মারফু' রূপে বর্ণিত আছে যে, স্বপ্ন হচ্ছে
প্রথম তাৎপর্য বর্ণনাকারীর জন্যে।^১

(৪২) ইউসুফ (আঃ) তাদের মধ্যে

যে মুক্তি পাবে মনে করলো,
তাকে বললোঃ তোমার প্রভুর
কাছে আমার কথা বলো; কিন্তু
শয়তান তাকে তার প্রভুর কাছে
তার বিষয় বলবার কথা
ভুলিয়ে দিলো; সুতরাং ইউসুফ
(আঃ) কয়েক বছর কারাগারে
রাইলো।

- ৪২ -
وَقَالَ لِلَّذِي ظُنِّيَّ نَاجٌ
مِنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رِبِّي
فَانْسِهُ الشَّيْطَنُ ذِكْرُ رِبِّي فَلَبِثَ
فِي السِّجْنِ بِضَعْ سِنِّينَ ۝

হ্যরত ইউসুফ (আঃ) যার স্বপ্নের তাৎপর্য অনুযায়ী স্বীয় ধারণায়
জেলখানা হতে মুক্তি পাবেন বলে মনে করেছিলেন তাকে তিনি দ্বিতীয়
ব্যক্তি অর্থাৎ বাবুর্চির অগোচরে গোপনে বলেছিলেন যে, সে যেন বাদশাহর
সামনে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করে। কিন্তু লোকটি তাঁর এ কথাটি
সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। এটাও ছিল শয়তানেরই চক্রান্ত। এ কারণে হ্যরত
ইউসুফকে (আঃ) কয়েক বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। সুতরাং সঠিক
কথা এটাই যে, 'سَهْلَ فَتَّا' এর 'স' সর্বনামটি মুক্তিপ্রাপ্ত লোকটির দিকেই
প্রত্যাবর্তিত। তবে কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, 'স' সর্বনামটি হ্যরত
ইউসুফের (আঃ) দিকে ফিরেছে।

হ্যরত ইবনু আবুস (রাঃ) হতে মারফু' রূপে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : "যদি হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এ কথা না
বলতেন তবে তাঁকে এতো দীর্ঘদিন জেলখানায় থাকতে হতো না। তিনি
আল্লাহ তাআ'লাকে ছেড়ে অন্যের কাছে নিজের জীবনের প্রশংসন্তা কামনা
করেছিলেন।" কিন্তু এই রিওয়াইয়াতটি অত্যন্ত দুর্বল। কেননা, সুফইয়ান
ইবনু ওয়াকী' এবং ইবরাহীম ইবনু ইয়ায়ীদ এ দু'জন বর্ণনাকারী দুর্বল।
হাসান (রঃ) ও কাতাদা' (রঃ) হতে মুরসাল রূপে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, তথাপি

১. এ হাদীসটি আবু ইয়ালা (রঃ) তাঁর মুসনাদ গ্রহে বর্ণনা করেছেন।

একপ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একপ মুরসাল হাদীস কখনোই গ্রহণযোগ্য দলীল হতে পারে না। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে।

শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার জন্যে এসে থাকে। হ্যরত অহাব ইবনু মুনাববাহ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত আইয়ুব (আঃ) সাত বছর বছর যাবৎ রোগে ভুগেছিলেন, হ্যরত ইউসুফ (আঃ) সাত বছর কারাগারে অবস্থান করেছিলেন এবং বাখ্তে নাসারের শাস্তিও সাত বছর ধরে চলেছিল। হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হ্যরত ইউসুফের (আঃ) কারাগারে অবস্থানের সময়কাল ছিল বারো বছর। যহুক (রঃ) বলেন যে চৌদ্দ বছর তিনি জেলখানায় অবস্থান করেছিলেন।

(৪৩) রাজা বললোঃ আমি স্বপ্নে

দেখলাম, সাতটি স্তুলকায়
গাভী, ওগুলিকে সাতটি
শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে
এবং সাতটি সবুজ শীষ ও
অপর সাতটি শুক্ষ, হে
প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের
ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার
স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।

(৪৪) তারা বললোঃ এটা অর্থহীন
স্বপ্ন এবং আমরা একপ স্বপ্ন
ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।

(৪৫) দু'জন কারারদ্দের মধ্যে
যে মুক্তি পেয়েছিল এবং
দীর্ঘকাল পরে তার স্বরণ হলো
সে বললোঃ আমি এর তাৎপর্য
তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো,
সুতরাং তোমরা আমাকে
পাঠিয়ে দাও।

٤٣ - وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ

بَقَرَاتٍ سَمَانٍ يَا كَلْهَنْ سَبْعَ

عَجَافٍ وَسَبْعَ سُبْلَتٍ خُضْرَ

وَأُخْرَى بَيْسِتٍ يَا يَهَا الْمَلَأُ

أَفْتَوْنِي فِي رَعِيَّاتٍ إِنْ كُنْتُمْ

لِلرَّعِيَّا تَعْبُرُونَ ٥

٤٤ - قَالُوا اضْغَاثُ أَحَلَامٍ وَمَا

نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحَلَامِ بَعْلَمِينَ ٦

٤٥ - وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا

وَادَّكَ بَعْدَ أُمَّةً إِنَّا أُنْسِئْكُمْ

بِتَأْوِيلِهِ فَارْسِلُونَ ٧

(৪৬) সে বললোঃ হে ইউসুফ
 (আঃ) হে সত্যবাদী! সাতটি
 শুলকায় গাভী, ওগুলিকে
 সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ
 করছে এবং সাতটি সবুজ
 শীষ ও অপর সাতটি শুঙ্খ শীষ
 সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে
 ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি
 লোকদের কাছে ফিরে যেতে
 পারি এবং যাতে তারা অবগত
 হতে পারে।

(৪৭) ইউসুফ (আঃ) বললোঃ
 তোমরা সাত বছর একাধিক্রমে
 চাষ করবে, অতঃপর তোমরা
 যে শস্য সংগ্রহ করবে তার
 মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ
 তোমরা ভক্ষণ করবে, তা
 ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত
 রেখে দেবে।

(৪৮) এরপর আসবে সাতটি
 কঠিন বছর, এই সাত বছর যা
 পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোক
 তা খাবে, শুধু সামান্য কিছু যা
 তোমরা সংরক্ষণ করবে তা
 ব্যতীত।

(৪৯) এবং এরপর আসবে এক
 বছর, সেই বছর মানুষের
 জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে
 এবং সেই বছর মানুষ প্রচুর
 ফলের রস নিঙড়াবে।

٤٦ - يَوْمَ يُوسُفُ إِلَيْهَا الصَّدِيقُ افْتَنَاهُ
 فِي سَبْعِ بَقْرَاتٍ سِمَانٍ يَا كَلْهَنْ
 سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سِنْبَلَةً
 خُضْرٌ وَآخَرٌ يِسْتَ لِعْلَى أَرْجَعٍ
 إِلَى النَّاسِ لِعْلَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

٤٧ - قَالَ تَزَرَّعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابِّاً
 فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سِنْبَلَةٍ
 إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكِلُونَ ○

٤٨ - ثُمَّ يَاتِيُّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ
 شِدَادًا يَا كَلْنَ مَا قَدْمَتُمْ لَهُنَّ
 إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ○

٤٩ - ثُمَّ يَاتِيُّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ
 فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
 عِصْرُونَ ○ (১৬)

আল্লাহ তাআ'লা এটা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, হ্যরত ইউসুফ (আঃ) অত্যন্ত মর্যাদা, সম্মানজনক মুক্তি ও পবিত্রতার সাথে কারাগার হতে বের হয়ে আসবেন। এ জন্যেই মহান আল্লাহ এই কারণ বানিয়ে দিলেন যে, মিসরের বাদশাহ এক স্বপ্ন দেখলেন, যার ফলে তিনি কিংকর্তব্যবিমুচ্চ হয়ে পড়লেন। তিনি দরবার ডাকলেন এবং সমস্ত সভাসদ, যাদুকর, জ্যোতিষী এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীকে একত্রিত করলেন। তাদের সামনে তিনি নিজের স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন এবং ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু কেউই কিছুই বুঝলো না এবং সবাই অপারগ হয়ে এটাকে এড়িয়ে যেতে চাইলো। তাই তারা বললোঃ “এটা কোন ব্যাখ্যা যোগ্য স্বপ্ন নয়। এটা শুধু এলোমেলো খেয়াল মাত্র। আমরা এগুলির ব্যাখ্যা জানি না।” ঐ সময় শাহী সূরা পরিবেশনকারীর হ্যরত ইউসুফের (আঃ) কথা মনে পড়ে গেল। তার শ্মরণ হয়ে গেল যে, তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানে বিশেষ অভিজ্ঞ। এই বিদ্যায় তাঁর খুবই পারদর্শিতা রয়েছে। এটা ছিল ঐ ব্যক্তি যে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) সাথে কারাগারে অবস্থান করেছিল এবং তার সাথে তার এক সঙ্গীও ছিল। এই লোকটিকেই হ্যরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন যে, সে যেন বাদশাহর কাছে তাঁর কথা আলোচনা করে। কিন্তু শয়তান তাকে ঐ কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। এই দীর্ঘদিন পরে তার সে কথা শ্মরণ হলো। সে দরবারের সবারই সামনে এসে বলেঃ “এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা জানবার আপনাদের আগ্রহ থাকলে আমাকে কারাগারে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি দিন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করবো।” সবাই তার প্রস্তাবে সম্মত হলো এবং তাকে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) নিকট পাঠিয়ে দিলো।

“মাঁ” শব্দটি অন্য পঠনে “মা’ রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে ভুলে যাওয়া। অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার পর তার শ্মরণ হলো।

দরবারের লোকদের কাছে অনুমতি নিয়ে লোকটি হ্যরত ইউসুফের (আঃ) নিকট হাজির হলো এবং বললোঃ “হে সত্যবাদী ইউসুফ (আঃ) বাদশাহ এই ধরণের একটি স্বপ্ন দেখেছেন এবং এর ব্যাখ্যা জানতে তিনি খুবই আগ্রহী। রাজদরবার লোকে ভরপুর রয়েছে। তারা অধীরভাবে আমার পথ পানে চেয়ে আছে। দয়া করে আপনি আমাকে এর ব্যাখ্যা বলে দিন যাতে আমি ফিরে গিয়ে তাদেরকে এটা অবহিত করতে পারি।” হ্যরত

ইউসুফ (আঃ) তাকে কোন ভৰ্ত্সনা করলেন না যে, সে এতোদিন পর্যন্ত তাঁর কথা ভুলে গিয়েছিল এবং বাদশাহর সামনে তাঁর কথা আলোচনা করে নাই। সে বাদশাহর কাছে এ আবেদনও করে নাই যে, তাঁকে কারাগার হতে মুক্তি দেয়া হোক! তিনি তার কাছে কোন আশা প্রকাশও করলেন না এবং তাকে দোষারোপও করলেন না, বরং বিনা বাক্য ব্যয়ে বাদশাহর স্বপ্নের পূর্ণ তাৎপর্য বর্ণনা করলেন এবং সাথে সাথে তদবীরও বলে দিলেন। সাতটি স্তুলকায় গাভী দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সাত বছর পর্যন্ত প্রয়োজন মোতাবেক বরাবর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। গাছে খুবই ফল ধরবে এবং জমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। সাতটি সবুজ শীষ দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই। গাভী ও বলদকেই হালে জুড়ে দেয়া হয় এবং ওগুলি দ্বারাই জমিতে চাষ করা হয়। তিনি প্রণালীও বলে দিলেন যে, ঐ সাত বছর যে ফসল উৎপন্ন হবে তা সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে জমা করে রাখতে হবে এবং সেগুলিকে রাখতে হবে শীষসহ যাতে পঁচে না যায় এবং খারাপ ও নষ্ট না হয়। শুধু খাবারের প্রয়োজন হিসেবে প্রথম থেকে গ্রহণ করতে হবে। সামান্য পরিমাণও বেশি নেয়া চলবেনা। এই সাত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরই দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাবে এবং এই দুর্ভিক্ষ পর্যায়ক্রমে সাত বছর পর্যন্ত থাকবে। বৃষ্টিও হবে না এবং এই দুর্ভিক্ষ পর্যায়ক্রমে সাত বছর পর্যন্ত থাকবে। জেনে রেখো, পরবর্তী সাত বছরে ফসল মোটেই উৎপন্ন হবে না। বরং তোমাদের পূর্বের সাত বছরের জমাকৃত ফসল হতেই খেতে থাকবে। তোমরা বীজ বপণ করবে বটে, কিন্তু শস্য মোটেই উৎপন্ন হবে না। তিনি স্বপ্নের পূর্ণ ব্যাখ্যা দানের পর এই সুসংবাদও প্রদান করলেন যে, দুর্ভিক্ষের সাতটি বছরের পর যে বছরটি আসবে তা বড়ই বরকতময় বছর হবে। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। ফলে সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাবে। লোকেরা অভ্যাসগতভাবে যায়তুল প্রভৃতির তেল বের করবে এবং অভ্যাস অনুযায়ী আঙুরের রস নিঙড়াতে থাকবে। জন্মের স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং জনগণ যথেষ্ট পরিমাণে দুধ বের করে পান করবে এবং পরিত্থ হবে।

(৫০) রাজা বললোঃ তোমরা ইউসুফকে (আঃ) আমার কাছে নিয়ে এসো; যখন দৃত তার কাছে উপস্থিত হলো তখন সে বললোঃ তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীরা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি? আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্যক অবগত।

(৫১) রাজা নারীদেরকে বললোঃ যখন তোমরা ইউসুফ (আঃ) হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কি হয়েছিল? তারা বললোঃ অঙ্গুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই; আবীয়ের স্ত্রী বললোঃ এক্ষণে সত্য প্রকাশ পেয়ে গেল। আমিই তা হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিলাম, সে তো সত্যবাদী।

(৫২) সে বললোঃ আমি এটা বলেছিলাম, যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করি নাই এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।

٥- وَقَالَ الْمَلِكُ اتَّسْوِنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِعْنَ أَيْدِيهِنَّ إِنْ رِبِّيْ بِكَيْدِهِنْ عَلِيمٌ

٥١- قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيزِ النَّ حَصْحَصَ الْحَقَّ أَنَا رَأَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لِمِنَ الصَّدِيقِينَ

٥٢- ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

আল্লাহ তাআ'লা রাজা সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, রাজার স্বপ্নের তাৎপর্য জেনে নেয়ার পর যখন রাজদূত হয়ে ইউসুফের (আঃ) নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করলো এবং রাজাকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করলো তখন রাজা তাঁর ঐ স্বপ্নের এই তাৎপর্য শুনে খুবই খুশী হলেন এবং এটাই যে তাঁর স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা তা তাঁর নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস হয়ে গেল তিনি এটাও বুঝতে পারলেন যে, হয়ে ইউসুফ (আঃ) একজন বড় বিদ্বান ও সম্মানিত ব্যক্তি। স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তিনি আল্লাহর মাখলুকের শুভকাংখী। তাঁর কোন লোভ নেই। এখন তাঁর সাথে স্বয়ং সাক্ষাৎ করার তাঁর খুবই আগ্রহ হলো। তৎক্ষণাত তিনি দূতকে বললেন : ‘যাও এখনই হয়ে ইউসুফকে (আঃ) কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো।’ সুতরাং পুনরায় দূত কারাগারে গিয়ে হয়ে ইউসুফের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ করলো এবং বাদশাহের পয়গাম তাঁকে শুনিয়ে দিলো। তখন তিনি বললেনঃ “আমি এখান থেকে বের হবো না যে পর্যন্ত না মিসরের বাদশাহ এবং তাঁর সভাসদবর্গ এটা অবগত হবেন যে, আমার অপরাধ কি ছিল? আয়ীয়ের স্ত্রী সম্পর্কে যে দোষ আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা কতটুকু সত্য? এতদিন পর্যন্ত আমাকে কারাগারের বন্দী রাখার মধ্যে কি রহস্য নিহিত রয়েছে? এটা কি শুধুমাত্র অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির ভিত্তিতে? তুমি ফিরে গিয়ে বাদশাহকে আমার পয়গাম জানিয়ে দাও। তিনি যেন ঘটনাটি পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেন।”

হাসীদ শরীফেও হয়ে ইউসুফের (আঃ) এই ধৈর্য এবং তাঁর এই সৌজন্য ও অদ্বিতীয় ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হয়ে আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : “হয়ে ইবরাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমরাই সন্দেহের বেশী হকদার। হয়ে ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেনঃ

رَبِّ أَرْنِيْ كَيْفَ تُحْكِيْ الْمُوْتَىْ

অর্থাৎ “হে আমার প্রতিপালক আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবেন তা আমাকে দেখিয়ে দিন।” (২৪ ২৬০) আল্লাহ তাআ'লা হয়ে লুতের

(আঃ) উপর রহম করুন! তিনি কোন শক্তিশালী দল বা কোন ময়বুত দুর্গের আশ্রয়ে আসতে চেয়েছিলেন। জেনে রেখো যে, হ্যরত ইউসুফ (আঃ) যতদিন জেলখানায় অবস্থান করেছিলেন, আমি যদি সেখানে ততদিন অবস্থান করতাম, অতঃপর দৃত আমার কাছে আমার মুক্তির প্রস্তাব নিয়ে আসতো তবে আমি অবশ্যই তার প্রস্তাব (বিনা শর্তে) কবুল করে নিতাম।”

فَاسْأَلْهُ مَا بِالنِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيهِنَ الْخَ

এই আয়াতের তাফসীরে হ্যরত আবু হৱাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেনঃ “যদি আমি হতাম তবে তৎক্ষণাত দৃতের কথা মেনে নিতাম এবং কোন ওজর অনুসন্ধান করতাম না।”

মুসনাদে আবদির রায়খাকে ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আল্লাহর শপথ! আমি ইউসুফের (আঃ) ধৈর্য ও সহশীলতা দেখে বিশ্বয় বোধ করি। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন! বাদশাহ স্বপ্ন দেখলেন এবং সেই স্বপ্নের তাৎপর্য জানবার জন্যে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। দৃত এসে হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলো। আর তিনি তৎক্ষণাত কোন শর্তাবোধ ছাড়াই স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দিলেন। যদি আমি হতাম তবে যে পর্যন্ত জেলখানা থেকে নিজেকে মুক্ত করিয়ে না নিতাম কখনো তা বলে দিতাম না।” হ্যরত ইউসুফের সবর ও করমের উপর বিস্মিত হতে হয়। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। তাঁর কাছে দৃত আসছে তাঁর মুক্তির পয়গাম নিয়ে। আর তাকে তিনি বলেছেনঃ “এখন নয়, যে পর্যন্ত না সকলের কাছে আমার পবিত্রতা, পৃণ্যশীলতা এবং নির্দোষিতা প্রকাশিত হয়।” তাঁর জায়গায় যদি আমি হতাম তবে দৌড়ে গিয়ে দরয়ার উপর পৌছে যেতাম।” এ বর্ণনাটি মুরসাল।

এখন বাদশাহ ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণ করতে শুরু করলেন। যে ভদ্র মহিলাদেরকে তাঁর স্ত্রী যুলাইখা দাওয়াত করেছিল তাদেরকে তিনি ডেকে পাঠান এবং স্বয়ং তাঁর স্ত্রীকেও দরবারে ডাকিয়ে নেন। অতঃপর তিনি ঐ মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “যিয়াফতের দিনের ব্যাপারটা কি? খুঁটিনাটি বর্ণনা কর, কিছুই গোপন করো না।” মহিলারা তখন সমস্তেরে বলে উঠলোঃ

“আল্লাহর মাহাত্ম্য অন্তর্ভুক্ত বটে! আমরা আজ এটা অকপটে স্বীকার করছি যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) কোনই অপরাধ ছিল না। তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছিল সবই তাঁর উপর অপবাদ ছিল। আল্লাহর শপথ! আমরা খুব ভালভাবেই জানি ইউসুফ (আঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই সময় যুলাইখাও বলে উঠলোঃ “সত্য শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েই গেল। আমি আজ স্বয়ং স্বীকার করছি যে, আমিই ইউসুফকে (আঃ) কুকাজের দিকে আহবান করেছিলাম। এই সময় তিনি যা বলেছিলেন ওটাই সত্য ছিল। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেনঃ “এই মহিলাই আমাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল।” এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যবাদী। আজ আমি দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের অপরাধ স্বীকার করছি, যাতে আমার স্বামীও আশ্বস্ত হন যে, আমিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যাপারে কোন খিয়ানত করি নাই। হযরত ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতার কারণে আমার দ্বারা কোন দুষ্কার্য প্রকাশিত হয় নাই। ব্যভিচার থেকে মহান আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আমার এই স্বীকারণের দ্বারা আমার স্বামীর সামনে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, আমি নির্লজ্জতাপূর্ণ কার্যে জড়িত হয়ে পড়ি নাই।”

এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য যে, বিশ্বাসঘাতকদের ঘড়্যন্ত আল্লাহ সফল করেন না, বরং তা তিনি বানচাল করে দেন।

(৫৩) আমি নিজেকে নির্দোষ মনে
করি না, মানুষের মন অবশ্যই
মন্দকর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয়
যার প্রতি আমার প্রতিপালক
দয়া করেন: আমার প্রতিপালক
অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ
لَا مَآرِثَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ
رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

(আয়ীয়ের স্ত্রী) যুলাইখা বললোঃ ‘আমি আমার নফসকে পবিত্র বলছি
না এবং না তাকে সর্বপ্রকারের অপরাধ হতে মুক্ত মনে করছি। নফসের
মধ্যে তো সব রকমের খারাপ খেয়াল এবং অবৈধ আকাঙ্ক্ষা বাসা বেঁধে
থাকে। ওটা সব সময় খারাপ কাজ করতে উভেজিত করে তাকে। এ
জন্যেই আমি নফসের প্রতারণায় পড়ে ইউসুফ (আঃ) কে আমার ফাঁদে
ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম কিন্তু তিনি আমার ফাঁদে পড়েন নাই। কেননা
নফস খারাপ কাজ করতে উভেজিত করে বটে, কিন্তু তাকে পারে না যার
প্রতি আল্লাহ পাকের করণা বর্ষিত হয়। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত
ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।’ এটা আয়ীয়ের স্ত্রী যুলাইখারই উক্তি। এ
উক্তিটি বেশি প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনা দ্বারাও এই
উক্তিটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। অর্থের দিক দিয়েও এটাই সঠিক বলে
মনে হয়। এটাকেই ইমাম রায়ী (রঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।
ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রঃ) তো এই ব্যাপারে একটি পৃথক কিতাবই রচনা
করেছেন এবং সেখানে এই উক্তিটিরই পূর্ণ পঢ়েপোষকতা করা হয়েছে।
কিন্তু কতকগুলি লোক এ কথাও বলেছেন যে, এটা হ্যারত ইউসুফের
(আঃ) উক্তি (অর্থাৎ *لِكَ لِيَعْلَمْ* হতে *غَفُورٌ رَّحِيمٌ* পর্যন্ত) যার ভাবার্থ হলো
ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ ‘যাতে মিসরের আয়ীয় জানতে পারেন যে, তাঁর
স্ত্রীর ব্যাপারে আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন খিয়ানত করি নাই’ (শেষ
পর্যন্ত)। ইবনু জারীর (রঃ) এবং ইবনু আবি হাতিম (রঃ) তো এই উক্তি
ছাড়া আর কোন উক্তি বর্ণনাই করেননি। যেহেতু তাফসীরে ইবনু জারীরে
রয়েছে যে, হ্যারত ইবনু আববাস (রাঃ) বলেনঃ “যখন হ্যারত ইউসুফের
(আঃ) কথা অনুযায়ী বাদশাহ শহরের মহিলাদেরকে তাঁর সম্পর্কে
জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন তারা বলেঃ ‘আমরা তাঁর মধ্যে খারাপ কিছুই
দেখি নাই।’ যুলাইখাও স্বীকারোক্তি করে বলেনঃ ‘সত্য কথা এটাই যে,
আমিই তাঁকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলাম’ তখন হ্যারত

ইউসুফ (আঃ) বলেনঃ ‘আমার এ সব করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমি যে মিসরের আয়ীয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর কোন খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই তা তাঁকে জানিয়ে দেয়া।’ তখন হ্যরত জিবরাইল (আঃ) তাঁর কাছে এসে বললেনঃ ‘যেই দিন মহিলাটি আপনাকে কামনা করেছিল এবং আপনিও তাকে কামনা করেছিলেন সেদিনও নয় কি (অর্থাৎ সেদিনও কি আপনি খিয়ানত করেন নাই)?’ তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ ‘আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন (শেষ পর্যন্ত)।’ মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ), ইকরামা (রঃ), ইবনু আবি হুয়াইল (রঃ), যহহাক (রঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং সুন্দী (রঃ) এটাই বলেছেন। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই (অর্থাৎ এটা যুলাইখার উক্তি হওয়াটাই) অধিকতর সঠিক, দৃঢ় এবং স্পষ্ট। কেননা পরবর্তী উক্তিটির শেষাংশ আয়ীয়ের স্ত্রী যুলাইখারই উক্তি বটে, যা সে সবারই সামনে বাদশাহৰ কাছে বর্ণনা করেছিল এবং হ্যরত ইউসুফ (আঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না (বরং ঐ সময় তিনি জেলখানায় ছিলেন)। ঐ সব কথোপকথনের পর বাদশাহ তাঁকে ডেকে পাঠান।

(৫৪) রাজা বললো : ইউসুফকে

(আঃ) আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করবো, অতঃপর রাজা যখন তার সাথে কথা বললো, তখন রাজা বললোঃ আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাবান ও বিশ্বাসভাজন হলে।

(৫৫) সে বললো আমাকে কোষাগারের দায়িত্ব নিয়োজিত করুন। নিচয়ই আমি ভালো সংরক্ষণকারী, অতিশয় জ্ঞানবান।

— وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ
‘استخلصه لنفسي فلماً كلمه
قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينَا مَكِينٌ
أَمِينٌ ۝

— قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ
الْأَرْضِ إِنِّي حَفِظُ عَلِيمٌ ۝

হয়রত ইউসুফ (আঃ) যখন বাদশাহৰ কাছে নিরপরাধ প্রমাণিত হয়ে যান তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং দ্রুতকে বলেনঃ ‘ইউসুফকে (আঃ) আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে আমার বিশিষ্ট পরামর্শদাতাদের মধ্যে গণ্য করবো। সুতরাং তিনি বাদশাহৰ নিকট আগমন করেন। বাদশাহ যখন তাঁর অতুলনীয় রূপলাবণ্য লক্ষ্য করলেন, তাঁর মুখের মধুমাখা কথা শুনলেন এবং তাঁকে মহৎ চরিত্রের অধিকারী পেলেন তখন তিনি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং স্বতঃকৃতভাবে তাঁর মুখ হতে বেরিয়ে এলোঃ “আপনি আমাদের কাছে একজন সমানিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি।” হয়রত ইউসুফ (আঃ) তখন নিজের জন্যে একটি জনসেবা মূলক কাজ পছন্দ করলেন এবং নিজেকে ঐ কাজের যোগ্য ব্যক্তি বলে মত প্রকাশ করলেন। মানুষের জন্যে এটা বৈধও বটে যে, যখন সে অপরিচিত লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে তখন প্রয়োজনের সময় তাদের সামনে নিজের যোগ্যতার কথা বর্ণনা করবে। বাদশাহৰ স্বপ্নের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর কাছে এই আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন যে, যমীন হতে উৎপাদিত শস্যের যা কিছু জমা করা হবে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁরই উপর যেন অর্পণ করা হয়। তাহলে সেগুলি তিনি বিশ্বস্ততার সাথে হিফায়ত করবেন এবং নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করবেন। এর ফলে দুর্ভিক্ষের বিপদের সময় মানুষ পুরোপুরিভাবে উপকার লাভ করবে। বাদশাহৰ অন্তরে তো তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার ছাপ পড়েই গিয়েছিল। সুতরাং তৎক্ষণাত তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে তার আবেদন মঞ্জুর করে নেন।

(৫৬) এই ভাবে আমি ইউসুফকে

(আঃ) সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত
করলাম; সে সেদেশে যথা
ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতো,
আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি
দয়া করি, আর আমি
সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমকল নষ্ট
করি না।

وَكَذِلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي
الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حِيثُ يَشَاءُ
نُصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مِنْ نَشَاءِ وَلَا
نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

(৫৭) যারা মুমিন ও মুক্তাকী
তাদের পরকালের পুরষ্কারই
উভয়।

—৫৭—
وَلَا جُرُّ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلّذِينَ
عَمِنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

মিসরে হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এতো উন্নতি লাভ করেন যে, সুন্দী (ৱঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলামের (ৱঃ) মতে নিজের ইচ্ছামত যে কোন কাজ করার তিনি অধিকার ও স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। ইচ্ছামত তিনি সরকারী অর্থ ব্যয় করতে পারতেন এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ঘর নির্মাণ করতে পারতেন। আল্লাহর কি মহিমা! যে ইউসুফ (আঃ) এতো দিন জেলের নির্জন কক্ষে বসবাস করেছিলেন তিনি আজ রাষ্ট্রের অধিনায়ক। আজ তাঁর যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার রয়েছে। সত্যিই আল্লাহ তাআ'লা যাকে চান তাকে ইচ্ছামত করুণার অংশ দান করে থাকেন। ধৈর্যশীলরা অবশ্যই ধৈর্যের ফল পেয়ে থাকেন। তিনি ভাইদের দেয়া কষ্ট সহ করেছেন, আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্যে মিসরের আয়ীয়ের স্ত্রীর অগ্রীতিভাজন হয়েছেন এবং জেলখানার কষ্ট সহ করেছেন। ফলে আল্লাহর করুণা উত্থলিয়ে উঠেছে এবং তিনি ধৈর্যের ফল প্রাপ্ত হয়েছেন। সৎকর্মশীলদের সৎকর্ম কখনো বিফলে যায় না। অতঃপর এইরূপ ঈমানদার ও খোদাভীরু ব্যক্তিবর্গ আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা ও অধিক পুণ্যের অধিকারী হবেন। এখানে তাঁরা যা পেলেন পরকালে এর চেয়ে বহুগুণে বেশী পাবেন। হ্যরত সুলাইমান (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় পবিত্র কিতাবে বলেনঃ

هذا عطاً ناً فامنْ او امْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ - وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا زِلْفَى وَحَسْنَ مَابِ -

অর্থাৎ “এ সব আমার অনুগ্রহ, এটা হতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার, এর জন্যে তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। আর আমার কাছে রয়েছে তার জন্যে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।” (৩৮: ৩৯-৪০)

মোটকথা, মিসরের বাদশাহ রাইয়ান ইবনু ওয়ালীদ মিসর সাম্রাজ্যের মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) অর্পণ করেন। ইতিপূর্বে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঐ মহিলাটির স্বামী যে তাঁকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। তিনিই তাঁকে ক্রয় করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মিসরের বাদশাহ তাঁর হাতে ঈমান আনয়ন করেন।

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, যে লোকটি হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) ক্রয় করেছিলেন তাঁর নাম ছিল ইতফীর। তিনি তৎকালীন সময়েই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মিসরের বাদশাহ তাঁর স্ত্রী রাঙ্গিলের সাথে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) বিয়ে দিয়ে দেন। যখন তিনি তার সাথে মিলিত হন তখন তাকে বলেনঃ “আচ্ছা বলতো তুমি যে ইচ্ছা পোষণ করেছিলে তার চেয়ে এটা উত্তম নয় কি?” সে উত্তরে বলেছিলঃ “হে সত্যবাদী ও সত্যের সাধক! আমাকে আর ভর্তসনা করবেন না। আপনি জানেন যে, আমি ছিলাম সৌন্দর্য ও প্রচুর ধন দৌলতের অধিকারিণী মহিলা। আমার স্বামী ছিলেন পুরুষত্বহীন। তিনি আমার সাথে সহবাস করতেই সক্ষম ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ তাআ'লা যে আপনাকে দৈহিক সৌন্দর্য সম্পদে সম্পদশালী করেছেন এটা তো বলাই বাহুল্য। সুতরাং এখন আপনি আমাকে তিরক্ষার করবেন না।” সুতরাং এটা ধারণা করা হয় যে, হ্যরত ইউসুফ (আঃ) মহিলাটিকে কুমারী অবস্থাতেই পেয়েছিলেন। তার গভর্ত্বে তাঁর দু'টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের নাম ছিল আফরাসীম ও মীশা। আফরাসীমের ওরষে নূন জন্ম গ্রহণ করেছিল। তিনি ছিলেন হ্যরত ইউশার (আঃ) পিতা। আর রহমত নামী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন হ্যরত আইয়ুবের (আঃ) স্ত্রী।

হ্যরত ফয়ল ইবনু আইয়ায় (রঃ) বলেন যে, আয়ীয়ের স্ত্রী রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, এমতাবস্থায় হ্যরত ইউসুফ (আঃ) সেখান দিয়ে গমন করেন। ঐ সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসেঃ “সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি তাঁর প্রতি আনুগত্যের কারণে দাসদের বাদশাহীর আসনে সমাসীন করিয়েছেন এবং তার নাফরমানীর কারণে বাদশাহদের দাসে পরিণত করেছেন।”

(৫৮) ইউসুফের ভ্রাতাগণ আসলো

এবং তার নিকট উপস্থিত

হলো, সে তাদেরকে চিনলো,

কিন্তু তারা তাকে চিনতে

পারলো না।

وَجَاءَ أَخْوَةً يُوسْفَ - ৫৮

فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفُوهُمْ وَهُمْ لَهُ

مُنْكِرُونَ

(৫৯) আর সে যখন তাদের
সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলো
তখন সে বললোঃ তোমরা
আমার নিকট তোমাদের
বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো,
তোমরা কি দেখছো না যে,
আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিই?
এবং আমিই উভয় মেয়বান?

(৬০) কিন্তু তোমরা যদি তাকে
আমার নিকট নিয়ে না আসো
তবে আমার নিকট তোমাদের
জন্যে কেন বরাদ্দ থাকবে না
এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী
হবে না।

(৬১) তারা বললোঃ ওর বিষয়ে
আমরা ওর পিতাকে সম্মত
করার চেষ্টা করবো এবং আমরা
নিশ্চয়ই এটা করবো।

(৬২) ইউসুফ (আঃ) তার
ভ্রত্যদেরকে বললোঃ তারা যে
পণ্য মূল্য দিয়েছে তা তাদের
মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও,
যাতে স্বজনগণের মধ্যে
প্রত্যাবর্তনের পর তারা বুঝতে
পারে যে, ওটা প্রত্যর্পণ করা
হয়েছে, তা হলে তারা পুনরায়
আসতে পারে।

সুন্দী (ৱঃ), মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (ৱঃ) প্রত্তি মুফাসিসিরগণ হ্যরত
ইউসুফের (আঃ) ভাইদের মিসরে গমনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে
বলেন যে হ্যরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের উষীর নিযুক্ত হওয়ার পর সাত

৫৯ - وَلَمَّا جَهَزْتُم بِجَهَازِهِمْ

قَالَ أَتَتُونِي بَاخِ لَكُم مِنْ

إِبِكُمْ إِلَّا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي

الْكِيلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزَلِينَ ۝

৬০ - فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا

كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرِبُونَ ۝

৬১ - قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ

وَإِنَا لَفَعْلُونَ ۝

৬২ - وَقَالَ لِفِتْنِيهِ اجْعَلُوا

بِضَاعَتِهِمْ فِي رَحَالِهِمْ لِعَلَّهُمْ

يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى

أَهْلِهِمْ لِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

বছর পর্যন্ত খাদ্য শস্য প্রচুর পরিমাণে জমা করেন। এরপরে যখন সাধারণভাবে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায় এবং জনগণ এক একটি দানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ফিরতে থাকে তখন তিনি অভাবীদেরকে দান করতে শুরু করেন। এই দুর্ভিক্ষ মিসরের এলাকায় ছাড়াও কিনআ'ন ইত্যাদি শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। হ্যরত ইউসুফ (আঃ) বিদেশী লোকদেরকে উট বোঝাই করে খাদ্য দান করতেন। স্বয়ং তিনি ও বাদশাহ দিনে শুধুমাত্র একবার দুপুরের সময় দু' এক গ্রাস খাবার খেতেন এবং মিসরবাসীকে পেট পুরে খাওয়াতেন। সুতরাং ঐ যুগে মিসরবাসীদের উপর এটা একটা আল্লাহর রহমত ছিল।

কোন কোন মুফাসিসির হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ইউসুফ (আঃ) প্রথম বছর মালের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রি করেন, দ্বিতীয় বছর বিক্রি করেন আসবাবপত্রের বিমিয়ে। এভাবে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ বছরেও খাদ্য বিক্রি করেন। তারপরে বিক্রি করেন স্বয়ং মানুষের জীবন এবং তাদের সন্তানদের বিনিময়ে। সুতরাং তিনি মানুষের জীবন, তাদের সন্তান এবং তাদের অধিকারভুক্ত সমস্ত ধন মালের মালিক হয়ে যান। কিন্তু এরপর তিনি সকলকেই আযাদ করে দেন এবং তাদের মালধনও তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। এটা হচ্ছে বণী ইসরাইলের রিওয়াইত বা বর্ণনা। সুতরাং এটাকে আমরা সত্য মিথ্যা কিছুই বলতে পারি না।

এখানে এই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, মিসরে আগমনকারীদের মধ্যে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরাও ছিলেন। তাঁরা তাঁদের পিতার নির্দেশক্রমে মিসরে আগমন করেছিলেন। তাঁদের পিতা অবগত হয়েছিলেন যে, মিসরের আয়ীয় মালের বিনিময়ে খাদ্য প্রদান করে থাকেন। তাই তিনি তাঁর দশজন ছেলেকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন এবং হ্যরত ইউসুফের (আঃ) সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। যাকে তিনি হ্যরত ইউসুফের (আঃ) পরে খুবই ভালবাসতেন। যখন এই যাত্রীদল হ্যরত ইউসুফের (আঃ) নিকট পৌছেন তখন তিনি এক নজর দেখেই তাঁদেরকে চিনে নেন। কিন্তু তাঁদের কেউই তাঁকে চিনতে পারেন নাই। কেননা, বাল্যাবস্থাতেই তিনি তাঁদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। ভাতাগণ তাঁকে সওদাগরদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তারপরে কি হলো তা তাঁরা কি করে জানবেন? এটা তো ছিল কল্পনাতীত কথা যে, যাঁকে তাঁরা গোলাম

হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছেন তিনি আজ মিসরের আয়ীয় হয়ে বসেছেন। এদিকে হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এমনভাবে তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলেন যে, তিনিই যে ইউসুফ (আঃ) এ ধারণাও তাঁদের অন্তরে স্থান পায় নাই। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনারা কিভাবে আমাদের দেশে আসলেন?” তাঁরা উত্তরে বললোঃ “আপনি খাদ্য দান করে থাকেন এ খবর শুনেই আমরা আপনার রাজ্যে এসেছি।” তিনি বলেনঃ “আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, আপনারা হয়তো গুপ্তচর।” তাঁরা বলেনঃ “আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমরা গুপ্তচর নই।” তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনাদের বাসস্থান কোথায়?” তারা জবাবে বলেনঃ “আমরা কিনআ’নের অধিবাসী। আমাদের পিতার নাম ইয়াকুব (আঃ), তিনি আল্লাহ তাআ’লার একজন নবী।” তিনি তাঁদেরকে প্রশ্ন করেনঃ “তোমরা ছাড়া তাঁর আর কোন ছেলে আছে কি? তারা জবাবে বলল “হ্যাঁ, আমরা বারো ভাই ছিলাম। আমাদের মধ্যে যে ছিল সবচেয়ে ছোট এবং পিতার চোখের মণি সে তো ধূংস হয়ে গেছে। তারই এক সহোদর ভাই আছে। তাকে পিতা আমাদের সাথে পাঠান নাই। তাকে তিনি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। তারই মাধ্যমে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করে থাকেন।” এরপর হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভূত্যদের নির্দেশ দেন যে, তাঁদেরকে যেন সরকারী মেহমান মনে করা হয় এবং সম্মানজনক স্থানে তাঁদেরকে থাকার ব্যবস্থা করা হয় ও উত্তম খাবার খেতে দেয়া হয়।

অতঃপর যখন তাঁদেরকে খাদ্য শস্য দেয়া শুরু হলো এবং বস্তা ভর্তি করে দেয়া হলো, আর তাঁদের সাথে যতগুলি বাহন জন্ম ছিল সেগুলি যতগুলি বোঝা বইতে পারে ততগুলি ওগুলির উপর চাপিয়ে দেয়া হলো তখন হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ “দেখুন! আপনাদের কথার সত্যতার প্রমাণ হিসেবে আপনাদের যে ভাইটিকে এবার সঙ্গে আনেন নাই, পরবর্তী সময়ে তাকে অবশ্যই সাথে নিয়ে আসবেন। দেখুন! আমি আপনাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছি এবং আপনাদের সম্মান প্রদর্শনে একটুও ক্রটি করি নাই।” এভাবে তাঁদের উৎসাহ প্রদানের পর আবার ধর্মকও দেন। তিনি বলেনঃ “পরের দফে যদি আপনারা আপনাদের ঐ ভাইটিকে সঙ্গে না আনেন তবে খাদ্যের একটি দানাও আপনাদেরকে দেয়া হবে না এমনকি আপনাদেরকে আমার কাছেও আসতে দেবো না।” তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিল এবং বললো, “আমরা আমাদের পিতাকে বুঝিয়ে সুবিধিয়ে

বলবো এবং যে কোন প্রকারেই হোক না কেন আমরা আমাদের ঐ ভাইটিকে সঙ্গে আনার চেষ্টা করবো। যাতে আমরা বাদশাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হই।” সুন্দী (ৱঃ) বলেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের নিকট থেকে কিছু জিনিষ তাঁর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন এবং তাঁদেরকে বলেছিলেনঃ “আপনারা আপনাদের ঐ ভাইটিকে সঙ্গে করে আমার কাছে আসলেই এটা পেয়ে যাবেন।” কিন্তু এটা সত্য বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, তিনি তো তাঁদেরকে পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসার ব্যাপারে বেশ উৎসাহ প্রদান করেছিলেন এবং অনেক কিছু লোভ দেখিয়ে ছিলেন।

যখন ভ্রাতাগণ বিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর চতুর ভ্রতদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের বিনিয়য় হিসেবে যে সব আসবাব পত্র তাঁরা আনয়ন করেছে তা যেন তাঁদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এমন কৌশলে এটা করতে হবে যে, তাঁরা যেন মোটেই টের না পায়। তাঁদের বস্তার মধ্যে ঐ আসবাবপত্র গুলি অতি সন্তর্পণে ভরে দিতে হবে। সন্ত্বততঃ এর একটি কারণ হচ্ছেঃ তাঁর মনে হলো যে, যে সব আসবাব তাঁরা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের বিনিয়য় হিসেবে আনয়ন করেছে সেগুলি যদি তিনি নিয়ে নেন তবে তাদের বাড়ীর অবস্থা কি হবে! আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি পিতা ও ভাইদের নিকট থেকে খাদ্যের বিনিয়য় গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেননি। তাছাড়া এও হতে পারে যে, তাঁর ধারণায় যখন তাঁরা বাড়ীতে গিয়ে বস্তা খুলবে এবং তাঁদের আসবাব পত্রগুলি বস্তার মধ্যে পাবে তখন অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য জিনিষ তাঁকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে তাঁর কাছে তাঁরা ফিরে আসবে। এই সুযোগে তিনি তাঁদের সাথে পুনরায় মিলিত হতে পারবেন।

(৬৩) অতঃপর যখন তারা তাদের

পিতার নিকট ফিরে আসলো
তখন তারা বললোঃ হে
আমাদের পিতা! আমাদের
জন্যে বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা
হয়েছে, সুতরাং আমাদের
ভ্রাতাকে আমাদের সাথে

٦٣ - فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ
قَالُوا يَا بَانَا مُنْعَ مِنَّا
الْكَيْلُ فَأَرْسَلُ مَعْنَانَ

পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা
রসদ পেতে পারি, আমরা
অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ
করবো।

(৬৪) সে বললোঃ আমি কি
তোমাদেরকে ওর সম্বন্ধে
সেইরূপ বিশ্বাস করবো, যেরূপ
বিশ্বাস পূর্বে তোমাদেরকে
করেছিলাম ওর ভাতা সম্বন্ধে?
আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ
এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

আল্লাহ তাআ'লা হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভাইদের সম্পর্কে বলেন যে,
তাঁরা তাঁদের পিতার কাছে ফিরে যাবার পর তাঁদের পিতাকে বললোঃ “হে
পিতা! এরপরে যদি আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে
(বিনইয়ামীনকে) না পাঠান তবে আমাদেরকে আর খাদ্য দ্রব্য দেয়া হবে
না। যদি তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দেন তবে অবশ্যই আমরা রসদ
পেয়ে যাবো। আপনি তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা অবশ্যই তার
রক্ষণাবেক্ষণ করবো।” অন্য পঠনে কুর্যানে উক্ত অন্য পঠনে উক্ত
গুনে তাঁদের পিতা হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন : “তোমরা এর সাথে এই
ব্যবহারই করবে যে ব্যবহার ইতিপূর্বে তাঁর ভাই এর সাথে করেছিলে।
তোমরা একে এখান থেকে নিয়ে যাবে এবং ফিরে এসে (তার হারিয়ে
যাওয়া সম্পর্কে) বানিয়ে সানিয়ে কথা বলবে।” শব্দটি অন্য
কিরআতে জুড়ে উক্ত অন্য পঠনে উক্ত অন্য পঠনে উক্ত
করেছেন সর্বোভূম রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালুও বটে।
তিনি আমাকে আমার এই বার্ধক্যের অবস্থায় অসহায় করবেন না। বরং
তিনি আমার প্রতি দয়া করবেন এবং আমার ছেলে ইউসুফের (আঃ) জন্যে
আমি যে অত্যন্ত শোকার্ত রয়েছি তা তিনি অবশ্যই দূর করে দেবেন। তাঁর
পবিত্র সত্ত্বার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি ইউসুফকে (আঃ)
আমার নিকট অবশ্যই ফিরিয়ে দেবেন এবং মনের ব্যাকুলতা দূর করবেন।

أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ
لَحِفْظُونَ ۝

٦٤ - قَالَ هَلْ أَمْنَكُ عَلَيْهِ إِلَّا
كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ
قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ
أَرْحَمُ الرَّحْمَنِينَ ۝

তাঁর কাছে কোন কাজই কঠিন নয় এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করা হতে বিরত থাকবেন না।”

(৬৫) যখন তারা তাদের মালপত্র

খুললো তখন তারা দেখতে পেলো তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, তারা বললোঃ হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এটা আমাদের প্রদত্ত পণ্য মূল্য আমাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য সামগ্রী এনে দেবো এবং আমরা আমাদের ভাতার রক্ষণাবেক্ষণ করবো এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উল্টা বোরাই পণ্য আনবো যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প।

(৬৬) পিতা বললোঃ আমি ওকে কখনো তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়, অতঃপর যখন তারা তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করলো তখন সে বললোঃ আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।

٦٥ - وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ

وَجَدُوا بِضَاعَتِهِمْ رَدَتْ

إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبْغِيْ

هَذِهِ بِضَاعَتِنَا رَدَتْ إِلَيْنَا

وَنَسْمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخْلَانَا

وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ

سَيِّرْ ○

٦٦ - قَالَ لَنِ ارْسَلْهُ مَعَكُمْ

حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِيقًا مِنَ اللَّهِ

لَتَاتِنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يَحْاطَ بِكُمْ

فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِيقُمْ قَالَ اللَّهُ

عَلَى مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ

আল্লাহ তাআ'লা বলছেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাতাগণ যখন তাদের মালপত্র খুললো তখন দেখলো যে, তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে এগুলি হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের বিদায়ের সময় তাঁদের বস্তার মধ্যে গোপনীয়ভাবে ভরে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাড়ি গিয়ে যখন তাঁরা বস্তা খুলল তখন তাঁদের প্রদত্ত পণ্য মূল্য গুলি বস্তার মধ্যে দেখতে পেল। তা দেখে তাঁদের পিতাকে তাঁরা বললোঃ“আব্বা! আর কি চান? দেখুন! মিসরের আয়ীয তো আমাদেরকে আমাদের পণ্য মূল্য পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছেন অথচ খাদ্য শস্য পুরোপুরি প্রদান করেছেন। আপনি এখন আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। আমরা আমাদের পরিবারের জন্যে রসদও আনবো এবং ভাই এর কারণে আরো এক উট বোঝাই খাদ্য পেয়ে যাবো। কেননা মিসরের আয়ীয প্রত্যেককে এক উট বোঝাই খাদ্যই দিয়ে থাকেন। আর আপনি আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠানোর ব্যাপার চিন্তা করছেন কেন? আমরা পূর্ণভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো। এটা খুবই সহজ মাপ।” এই ছিল পিতার সাথে তাঁদের আলাপ আলোচনা হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁদের এসব কথার জবাবে বললেনঃ“যে পর্যন্ত তোমরা শপথ করে না বলবে যে, তোমরা তোমাদের এই ভাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে সেই পর্যন্ত আমি তাকে তোমাদের সাথে পাঠাতে পারি না। হ্যাঁ, তবে যদি আল্লাহ না করুন তোমরা সবাই শক্ত কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে যাও তাহলে সেটা অন্য কথা।” এরপর হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ“আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।” এ কথা বলে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র বিনইয়ামীনকে তাঁদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কেননা, ওটা ছিল দুর্ভিক্ষের সময়। কাজেই প্রয়োজনের তাগিদে তাকে তাঁদের সাথে পাঠানো ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

(৬৭) সে বললোঃ হে আমার

পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্যে

- ১৭ -
وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ
بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ
أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنِيَ

কিছু করতে পারি না, বিধান
আল্লাহরই, আমি তাঁরই উপর
নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর
করতে চায় তারা আল্লাহরই
উপর নির্ভর করুক।

عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ
الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ
وَعَلَيْهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

(৬৮) যখন তারা, তাদের পিতা
তাদেরকে যে ভাবে আদেশ
করেছিল সেই ভাবেই প্রবেশ
করলো, তখন আল্লাহর
বিধানের বিরুদ্ধে ওটা তাদের
কোন কাজে আসলো না;
ইয়াকুব (আঃ) শুধু তার মনের
একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল
এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল,
কারণ আমি তাকে শিক্ষা
দিয়েছিলাম কিন্তু অধিকাংশ
মানুষ এটা অবগত নয়।

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ
أَمْرَهُمْ أَبْوَهُمْ مَا كَانُ يَغْنِي
عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا
وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلِمَ
وَلِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভাতাগণ যে সময় তাঁদের ভাই বিনইয়ামীনসহ
মিসরের পথে যাত্রা শুরু করেন আল্লাহ তাআ'লা তারই খবর দিচ্ছেন।
হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর ছেলেদের উপর
মানুষের কুদৃষ্টি নিষ্ক্রিয় হতে পারে। কেননা, তাঁরা সবাই ছিলেন সুশ্রী ও
সুস্থাম দেহের অধিকারী। এই কারণেই তাঁদের মিসরের পথে রওয়ানা
হ্বার সময় তাঁদেরকে উপদেশ দেনঃ “হে আমার প্রিয় বৎসগণ! তোমরা
সবাই একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করবে না। বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা
দিয়ে প্রবেশ করবে। কেননা মানুষের কুদৃষ্টি লেগে যাওয়া সত্য। এটা ঘোড়
সওয়ারকে ঘোড়ার উপর থেকে ফেলে দেয়।” এর সাথে সাথেই তিনি
বলেনঃ “আমি জানি এবং আমার এ বিশ্বাস আছে যে, আমার এই তদবীর
তকনীরের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। আল্লাহ তাআ'লার
ফায়সালাকে কোন লোকই কোন তদবীর দ্বারা বদলাতে পারে না। তাঁর

ইচ্ছা পূর্ণ হয়েই থাকে। একমাত্র তাঁরই ভুক্তি কার্যকরী হয়। কে এমন আছে যে তাঁর ইচ্ছাকে তিল পরিমাণ বদলাতে পারে? কে আছে যে তাঁর ফরমানকে মূলতবী রাখতে পারে? তাঁর ফায়সালাকে ফেরাতে পারে এমন কে আছে? তাঁরই উপর আমার ভরসা। শুধু আমার উপরই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রত্যেকেই তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত।”

সুতরাং হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) পুত্রগণ তাঁদের পিতার উপদেশ মান্য করল এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করল। এভাবে আল্লাহ তাআ'লার ফায়সালাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। হ্যাঁ, তবে হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) একটি প্রকাশ্য তদবীর পূর্ণ করলেন, যেন তাঁর সন্তানরা কু-নয়র থেকে বাঁচতে পারেন। তিনি জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত বিদ্যা ছিল কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়।

(৬৯) তারা যখন ইউসুফের

(আঃ) সামনে হাজির হলো,

তখন ইউসুফ (আঃ) তার

(সহোদর) ভাতাকে নিজের

কাছে রাখলো এবং বললোঃ

আমি তোমার (সহোদর)

ভাই, সুতরাং তারা যা করতো

তার জন্যে দুঃখ করো না।

- ৬৯ -
وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ

أَوْي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا

أَخُوكَ فَلَا تَبْتَسِّسْ بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ○

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভাতাগণ যখন তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীন সহ তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন তখন তাঁদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সরকারী মেহমানখানায় স্থান দেয়া হলো। হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললেনঃ “আমি তোমার ভাই ইউসুফ (আঃ)। আল্লাহ তাআ'লা আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের (বৈমাত্রেয়) ভাতারা আমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছে সে জন্যে তুমি দুঃখ করো না। এই প্রকৃত তথ্য তুমি ভাইদের কাছে প্রকাশও করো না। আমি যে কোন প্রকারেই হোক তোমাকে আমার কাছে রাখার চেষ্টা করছি।”

(৭০) অতঃপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলো, তখন সে তার (সহদর) ভাই-এর মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিলো, অতঃপর এক আহ্বায়ক চীৎকার করে বললোঃ হে যাত্রীদল তোমরা নিশ্চয়ই চোর।

(৭১) তারা তাদের দিকে চেয়ে বললোঃ তোমরা কি হারিয়েছে?

(৭২) তারা বললোঃ আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; যে ওটা এনে দেবে, সে এক উষ্ট্র বোঝাই মাল পাবে এবং আমি ওর যামিন।

হ্যরত ইউসুফ (আঃ) যখন অভ্যাস মত তাঁর ভাইদেরকে এক একটি উট বোঝাই মাল দিতে লাগলেন এবং তাদের মালপত্র বোঝাই হতে লাগলো তখন তিনি তাঁর চতুর ভ্রতদেরকে গোপনে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন রৌপ্য নির্মিত শাহী পানপাত্রটি তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তার মধ্যে গোপনে রেখে দেয়। কারো কারো মতে পানপাত্রটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত। ওতে পানি পান করা হতো এবং ওর দ্বারাই খাদ্যদ্রব্য মেপে দেয়া হতো। ঐরূপই পেয়ালা হ্যরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কাছেও ছিল।

হ্যরত ইউসুফের (আঃ) নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর বুদ্ধিমান ভ্রত্যেরা ঐ পেয়ালাটি তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তায় রেখে দিলো। তাঁর ভাইয়েরা চলতে শুরু করলে তাঁরা শুনতে পেলেন যে, একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে করতে আসছে। সে বলছেঃ “হে যাত্রীদল! তোমরা চোর!” একথা শুনে তো তাঁদের আকেল শুড়ুম। তাঁরা তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ “আপনাদের কি জিনিষ হারিয়েছে?” সে উত্তরে বললোঃ “আমাদের শাহী পানপাত্র হারিয়ে গিয়েছে যার দ্বারা খাদ্য মাপা হতো। বাদশাহৰ পক্ষ থেকে

৭- فَلَمَّا جَهَزْهُمْ بِجَهَازِهِمْ
جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ
وَمَمْأُوذِنَ ابْتَهَا الْعِيرُ
إِنَّكُمْ لَسَرْقُونَ ○
٧١- قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ
مَاذَا تَفْقِدُونَ ○
٧٢- قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ
وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَانَا
بِهِ زَعِيمٌ ○

ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, যে উট খুঁজে বের করে আনবে তাকে এক উট বোবাই খাদ্য প্রদান করা হবে। আমিই এর যামিন।”

(৭৩) তারা বললোঃ আল্লাহর
শপথ! তোমরা তো জান যে,
আমরা এই দেশে দুঃখি করতে
আসি নাই এবং আমরা চোরও
নই।

(৭৪) তারা বললোঃ যদি তোমরা
মিথ্যাবাদী হও তবে তার শাস্তি
কি?

(৭৫) তারা বললোঃ এর শাস্তি
এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে
পাত্রটি পাওয়া যাবে, সেই তার
বিনিময়, এইভাবে আমরা
সীমালংঘনকারীদের শাস্তি
দিয়ে থাকি।

(৭৬) অতঃপর সে তার
(সহোদর) ভাই-এর মালপত্র
তল্লাশির পূর্বে তাদের মালপত্র
তল্লাশি করতে লাগলো, পরে
তার সহোদরের মালপত্রের
মধ্য হতে পাত্রটি বের করলো,
এই ভাবে আমি ইউসুফের
(আঃ) জন্যে কৌশল
করেছিলাম, রাজার আইনে
তার সহোদরকে সে আটক
করতে পারতো না, আল্লাহ
ইচ্ছা না করলে, আমি যাকে
ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি,

٧٣- قَالُوا تَالِلَهِ لَقَدْ عِلْمْتُمْ مَا
جِئْنَا لِنَفْسِنَا فِي الْأَرْضِ وَمَا
كُنَّا سَرِقِينَ ۝

٧٤- قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ
كَذِبِينَ ۝

٧٥- قَالُوا جَزَاؤُهُ مِنْ وَجْدَ فِي
رَحِلَهٖ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذِلِكَ نَجِزِي
الظَّلَمِينَ ۝

٧٦- فَبَدَا يَأْوِعِيْتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ
أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ
أَخِيهِ كَذِلِكَ كِذْلِكَ كِذْلِكَ لِيُوسُفَ
مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي
دِيْنِ الْمُلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
نَرْفَعُ دَرْجَتِهِ مِنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ

প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির
উপর আছে সর্বজ্ঞানী।

كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

হয়রত ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ নিজেদের উপর চুরির অপবাদ শুনে কান খাড়া করে দেন এবং বলেনঃ “আপনারা আমাদের পরিচয় পেয়ে গেছেন এবং আমাদের অভ্যাস ও চরিত্র সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আমরা ভূপঞ্চে বিশ্বজ্ঞলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইনে এবং চুরি করার অভ্যাসও আমাদের নেই।” তাঁদের এ কথা শুনে সরকারী কর্মচারীগণ বললোঃ “যদি তোমাদের মধ্যে কেউ চোর সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও তবে তার শাস্তি কি হবে?” তাঁরা উত্তরে বললেনঃ “দ্বিনে ইবরাহীমের (আঃ) বিধান অনুযায়ী এর শাস্তি এই যে, যার মাল সে চুরি করেছে তারই কাছে তাকে সমর্পণ করতে হবে। আমাদের শরীয়তের ফায়সালা এটাই।” এতে হযরত ইউসুফের (আঃ) উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল। সুতরাং তিনি তাঁদের তল্লাশী নেয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রথমে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের তল্লাশী নেয়া হলো। অথচ তাঁর এটা জানা ছিল যে, তাঁদের মালপত্রের মধ্যে পেয়ালা নেই। কিন্তু যাতে তাঁদের এবং অন্যান্য লোকদের মনে কোন সন্দেহের উদ্বেক না হয় এ কারণেই তিনি এক্ষেপ করলেন। যখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের মালপত্রের উপর তল্লাশী চালানোর পর পেয়ালা পাওয়া গেল না তখন বিনইয়ামীনের মাল পত্রের উপর তল্লাশী চালানো হলো। তাঁর মালপত্রের মধ্যে তা রাখা ছিল বলে তাঁর বস্তার মধ্যে থেকে তা বেরিয়ে পড়লো। সুতরাং তাঁকে বন্দী করে নেয়া হলো। এই ব্যবস্থাই ছিল আল্লাহ পাকের হিকমতের ফল যা তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং বিনইয়ামীন প্রভৃতির উপযোগিতার জন্যেই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেননা, মিসরের বাদশাহর আইন অনুসারে চোর সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আঃ) বিনইয়ামীনকে রাখতে পারতেন না। কিন্তু স্বয়ং ভ্রাতাগণ এই ফায়সালা করেছিলেন বলেই তিনি তা জারি করে দেন। হযরত ইবরাহীমের (আঃ) শরীয়তে চোরের শাস্তি কি তা তাঁর জানা ছিল বলেই তিনি তাঁর ভাইদের কাছে ফায়সালা চেয়েছিলেন। আল্লাহ পাকের উক্তি : نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ ‘অর্থাৎ ‘আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি ’ যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

بِرَفِعِ اللَّهِ الَّذِينَ أَمْنَوْا مِنْكُمْ

অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ মর্যাদায় উন্নীত করে থাকেন।” (৫৮: ১১)

প্রত্যেক জ্ঞানবানের উপরে রয়েছেন আর একজন জ্ঞানবান এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআ’লাই হচ্ছেন সর্বজ্ঞানী। জ্ঞানের সূচনা তাঁর থেকেই এবং তাঁর কাছেই রয়েছে জ্ঞানের শেষ সীমা। হ্যরত আবদুল্লাহর (রাঃ) কিরআতে ‘এইরূপ রয়েছে। অর্থাৎ ‘প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন।’

(৭৭) তারা বললোঃ সে যদি চুরি

করে থাকে তা হলে তার
(সহোদর) ভাইও তো
ইতিপূর্বে চুরি করেছিল, এতে
ইউসুফ (আঃ) প্রকৃত ব্যাপার
নিজের মনে গোপন রাখলো
এবং তাদের কাছে প্রকাশ
করলো না, সে মনে মনে
বললোঃ তোমাদের অবস্থা তো
হীনতর এবং তোমরা যা
বলছো সে সম্বন্ধে আল্লাহ
সবিশেষ অবগত।

বিনইয়ামীনের বস্তার মধ্য হতে পানপাত্র বের হতে দেখে তাঁরা বললেনঃ
“দেখুন! এ চুরি করেছে, যেমন ইতিপূর্বে চুরি করেছিল এর সহোদর ভাই
ইউসুফ (আঃ)।” ঘটনা এই যে, একবার হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর
নানার প্রতিমা গোপনে উঠিয়ে নিয়েছিলেন এবং ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।^১

এটাও বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) একজন বড় বোন
ছিলেন। তাঁর কাছে তাঁর পিতা হ্যরত ইসহাকের (আঃ) একটি কোমর
বন্ধনী ছিল। ওটা বংশের বড় মানুষের কাছে থাকতো। হ্যরত ইউসুফ
(আঃ) জন্মগ্রহণের পরেই তাঁর ঐ ফুফুর কাছে লালিত পালিত হন। তাঁর
ফুফু তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি কিছুটা বড় হলে তাঁর পিতা হ্যরত

— قَالُوا إِنْ يَسِّرْ قَفْدَ سَرَقَ — ৭৭

أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلِ فَاسِرَهَا يُوسُفُ

فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِّلْهَا لَهُ قَالَ

أَنْتُمْ شَرْ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِمَا تَصْفُونَ ০

১. এটা সাইদ ইবনু জুবাইর (রঃ) কাতাদা' (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইয়াকুব (আঃ) তাঁর ফুফুর নিকট থেকে তাঁকে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তাঁর ফুফু তাঁর বিছেদ সহ্য করতে পারবেন না বলে তাঁর পিতার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এদিকে তাঁর পিতার তাঁর প্রতি মহস্তেরও কোন সীমা ছিল না। শেষে বোন তাঁকে বললেনঃ “আচ্ছা ইউসুফ (আঃ) আমার কাছে আরো কিছু দিন থাকুক।” এই সময়ের মধ্যে তাঁর ফুফু তাঁর কোমর বন্ধনীটি গোপনে তাঁর কাপড়ের মধ্যে রেখে দেন। তারপর তল্লাশী হতে শুরু হয়। ঘরের সমস্ত জায়গা খোঁজ করে পাওয়া গেল না। অবশেষে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, ঘরে যাঁরা রয়েছে তাদের সবারই উপর তল্লাশী চালানো হোক। সবারই কাছে খোঁজ করার পরেও তা পাওয়া গেল না। সর্বশেষে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) উপর তল্লাশী চালানো হলো। তাঁর কাছে সেটা পাওয়া গেল। হ্যরত ইয়াকুবকে (আঃ) এ সংবাদ দেয়া হলে তিনি শরীয়তে ইবরাহীমীর আইন অনুসারে হ্যরত ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর ফুফুর কাছেই সমর্পণ করলেন। এ ভাবে তাঁর ফুফু তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) ছাড়েন নাই।^১

হ্যরত ইউসুফের (আঃ) বৈমাত্রের ভাইয়েরা ওটারই আজ অপবাদ দিলেন, যার উত্তরে হ্যরত ইউসুফ (আঃ) মনে মনে বললেনঃ “তোমাদের অবস্থা তো হীনতর। বিনইয়ামীনের সহোদর ভাই ইউসুফের (আঃ) ছুরির অবস্থা আল্লাহ তাআলাই খুব ভালুকপে অবগত আছে।”

(৭৮) তারা বললোঃ হে আবী!

এর পিতা আছেন— অতিশয়

বৃক্ষ, সুতরাং এর স্থলে আপনি

আমাদের একজনকে রাখুন!

আমরা তো আপনাকে দেখছি

মহানুভব ব্যক্তিদের একজন।

(৭৯) সে বললোঃ যার নিকট

আমরা আমাদের মাল পেয়েছি,

তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার

অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর

— قَالُوا يَا يَهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا

شِيخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ

أَنَا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

— قَالَ مَعَادُ اللَّهِ أَنْ نَاخِذُ

إِلَّا مَنْ وَجَدَنَا مَتَاعِنَا عِنْدَهُ

১. এটা মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনু আবি নাজীহ (রঃ) হতে এবং তিনি মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি!
এরূপ করলে আমরা অবশ্যই
সীমালংঘনকারী হবো।

إِنَّا إِذَا لَظَلَمْوْنَ ۝ ۱۷۹

(১৩)

যখন বিনইয়ামীনের মালপত্র হতে শাহী পানপাত্র বের হলো তখন ভাইদের ফায়সালা অনুসারে তাঁকে শাহী বন্দীরূপে গণ্য করা হলো। তাঁরা মিসরের আষীয়কে (হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) সুপারিশ করে এবং করুণা আকর্ষণ করে বললেন : “দেখুন! আমার এ ভাইটি আমাদের পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তিনি এখন অত্যন্ত দুর্বল ও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এর এক সহোদর ভাই ইতিপূর্বে হারিয়ে গেছে, যার কারণে তিনি পূর্ব হতেই শোকার্ত রয়েছেন। এখন এই খবর শুনলেই আমরা আশঙ্কা করছি যে, তিনি শোকে দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়বেন। এমনকি তিনি প্রাণেই বাঁচেন কিনা সন্দেহ আছে। সুতরাং মেহেরবাণী করে আমাদের একজনকে তার স্থলে রেখে দিন এবং তাকে ছেড়ে দিন। আপনি একজন মহানুভব ব্যক্তি। কাজেই দয়া করে আমাদের এই আবেদন মঞ্চের করুন।” হ্যরত ইউসুফ (আঃ) উত্তরে বললেন : “কি করে আমার দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে? এটা তো বড়ই অন্যায় ও অত্যাচারমূলক কাজ যে, পাপ করবে একজন আর ধরা হবে অন্যকে! চুরি করবে একজন, আর বন্দী হবে অন্যজন। চোরকেই বন্দী করা হবে, বাদশাহকে নয়। নিষ্পাপ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া এবং পাপীকে ছেড়ে দেয়া প্রকাশ্যভাবে অবিচার ও অন্যায়।

(৮০) যখন তারা তার নিকট হতে

-۸- فَلَمَّا أَسْتَأْتُهُمْ سُوْلَمْ

সম্পূর্ণ নিরাশ হলো, তখন
তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ
করতে লাগলো, ওদের মধ্যে
যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল, সে
বললোঃ তোমরা কি জাননা
যে, তোমাদের পিতা তোমাদের
নিকট হতে আল্লাহর নামে
অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও
তোমরা ইউসুফের (আঃ)
ব্যাপারে ঝুঁটি করেছিলে,

خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمُ الْمَ

تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَّا كُمْ قَدْ أَخَذَ

عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمَنْ

قَبْلَ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ

সুতরাং আমি কিছুতেই এই
দেশ ত্যাগ করবো না। যতক্ষণ
না আমার পিতা আমাকে
অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ
আমার জন্যে কোন ব্যবস্থা
করেন এবং তিনিই বিচারকদের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(৮১) তোমরা তোমাদের পিতার
নিকট ফিরে যাও এবং বলোঃ
আমাদের পিতা! আপনার পুত্র
চুরি করেছে এবং আমরা যা
জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ
দিলাম, অদ্শ্যের ব্যাপারে
আমরা অবহিত ছিলাম না।

(৮২) যে জনপদে আমরা ছিলাম
ওর অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস
করুন এবং যে যাত্রীদের সাথে
আমরা এসেছিলাম
তাদেরকেও, আমরা অবশ্যই
সত্যবাদী।

হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ যখন তাঁদের ভাই বিনইয়ামীনের
মুক্তি লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলান তখন তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে
পড়লেন যে, বিনইয়ামীনকে অবশ্যই তাঁরা তাঁদের পিতার নিকট পৌঁছিয়ে
দিবেন এই অঙ্গীকার তাঁরা তাঁর সাথে করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখছেন
যে, কোন ক্রমেই তাঁকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে
গেছেন এবং তাঁদেরই ফায়সালা অনুযায়ী তিনি শাহী বন্দী হিসেবে প্রমাণিত
হয়ে গেছেন। সুতরাং এখন কি করা যায়? তাঁরা পিতার কাছে মুখ
দেখাবেন কি করে? তাঁরা পরামর্শ করতে লাগলেন। বড় ভাই নিজের মত
প্রকাশ করে বললেনঃ ‘তোমাদের তো জানা আছে যে, আমরা আমাদের
পিতার কাছে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করেছি। সুতরাং এ অবস্থায় আমরা পিতার

أَبْرَحُ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذِنَ لِي
إِبْرِهِ وَوَلِي وَهُوَ خَيْرٌ
أَبْيَ او يَحْكُمُ اللَّهُ لَيْ وَهُوَ خَيْرٌ
الْحَكِيمُونَ ۝

-৮১- أَرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا
آيَا بَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا
شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كَنَا
لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ۝

-৮২- وَسْتَئِلُ الْقَرِيرَةَ الَّتِي كَنَّا
فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا
وَانَا لَصَدِقُونَ ۝

কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। আবার আমরা আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকেও শাহী বন্ধন হতে কোন ক্রমে মুক্ত করতেও পারছি না। এখন পূর্বের ঘটনাটিই আমাদেরকে লজ্জিত করছে। তা হচ্ছে, বিনইয়ামীনের সহোদর ভাই ইউসুফের (আঃ) সাথে আমাদের দুর্ব্যবহার। কাজেই আমি এখানেই থেকে যাচ্ছি, যে পর্যন্ত না পিতা আমার অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দেন অথবা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে কোন ফায়সালা এসে যায়, যাতে হয় আমি কোন রকমে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো, না হয় আল্লাহ অন্য কোন উপায় করে দেবেন।” কথিত আছে যে, তাঁর নাম ছিল রাওভীর অথবা ইয়াহুদা। ইনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর ভাই ইউসুফকে (আঃ) নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। যখন তার অন্যান্য ভাইয়েরা তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করেছিলেন। তখন তিনি ভাইদেরকে পরামর্শ দিলেন : “তোমরা পিতার কাছে যাও এবং তাঁকে প্রকৃত ব্যাপারে অবহিত কর। তাঁকে বলবেঃ ‘আমাদের ভাই বিনইয়ামীন যে চুরি করবে এটা কি আমাদের জানা ছিলঃ চুরির মাল তার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদেরকে চুরির শাস্তি কি জিজ্ঞেস করা হলে আমরা শরীয়তে ইবরাহীমী অনুযায়ী ফায়সালা দিয়েছি। আমাদেরকে যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তবে মিসরবাসীকে জিজ্ঞেস করুন। অথবা যে যাত্রীদের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকে প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। আমরা সত্য কথাই বলছি। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই আপনি জানতে পারবেন যে, আমরা মোটেই মিথ্যা কথা বলছি না। আমরা আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে তিল পরিমাণও ক্রটি করি নাই।’”

(৮৩) ইয়াকুব (আঃ) বললোঃ না,

قَالَ بْلَ سَوْلَتْ لَكُمْ ۖ

তোমাদের মন তোমাদের জন্যে

أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبِّرُ جَمِيلُ

একটি কাহিনী সাজিয়ে

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ

দিয়েছে; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই

جِمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ ওদেরকে

এক সাথে আমার কাছে এনে

جِمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

দিবেন, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(৮৪) সে ওদের দিক থেকে মুখ
ফিরিয়ে নিলো এবং বললোঃ
আফসোস ইউসুফের (আঃ)
জন্যে, শোকে তার চক্ষুদ্বয়
সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে
ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।

- ৮৪ - وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِي
عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتْ عَيْنَهُ
مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ○

(৮৫) তারা বললোঃ আল্লাহর
শপথ! আপনি তো ইউসুফের
(আঃ) কথা ভুলবেন না যতক্ষণ
না আপনি মুমৰ্ম হবেন অথবা
মৃত্যু বরণ করবেন।

- ৮৫ - قَالُوا تَالَّهِ تَفْتَوْا تَذَكِّرُ
يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا
أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلَكِينَ ○

(৮৬) সে বললোঃ আমি আমার
অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ
শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন
করছি এবং আমি আল্লাহর
নিকট হতে জানি যা তোমরা
জান না।

- ৮৬ - قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَشَّيْ
وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

ছেলেদের মুখে এ খবর শুনে হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) এই কথাই বললেন
যা তিনি ইতিপূর্বে বলেছিলেন যখন তাঁর ছেলেরা ইউসুফের (আঃ) জামায়
মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে তার সামনে হাজির করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ
“এখন ধৈর্য ধারণই উত্তম।” তিনি বুঝে নেন যে, এবারও তাঁর ছেলেরা
বানানো কথা বলছে। ছেলেদেরকে এ কথা বলার পর তিনি নিজের আশা
প্রকাশ করেন, যে আশা তিনি মহান আল্লাহর কাছে করছিলেন। তিনি
বলেন যে, খুব সম্ভব অতি সন্দুরই আল্লাহ তাআ'লা তাঁর তিন ছেলেকেই
তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাবেন। অর্থাৎ ইউসুফকে (আঃ) বিনইয়ামীনকে এবং
বড় ছেলে রাওভীলকে, যিনি মিসরে এই উদ্দেশ্যে রয়ে গেছেন যে, সুযোগ
পেলে তিনি গুণ্ডাবে বিনইয়ামীনকে নিয়ে পালিয়ে আসবেন অথবা মহান
আল্লাহ স্বয়ং কোন উপায় করে দেবেন।

তিনি বলেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। তিনি আমার অবস্থা সম্যক অবগত। তাঁর সমস্ত কাজ হিকমতে পরিপূর্ণ।” এখন তাঁর নতুন দুঃখ ও শোক পুরাতন শোককেও জাগিয়ে তুললো। হ্যরত ইউসুফের (আঃ) বিরহ বিচ্ছেদে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

হ্যরত সান্দেহ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, দুঃখ ও বিপদের সময় শুধুমাত্র উপরে মুহাম্মদিয়াকেই (সঃ) (سَمِّيَ اللَّهُ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعٌ). (নিচয় আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং নিচয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী) (২৪১৫৬) বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী উদ্ঘতবর্গ তাদের নবীগণসহ এই নিয়ামত থেকে বর্ণিত ছিলেন। দেখা যাচ্ছে যে, হ্যরত ইয়াকুবও (আঃ) এই অবস্থায় **يَا سَفِّيْ عَلَى يُوسُفَ** এই কথা বলেছিলেন।

শোকে, দুঃখে হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) চোখ দুঁটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিন্ট। অর্থাৎ তিনি মাখলুকের কারো কাছে কোন অভিযোগ করতেন না। সদা সর্বদা তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা ভারাক্রান্ত অবস্থায় থাকতেন। হ্যরত আহনাফ ইবনু কায়েস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “হ্যরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ তাআ’লার নিকট আরয় করেছিলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! বানী ইসরাইল আপনার কাছে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ), হ্যরত ইসহাক (আঃ) ও হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) মাধ্যমে প্রার্থনা করে থাকে। আমাকে তাদের জন্যে চতুর্থ ব্যক্তি করে দিন।” তখন আল্লাহ তাআ’লা তাঁকে ওয়াহীর দ্বারা জানিয়ে দেনঃ “হে দাউদ (আঃ)! নিচয় ইবরাহীমকে (আঃ) আমার কারণে আগুণে নিষ্কেপ করা হয়েছিল এবং ঐ সময় সে ধৈর্য ধারণ করেছিল। তুমি এখনো ঐ রূপ পরীক্ষায় পতিত হও নাই। ইসহাক (আঃ) নিজেকে আল্লাহর পথে কুরবানী করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মত হয়েছিল। তোমার উপর কিন্তু এখনো এই পরীক্ষা আসে নাই। আর ইয়াকুব (আঃ) হতে তার কলিজার টুকরাকে পৃথক করে দেয়া হয়েছিল। ঐ সময় সে সবর করেছিল। তুমি এখনো ঐ ভাবে পরীক্ষিত হও নাই।”^১

১. এ হাদীসটি তাফসীরে ইবনে হাতিমে রয়েছে। এ রিওয়াইয়াতটি মুরসাল। এতে নাকারাত ও রয়েছে। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, “যাবীহল্লাহ” হচ্ছেন হ্যরত ইসহাক (আঃ); অর্থ সঠিক কথা এই যে, “যাবীহল্লাহ” হচ্ছেন হ্যরত ইসমাইল (আঃ) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ’লাই সর্বাধিক অবগত। খুব সম্ভব আহনাফ ইবনু কায়েস (রঃ) এই রিওয়াইয়াতটি বনী ইসরাইল হতে গ্রহণ করেছেন। যেমন কা’ব, অহাব প্রভৃতি হতে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ’লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

বর্ণিত আছে যে, মিসরে বিনইয়ামীনের বন্দীত্বের অবস্থায় হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) হ্যরত ইউসুফের কাছে (আঃ) পত্র লিখেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর করুণা আকর্ষণ করে বলেছিলেনঃ “আমরা বিপদগ্রস্ত লোক। আমার দাদা হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) কে আগুনে নিষ্কেপ করা হয়েছিল। আমার পিতা হ্যরত ইসহাক (আঃ) কে কুরবানী দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল স্বয়ং আমি ইউসুফের (আঃ) বিছেদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছি।”^১

হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) পৃত্রগণ পিতার এই অবস্থা দেখে তাঁকে সান্ত্বনার সুরে বলেনঃ “আবাজান! ইউসুফের (আঃ) জন্যে এতো চিন্তা করবেন না। নইলে এই চিন্তা আপনাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।” উভরে তিনি বলেনঃ “আমি তো তোমাদেরকে কিছুই বলছি না। আমি আমার মহান প্রতিপালকের কাছে আমার দুঃখ প্রকাশ করছি। তাঁর কাছে আমি অনেক কিছু আশা করি। তিনি কল্যাণদাতা। ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের কথা আমি ভুলি নাই। ঐ স্বপ্নের তৎপর্য অবশ্যই একদিন প্রকাশিত হবে।”

বর্ণিত আছে যে, একদা হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) কে তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু জিজ্ঞেস করেনঃ “কিভাবে আপনার চক্ষু নষ্ট হয়ে গেল এবং কিসে আপনার পিঠকে বাঁকা করে দিলো?” উভরে তিনি বলেনঃ “ইউসুফের (আঃ) জন্যে কেঁদে কেঁদে আমি চক্ষু নষ্ট করে ফেলেছি এবং বিনইয়ামীনের দুঃখ ও বেদনা আমার পিঠ বাঁকা করে দিয়েছে।” ঐ সময়েই হ্যরত জিবরাইল (আঃ) তাঁর নিকট আগমন করেন এবং বলেনঃ “আল্লাহ আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেনঃ “অন্যের কাছে আমার অভিযোগ করতে তুমি লজ্জা কর না!” হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) তৎক্ষণাত্মে বলেনঃ “আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি।” হ্যরত জিবরাইল (আঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ “আপনার অভিযোগ সম্পর্কে আল্লাহ তাআ’লা পূর্ণ ওয়াকিফহাল।”^২

(৮৭) হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ (আঃ) ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং

- ۸۷ -
يَبْنِي اذْهِبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ
يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَائِسُوا مِنْ

১. এটাও বনী ইসরাইলের রিওয়াইয়াত। সনদ দ্বারা এটা সাব্যস্ত নয়।
২. এটাও তাফসীরে ইবনু হাত্তিমে হ্যরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তবে এটাও গারীব হাদীস এবং এতে অঙ্গীকৃতিও রয়েছে।

আল্লাহর কর্মণা হতে তোমরা
নিরাশ হয়ে না, কারণ
কাফিরগণ ব্যতীত কেউই
আল্লাহর কর্মণা হতে নিরাশ
হয় না।

رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيَسُ مِنْ رَوْحٍ
اللَّهُ أَلَا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ۝

(৮৮) যখন তারা তার নিকট
উপস্থিত হলো তখন বললোঃ
হে আয়ীষ! আমরা ও
আমাদের পরিবার পরিজন
বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং
আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে
এসেছি; আপনি আমাদের
রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং
আমাদেরকে দান করুনঃ
আল্লাহ দাতাদেরকে পুরস্কৃত
করে থাকেন।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا
يَا يَاهَا الْعَزِيزُ مَسَنَا وَاهْلَنَا
الضُّرُّ وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ مُّزْجَةٍ
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصْدِيقَ
عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
الْمُتَصْدِقِينَ ۝

হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় পুত্রদেরকে আদেশ করছেনঃ “হে আমার
প্রিয় বৎসগণ! তোমরা এদি ক ওদি ক গমন কর এবং ইউসুফ (আঃ) ও
বিনইয়ামীনের খৌজ কর।” আরবী ভাষায় تَحْسِسْ শব্দটি ভাল অনুসন্ধান
করার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর মন্দ অনুসন্ধানের ব্যাপারে
ব্যবহৃত হয় تَجْسِسْ শব্দটি। এর সাথে সাথেই তিনি পুত্রদেরকে বলেনঃ
“আল্লাহর সত্ত্বা থেকে নিরাশ হয়ে যেয়ো না। তাঁর কর্মণা ও রহমত থেকে
কাফিররা ছাড়া আর কেউই নিরাশ হয় না। তোমরা তাদের অনুসন্ধান বন্ধ
করে দিয়ো না। আল্লাহর নিকট তোমরা ভাল আশা কর। তোমরা
নিজেদের চেষ্টা চালিয়ে যাও।”

পিতার উপদেশ ক্রমে তাঁরা যাত্রা শুরু করে মিসরে পৌছে গেলেন।
হ্যরত ইউসুফের (আঃ) সামনে হাজির হয়ে তাঁরা নিজেদের দুরাবস্থার
কথা প্রকাশ করলেনঃ “দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আমরা
ধৰ্মসের মুখোমুখি হয়ে গেছি। আমাদের কাছে এমন কিছুই নেই যার দ্বারা
আমরা খাদ্য ক্রয় করতে পারি। আমাদের কাছে খারাপ, মেকী, ক্রটিযুক্ত

এবং মূল্য হতে পারে না, একে সামান্য কিছু রয়েছে। এগুলো নিয়েই আমরা আপনার কাছে এসেছি। যদিও এগুলো খাদ্যের বিনিময় হতে পারে না, তথাপি আমরা কামনা করছি যে, আপনি আমাদেরকে ওগুলোই প্রদান করবেন: যেগুলো সঠিক ও পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে দেয়া হয়ে থাকে। আমরা আশা রাখছি যে, আপনি আমাদের বোৰা পূর্ণ করবেন এবং আমাদের বস্তা ভর্তি করে দেবেন।” হয়রত ইবনু মাসউদের (রাঃ) কিরআতে **فَأَوْفِ لَنَا كُلَّكُلْ** এর স্থলে **فَأَوْقِرْ رَبَّنَا** রয়েছে। অর্থাৎ আপনি আমাদের উট খাদ্য দ্বারা বোঝাই করে দিন।

অথবা ভাবার্থ হচ্ছে : এই খাদ্য আমাদেরকে আমাদের এই মালের বিনিময়ে নয়, বরং দান হিসেবে প্রদান করুন! হয়রত সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয়ঃ “আমাদের নবীর (সঃ) পূর্বেও কি কোন নবীর উপর সাদকা হারাম ছিল?” উত্তরে তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করে দলিল হিসাবে বলেনঃ “না, ইতিপূর্বে অন্য কোন নবীর উপর সাদকা হারাম হয় নাই।”

হয়রত মুজাহিদকে (রঃ) প্রশ্ন করা হয়ঃ “কোন ব্যক্তি তার প্রার্থনায় ‘হে আল্লাহ! আমার উপর সাদকা করুন’, একথা বলা কি মাকরুহ?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “হ্যাঁ। কেননা, ‘সাদকা’ সেই করে থাকে যে সাওয়াব চায়।”

(৮৯) সে বললোঃ তোমরা কি
জান, তোমরা ইউসুফ (আঃ) ৮৯
ও তার সহোদরের প্রতি কিরণ
আচরণ করেছিলে, যখন **بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جِهْلُونَ**
তোমরা ছিলে অজ্ঞ?

(৯০) তারা বললোঃ তবে কি
তুমই ইউসুফ (আঃ)? সে
বললোঃ আমিই ইউসুফ (আঃ)
এবং এই আমার সহোদর;
আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ
করেছেন, যে ব্যক্তি মুভাকী ও
ধৈর্যশীল, আল্লাহ সেইরূপ
সৎকর্মপ্রায়ণদের শ্রমফল নষ্ট
করেন না।

— قَالَ هَلْ عِلِّمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ
— بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جِهْلُونَ
— قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ
— قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ
— مِنَ اللَّهِ عَلِيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَتَقَرَّ
— وَصَبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ
— الْمُحْسِنِينَ

৯১। তারা বললোঃ আল্লাহর
শপথ! আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে
আমাদের উপর প্রাধান্য
দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়
অপরাধী ছিলাম।

৯২। সে বললোঃ আজ
তোমাদের বিরুদ্ধে কোন
অভিযোগ নেই, আল্লাহ
তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং
তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
দয়ালু।

৭১- قَالُوا تَالِلَهِ لَقَدْ اثْرَكَ اللَّهُ
عَلَيْنَا وَإِنَّ كَنَا لَخَطِئِينَ ۝

৭২- قَالَ لَا تَثْرِبْ عَلَيْكُمْ
الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ
أَرْحَمُ الرَّحْمَنِ ۝

হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাঁর কাছে অত্যন্ত দৃঢ়ভারাক্রান্ত ও দারিদ্রের অবস্থায় পৌছেন এবং তাঁর কাছে নিজেদের দৃঢ়-দুর্দশা, পিতা ও পরিবারবর্গের বিপদ-আপদের বর্ণনা দেন তখন তাঁর অস্তর বিগলিত হয়ে যায় এবং আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন। বর্ণিত আছে যে, সেই সময় তিনি স্বীয় মাথার তাজ নামিয়ে ফেলেন এবং ভাইদেরকে বলেনঃ “আপনারা ইউসুফের (আঃ) সাথে এবং তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের সাথে যে ব্যবহার করেছিলেন তা আপনাদের স্মরণ আছে কি, যখন আপনারা অজ্ঞ ছিলেন? এ জন্যেই পূর্ববর্তী কোন কোন গুরুজন বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লার প্রত্যেক পাপী বান্দাই অজ্ঞ ও মুর্খ। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। (১৬ঃ ১১৯)

বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, প্রথম দু'দফার সাক্ষাতের সময় নিজের পরিচয় দানের নির্দেশ আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) প্রতি ছিল না। ততীয় বারে সাক্ষাতের সময় তাঁকে নিজের পরিচয় দানের নির্দেশ দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। যখন কষ্ট বেড়ে গেল এবং কাঠিণ্য বৃদ্ধি পেলো তখন আল্লাহ তাআ'লা কাঠিণ্য ও সংকীর্ণতা দূর করে দিলেন এবং প্রশস্ততা আনয়ন করলেন। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছে :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -

অর্থাৎ “কষ্টের সাথেই তো স্বত্তি আছে। অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বত্তি আছে।” (৯৪: ৫-৬)

হয়রত ইউসুফের (আঃ) প্রশ্নে তাঁর ভাতাগণ বিশ্বয়ে চমকে উঠেন। এর একটা কারণ এই ছিল যে, মুকুট নামিয়ে দেয়ার ফলে তাঁর কপালের নির্দশন তাঁরা দেখে নেন। ঐ সময় তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করেন: ﴿أَنْتَ لَا أَنْتَ يُوسُفُ﴾ অর্থাৎ “তা হলে তুমই কি ইউসুফ?” (১২: ৯০) ইবনু মুহাইসিন (রঃ) প্রশ্ন করেন: ﴿إِسْتَفْهَامًا! بِمَا أَنْتُ يُوسُفُ﴾। এর উপর ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ এতে তাঁরা বিশ্বিত হন যে, তাঁরা তাঁর কাছে দু'বছর বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে যাতায়াত করছেন, অথচ তাঁকে তাঁরা চিনতে পারেন নাই।, আর তিনি কিন্তু তাঁদেরকে চিনেছেন ও নিজেকে গোপন করেছেন! এজন্যেই তাঁরা প্রশ্নের সুরে বলেন: “তুমি কি ইউসুফ?” তিনি উত্তরে বলেন: “হ্যা, আমিই ইউসুফ (আঃ) এবং এটা (বিনইয়ামীন) আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ তাআ'লা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদের পর আমাদেরকে তিনি মিলিত করেছেন। আল্লাহভূতি ও ধৈর্যশীলতা বিফলে যায় না।”

এখন হয়রত ইউসুফের (আঃ) ভাতাগণ তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন। তাঁরা তাঁকে বলেন: “বাস্তবিকই দৈহিক সৌন্দর্য ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়েই তুমি আমাদের চেয়ে উত্তম। রাজত্ব ও ধন-মালের দিক দিয়েও আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন।” অনুরূপভাবে কারো কারো মতে নুবওয়াতের দিক দিয়েও তিনি ভাইদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। কেননা, তিনি নবী ছিলেন এবং তাঁর ভাতাগণ নবী ছিলেন না। এই স্বীকারোক্তির পর তাঁরা তাঁদের ভুলও স্বীকার করেন। তৎক্ষণাত্মে হয়রত ইউসুফ (আঃ) তাঁদেরকে বলেন: “আজকের পরে আমি আপনাদের এই ভুলের কথা মনেও করবো না। এ কারণে আমি আপনাদেরকে শাসন গর্জন করতে চাইনে। আমি আপনাদের উপর কোন অভিযোগও করছি না। আপনাদের উপর আমি রাগাভিত নই। বরং আমার প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ তাআ'লা ও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন! তিনি সর্বাপেক্ষা বড় দয়ালু।” তাঁর ভাতাগণ ওজর পেশ করলেন এবং তিনি তা

কবুল করলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁদেরকে বললেন : “আপনারা যা করেছেন, আল্লাহ তার উপর পর্দা করে দিন! তিনি হচ্ছেন পরম করুণাময়।”

(৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি
নিয়ে যাও এবং এটা আমার
পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখো,
তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন,
আর তোমরা তোমাদের
পরিবারের সকলকেই আমার
নিকট নিয়ে এসো।

٩٣- إِذْ هُبُوا بِقَمِّيْصِيْ هَذَا

فَالْقَوْهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيْ يَاتِ
بَصِيرًا وَاتُونِيْ بِأَهْلِكُمْ

○ أَجْمَعِينَ (٤)

(৯৪) অতঃপর যাত্রীদল যখন
বের হয়ে পড়লো তখন তাদের
পিতা বললোঃ তোমরা যদি
আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না
কর তবে বলিঃ আমি
ইউসুফের (আঃ) স্বাগ পাচ্ছি।

٩٤- وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ

أَبُوهُمَّ ابْنِي لَاجْدُ رِيحَ يُوسُفَ
لَوْلَا أَنْ تَفِنْدُونَ ○

(৯৫) তারা বললোঃ “আল্লাহর
শপথ! আপনি তো আপনার
পূর্ব বিভাস্তিতেই রয়েছেন।

٩٥- قَالُوا تَالَّهُ إِنَّكَ لَفِيْ

ضَلَّلَكَ الْقَدِيرِ ○

আল্লাহর নবী হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) হ্যরত ইউসুফের (আঃ) শোকে
কেঁদে কেঁদে অঙ্ক হয়ে গিয়েছিলেন, তাই হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর
ভাইদেরকে বললেনঃ “আমার এই জামাটি নিয়ে আমাদের পিতার কাছে
গমন করুন এবং এটা তাঁর মুখের উপর রেখে দেবেন, ইনশা আল্লাহ তিনি
তৎক্ষণাত দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। অতঃপর আপনারা তাঁকে এবং
আপনাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে আসবেন।” এদিকে
এই যাত্রীদল মিসর থেকে যাত্রা শুরু করেছেন, আর ও দিকে আল্লাহ
তাআলা হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) কাছে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) সুগন্ধি
পৌছিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি তাঁর কাছে অবস্থিত সন্তানদের বললেনঃ
“আমার কাছে তো আমার প্রিয় পুত্র ইউসুফের (আঃ) সুগন্ধি আসছে। কিন্তু
তোমরা তো আমাকে জ্ঞান শূন্য অতি বৃদ্ধ বলে আমার কথার প্রতি

কোনই গুরুত্ব দেবে না।” ঐ সময় যাত্রীদল কিনআ’ন থেকে ৮ (আট) দিনের পথের দূরত্বে ছিল। সেখান থেকেই আল্লাহর হুকুমে বাতাস হ্যরত ইয়াকুবকে (আঃ) হ্যরত ইউসুফের (আঃ) জামাটির সুগন্ধি পৌছিয়ে দিয়েছিল। ঐ সময় হ্যরত ইউসুফের (আঃ) হারিয়ে যাওয়ার সময় কাল ৮০ (আশি) বছরে পৌছেছিল এবং যাত্রীদল তাঁর নিকট থেকে ৮০ (আশি) ‘ফারসাখ’ দূরে ছিল। কিন্তু পিতার পার্শ্বে অবস্থানকারী ইউসুফের (আঃ) ভাতাগণ পিতাকে বললোঃ “আপনি ইউসুফের (আঃ) প্রেমের কারণে বিঅন্তির মধ্যে পড়ে রয়েছেন। সে কোন সময় আপনার মন হতে দূর হয় না এবং কোন সময় আপনি সাজ্জনাও লাভ করতে পারছেন না।” হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) কাছে এই ভাষাটি বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠোর ছিল। কোন যোগ্য সন্তানের পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, নিজের পিতার নামে একপ ভাষা প্রয়োগ করে এবং উচ্চতের জন্যেও এটা শোভা পায় না যে, তারা তাদের নবীকে (সঃ) একপ কথা বলে! সুন্দী (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন একথাই বলেছেন।

(৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদ বা

হক উপস্থিত হলো এবং তার মুখ্যগুলের উপর জামাটি রাখলো তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো, সে বললোঃ আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আমি আল্লাহর নিকট হতে জানি, যা তোমরা জান না।

(৯৭) তারা বললোঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী।

(৯৮) সে বললোঃ আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের

১- فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَدْمُ

عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَ بِصِيرًا قَالَ
إِنِّي أَقْلَلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنْ
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

২- قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْلَنَا

ذُنُوبَنَا إِنَّا كَنَا خَطِئِينَ ۝

৩- قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ

জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো,
তিনি তো অতি ক্ষমাশীল পরম ০
رَبِّيْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
দয়ালুু ।

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) ও হ্যরত সুন্দী (রঃ) বলেন যে, জামাটি এনেছিলেন হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) বড় ছেলে ইয়াতুন্দা । কেননা, তিনিই পূর্বে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে পিতার কাছে হায়ির করে ছিলেন এবং পিতাকে বলেছিলেন যে, এটা হচ্ছে হ্যরত ইউসুফের (আঃ) দেহের রক্তভরা জামা । এখন এরই বদলা হিসেবে তিনিই হ্যরত ইউসুফের (আঃ) এই জামাটি আনলেন যেন মন্দের বিনিময়ে ভাল সম্পাদিত হয় । যেন কু-খবরের বিনিময়ে সুখবর হয়ে যায় । জামাটি এনেই পিতার চেহারার উপর ফেলে দেন । সাথে সাথেই হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) চক্ষু খুলে যায় । তখন তিনি পুত্রদের সম্মুখে করে বলেনঃ “দেখো! আমি তো সদা-সর্বদা তোমাদেরকে বলে আসছি যে, মহান আল্লাহর নিকট হতে আমি এমন কতকগুলি বিষয় অবগত আছি, যা তোমরা অবগত নও । আমি তোমাদেরকে বলেছি যে, আল্লাহ তাআ'লা অবশ্যই ইউসুফ (আঃ) কে আমার সাথে সাক্ষাত করাবেন । এই তো অল্প দিন পূর্বের আলোচনায় আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, আমি ইউসুফের (আঃ) স্নান পাচ্ছি ।” পিতার এ সব কথা শুনে পুত্রেরা লজ্জিত হয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন এবং পিতাকে নিজেদের জন্যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন । উত্তরে পিতা বলেনঃ “আমি তোমাদের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করছি না এবং আমি আমার প্রতিপালকের নিকট এই আশাও রাখি যে, তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন । কেননা, তিনি ক্ষমাশীল ও করণাময় । তিনি তাওবাকারীর তাওবা কবুল করে'থাকেন । আমি প্রাতঃকালে তোমাদের জন্যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো ।”

হ্যরত মুহারিব ইবনু দাসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত উমার (রাঃ) একদা মসজিদে আগমন করেন এবং এ কথাটি বলতে শুনেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন, আমি আপনার আহ্বানে সাম্মত দিয়েছি । আপনি আমাকে আদেশ করেছেন, আমি আপনার আদেশ মান্য করেছি । এটা প্রাতঃকাল । সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন ।” হ্যরত উমার (রাঃ) কান লাগিয়ে শুনলেন এবং বুঝলেন যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু

মাসউদের (রাঃ) বাড়ী হতে এ শব্দ আসছে। তিনি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উভয়ে বলেনঃ “এটা হচ্ছে ঐ সময় যার জন্যে হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর ছেলেদেরকে বলেছিলেনঃ ‘অল্লাক্ষণ পরেই আমি তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো’।”^১

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, ওটা ছিল জুমআ’র রাত্রি। হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ‘অল্লাক্ষণ পরেই আমি তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো’ এর দ্বারা হ্যরত ইয়াকুবের উদ্দেশ্য ছিল জুমআ’র রাত্রি।^২

(৯৯) অতঃপর তারা যখন

ইউসুফের (আঃ) নিকট
উপস্থিত হলো, যখন সে তার
পিতা মাতাকে আলিঙ্গন করলো
এবং বললোঃ আপনারা
আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে
মিসরে প্রবেশ করুন!

(১০০) আর ইউসুফ (আঃ) তার
পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে
বসালো এবং তারা সবাই তার
সামনে সিজদায় লুটিয়ে
পড়লো, সে বললোঃ হে
আমার পিতা! এটাই আমার
পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার
প্রতিপালক ওটা সত্যে পরিণত
করেছেন এবং তিনি আমাকে
কারাগার হতে মুক্ত করে এবং
শুভতান আমার ও আমার

- ১ - فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ

أَوْيَ إِلَيْهِ أَبُوهِهِ وَقَالَ ادْخُلُوا
مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِمْنِينَ

1 - وَرَفَعَ أَبُوهِهِ عَلَىٰ الْعَرْشِ

وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا بَتِ
هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلِ قَدْ
جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ
بِّيْ إِذْ أَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ
وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ آنَ

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) স্বীয় তাফসীর ঘষ্টে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল। এর মারফু’ হওয়ার ব্যাপারেও সমালোচনা হয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ভাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার
পরও আপনাদেরকে মরু
অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে
আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন,
আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা
নিপুণতার সাথে করে থাকেন,
তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

نَزَّعَ الشَّيْطَنَ بِيْنَيْ وَبِنْ
إِخْوَتِي إِنْ رِبِّيْ لَطِيفُ لِمَا
يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

হ্যরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে নিজের পরিচয় দানের পর
বলেছিলেনঃ “আমাদের পিতা এবং আপনাদের পরিবারের সমস্ত লোককে
আমার কাছে নিয়ে আসবেন। আল্লাহ তাআ'লা এখানে ঐ সংবাদই
দিচ্ছেন। হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভাতাগণ তাই করলেন। ঐ মহান যাত্রী
দলটি কিনারান থেকে মিসরের পথে যাত্রা শুরু করলেন। যখন তাঁরা
মিসরের নিকটবর্তী স্থানে পৌছলেন, তখন হ্যরত ইউসুফ (আঃ) স্বীয়
পিতা হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) অভ্যর্থনার জন্যে গমন করলেন এবং
বাদশাহর নির্দেশক্রমে শহরের সমস্ত আমীর ও সভাসদও গেলেন। এও
বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং বাদশাহও অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন এবং
শহরের বাইরে এসেছিলেন।

أُو إِلَيْهِ أَبُوبِهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ،
এই উক্তির ব্যাপারে কোন কোন
মুফাসিসের বক্তব্য এই যে, এখানে রচনায় আগা-পিছা রয়েছে। অর্থাৎ
হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ “আপনারা মিসরে প্রবেশ করুন,
ইনশাআল্লাহ এখানে নির্ভয় ও নিরাপদে থাকবেন।” এখন শহরে প্রবেশ
করার পর তিনি পিতা মাতাকে নিজের কাছে স্থান দেন এবং তাঁদেরকে
উচ্চাসনে বসান। কিন্তু ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) এটা খন্ডন করেছেন এবং
বলেছেন যে, এতে সুন্দীর (রঃ) উক্তিটিই সঠিক। তাঁর উক্তি এই যে, যখন
প্রথমে সাক্ষাৎ হলো তখন হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা-মাতাকে
নিজের কাছে স্থান দেন এবং যখন শহরে প্রবেশ করেন তখন বলেনঃ
“এখন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এখানে চলে আসুন।” কিন্তু এখানে আর
একটি কথা থেকে যাচ্ছে। তা এই যে, এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে বাড়ীতে
স্থান দেয়া। যেমন রয়েছেঃ أُو إِلَيْهِ أَخَا، অর্থাৎ তিনি তাঁর ভাইকে তাঁর
বাড়ীতে স্থান দিলেন।” আর হাদীসেও এইরূপ রয়েছে।

সুতরাং পিতা মাতার আগমনের পর হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁদেরকে নিজের কাছে স্থান দেয়ার পর তাঁদেরকে বলেনঃ ‘আপনারা নিরাপদে যিসরে প্রবেশ করুন।’ এখানে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত অবস্থায় সুখে শান্তিতে বসবাস করুন।’ আমাদের একপ ভাবার্থ বর্ণনা না করার কোনই কারণ নেই।

প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে যে, দুর্ভিক্ষের যে কয়েক বছর অবশিষ্ট ছিল তা হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) আগমনের ফলে দূর হয়ে যায়। যেমন মক্কাবাসীদের দুর্ভিক্ষের বাকী বছরগুলি রাসূলুল্লাহর (সঃ) প্রার্থনার কারণে দূর হয়ে গিয়েছিল, যখন আবু সুফিয়ান (রাঃ) তাঁর কাছে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করেন এবং কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে দুআ'র সুপারিশ করেন।

আবদুর রহমান (রঃ) বলেন যে, হ্যরত ইউসুফের (আঃ) মাতা পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাঁর পিতার সাথে ছিলেন তাঁর খালা। কিন্তু ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসহাকের (রঃ) উক্তি এই যে, ঐ সময় স্বয়ং তাঁর মাতাই জীবিত ছিলেন। এই উক্তিটি সঠিকও বটে। তাঁর মৃত্যুর উপর কোন বিশেষ দলীল নেই। আর কুরআন কারীমের প্রকাশ্য শব্দগুলি এটাই প্রমাণ করছে যে, ঐ সময় তাঁর মাতা জীবিত ছিলেন।

হ্যরত ইউসুফ (আঃ) স্বীয় পিতা-মাতাকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দেন। সেই সময় তাঁর পিতা-মাতা এবং এগারোটি তাই সবাই তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যান। তখন তিনি পিতাকে সম্মোধন করে বলেনঃ “আবরাজান! দেখুন, এতো দিনে আমার পূর্বের সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হলো। এই হচ্ছে এগারোটি তারকা এবং এই হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র যা আমার সামনে সিজদায় পতিত রয়েছে।” তাঁদের শরীয়তে এটা বৈধ ছিল যে, বড়দেরকে তাঁরা সালামের সাথে সিজদা করতেন। এমন কি হ্যরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হ্যরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নবীর উম্মতদের জন্যে এটা জায়েয় ছিল। কিন্তু মিল্লাতে মুহাম্মদিয়াতে (সঃ) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা নিজের পবিত্র সম্ভা ছাড়া অন্য কারো জন্যে সিজদাকে বৈধ করেন নাই। বরং তিনি ওটা একমাত্র নিজের জন্যেই নির্দিষ্ট করেছেন। হ্যরত কাতাদা' (রঃ) প্রভৃতি শুরুজনের উক্তির সারমর্ম এটাই।

হাদীস শরীকে রয়েছে যে, হ্যরত মুআ'য (রাঃ) সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, সিরিয়াবাসী তাদের বড়দেরকে সিজদা করে থাকে। তিনি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহকে (সা) সিজদা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হে মুআ'য (রাঃ)! এটা কি?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “আমি সিরিয়াবাসীদেরকে দেখেছি যে, তারা তাদের বড় ও সম্মানিত লোকদেরকে সিজদা করে থাকে। তা হলে আপনি তো সর্বাপেক্ষা এর বড় হকদার।” একথায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “যদি আমি কাউকেও কারো জন্যে সিজদার হৃকুম দিতাম তবে স্ত্রীলোককে হৃকুম করতাম যে, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। কারণ এই যে, তার বড় হক রয়েছে।”

অন্য এক হাদীসে রয়েছে যে, হ্যরত সালমান ফারসী (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণের শুরুতে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) পথে দেখে সিজদা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ “হে সালমান (রাঃ)! আমাকে সিজদা করো না। সিজদা ঐ আল্লাহকে কর যিনি চিরজীব যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।”

মোট কথা, যেহেতু তাঁদের শরীয়তে মানুষকে সিজদা করা জায়েয় ছিল, তাই তাঁরা হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) সিজদা করেছিলেন। তখন হ্যরত ইউসুফ (আঃ) বলেনঃ “দেখুন আবু! আমার স্বপ্নের তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে। আমার প্রতিপালক এটাকে সত্যরূপে দেখিয়েছেন। এর ফল প্রকাশ হয়ে পড়েছে।”

অন্য আয়াতে কিয়ামতের দিনের জন্যেও এই শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে ‘**يَوْمَ تَأْوِيلَهُ**’ বলা হয়েছে।

এরপর হ্যরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ “এটাও আমার উপর আল্লাহর একটা ইহসান যে, তিনি আমার স্বপ্নকে সত্যরূপে দেখায়েছেন। যা আমি শুয়ে শুয়ে দেখেছিলাম, আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যে, সেটাই তিনি আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখায়েছেন। আমার উপর তাঁর আরো অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমাকে জেলখানা হতে মুক্তি দান করেছেন এবং আপনাদের সকলকে মরুভূমি হতে সরিয়ে এখানে আনয়ন করেছেন এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করায়েছেন।” হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) জন্তু লালন-পালন করতেন বলে সাধারণতঃ তাঁকে মরুভূমি অঞ্চলেই বসবাস করতে হতো।

ফিলিস্তিনও সিরিয়ার জঙ্গলে অবস্থিত। অধিকাংশ সময় তাঁরা তাঁবু থাটিয়ে বাস করতেন। বলা হয়েছে যে, তাঁরা হাসমীর নিম্নদেশে আওলাজ নামক স্থানে বসবাস করতেন এবং সেখানে পশু পালন করতেন। উট, বকরী ইত্যাদি তাঁদের সাথে থাকতো।

অতঃপর হ্যরত ইউসুফ (আঃ) বলেনঃ “আমার উপর আল্লাহ পাকের এটা কম বড় অনুগ্রহ নয় যে, শয়তান আমার ও আমার ভাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও তিনি আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে আনয়ন করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা-ই নিপুণতার সাথে করে থাকেন। তিনি ঐ কাজের যথাযোগ্য উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন। আর ওটাকে তিনি অতি সহজ করে দেন। বান্দার কিসে কল্যান রয়েছে তা তিনি খুব ভাল রূপেই জানেন। নিজের কাজে, কথায়, ফায়সালায় ও উদ্দেশ্যে তিনি অতি নিপুন।”

সুলাইমানের (রঃ) উক্তি এই যে, স্বপ্ন দেখা ও ওর তাৎপর্য প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু শান্দাদ (রঃ) বলেন যে, স্বপ্নের তাৎপর্য প্রকাশিত হতে এর চেয়ে বেশী সময় লাগেও না। এটাই হচ্ছে সময়ের শেষ সীমা। হ্যরত হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ৮০ বছর পরে পিতা পুত্রের মিলন ঘটে। এটা চিন্তার বিষয়, সেই সময় যমীনে হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) অপেক্ষা আল্লাহ তাআ'লার বড় প্রিয় পাত্র আর কেউ ছিলেন না। তথাপি তাঁকে এতো দীর্ঘ দিন ধরে পুত্র ইউসুফকে (আঃ) ছেড়ে থাকতে হলো। সব সময় তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকতো। আর অন্তরে দুঃখ ও বেদনার তরঙ্গ উঠতো। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এই বিচ্ছেদের সময়কাল ছিল ৮৩ (তিরাশি) বছর।

মুবারক ইবন ফুয়ালা' (রঃ) হাসান (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) কৃপে নিষ্কেপ করা হয়েছিল তখন তাঁর বয়স ছিল ১৭ (সতেরো বছর)। আর তিনি পিতার নিকট হারিয়ে থাকেন ৮০ (আশি) বছর। তারপরে তিনি ২৩ (তেইশ) বছর জীবিত থাকেন। ১২০ (এক শ' বিশ) বছর বয়সে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। হ্যরত কাতাদা'র (রঃ) উক্তি অনুসারে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বছর প্রেরে পিতা পুত্রের মিলন হয়। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত

ইউসুফ (আঃ) পিতার নিকট হতে ১৮ (আঠারো) বছর পর্যন্ত হারিয়ে থাকেন। আহলে কিতাবের ধারণায় তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত পিতার নিকট হতে অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর মিসরে পিতার সাথে মিলিত হন এবং এরপর ১৭ (সতের) বছর জীবিত থাকেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, বানু ইসরাইল যখন মিসরে পৌছেন তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৩ (তেষটি) জন।^১ আর যখন তারা মিসর হতে বের হন তখন তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছ’লক্ষ সন্তুর হাজার। আবু ইসহাক (রঃ) মাসরুক (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তাঁরা মিসরে প্রবেশ করেন তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল তিনশ’ নব্বই জন। এন্দের মধ্যে ছিলেন পুরুষ ও নারী। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ’লাই সর্বাদিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আবদুল্লাহ ইবনু শান্দাদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন এই লোকগুলি মিসরে আগমন করেন তখন তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ৮৬ (ছিয়াশি) জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পুরুষ, নারী, বালক ও বৃন্দ। আর যখন বের হন তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছ’লক্ষেরও বেশি।

(১০১) হে আমার প্রতিপালক!

আপনি আমাকে রাজ্য দান
করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা
শিক্ষা দিয়েছেন; হে আকাশ
মন্ত্রী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা!
আপনিই ইহলোক ও
পরলোকে আমার অভিভাবক,
আপনি আমাকে মুসলিম
হিসেবে মৃত্যু দান করুন, এবং
আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের
অন্তর্ভূত করুন।

এটা হচ্ছে সত্যবাদী হযরত ইউসুফের (আঃ) তাঁর প্রতিপালক মহামহিমাবিত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা। তিনি নুবওয়াত লাভ করেছেন, তাঁকে রাজত্ব দান করা হয়েছে, বিপদ-আপদ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন,

১. নুসখায়ে মাক্কিয়াতে তিনশ’ ষাটজন রয়েছে।

١٠١ - رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ
وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ
وَلِيٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوْفِينِي
مُسِلِّمًا وَالْحِقْنِي بِالصِّلْحِينَ ۝

পিতা-মাতা এবং আতাদের সাথে মিলন ঘটেছে, তাই এখন তিনি আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করছেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! পার্থিব নিয়ামতগুলি যেমন আপনি আমার উপর পরিপূর্ণ করেছেন, অনুরূপভাবে আখেরাতেও এই নিয়ামতগুলি আমাকে পরিপূর্ণভাবে প্রদান করুন। যখন আমার মৃত্যু আসবে তখন যেন তা ইসলাম ও আপনার আনুগত্যের উপরই আসে। আমাকে যেন সৎ লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। অন্যান্য নবী ও রাসূলদের সাথে যেন আমার সাক্ষাৎ ঘটে।”

খুব সম্ভব হ্যরত ইউসুফের (আঃ) এই প্রার্থনা ছিল তাঁর মৃত্যুর সময়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় নিজের অঙ্গুলী উভোলন করেন এবং প্রার্থনা করেন : *اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى* “হে আল্লাহ! মহান বস্তুর সাথে আমার সাক্ষাত করিয়ে দিন!” তিনবার তিনি এই প্রার্থনাই করেন। আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি যখনই মারা যাবেন তখনই যেন ইসলামের উপর মারা যান এবং নবীদের সাথে মিলিত হন, এই ছিল তাঁর প্রার্থনার উদ্দেশ্য। এ নয় যে, তখনই তিনি মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন। এর দ্বিতীয় ঠিক এইরূপই যে, যেমন কেউ কাউকেও দুআ’ দিয়ে বলেঃ “আল্লাহ ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু দিন।” তখন উদ্দেশ্য এটা থাকে না যে, তখনই আল্লাহ তাঁর মৃত্যু ঘটিয়ে দিন। কিংবা যেমন আমরা প্রার্থনায় বলে থাকিঃ “হে আল্লাহ! আপনার দীনের উপরই যেন আমাদের মৃত্যু হয়।” অথবা আমরা প্রার্থনায় বলিঃ “হে আল্লাহ! ইসলামের উপর আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দিন এবং সৎ লোকদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।” আর যদি তাঁর উদ্দেশ্য এটাই থেকে থাকে যে, প্রকৃত পক্ষে তৎক্ষণাত তিনি মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন তবে সম্ভবতঃ তাঁদের শরীয়তে ওটা জায়েয ছিল। যেমন কাতাদা’র (রঃ) উক্তি রয়েছে যে, যখন হ্যরত ইউসুফের (আঃ) সমস্ত কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল, চক্ষু ঠাণ্ডা হলো এবং রাজত্ব, সম্পদ, মান-সম্মান, বংশ, পরিবার ইত্যাদি সব কিছু মিলে গেল তখন তাঁর সংকর্মশীলদের সাথে মিলিত হওয়ার আগ্রহ হলো। হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, হ্যরত ইউসুফের (আঃ) পূর্বে কেন নবী কখনো মৃত্যু কামনা করেন নাই। অনুরূপভাবে ইবনু জারীর (রঃ) এবং সুন্দী (রঃ) হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হ্যরত ইউসুফই (আঃ) প্রথম নবী যিনি মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন।

আর এটা সম্ভব যে, তিনিই প্রথম ইসলামের উপর মৃত্যু বরণের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যেমন رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلَوَالدَّى ... الْخ (৭১: ২৮) এই দুআ' সর্বপ্রথম হযরত নূহই (আঃ) করেছিলেন। এসব সত্ত্বেও যদি এটাই বলা হয় যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) মৃত্যুর জন্যেই প্রার্থনা করেছিলেন তবে আমরা বলবো যে, হয়তো তাঁদের শরীয়তে এটা জায়েয়। আমাদের শরীয়তে কিন্তু এটা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের কেউ যেন তার প্রতি আপত্তি কষ্ট ও বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি একান্তই মৃত্যু কামনা করতেই হয় তবে যেন বলেঃ “হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখুন যতদিন আমার জীবিত থাকা মঙ্গলজনক হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান করুন যদি আমার জন্যে মৃত্যুই কল্যাণকর হয়।”^১

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এই হাদীসেই রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের কেউ যেন তার উপর আপত্তি বিপদ-আপদের কারণে কখনো মৃত্যু কামনা না করে। যদি সে সৎ হয় তবে তার জীবন তার পূর্ণ বৃদ্ধি করবে। আর যদি সে দুষ্ট হয় তবে তার জীবনে হয়তো কোন সময় তাওবা’ করার তাওফীক লাভ হবে। বরং সে যেন বলেঃ ‘হে আল্লাহ! যতদিন আমার জীবিত থাকা কল্যাণকর হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন। আর যদি মৃত্যুই আমার জন্যে কল্যাণকর হয় তবে আমাকে মৃত্যু দান করুন।’”

হযরত আবু উমামা' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “(একদা) আমরা রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট বসেছিলাম। তিনি আমাদের উপদেশ দান করেন এবং আমাদেরকে অন্তর গলিয়ে দেন। ঐ সময় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্রন্দনকারী ছিলেন হযরত সাদ ইবনু আবি অক্বাস (রাঃ)। কাঁদতে কাঁদতেই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসেঃ যদি আমি মরে যেতাম (তবে কতই না ভাল হতো)!’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ “হে সাদ (রাঃ)! আমার সামনে তুমি মৃত্যু কামনা করছো?” তিন বার তিনি এ কথাই বলেন। অতঃপর বলেনঃ “হে সাদ (রাঃ)! তোমাকে যদি

১. এ হাদীসটি ইয়াম ইবনু হাস্বল (রঃ) স্থীয় মুসলিমদের বর্ণনা করেছেন।

বেহেশতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তবে তোমার বয়স যত বেশি হবে, পুন্য তত বৃদ্ধি পাবে। আর এটাই হবে তোমার জন্যে উন্নম।”^১

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন : “তোমাদের কেউ যেন বিপদ আপত্তি হওয়ার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা না করে এবং তাঁর জন্যে প্রর্থনা না করে তা এসে যাওয়ার পূর্বে। হ্যাঁ, তবে যদি তার নিজের আমলের উপর ভরসা থাকে তবে ওটা স্বতন্ত্র কথা। জেনে রেখো যে, যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন তার আমল শেষ হয়ে যায়। মু’মিনের আমল তার পৃণ্যই বাড়িয়ে থাকে।” জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এই হৃকুম হচ্ছে পার্থিব বিপদের ব্যাপারে এবং যা তার ব্যক্তিগত সম্পর্কযুক্ত হয়। কিন্তু যদি ধর্মীয় ফির্তনা হয় এবং দীনী বিপদ হয় তবে মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করা জায়েয়। যেমন ফিরআউনের জাদুকরণ ঐ সময় প্রার্থনা করেছিলেন যখন ফিরআউন তাঁদেরকে হত্যা করার হ্রকি দিয়েছিল। ঐ সময় তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেনঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! (আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন এবং মুসলমান রূপে) আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন। অনুরূপভাবে হযরত মরিয়ম (আঃ) কে যখন প্রসব বেদনা এক খেজুর বৃক্ষ তলে আশ্রয়ে বাধ্য করেছিল তখন তিনি বলেছিলেনঃ “হায়! এর পূর্বেই আমি যদি মরে যেতাম এবং লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।” এ কথা তিনি ঐ সময় বলেছিলেন যখন জনগণ তাঁকে ব্যাভিচারের অপবাদ দিচ্ছিল।

কেননা, তাঁর স্বামী ছিল না, অথচ তিনি গর্তধারণ করেছিলেন। যখন তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং তিনি সন্তানকে নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হন তখন তারা বলেঃ “হে মরিয়ম (আঃ)! তুমি তো এক অস্তুত কাও করে বসেছো। হে হারুণ-ভগ্নী! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।” কিন্তু তিনি যে এ পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এটা প্রমাণ করবার জন্যে আল্লাহ আআ’লা শিশু ঈসার (আঃ) মুখ দিয়ে বের করলেনঃ “আমি তো আল্লাহর বান্দা! তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।” একটি হাদীসে একটি দীর্ঘ দুআ’র বর্ণনা রয়েছে, যাতে এই বাক্যটিও রয়েছেঃ “যখন কোন কওমকে ফির্তনার মধ্যে নিষ্কেপ করার ইচ্ছা করবেন তখন আমাকে ঐ ফির্তনার মধ্যে জড়িত করার পূর্বেই উঠিয়ে নেন।”

১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (রঃ) স্থীয় মুসলাদে বর্ণনা করেছেন।

হ্যরত মাহমুদ ইবনু ওয়ালীদ (রঃ) হতে মারফু' ক্লপে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “বণী আদম নিজের পক্ষে দু'টি জিনিষকে খারাপ মনে করে থাকে। (১) মানুষ মৃত্যুকে খারাপ মনে করে। কিন্তু মৃত্যু মু'মিনের জন্যে ফির্না হতে উত্তম। (২) মালের স্বল্পতাকে মানুষ খারাপ মনে করে। অথচ মালের স্বল্পতা (কিয়ামতের দিনের) হিসাবকে কমিয়ে দেবে।”^১ মোট কথা দ্বিনী ফির্নার সময় মৃত্যু কামনা করা জায়েয়।

হ্যরত আলী (রাঃ) তাঁর খিলাফতের শেষ যুগে যখন দেখেন যে, জনগণের দুষ্টামী ও দুর্ব্যবহার কোন ক্রমেই কমছে না এবং কোন উপায়েই তাদেরকে একত্রিত করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন তিনি প্রার্থনা করেনঃ “হে আল্লাহ! আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নিন। আমি জনগণের উপর অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি এবং তারাও আমার উপর অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।”

ইমাম বুখারীও (রঃ) যখন অত্যাধিক ফির্নার মধ্যে পড়ে গেলেন এবং দ্বিনকে রক্ষা করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়লো, আর খুরাসানের আমীরের সাথে তাঁর বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হলো তখন তিনি জনাব বারী তাআ'লার কাছে প্রার্থনা করলেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নিন।”

হাদীসে রয়েছে যে, ফির্নার যুগে মানুষ কবরকে দেখে বলবেঃ “হায় যদি আমি এই জায়গায় থাকতাম।” কেননা, ফির্না-ফাসাদ, বালা-মুসিবত এবং কাঠিন্য প্রত্যেক ফির্না পীড়িতকে ফির্নায় নিষ্কেপ করবে।

বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) যে পুত্রগণ খুব বেশী অপরাধ করেছিলেন তাঁদের জন্যে যখন তিনি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন তখন আল্লাহ তাআ'লা তা কবুল করে নেন এবং তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেন।^২

হ্যরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, যখন হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) বংশের সবাই মিসরে একত্রিত হন তখন হ্যরত ইউসুফের (আঃ) ভাতাগণ পরম্পর বলাবলি করেনঃ “আমরা আমাদের পিতাকে যে জ্বালাতন করেছি তাতো স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে রয়েছে এবং ভাই ইউসুফের (আঃ) প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছি তাওতো প্রকাশমান। এখন যদিও এই দু'মহান

১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (রঃ) বীর মুসলাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এটা তাফসীরে ইবনু জারীরে রয়েছে।

ব্যক্তি আমাদেরকে কিছুই বললেন না বরং ক্ষমা করে দিলেন, তবুও আল্লাহর কাছে আমাদের অবস্থা কি হবে তা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়।” শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে উপর্যুক্ত হয়ে বললেনঃ “চল আমরা আমাদের পিতার কাছে যাই এবং তাঁর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করি।” সুতরাং সবাই মিলে পিতার কাছে আসলেন। ঐ সময় হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর নিকট বসেছিলেন। তাঁরা সবাই একই সাথে বললেনঃ “জনাব, আজ আমরা আপনার কাছে এমন এক শুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে এসেছি যে, একের কাজের জন্যে ইতিপূর্বে আর কখনো আসি নাই। হে পিত! এবং হে ভাতঃ আমরা এই সময় এমন বিপদে জড়িত হয়ে পড়েছি এবং আমাদের অন্তর এমনভাবে কাঁপছে যে, আজকের পূর্বে আমাদের অবস্থা এইরূপ কখনো হয় নাই।” মোট কথা, তাঁরা এমন বিনয় প্রকাশ করলেন যে, তাদের দু’জনের (পিতা ও পুত্রের) মন নরম হয়ে গেল। এটা প্রকাশ্য কথা যে, নবীদের অন্তর সমস্ত মাখলুকের তুলনায় বেশি দয়ার্দ ও কোমল হয়ে থাকে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমরা কি বলতে চাও এবং তোমাদের উপর কি বিপদ পতিত হয়েছে?” সবাই সমস্তেরে বলে উঠলেনঃ “আববা! আপনাকে কি পরিমাণ কষ্ট আমরা দিয়েছি তা আপনার জানা আছে এবং তাই ইউসুফের (আঃ) উপর কত যে অত্যাচার করেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।” তাঁরা দু’জনই বললেনঃ “হ্যাঁ আমাদের তা জানা আছে।” তাঁরা জিজ্ঞেস করলেনঃ “এটা কি সত্য যে, আপনারা আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন?” তাঁরা উভয়ে বললেনঃ “হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ঠিক। আমরা অন্তর থেকে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।” তখন তাঁরা বললেনঃ “আববা! আপনাদের ক্ষমা করা বৃথা হবে যদি না আল্লাহ ক্ষমা করেন।” তখন পিতা জিজ্ঞেস করলেনঃ “আচ্ছা, তা হলে তোমরা আমার কাছে চাছি কি?” তাঁরা জবাবে বললেনঃ আমরা আপনার নিকট এটাই চাচ্ছি যে, আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহ তাআ’লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, এমনকি ওয়াই দ্বারা আপনি জানতে পারেন যে, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তা হলেই আমরা মনে তৎপৰি লাভ করতে পারি। অন্যথায় আমরা তো দুনিয়া ও আখেরাত সবই হারালাম।” তৎক্ষণাৎ হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কিবলা মুখী হলেন। হ্যরত ইউসুফও (আঃ) তাঁর পেছনে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তাআ’লার নিকট প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। হ্যরত

ইয়াকুব (আঃ) দুআ' করছিলেন এবং হ্যরত ইউসুফ (আঃ) আমীন বলছিলেন। বিশ বছর পর্যন্ত দুআ' কবুল হয় নাই। অবশেষে যখন ভাতাদের শরীরের রক্ত আল্লাহ তাআ'লার ভয়ে শুকিয়ে যেতে লাগলো তখন ওয়াহী আসলো এবং তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার সুসংবাদ দেয়া হলো। এমনকি হ্যরত ইয়াকুবকে (আঃ) এ কথাও বলা হলো যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানদেরকে নুবওয়াত দান করা হবে এটা আল্লাহর ওয়াদা।^১

হ্যরত সুন্দী (রঃ) বলেন যে, হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় হ্যরত ইউসুফকে (আঃ) অসিয়ত করে যান যেন তাঁকে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) ও হ্যরত ইসহাকের (আঃ) জায়গায় সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর ইন্দ্রিয়কালের পর হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তা পূর্ণ করেন এবং সিরিয়ায় তাঁকে পিতা ও পিতামহের পার্শ্বে দাফন করা হয়। তাঁদের সবারই উপর দরদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

(১০২) এটা অদ্য লোকের
সংবাদ যাহা তোমাকে আমি
ওয়াহী দ্বারা অবহিত করছি,
ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা
মৈতেক্যে পৌছেছিল তখন তুমি
তাদের সাথে ছিলে না।

١٠٢ - ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ
نُوْجِيْبِهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ
يَمْكُرُونَ ۝

(১০৩) তুমি যতই চাও না কেন,
অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস
করবার নয়।

١٠٣ - وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ
حَرَصُتْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

(১০৪) আর তুমি তো তাদের
কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী
করছো না, এটা তো
বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ
ছাড়া কিছু নয়।

١٠٤ - وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

১. এটা হ্যরত আনাসের (রাঃ) উকি। এর সনদে দু'জন বর্ণনাকারী দুর্বল রয়েছেন। তাঁরা হলেন ইয়ায়ীদ রিকাশী ও সালিহ মুরারী।

আল্লাহ তাআ'লা হ্যরত ইউসুফের (আঃ) সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর, কি ভাবে ভ্রাতাগণ তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে, কিভাবে তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা করে, আল্লাহ তাআ'লা এর পর তাঁকে কিভাবে রক্ষা করেন এবং কি ভাবে তাঁকে উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়ে দেন, স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ “এটা এবং এ ধরণের আরো বহু অদৃশ্যের ঘটনা আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে বর্ণনা করা হয়ে থাকে; যাতে মানুষ তার থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং তোমার বিরক্তবাদীদেরও চক্ষু খুলে যায়। আর যাতে তাদের উপর আমার দলীল প্রমাণ কায়েম হয়ে যায়। যখন ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতারা তার বিরক্তে বড়্যন্ত্র করছিল এবং কৃপে নিষ্কেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল, তখন তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে না। আমি তোমাকে ওয়াহীর মাধ্যমে জানালাম বলেই তুমি জানতে পারলে।” যেমন হ্যরত মরিয়মের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যা আমি তোমাকে ঐশ্বী বাণী দ্বারা অবহিত করছি। মরিয়মের (আঃ) তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলমগুলি নিষ্কেপ করছিল তুমি তখন তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না।” হ্যরত মুসার (আঃ) ঘটনা প্রসঙ্গেও মহান আল্লাহ বলেনঃ “(হে নবী সঃ!) ‘জানেবে গারবিয়ে’ যখন আমি মুসাকে (আঃ) আমার কথা বুঝাচ্ছিলাম তখন তুমি সেখানে বিদ্যমান ছিলে না।” আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ “মাদইয়ানবাসীর কার্যাবলীও তোমার কাছে গোপন ছিল (শেষ পর্যন্ত)।” আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ ‘মালায়ে আ'লার’ পারস্পরিক আলোচনার সময়ও তুমি তথায় বিদ্যমান ছিলে না। এই সব আমার পক্ষ হতে ওয়াহীর মাধ্যমে তোমাকে জানানো হয়েছে। এ হচ্ছে তোমার রিসালাত ও নুবওয়াতের স্পষ্ট দলীল যে, অতীত ঘটনাবলী তুমি জনগণের সামনে এমনভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করছো যে, যেন তুমি ওগুলো স্বচক্ষে দেখেছো এবং তোমার সামনেই সেগুলো সংঘটিত হয়েছে। আবার এই ঘটনাগুলি উপদেশ, শিক্ষা এবং হিকমতে পরিপূর্ণ, যার মাধ্যমে মানুষের দীন ও দুনিয়া সুন্দর হতে পারো এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান থেকে অজ্ঞ থাকছে। তুমি হাজার চাইলেও এরা ঈমান আনবে না।” এর জায়গায় রয়েছেঃ

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُوكُ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ “(হে নবী (সঃ)! তুমি যদি ভূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে।” প্রত্যেক ঘটনার সাথে সাথে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেনঃ “যদিও এতে বড় রকমের নির্দর্শন রয়েছে তথাপি অধিকাংশ লোক উদাসীন আনে না।” (৬ঃ ১১৬)

আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ তুমি তো তাদের কাছে কোন বিনিময় বা পারিশ্রমিক দাবী করছো না। তুমি যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করছো এবং এ জন্যে বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করছো এতে পার্থিব কোন লাভ বা উপকার তোমার কাম্য নয়। তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। এটা সারা বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ ছাড়া কিছু নয়। এর মাধ্যমে দুনিয়াবাসী উপদেশ লাভ করবে, সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং পরকালে কঠিন শান্তি হতে মুক্তি পাবে।

(১০৫) আকাশ মণ্ডলী ও
পৃথিবীতে অনেক নির্দর্শন
রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ
করে, কিন্তু তারা এই সকলের
প্রতি উদাসীন।

١٠٥ - وَكَانَ مِنْ أَيَّهُ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْرُونَ
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرِّضُونَ ○

(১০৬) তাদের অধিকাংশ
আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু
তাঁর শরীক করে।

١٠٦ - وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ
إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ○

(১০৭) তবে কি তারা আল্লাহর
সর্বগ্রাসী শান্তি হতে অথবা
তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের
আকস্মিক উপস্থিত হতে
নিরাপদ?

١٠٧ - أَفَامْنَوا أَنْ تَاتِهِمْ غَاشِيَةً
مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَاتِهِمْ
السَّاعَةَ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

আল্লাহ তাআ’লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ক্ষমতাবান আল্লাহর বহু নির্দর্শন, তাঁর একত্বের সাক্ষ্য প্রমাণ রাতদিন মানুষের সামনে রয়েছে। তবুও অধিকাংশ লোক অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে এগুলো থেকে উদাসীন ও

অমনোযোগী রয়েছে। এই এতবড় ও প্রশংস্ত আকাশ, এই বিস্তৃত যমীন, এই উজ্জ্বল নক্ষত্র-রাজি, এই আবর্তনশীল সূর্য ও চন্দ্র, এই গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, শস্য-ক্ষেত্র, তরঙ্গ পূর্ণ সমুদ্র, প্রবাহিত বাতাস, বিভিন্ন প্রকারের ফল ফলাদি এবং নানা প্রকারের খাদ্য দ্রব্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর এই অসংখ্য নির্দশনাবলী কি জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কাজে আসে না যে, এগুলি দ্বারা সে তাঁকে চিনতে পারে, যিনি এক, অমুখাপেক্ষী, অংশীবিহীন, ক্ষমতাবান, চিরজ্ঞীব এবং চিরবিদ্যমান? এগুলো দেখে কি-সে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না? তাদের অধিকাংশের মাথা এমনভাবে বিগড়ে গেছে যে, তাদের আল্লাহর উপর বিশ্বাস আছে, অথচ তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করছে। তারা আসমান ও যমীনের, পাহাড়-পর্বতের এবং দানব ও মানবের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকেই মানে, অথচ তাঁর সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে ফেলে। এই মুশরিকরা হজ্জ করতে আসে এবং ইহরাম বেঁধে ‘লাবায়েক’ উচ্চারণ করতে করতে বলেঃ “হে আল্লাহ! আপনার কোন শরীক নেই, শরীক যারা আছে তাদেরও মালিক আপনি। তাদের অধিকার ভুক্ত সবকিছুরও মালিক আপনি।”

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, যখন মুশরিকরা বলতোঃ “হে আল্লাহ! আমরা হাজির আছি, আপনার কোন অংশীদার নেই, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ “যথেষ্ট হয়েছে। এর চেয়ে বেশী আর কিছু বলো না।” আল্লাহ তাআ’লা বলেছেন : *إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ* অর্থাৎ “নিশ্চয় শিরক চরম যুলুম।” (৩১ঃ ১৩) প্রকৃতপক্ষে এটা বড়ই অত্যাচার যে, আল্লাহর সাথে আরো কারো ইবাদত করা হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ “আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “তা এই যে, তুমি আল্লাহর জন্যে শরীক স্থাপন করবে, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।”

হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতের মধ্যে মুনাফিকরাও এসে পড়ে। তাদের আমলে একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা থাকে না। বরং তাদের মধ্যে রিয়াকারী ও লোক দেখানো ভাব থাকে। রিয়াকারীও শিরুকের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন কারীম ঘোষণা করেঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًاٰ

অর্থাৎ “মুনাফিকরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা নিজেরাই প্রতারিত হয়। তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অত্যন্ত অলসভাবে দাঁড়ায়, তাদের উদ্দেশ্য হয় শুধু লোক দেখানো। তারা আল্লাহর যিকর খুব কমই করে।” (৪: ১৪২) এটাও স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, কতকগুলি শিরক খুবই হালকা ও গোপনীয় হয়। স্বয়ং শিরককারীও ওটা বুৰতে পারে না। হ্যরত হ্যাইফা (রাঃ) একজন ঝঁপ ব্যক্তির নিকট গমন করেন। তার হাতে একটা সূতা বাঁধা ছিল। তিনি ওটা দেখে ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেনঃ “মু’মিন হয়েও শিরক করছো?” অর্থাৎ তিনি এ আয়াতটিই পাঠ করেন। হাদীস শরীফে আছে যে, যে ব্যক্তি গায়রূপ্লাহর কসম খেলো সে মুশরিক হয়ে গেল।^১

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “বাড়-ফুঁক, সূতা, এবং মিথ্যা তাবীজ শিরক।”^২ তিনি আরো বলেছেনঃ “বান্দার নির্ভরশীলতার কারণে আল্লাহ তাআ’লা তার সমস্ত বিপদ আপদ দূর করে থাকেন।”

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের স্তু হ্যরত যায়নাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “(আমার স্বামী) হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন বাইরে থেকে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন তখন তিনি গলা খাঁকড়াতেন এবং থুথু ফেলতেন। যাতে বাড়ীর লোকেরা তাঁর আগমনের ইঙ্গিত পেতে পারে এবং তিনি যেন তাঁদেরকে এমন অবস্থায় না দেখেন যা তিনি অপছন্দ করেন। একদা এই ভাবে তিনি বাড়ীতে প্রবেশের আভাষ দেন, এই সময় আমার কাছে একজন বুড়ী বিদ্যমান ছিল, যে আমার রোগের কারণে আমাকে বাড়-ফুঁক দিতে এসেছিল। আমি তাঁর গলা খাঁকড়ানোর শব্দ শুনেই বুড়িটিকে চৌকির নীচে লুকিয়ে দেই। তিনি আমার কাছে এসে চৌকির উপর বসে পড়েন এবং আমার গলায় সূতা দেখে আমাকে জিজ্ঞেস

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) হ্যরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি এটাকে হাসান বলেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) ও ইমাম আবু দাউদ (রঃ) প্রভৃতি শুরুজন বর্ণনা করেছেন।

করেনঃ “এটা কি?” আমি উত্তরে বলিঃ এতে আমি ঝাড়-ফুঁক করিয়ে নিয়ে গলায় বেঁধেছি। আমার একথা শুনে তিনি ওটা ধরে ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেনঃ “আবদুল্লাহর (রাঃ) ঘর শিরক থেকে অমুখাপেক্ষী। স্বয়ং আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছি যে, ঝাড়-ফুঁক, তাৰীয় এবং ডোরা-সূতা বাঁধা শিরক।” আমি বললামঃ “আপনি এটা কিৰুপে বলছেন? একবার আমার চক্ষু খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমি অমুক ইয়াহুদীৰ কাছে যেতাম। সে আমার চোখে ঝাড়-ফুঁক কৱতো। তখন আমার চক্ষু ভাল হয়ে যেতো।” আমার এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ “শয়তান তোমার চোখে শুতো মারতো এবং ঝাড়-ফুঁকেৰ কাৰণে সে থেমে যেতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যা শিখিয়েছেন তা যদি তুমি বলতে তবে ওটাই তোমার জন্যে যথেষ্ট হতো। তা হচ্ছঃ

اَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَائِكُ شِفَاءً
لَا يُغَادِرُ سَقْمًا۔

অর্থাৎ “হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি কষ্ট দূর করে দিন, আপনি আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্য দানকারী, আপনার আরোগ্য ছাড়া কোন আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য দান করুন যাতে কোন রোগ অবশিষ্ট না থাকে।”^১

ইসা ইবনু আবদির রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার আবদুল্লাহ ইবনু হাকীম (রাঃ) রুগ্ন ছিলেন, আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তাঁকে বলা হলোঃ “যদি আপনি কোন ডোরা-সূতা বাঁধতেন তবে ভাল হতো।” এ কথা শুনে তিনি বলেন, “আমি ডোরা-সূতা বাঁধবো? অথচ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি যে জিনিষ লটকাবে তাকে তারই দিকে সমর্পণ কৱা হবে।”^২

হ্যরত উকবা ইবনু আ'মির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি তাৰীয় লটকালো সে শিরক কৱলো।”^৩

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) সীয় মুসনাদে বর্ণনা কৱেছেন।
২. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস ইমাম নাসায়ীও হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা কৱেছেন।
৩. এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (রঃ) সীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা কৱেছেন।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, যে ব্যক্তি তাবীয় লটকায় আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করেন না এবং যে ব্যক্তি ওটা লটকায় আল্লাহ যেন ওটাকে লটকানো অবস্থাতেই রেখে দেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ ‘আমি শরীকদের শিরক হতে অমুখাপেক্ষী। আমি ওর কোন পরওয়া করি না। যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো যে, তাতে আমার শরীক স্থাপন করলো, আমি তাকে ও তার শিরককে পরিত্যাগ করি।’”^১

হযরত আবু সাউদ ইবনু আবি ফুয়ালা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ “যখন আল্লাহ তাআ’লা সমস্ত প্রথম ও শেষের লোকদেরকে একত্রিত করবেন এমন এক দিনে, যেই দিনের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই, তখন একজন আহবানকারী আহবান করবেনঃ যে ব্যক্তি কোন কাজে শিরক করবে, যে কাজ সে আল্লাহর জন্যে করেছে, সে যেন গায়রূপ্তাহর কাছেই প্রতিদান চায়। নিশ্চয় আল্লাহ শরীকদের শিরক থেকে বেপরোয়া।”^২

হযরত মাহমুদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের উপর আমার যে জন্যে সবচেয়ে ভয়, তা হচ্ছে ছেট শিরক।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ছেট শিরক কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “রিয়াকারী (লোক দেখানো কাজ)। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ’লা লোকদেরকে কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। ঐ সময় তিনি ঐ রিয়াকারদেরকে বলবেনঃ “হে রিয়াকারগণ! তোমরা যাদেরকে দেখানোর জন্যে আমল করতে তাদের কাছেই আজ প্রতিদান চাও। দেখা যাক তারা তা দিতে পারে কি না।”^৩

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি কোন কাজের অশুভ লক্ষণ দেখে তা থেকে ফিরে আসলো সে মুশরিক হয়ে গেল।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এর কাফ্ফারা কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “এর কাফ্ফারা এই যে, সে বলবেঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. ইমাম আহমদ (রঃ) এই হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন।

اللَّهُمَّ لَا خِيرَ إِلَّا خِيرٌ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا إِلَهُكَ

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আপনার মঙ্গল ছাড়া কোন মঙ্গল নেই এবং আপনার দেয়া অমঙ্গল ছাড়া কোন অমঙ্গলই নেই। (অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই কারণ একমাত্র আপনিই। দু’টোই আপনার পক্ষ থেকে এসে থাকে) আর আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।”

বর্ণিত আছে যে, একদা হ্যরত আবু মুসা আশআ'রী (রাঃ) স্বীয় ভাষণে বলেনঃ “হে জনমগ্নলী! তোমরা শিরক থেকে বেঁচে থাকো। এটা পীপিলিকার গতির চেয়েও বেশি গোপনীয়।” তাঁর একথা শুনে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু হারব (রাঃ) এবং হ্যরত কায়েস ইবনু মায়ারিব (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ “আপনি এর প্রমাণ পেশ করবেন, না আমরা হ্যরত উমারের (রাঃ) কাছে গিয়ে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “এর প্রমাণ আমি দিচ্ছি। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ভাষণে বলেনঃ “হে লোক সকল! তোমরা এই শিরক হতে বেঁচে থাকো! এটাতো পিংপড়ার গতির চেয়েও বেশি গোপনীয় ও সূক্ষ্ম।” তখন কেউ জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) এটা পিংপড়ার গতির চেয়েও সূক্ষ্ম, তা হলে এর থেকে বাঁচবার উপায় কি?” তিনি জবাবে বলেনঃ “তোমরা বলোঃ

اللَّهُمَّ إِنَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمْهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمْهُ

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন কিছুকে আপনার সাথে শরীক স্থাপন করা হতে যা আমরা জানি এবং আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এমন কিছু হতে, যা আমরা জানি না”।^১

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এই বর্ণনা ছিল হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! শিরক তো হচ্ছে এটাই যে, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও ডাকা হয়।” এই হাদীসে দুআ'র শব্দগুলি নিম্নরূপ রয়েছেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَإِنَا أَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ مِمَّا لَا أَعْلَمُ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রাঃ) বানু কাইল গোত্রের একটি লোক হতে বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এ থেকে যে, আমি আপনার সাথে শরীক স্থাপন করবো অথচ আমি জানি (যে, এটা শিরক) এবং আমি আপনার নিকট এমন কিছু হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমি জানিনা।”^১

হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আরজ করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন একটি দুআ’ শিখিয়ে দিন যা আমি সকাল ও সন্ধ্যা এবং বিছানায় শয়নের সময় পাঠ করবো।” তিনি বলেনঃ “তুমি এ দু’আটি বলবেঃ

اللَّهُمَّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّاهِدَةِ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُ كُلِّ شَيْءٍ
اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ النَّفْسِيِّ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ كُلِّ
مُكْرِهٍ

অর্থাঃ “হে আল্লাহ! হে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদ্রশ্যের পরিভ্রান্তা, প্রত্যেক জিনিমের প্রতিপালক ও অধিকর্তা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি আমার নফসের অনিষ্ট হতে, শয়তানের অনিষ্ট হতে এবং তার শিরক হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”^২ অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হ্যরত আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ “আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত দুআ’টি শিখিয়ে দেন এবং এর শেষে রয়েছেঃ

وَإِنْ افْتَرَفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوءً اوْ اجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ ‘তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকশিক উপস্থিতি হতে নির্ভয় হয়ে গেছে? যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ “প্রতারণা ও দুর্ক্ষার্যকারীরা কি এ বিষয় থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাদেরকে যদীনে ধ্বসিয়ে দিবেন অথবা এমন স্থান হতে শাস্তি আনয়ন করবেন যে, তারা বুঝতেই পারবে না? অথবা তাদের চলাফেরা অবস্থাতেই তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন? তারা তাঁকে অপারগকারী নয়।” আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ “গ্রামবাসী এ থেকে কি নির্ভয় ও নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, তাদের কাছে তাদের শয়ন ও ঘুমন্ত অবস্থায় আমার শাস্তি চলে আসবে? গ্রামবাসী কি এ

১. এ হাদীসটি মুসলাদে আবি ইয়া’লায় রয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইয়াম আহমদ (রঃ) ইয়াম আবু দাউদ (রঃ) এবং ইয়াম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে যে, তাদের কাছে দিনের পূর্বভাগে তাদের খেলা ধূলায় মন্ত থাকা অবস্থায় আমার শাস্তি এসে পড়বেং তারা কি আল্লাহর মকর থেকে নির্ভয় ও নিরাপদ হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর মকর থেকে নির্ভয় ও নিরাপদ থাকেন।”

(১০৮) তুমি বলঃ এটাই আমার
পথ-আল্লাহর প্রতি মানুষকে
আমি আহবান করি সজ্ঞানে,
আমি এবং আমার
অনুসারীগণও, আল্লাহ
মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর
সাথে শরীক স্থাপন করে আমি
তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

١.٨ - قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا
إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمِنْ
أَتَّبَعْنِي وَسَبَحْنَ اللَّهَ وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

সমস্ত দানব ও মানবের প্রতি প্রেরিত রাসূলকে (সঃ) আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেনঃ জনগণকে তুমি খবর দিয়ে দাওঃ আমার নীতি, আমার পছা এবং আমার সুন্নাত এই যে, আমি সাধারণভাবে আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করবো। পরিপূর্ণ বিশ্বাস, দলীল প্রমাণ এবং বিচক্ষণতার সাথে আমি সকলকে ঐ দিকে আহবান করছি। আমার যতগুলি অনুসারী রয়েছে তারাও সবাই ঐ দিকেই আহবান করছে। তারা সবাই মিলে শরীয়ত সম্মত ও জ্ঞান সম্মত দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ঐ দিকে ডাক দিচ্ছে। আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমরা তাঁরই মর্যাদা, পবিত্রতা এবং গুণগান বর্ণনা করে থাকি। আমরা তাঁকে শরীক, তুলনীয়, সমকক্ষ, উচীর, পরামর্শদাতা এবং সর্বপ্রকারের দুর্বলতা ও ক্রটি থেকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁর কোন সন্তুষ্টি নেই, স্ত্রী নেই এবং কোন সমকক্ষ নেই। তিনি এসব জগন্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের সমস্ত মাখ্লুক তাঁর প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করে থাকে। কিন্তু মানুষ এ গুলি বুঝতে পারে না। আল্লাহ অত্যন্ত সহনশীল ও ক্ষমাশীল।

(১০৯) তোমার পূর্বে নেই এবং
জনপদবাসীদের মধ্য হতে

١.٩ - وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا

পুরুষদেরকেই পাঠিয়ে ছিলাম,
যাদের নিকট ওয়াহী পাঠাতাম;
তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে
নাই এবং তাদের পুর্ববর্তীদের
কি পরিণাম হয়েছিল তা কি
দেখে নাই? যারা মুভাকী
তাদের জন্যে পরলোকই শ্রেষ্ঠ;
তোমরা কি বুঝ না?

رَحِلًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ
الْقَرِىٰ أَفْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الدَّيْنِ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ اتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি রাসূল ও নবী হিসেবে দুনিয়ায় পুরুষ লোককেই পাঠিয়েছেন। স্ত্রীলোকদেরকে নয়। জমতুর আ'লেমদের উক্তি এটাই যে, নুবওয়াত কখনো নারীদেরকে দান করা হয় নাই। এই আয়াতের ধরণেও এটাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু কোন কোন আ'লেমের উক্তি এই যে, হ্যরত ইবরাহীমের (আঃ) স্ত্রী হ্যরত সারা (আঃ) হ্যরত মূসার (আঃ) মাতা এবং হ্যরত ঈসার (আঃ) মাতা মারইয়ামও (আঃ) নবী ছিলেন। ফেরেশতাগণ হ্যরত সারা (আঃ) কে তাঁর পুত্র হ্যরত ইসহাক (আঃ) এবং পৌত্র হ্যরত ইয়াকুবের (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন। হ্যরত মূসার (আঃ) মাতার নিকট তাঁকে দৃধ পান করাবার ওয়াহী করা হয়। হ্যরত মারইয়ামকে (আঃ) ফেরেশতাগণ তাঁর পুত্র হ্যরত ঈসার (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে বলেছিলেনঃ “হে মারইয়াম (আঃ)! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম (আঃ) তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর, এবং যারা ‘রুকু’ করে তাদের সাথে ‘রুকু’ কর।”

এর উত্তর এই যে, কুরআন কারীমে যেটুকু বর্ণনা রয়েছে তা আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে স্বীকার করে নিছি। কিন্তু এর দ্বারা তাঁদের নুবওয়াত প্রমাণিত হয় না। শুধু এইটুকু ফরমান বা এইটুকু শুভ সংবাদ অথবা এইটুকু হৃকুম কারো নুবওয়াতের জন্যে দলীল নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সবারই মাযহাব এটাই যে, নারীদের মধ্যে কেউই নবী হন নাই। হ্যাঁ তবে তাঁদের মধ্যে সিদ্দিকা বা সত্যবাদিণী রয়েছেন। যেমন

সর্বাপেক্ষা সন্ত্রান্ত বংশীয়া ও মর্যাদা সম্পন্না স্ত্রীলোক মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছে: *وَمَهِ صِرْيَةٌ*’ অর্থাৎ “তার (হ্যরত ঈসার (আঃ) মা হচ্ছে সিদ্ধীকা বা চরম সত্যবাদিনী।” সুতরাং যদি তিনি নবী হতেন তবে এই জায়গায় তাঁকে এটাই বলা হতো।

আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যমীনে বসবাসকারী মানুষই নবী হয়ে থাকেন, এটা নয় যে, আকাশ হতে কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন:

-- وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي
الْأَسْوَاقِ --

অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তারা অবশ্যই খাদ্য খেতো এবং বাজারে চলাফেরা করতো।” (২৫: ২০) তারা এইরূপ দেহ বিশিষ্ট ছিলেন না যে, খাদ্য গ্রহণ থেকে পবিত্র থাকবেন। তাঁরা এমনও ছিলেন না যে, মৃত্যু তাঁদেরকে পেয়ে বসবে না। তাঁরা বাজারেও চলাফেরা করতেন। আল্লাহ তাঁদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁদের সাথে যাদেরকে ইচ্ছা মুক্তি দিয়েছেন এবং সীমালংঘনকারী লোকদেরকে ধ্রংস করে দিয়েছেন। এক আয়াতে আল্লাহ তাআল্লা বলেনঃ

قُلْ مَا كنْتُ بِدُعاً مِنَ الرَّسُولِ

অর্থাৎ “(হে নবী (সঃ)! তুমি বলঃ আমি তো প্রথম রাসূল নই।” (৪৬: ৯) এ কথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এখানে ‘গ্রামবাসী’ দ্বারা ‘শহরবাসী’ উদ্দেশ্য। কেননা, গ্রামবাসী বড়ই বক্র স্বভাব ও দুশ্চরিত্ব হয়ে থাকে। এটা সর্বজন বিদিত যে, শহরবাসী হয় কোমল অত্তর ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। অনুরূপভাবে জনপদ হতে দূরে তাঁবুতে বসবাসকারী বেদুঈনরাও অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের হয়ে থাকে। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ

أَلَا عَرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا

অর্থাৎ “গ্রামবাসী বেদুঈনরা কুফরী ও নিফাকে খুবই কঠিন।” (৯: ৯৭) কাতাদা’ও (রঃ) এই ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন। কেননা, শহরের লোকদের মধ্যে বিদ্যা ও ধৈর্য বেশি থাকে।

একটি হাদীসে এসেছে যে, এক মরুবাসী বেদুইন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সামনে কিছু হাদিয়া পেশ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ওর বিনিময় প্রদান করেন। সে কিন্তু ওটাকে খুবই কম মনে করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে আরো দেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে খুশী করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ “আমি ইচ্ছা করছি যে, আমি কুরায়েশ, আনসারী, সাকাথী এবং দাওসী গোত্রের লোক ছাড়া আর কারো উপটোকন গ্রহণ করবো না।”

হ্যরত আ'মাশ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে মু'মিন লোকদের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করে সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যে লোকদের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেয়া কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণও করে না।”^১

আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الدِّينِ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থাৎ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এই লোকগুলি কি ভূগৃহে ভ্রমণ করে নাই, অতঃপর তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা কি দেখে নাই?” (৪০:৮২) অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী যে সব উদ্ধৃত তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের পরিণাম ফল কি হয়েছিল! আল্লাহ কিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন! এই কাফিরদের জন্যে অনুরূপ শাস্তি রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেনঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا

অর্থাৎ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যে, তাদের অন্তরঙ্গলি তার ফলে বোধশক্তি সম্পন্ন হতো?” (২২: ৪৬) এরূপ করলে তারা দেখতে পেতো যে, তাদের ন্যায় কাফির ও শুনাহগারদের পরিণতি কি হয়েছিল! আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআ'লার নীতি তাঁর মাখলুকের সাথে এইরূপই বটে। এই জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا

অর্থাৎ ‘যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্যে পরকালই উত্তম।’ অর্থাৎ যেমন দুনিয়ায় আমি মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি, অনুরূপভাবে আখেরাতেও তাদেরকে আমার শাস্তি হতে রক্ষা করবো এবং পরকালের

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) সীয় মুসলিম গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

মুক্তি তাদের জন্যে দুনিয়ার মুক্তি হতে উত্তম হবে। যেমন মহান আল্লাহ
বলেনঃ

إِنَّا لِنَنْصَرُ رَسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمٌ لَا
يَنْفَعُ الظَّلَمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ -

অর্থাৎ “আমি অবশ্যই আমার রাসূলদেরকে এবং মু’মিনদেরকে পার্থিব
জগতে সাহায্য করবো এবং যে দিন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে। সেইদিন
অত্যাচারীদের ওজর কোনই উপকারে আসবে না। তাদের উপর
অভিসম্পাত বর্ষিত হবে এবং তাদের জন্যে নিকৃষ্ট ঘর হবে।” (৪০: ৫১-৫২) এখানে দাঁড়াবা ঘরের সম্বন্ধ আধেরাতের দিকে লাগানো হয়েছে।
যেমন এবং صَلْوةُ الْأُولَى - عَام اول - مَسْجِدُ الْجَامِعِ - بَارَحةُ الْأُولَى
যুম চলো আলো। আর বার্ষিক বিদের কবিতাতেও এইরূপ বলা হয়ে থাকে। আর বিদের কবিতাতেও এইরূপ
সম্বন্ধ অনেক রয়েছে।

(১১০) অবশেষে যখন রাসূলগণ

নিরাশ হলো এবং লোকে
ভাবলো যে, রাসূলদেরকে
মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে
তখন তাদের কাছে আমার
সাহায্য আসলো, এইভাবে
আমি যাকে ইচ্ছা করি সে
উদ্ধার পাই, আর অপরাধী
সম্পদায় হতে আমার শান্তি
রদ করা হয় না।

١١- حَتَّىٰ إِذَا أَسْتَيْئَسَ
الرَّسُلُ وَظَنَنَا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا
جَاءَهُمْ نَصْرًا فَنْجَىٰ مِنْ
نَّشَاءٍ وَلَا يَرْدَ بَاسْنَا عَنِ
الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করছেন যে, সংকীর্ণ অবস্থায় রাসূলদের উপর
তাঁর সাহায্য অবতীর্ণ হয়। যখন আল্লাহর নবীদেরকে চতুর্দিক থেকে
পরিবেষ্টন করে ফেলা হয় তখন তাঁদের উপর আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে
এবং কুর্বান কুর্বান এইদুটি কিরআত রয়েছে। হ্যরত আয়েশার (রাঃ) জিজ্ঞেস
কিরআত ‘ঁ’ অঙ্করে তাশদীদ দিয়ে রয়েছে। হ্যরত উরওয়া ইবনু যুবাইর
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হ্যরত আয়েশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস
করেনঃ “এই শব্দটি” কুর্বান কুর্বান ? হ্যরত আয়েশা (রাঃ) উত্তরে

বলেন : ”**كُذِبُوا**” পড়তে হবে।” তিনি পুনরায় বলেনঃ “তা হলে তো এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ রাসূলগণ ধারণা করেন যে, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে।’ তবে এই ধারণা করার অর্থ কি হতে পারে? এটা তো নিশ্চিত কথা যে, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল।” উভরে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “অবশ্যই এটা নিশ্চিত কথা যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু এমন সময়ও এসে গেল যে, ইমানদার উম্মতগণও সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়ে গেল এবং সাহায্য আসতে এতো বিলম্ব হলো যে, স্বাভাবিকভাবে রাসূলগণও মনে করতে লাগলেন যে, তাঁদের মু’মিন দলগুলিও হয়তো তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআ’লার সাহায্য এসে পড়লো এবং তাঁরা বিজয় লাভ করলেন। তুমি একটু চিন্তা করে দেখ তো যে, **كُذِبُوا** কি করে ঠিক হতে পারে? রাসূলদের মনে কি কখনো এ ধারণা জাগতে পারে যে, তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে? আমরা এর থেকে আল্লাহ তাআ’লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হ্যরত ইবনু আবুস (রাঃ) এটাকে **كُذِبُوا** পড়তেন এবং এর দলীল হিসেবে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেনঃ

حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ إِلَّا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

অর্থাৎ “(পরিস্থিতি এইরূপ দাঁড়ালো যে,) শেষ পর্যন্ত রাসূল ও তাঁর সঙ্গীয় মু’মিনরা বলে উঠলোঃ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? (তখন আল্লাহ তাআ’লা বললেনঃ) জেনে রেখো যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী।” (২৪: ২১৬) হ্যরত আয়েশা (রাঃ) এটাকে কঠোরভাবে অঙ্গীকার করতেন এবং বলতেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে যতগুলি অঙ্গীকার করেছিলেন, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস ছিল ঐ সবগুলিই নিশ্চিত রূপে পরিপূর্ণ হবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর অন্তরে এরূপ ধারণা জাগ্রত হয় নাই যে, না জানি হয়তো আল্লাহ তাআ’লার কোন ওয়াদা ভুল প্রমাণিত হবে বা হয়তো পূর্ণ হবে না। হ্যাঁ, তবে নবীদের উপর বিপদ-আপদ আসতে থেকেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা আশঙ্কা করে বসেছেন যে, না জানি হয়তো তাঁদের অনুসারীরাও তাঁদের উপর বদ-ধারণা করে তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বসবে।”

ইয়াহ-ইয়া ইবনু সাউদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক কাসিম ইবনু মুহাম্মদের (রঃ) কাছে এসে তাঁকে বলেঃ “মুহাম্মদ ইবনু কা’ব কারায়ী (রঃ) কু’বু’ পড়ে থাকেন।” তখন তিনি লোকটিকে বলেনঃ “তাঁকে তুমি বলবেঃ আমি (কা’সিম ইবনু মুহাম্মদ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) সহধর্মীনী হ্যরত আয়েশাকে (রাঃ) ।”^১ অর্থাৎ তাঁদের অনুসারীরা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।”^১

সুতরাং একটি কিরআত আছে তাশ্দীদের সঙ্গে এবং একটি কিরআত আছে তাখ্ফীফের সঙ্গে (অর্থাৎ “;” অঙ্করের নীচে শুধু যের, উপরে তাশ্দীদ নয়)। তাশ্দীদ বিহীন অবস্থায় যে তাফসীর হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তা তো উপরে উল্লেখিত হয়েছে। হ্যরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই আয়াতটিকে এভাবেই পড়তেন অর্থাৎ কু’বু’-কু’বু’- পড়তেন। আর তিনি এটা এভাবে পাঠ করে বলেনঃ “কারণ এটাই যা তুমি অপছন্দ কর।” এই রিওয়াইয়াতটি ঐ রিওয়াইয়াতের বিপরীত যা এই দুই মহান ব্যক্তি হতে অন্যেরা রিওয়াইয়াত করেছেন। তাতে রয়েছে যে, হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ‘যখন রাসূলগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের আনুগত্য হতে নিরাশ হয়ে যান এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে নেয় যে, নবীরা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছেন, তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নাজাত দেন।’ এইরূপ তাফসীর অন্যদের থেকেও বর্ণিত আছে।

আবু হাময়া’ আল জায়ারী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন কুরাইশী যুবক হ্যরত সাউদ ইবনু জুবাইরকে (রাঃ) বলেনঃ “জনাব! কু’বু’ শব্দটিকে কিভাবে পড়তে হবে? এই শব্দটির কারণে হয়তো আমি এই আয়াতটির পাঠ ছেড়েই দেবো।” তখন তিনি যুবকটিকে বলেনঃ “তা হলে শুন! এর ভাবার্থ হচ্ছে যখন নবীরা তাঁদের কওমের আনুগত্য থেকে নিরাশ হয়ে যান এবং কওম বুঝে নেয় যে, নবীরা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছেন (তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে যায়)।” এ কথা শুনে যত্থাক ইবনু মাযাহিম (রাঃ) খুবই খুশী হন এবং বলেনঃ “এইরূপ উভয় আমি কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে ইতিপূর্বে শুনি নাই। যদি আমি এখান হতে ইয়ামনে

১. এটা ইবনু আবি হাতিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

গিয়েও একপ উত্তর শুনতাম তবে ওটাকেও আমি খুবই সহজ মনে করতাম।”^১ মুসলিম ইবনু ইয়াসারও (রাঃ) তাঁর এই জবাব শুনে খুশী হয়ে তাঁর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেন। আর তিনি বলেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা আপনার চিন্তা ও উদ্বেগ এমনিভাবে দূর করে দিন যেমনি ভাবে আপনি আমাদের উদ্বেগ ও চিন্তা দূর করলেন।” আরো বহু মুফাস্সিরও এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) তো “;” অঙ্গরে ঘবর দিয়ে কুর্দিবু।^২ কতক মুফাস্সির।^৩ ক্রিয়াপদের কর্তা বলেছেন মু’মিনদেরকে আর কেউ কেউ কাফিরদেরকে কর্তা বলেছেন। অর্থাৎ কাফিররা অথবা কোন কোন মু’মিন এই ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলগণ সাহায্যের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তাতে তাঁরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছেন।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলগণ নিরাশ হয়ে যান অর্থাৎ তাঁদের কওমের ঈমান হতে নিরাশ হয়ে যান এবং আল্লাহর সাহায্য আসতে বিলম্ব দেখে তাঁদের কওম ধারণা করতে লাগে যে, তাঁদেরকে মিথ্যা ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এই দুটি রিওয়াইয়াত এই দু’জন মহান সাহাবী হতে বর্ণিত আছে। আর হ্যরত আয়েশা (রাঃ) স্পষ্টভাবে এটা অঙ্গীকার করেন। ইমাম ইবনু জারীরও (রঃ) হ্যরত আয়েশার (রাঃ) পক্ষেই মত দিয়েছেন এবং অন্যান্য উক্তিগুলি খণ্ডন করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ’লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

(১১১) তাঁদের বৃত্তান্তে বোধশক্তি

সম্পূর্ণ ব্যক্তিদের জন্যে আছে
শিক্ষা, এটা এমন বাণী যা
মিথ্যা রচনা নয়, কিন্তু
মু’মিনদের জন্যে এটা পূর্ব
প্রস্ত্রে যা আছে তার সমর্থন
এবং সমস্ত কিছুর বিশদ
বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত।

১. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

١١١ - لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ

عَبْرَةٌ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ

حَدِيشًا يَفْتَرِي وَلِكِنْ تَصْدِيقَ

الَّذِي بَيْنَ يَدِيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ

شَيْءٍ وَهُدُىٰ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ ۝ ۱۲

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, নবীদের ঘটনাবলী, মুসলমানদের মুক্তি এবং কাফিরদের ধ্বংসের কাহিনীর মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্যে বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কুরআন কারীম বানানো কথার কিতাব নয়। এটা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের সত্যতার দলীল। ঐ সব গ্রন্থে আল্লাহ তাআ'লার যে সব সঠিক ও সত্য কথা রয়েছে সেগুলির স্বীকারোভিত করে। আর যেগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে দেয়া হয়েছে সেগুলি ছাঁটাই করে দেয়। ঐ গুলির যে সব কথা বাকী রাখার যোগ্য সেগুলি বাকী রাখার এবং যেগুলি রহিত হয়ে গেছে সেগুলি রহিত হয়ে যাওয়ার বর্ণনা কুরআন কারীম দিয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন প্রত্যেক হালাল, হারাম, পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের স্পষ্ট ও খোলাখুলি বর্ণনা দিয়ে থাকে। আনুগত্য, অবশ্য করণীয়, মুস্তাহাব, মাকরহ ইত্যাদির বর্ণনা দেয়। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত খবর কুরআন পাক প্রদান করে থাকে। মহা মহিমাভিত আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করে এবং বান্দারা তাদের সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে যে ভুলক্রটি করে থাকে তার সংশোধন করে। সৃষ্টিজীব আল্লাহর কোন গুণ বা বিশেষণ তার সৃষ্টির মধ্যে আনয়ন করবে এর থেকে পবিত্র কুরআন বাধা দিয়ে থাকে। সুতরাং এই কুরআন মু'মিনদের জন্যে হিদায়াত ও রহমত। এর মাধ্যমে তাদের অন্তর বিভাস্তি থেকে হিদায়াত, যিথ্যা হতে সত্য এবং অকল্যাণ হতে কল্যাণের পথ পেয়ে থাকে। আর তারা বান্দার প্রতিপালকের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করে থাকে। আমাদেরও প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ তাআ'লা যেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে এই রূপ মু'মিনদের সাথেই রাখেন এবং কিয়ামতের দিন যখন কতকগুলি চেহারা উজ্জ্বল হবে, আর কতকগুলি চেহারা হবে কালিমাযুক্ত, তখন যেন আমাদেরকে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন!

সূরা : ইউসুফ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা : রাদ মাদানী

(আয়াত : ৪৩, রুক্ম : ৩)

سُورَةُ الرَّعْدِ مَدْنِيَّةٌ
آياتُهَا : ৪৩، رُوْعَاتُهَا : (৩)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১। আলিফ-লাম-মীম-রা; এই
গুলি কুরআনের আয়াত; যা
তোমার প্রতিপালক হতে
তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে
তা-ই সত্যঃ কিন্তু অধিকাংশ
মানুষ এতে বিশ্বাস করে না।

۱- الْمَرْءُ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتَبِ
وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُونَ

সূরার শুরুতে যে হুরুফ মুক্তুয়াত এসে থাকে সেগুলির পূর্ণ ব্যাখ্যা
সূরায়ে বাকারার তাফসীরের শুরুতে লিখিত হয়েছে এবং সেখানে এ কথাও
বলা হয়েছে যে, যে সূরাগুলির প্রথমে এই অক্ষরগুলি এসেছে সেখানে
সাধারণভাবে এই বর্ণনাই হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। এতে
সন্দেহ ও সংশয়ের লেশ মাত্র নেই। এগুলি হচ্ছে কিতাব অর্থাৎ কুরআনের
আয়াতসমূহ।

এই নীতি অনুসারে এখানেও এই অক্ষরগুলির পরে আল্লাহ তাআ'লা
বলেনঃ এগুলি হলো কিতাব অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ। কেউ কেউ
বলেছেন যে, কিতাব দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিলকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু
এটা সঠিক কথা নয়। এরপর এর উপরই সংযোগ স্থাপন করে এই
কিতাবের অন্যান্য বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য
এবং আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে হ্যরত মুহাম্মদের (সঃ) উপর এটা
অবতীর্ণ করা হয়েছে।

الْحُقْقُ هচ্ছে মুন্দুর বা বিধেয়। এর উদ্দেশ্য পূর্বে বর্ণিত হয়েছে
অর্থাৎ এই অল্লাহ আল্লাহ আন্দুল্লাহ আন্দুল্লাহ অক্ষরটুকু। কিন্তু ইমাম ইবনু জারীরের (রঃ)
পছন্দনীয় উক্তি এটাই যে, ওয়া অক্ষরটি রাইডে (অতিরিক্ত) অথবা
عَاطِفَة (সংযোগ স্থাপনকারী) এবং এখানে এর চিফ্ট এর সংযোগ চিফ্ট এর উপর

হয়েছে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) তাঁর উক্তির সমর্থনে কোন এক কবির কবিতাংশকে প্রমাণ হিসেবে আনয়ন করেছেন। কবিতাংশটি নিম্নরূপঃ

رَأَى الْمُلِكِ الْقَوْمِ وَابْنُ الْهَمَامَ وَلَيْثُ الْكَتِيبَةُ فِي الْمُزْدَهِمِ

অর্থাৎ কওমের বাদশাহ, ইবনুল হাস্মাম ও জনতার মধ্যে কুতাইবার সিংহের নিকট। এখানে কওমের বাদশাহ, ইবনুল হাস্মাম এবং কুতাইবার সিংহ একই ব্যক্তি। সুতরাং এখানে ও' টি অতিরিক্ত বা এর উপর চৰ্ষেট এর উপর দিকে মুখ করতে দেয় না।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা সত্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না। অর্থাৎ এর সত্যতা স্পষ্ট ও সমুজ্জল। কিন্তু মানুষের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং একগুঁয়েমী তাদেরকে ঈমানের দিকে মুখ করতে দেয় না।

২। আল্লাহই উর্খদেশে আকাশ

মণ্ডলী স্থাপন করেছেন শুভ
ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছো;
অতঃপর তিনি আরশে
সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও
চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন;
প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত
আবর্তন করে, তিনি সকল
বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং
নির্দেশনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা
করেন, যাতে তোমরা
তোমাদের প্রতিপালকের সাথে
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস
করতে পার।

۱۱-۲- اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتَ بِغَيْرِ
عَمَدٍ تَرُونَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَىٰ
الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُّسَمٍ يَدِيرُ
الْأَمْرَ يُفْصِلُ الْإِيتَ لَعْلَكُمْ
بِلِقَاءُ رِبِّكُمْ تُوقَنُونَ ۝

আল্লাহ তাআ'লা নিজের ক্ষমতার পূর্ণতা এবং সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বিনা শুভে আকাশকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন।

আকাশকে তিনি যমীন হতে কতই না উঁচুতে রেখেছেন! শুধু নিজের আদেশে ওটাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যার শেষ সীমারেখার খবর কেউ রাখে না। দুনিয়ার আকাশ সারা যমীন এবং ওর চার পাশে পানি, বাতাস ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সব দিক থেকেই আসমান যমীন হতে সমানভাবে উঁচু রয়েছে। যমীন হতে আসমানের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচ শ' বছরের পথ। সবদিকেই ওটা এতোটা উঁচু। ওর পুরু ও ঘনত্বও পাঁচ শ' বছরের ব্যবধানে আছে। আবার দ্বিতীয় আকাশ এই দুনিয়ার আকাশকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রথম আকাশ হতে দ্বিতীয় আকাশের ব্যবধানও পাঁচ শ' বছরের পথ। অনুরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশও একে অপর হতে পাঁচ শ' বছরের পথের দূরত্বে অবস্থিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

অর্থাৎ “আল্লাহ এমন যিনি সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক যমীনও রয়েছে।” (৬৫: ১২)

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, সাতটি আকাশ এবং ওগুলির মাঝে যা কিছু রয়েছে সেগুলি কুরসীর তুলনায় এইরূপ যেইরূপ কোন প্রশংস্ত ও বিরাট ময়দানে কোন একটা বৃত্ত। আর কুরসী আরশের তুলনায় অদ্ভুত। আরশের পরিমাপ মহা মহিমাভূত আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। পূর্ববর্তী কোন কোন গুরুজনের বর্ণনা রয়েছে যে, আরশ হতে যমীনের দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, আকাশের স্তুতি রয়েছে বটে, কিন্তু তা দেখা যায় না। কিন্তু আইয়াস ইবনু মুআ'বিয়া (রঃ) বলেন, আসমান যমীনের উপর গম্বুজের ন্যায় রয়েছে। অর্থাৎ তাতে কোন স্তুতি নেই। এই উক্তিটিই কুরআন কারীমের বাকরীতিরও যোগ্য বটে। এবং وَيُسْكُنُ إِلَيْهِنَّ (السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَخ) (২২: ৬৫) এই আয়াত দ্বারাও এটাই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এই কথা দ্বারা আকাশে স্তুতি না থাকার প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আসমান বিনা স্তুতে এই পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে এবং তোমরা তা স্বচক্ষে অবলোকন করছো। এটা হচ্ছে

মহামহিমাবিত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই একটি নির্দশন। উমাইয়া ইবনু সালাতের নিম্নের কবিতায় রয়েছে, যার কবিতা সম্পর্কে হাদীসে আছে, “তার কবিতা ঈমান এনেছে এবং তার অন্তর কুফরী করছে” আবার একথা ও বলা হয়েছে যে, এগুলি হচ্ছে হ্যরত যায়েদ ইবনু আমর ইবনু নুফাইলের (রাঃ) কবিতা। কবিতাগুলি নিম্নরূপঃ

وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَضْلِ مِنِ وَرْحَمَةٍ * بَعَثْتَ إِلَىٰ مُوسَىٰ رَسُولًا مِّنَّا دِيَّا
فَقُلْتُ لَهُ فَادْهِبْ وَهَارُونَ فَادْعُوا * إِلَىٰ اللَّهِ فِرْغَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًّا
وَقُولَا لَهُ هَلْ أَنْتَ سَوْيَتْ هَذِهِ * بِلَا وَتِدْ حَتَّىٰ اسْتَقْلَتْ كَمَا هِيَ
وَقُولَا لَهُ أَنْتَ رَفَعْتْ هَذِهِ * بِلَا عَمَدْ أَوْ فَسُوقْ ذَلِكَ بَانِيَّا
وَقُولَا لَهُ أَنْتَ سَوْيَتْ وَسْطَهَا * مُنِيرًا إِذَا مَاجَنَّكَ اللَّيْلُ هَادِيَّا
وَقُولَا لَهُ مِنْ يُرِيلُ الشَّمْسَ غُدُوًّا * فَيَصْبَحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الْأَرْضِ ضَاحِيًّا
وَقُولَا لَهُ مِنْ أَنْبَتَ الْحَبَّ فِي الْأَرْضِيَّا * فَيَصْبَحُ مِنْهُ الْعَشْبُ يَهْتَزُ رَابِيًّا
وَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُؤُسِهِ * فَفِي ذَاكَ أَيَّاتٍ مِّنْ كَانَ وَاعِيًّا

অর্থাৎ “আপনি সেই আল্লাহ যিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে স্বীয় নবী মুসাকে (আঃ) হারুণ (আঃ) সহ রাসূল করে ফিরাউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন। আপনি তাঁদেরকে বলেছিলেনঃ ‘তোমরা যাও এবং অবাধ্য ফিরাউনকে আল্লাহর দিকে আহবান করো এবং তাকে বলোঃ তুমি কি এই উঁচু আকাশকে বিনা স্তুতি নির্মাণ করেছো? তাতে সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি কি তুমিই সৃষ্টি করেছো? আর মাটি হতে ফসল উৎপাদনকারী এবং গাছে ফল সৃষ্টিকারী কি তুমি? ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ তাআ’লার এই বিরাট বিরাট নির্দশনাবলী কি গভীরভাবে চিন্তাকারী মানুষের জন্যে তাঁর অস্তিত্বের দলীল নয়?’”

‘অতঃপর আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন হলেন’ এর তাফসীর সুরায়ে আ’রাফে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যেভাবে আছেন সে ভাবেই থাকবেন। অবস্থা, তুলনা, সাদৃশ্য ইত্যাদি থেকে

আল্লাহর সন্তা পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। সূর্য ও চন্দ্র তাঁরই নির্দেশক্রমে আবর্তিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত একুপ ভাবেই আবর্তিত হতে থাকবে। যেমন-

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ ‘প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে।’ বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ এ দু’টো এদের শেষ সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআ’লা আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرٍ لَهَا

অর্থাৎ “সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।” (৩৬ঃ ৩৮) বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট গন্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আরশের নীচে যা যমীনের নিম্নদেশের সাথে অন্য দিক থেকে মিলিত আছে। এটা এবং সমস্ত তারকা এখান পর্যন্ত পৌছে আরশ থেকে আরো দূরে হয়ে যায়। কেননা, সঠিক কথা, যার উপর বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে তা এই যে, ওটা গম্বুজ। পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত অবশিষ্ট আসমানের মতো ওটা পরিবেষ্টনকারী। কেননা ওর পায়া আছে এবং ওকে বহনকারী রয়েছেন। ঘূর্ণায়মান আকাশের ব্যাপারে এটা কল্পনায় আসতে পারে না। যে কেউই চিন্তা গবেষণা করবে সেই এটাকে সত্য বলে মেনে নেবে। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান যাদের রয়েছে তাঁরা এই ফলাফলেই পৌছবেন। আল্লাহ তাআ’লার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

এখানে শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখ করার কারণ এই যে, চলমান ৭ (সাত)টি গ্রহের মধ্যে এ দুটোই বড় ও উজ্জ্বল। সুতরাং এ দুটোই যখন নিয়মাধীন তখন অন্যগুলো তো নিয়মাধীন হওয়া স্বাভাবিক। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সিজ্দা করো না। এর দ্বারা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ তোমরা অন্যান্য নক্ষত্রগুলোকেও সিজ্দা করো না। অন্য জায়গায় বিস্তারিত ভাবেও রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْوَمُ مُسْخَرٌ بِأَمْرِهِ لَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ۔

অর্থাৎ “সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাজি তাঁর হৃকুমের বাধ্য। সৃষ্টি ও হৃকুম তাঁরই, তিনিই কল্যাণময় এবং তিনিই বিশ্বপ্রতিপালক।” (৭: ৫৪)

আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ ‘তিনি নির্দশন সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।’ অর্থাৎ মানুষ যেন এ সব নির্দশন দেখে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতে পারে যে, আল্লাহ তাআ’লা তাদেরকে ধৰ্মস করে দেয়ার পর পুনরায় জীবিত করবেন এবং তাঁর কাছে তাদেরকে একত্রিত করা হবে।

৩। তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত

করেছেন এবং ওতে পর্বত ও
নদী সৃষ্টি করেছেন এবং
প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি
করেছেন জোড়ায় জোড়ায়;
তিনি দিবসকে রাত্রি ধারা
আচ্ছাদিত করেন; এতে
অবশ্যই নির্দশন রয়েছে
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে।

৪। পৃথিবীতে রয়েছে পরম্পর সংলগ্ন
ভূ-খণ্ড; ওতে আছে
আঙুর-কানন, শস্যক্ষেত্র,
একাধিক শীষ বিশিষ্ট অথবা এক
শীষ বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ, সিঞ্চিত
একই পানিতে; এবং ফল
হিসেবে ওগুলির কতককে
কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব
দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি
সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে এতে
রয়েছে নির্দশন।

٣- وَهُوَ الَّذِي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ

فِيهَا رَوَاسِيًّا وَانهَارًا وَمِنْ كُلِّ
الشَّمْرِ جَعَلَ بَيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
يُغْشِيَ الْأَيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٠

٤- وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجْوِرٌ

وَجَنَتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخْلٍ

صَنْوَانٌ وَغَيْرُ صَنْوَانٍ يُسْقَى

بِمَاٰءِ وَأَجِدٍ وَنَفْضِلُ بَعْضَهَا

عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٠

উর্ধ্বজগতের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআ'লা এখানে নিম্ন জগতের বর্ণনা দিয়েছেন। যমীনকে দৈর্ঘ ও প্রস্ত্রে বিস্তৃত করে আল্লাহ তাআ'লাই এটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। এতে দৃঢ় পাহাড় তিনিই স্থাপন করেছেন। এতে নদ-নদী ও প্রস্তুবণ তিনিই প্রবাহিত করেছেন। এর ফলে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন রং এর এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল মূলের বৃক্ষাদি সিঞ্চিত হয়ে থাকে। জোড়ায় জোড়ায় ফলমূল তিনিই সৃষ্টি করেছেন। ওগুলির মধ্যে কোনটি মিষ্ট এবং কোনটি টক। দিবস ও রজনী পর্যায়ক্রমে আসা যাওয়া করছে। একটির আগমন ঘটছে এবং অপরটির প্রস্থান হচ্ছে। এইসব ব্যবস্থাপনা সেই ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহর দ্বারাই হচ্ছে। আল্লাহ তাআ'লার এইসব নির্দর্শন, নিপুণতা এবং প্রমাণাদির উপর যে ব্যক্তি চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টি নিষ্কেপ করবে সে অবশ্যই সুপথ প্রাপ্ত হবে। যমীনের খণ্ডলি মিলিতভাবে রয়েছে। মহান আল্লাহর শক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, পৃথিবীর এক খণ্ডে প্রাচুর ফসল উৎপাদিত হয়, আবার আর একখণ্ডে কিছুই জন্মে না। কোন জায়গার মাটি লাল, কোন জায়গার মাটি সাদা, কোন মাটি কালো, কোনটি কংকরময়, কোনটা নরম, কোনটা শক্ত, কোনটা মিষ্ট, কোনটা তিক্ত, কোনটা বালুকাময় এবং কোনটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মোট কথা, এটা ও সৃষ্টিকর্তার মহা শক্তির নির্দর্শন, যা বলে দিচ্ছে যে, কার্য্য সম্পাদনকারী, স্বেচ্ছাচারী এবং সারা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছেন সেই একক, অন্তিমীয় এবং অংশীবিহীন আল্লাহ। তিনিই হচ্ছেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া অন্য কেউ মা'বুদ নেই এবং কোন প্রতিপালকও নেই।

‘‘**شَدِّيْدٌ وَّنَحِيلٌ**’’ শব্দদ্বয়কে যদি ‘‘**جَنَّاتٌ**’’ শব্দের উপর ‘‘**عَطْفٌ**’’ বা সংযোগ ধরা হয় তবে পেশ দিয়ে পড়তে হবে। আর যদি ‘‘**أَعْنَابٌ**’’ শব্দের উপর সংযোগ ধরা হয় তবে ‘‘**مُضَافٌ**’’ ধরে যের দিয়ে পড়তে হবে। ইমামদের দল দু'ভাবেই পড়েছেন। বলা হয় ঐ গাছকে যার কয়েকটি গুঁড়ি ও শাখা হয়। যেমন ডালিম ডুমুর, এবং কোন কোন খেজুর গাছ। গুঁড়ি বলা হয় ঐ গাছকে যা এইরূপ হয় না বরং যার একটি মাত্র গুঁড়ি থাকে। এর থেকেই চাচাকে ‘‘**صَنْوَانٌ**’’ বলা হয়। হাদীসেও এটা এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত উমারকে (রাঃ) বলেনঃ “তোমার কি জানা নেই যে, চাচা পিতার মতই।”

হয়েরত বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একটি মূল অর্থাৎ একটি গুঁড়ির মধ্যে কয়েকটি শাখা বিশিষ্ট খেজুরের গাছ থাকে, আবার একটি গুঁড়িতে একটিই থাকে। এটাই হচ্ছে **صُنْوَان** ও **غَيْرُ صُنْوَان**। অন্যান্য গুরুজনদেরও এটাই উক্তি। সবগুলির জন্যে একই পানি। অর্থাৎ বর্ষার পানি। অথচ স্বাদের দিক দিয়ে এবং ছোট ও বড় হওয়ার দিক থেকে ফলের মধ্যে বড়ই পার্থক্য রয়েছে। কোনটা মিষ্ট ও কোনটা টক। জামে' তিরমিয়ীর হাদীসেও এই ব্যাখ্যা রয়েছে। মোট কথা, বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। যেমন প্রকারে পার্থক্য, রকমে পার্থক্য, রং এ পার্থক্য, গন্ধে পার্থক্য, স্বাদে পার্থক্য, পাতায় পার্থক্য এবং তরুতাজায় পার্থক্য। কোনটা অতি মিষ্ট এবং কোনটা অতি তক্ত। কোনটি খুবই সুস্বাদু, আবার কোনটি অত্যন্ত বিস্বাদ। রং-এও পার্থক্য রয়েছে। কোনটা লাল, কোনটা সাদা এবং কোনটা কালো। অনুরূপভাবে সতেজতার দিক দিয়েও পার্থক্য রয়েছে। অথচ খাদ্য হিসেবে সবই এক। ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ তাআ'লার এগুলি অলৌকিক শক্তি। সুতরাং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্যে এগুলি শিক্ষণীয় বিষয়। এগুলি স্বেচ্ছাচারী আল্লাহ তাআ'লার মহাশক্তির পরিচয় বহন করে এবং এটাই ঘোষণা করে যে, তিনি যা চান তাই হয়। জ্ঞানীদের জন্যে এই নির্দর্শনগুলিই যথেষ্ট।

৫। যদি তুমি বিশ্বিত হও, তবে
বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথাঃ
মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও
কি আমরা নতুন জীবন লাভ
করবো? ওরাই ওদের
প্রতিপালককে অস্বীকার করে
এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে
লৌহ শৃঙ্খল, ওরাই অগ্নিবাসী
এবং সেখানে ওরা
চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী।

وَإِذَا كُنَّا تُرْبَا إِنَّا لِفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرِّيهِمْ وَأَوْلَئِكَ الْأَغْلُلُ فِي
أَعْنَاقِهِمْ وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَلِدونَ

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূল মুহাম্মদকে (সঃ) বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! এই কাফিররা যে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে ও অবিশ্঵াস করছে এতে তোমার বিশ্বিত হবার কিছু নেই। এদের স্বভাব ও আচরণ এইরূপই যে, তারা এতো এতো নির্দশন দেখছে, আল্লাহর বিরাট ক্ষমতার প্রমাণ তারা প্রত্যক্ষ করছে এবং এটা স্বীকারও করছে যে, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ, এতদসত্ত্বেও তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে বসছে। তারা স্বচক্ষে দেখছে যে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে আল্লাহর হৃকুমেই ঘটছে, তথাপি তারা ঈমান আনছে না। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এটা জানতে সক্ষম যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা বহুগুণে গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা অনেক সহজ। যেমন আল্লাহ তাআ'লা এক জায়গায় বলেনঃ

اَوْلَمْ يَرَوَا اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالارضَ وَلَمْ يَعِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ
عَلَىٰ اَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بِلَيْلٍ اَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

অর্থাৎ “তারা কি দেখে নাই যে, সেই আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন অথচ তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।” (৪৬: ৩৩) তাই আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করছেন যে, এরা কাফির। কিয়ামতের দিন তাদের গ্রীবাদেশে শৃঙ্খল থাকবে। তারা নরকবাসী। তারা নরকে চিরকাল অবস্থান করবে।

৬। মঙ্গলের পূর্বে তারা তোমাকে
শান্তি ত্বরান্বিত করতে বলে,
যদিও তাদের পূর্বে এর বহু
দৃষ্টান্ত গত হয়েছে; মানুষের
সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার
প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি
ক্ষমাশীল এবং তোমার
প্রতিপালক তো শান্তি দানেও
কঠোর।

- ٦ -
وَيُسْتَعِجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ
قَبْلَ الْحَسْنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِمُ الْمُثْلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لِذُو
مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظَلَمِهِمْ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) বলেছেনঃ ‘কিয়ামতকে অস্মীকারকারীরা তোমাকে বলছেঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তবে আমাদের উপর আল্লাহর শান্তি আনয়ন করছো না কেন?’ যেমন আল্লাহ তাআ'লা তাদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেনঃ

وَقَالُوا يَا يَهُوا إِنَّمَا نَزَّلْتَ عَلَيْهِ الْذِكْرَ أَنْكَ لِمَجْنُونٍ - لَوْمًا تَاتِنَا بِالْمُلْكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ - مَا نَزَّلْتَ الْمُلْكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ -

অর্থাৎ “তারা বলেঃ হে সেই ব্যক্তি, যে দাবী করছো যে, তোমার উপর আল্লাহর যিক্র অবতীর্ণ করা হয়, নিচয় তুমি তো পাগল। যদি তুমি সত্যবাদীও হও তবে তুমি আমাদের কাছে আয়াবের ফেরেশতাকে আনছো না কেন? (এর উভয়ে তাদেরকে বলা হয়) ফেরেশতাদেরকে আমি সত্য ও ফায়সালার সাথেই অবতীর্ণ করে থাকি, যখন তারা এসেই পড়বে তখন তাদেরকে (তাওবা’ করার ও ঈমান আনয়নের) বিন্দুমাত্র অবকাশ দেয়া হবে না।” (১৫: ৬-৮) আল্লাহ তাআ'লা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

(২৯: ৫৩) (দু'আয়াত পর্যন্ত)। আর এক জায়গায় বলেনঃ

سَالِ سَانِلِ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

অর্থাৎ “এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শান্তি যা অবধারিত।” (৭০: ১) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

يَسْتَعِجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ أَمْنَوْا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ
أَنَّهَا الْحَقُّ

অর্থাৎ “যারা ঈমান আনয়ন করে না তারা ওটাকে (শান্তিকে) তাড়াতাড়ি চাছে, আর যারা ঈমান এনেছে তারা ওটাকে ভয় করছে এবং ওটাকে সত্য বলে জানছে।” (৪২: ১৮) আরো এক জায়গায় বলেছেনঃ “তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের শান্তি ও হিসেবের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করুন।” আর এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَادْ قَالُوا لَهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكُمْ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعِذَابًا أَلِيمًا -

অর্থাৎ “যখন তারা বলতোঃ হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নায়িল করুন।” (৮: ৩২) ভাবার্থ এই যে, কুফরী ও অঙ্গীকারের কারণে আল্লাহর শাস্তি নেমে আসা অসম্ভব মনে করে এতে তারা নির্ভয় হয়ে যায় যে, শাস্তি নেমে আসার তারা আকাঙ্খা করে বসে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের পূর্ববর্তী এইরূপ লোকদের দ্রষ্টান্ত তাদের সামনে রয়েছে। তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল বলে তাদেরকে তাঁর আযাবের দ্বারা পাকড়াও করা হয়। এটা আল্লাহ তাআলার দয়া ও সহিষ্ণুতা যে, তিনি পাপকার্য করতে দেখেন অথচ সাথে সাথে পাকড়াও করেন না। নতুবা ভূ-পৃষ্ঠে কাউকেও তিনি চলতে ফিরতে দিতেন না। দিনরাত তিনি পাপ করতে দেখছেন এবং ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর আযাবও বড় বিপজ্জনক, অত্যন্ত কঠিন এবং বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

فَإِنْ كَذَبُوكُ فَقْلُ رِبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسْعِيْنَ لَا يَرْدِ بِاسْهِ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ -

অর্থাৎ “যদি তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তুমি বলে দাও তোমাদের প্রতিপালক বড়ই করুণাময়, আর তাঁর শাস্তি পাপাচারী করুম হতে ফিরানো হয় না।” (৬: ১৪৭) আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

إِنْ رِبِّكُ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ -

অর্থাৎ “নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু”। (৬: ১৬৫) আরো বলেনঃ

نَبِيٌّ عِبَادِيْ إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ- وَإِنَّ عَذَابَيِّ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ -

অর্থাৎ “আমার বান্দাদেরকে খবর দিয়ে দাও যে, নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু আর নিশ্চয় আমার শাস্তি হচ্ছে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।” (১৫: ৪৯-৫০)

এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে যাতে একই সাথে আশা প্রদান ও ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

হযরত সাইদ ইবনু মুসাইয়াব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : “যদি আল্লাহ তাআ’লা বান্দাকে ক্ষমা না করতেন তবে কেউই জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারতো না এবং যদি তিনি ধমক ও শাস্তি প্রদান না করতেন তবে বান্দা অত্যাচার ও সীমালংঘনের কাজে লিঙ্গ হয়ে পড়তো ।”^১

হযরত হাসান ইবনু উসমান আবু হাসান রামাদানী^২ স্বপ্নে মহামহিমাবিত আল্লাহর দর্শন লাভ করেন। তিনি দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআ’লার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর একজন উচ্চতের জন্যে সুপারিশ করছেন। তখন আল্লাহ তাআ’লা তাঁকে বলেনঃ “তোমাদের জন্যে কি সুরায়ে রাদ এর، এ আয়াতটি যথেষ্ট নয়?” হযরত আবু হাসান (রাঃ) বলেনঃ “এরপর আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি ।”^৩

৭। যারা কুফৱী করেছে তারা বলেঃ তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নির্দশন অবতীর্ণ হয়না কেন? (হে নবী সঃ) কথা এই যে, তুমি তো শুধুমাত্র তাব প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যেই পথ প্রদর্শক রয়েছে ।

মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআ’লা বলছেনঃ তারা অবাধ্যতা ও একঙ্গয়েমী ভাব নিয়ে বলেঃ পূর্ববর্তী নবীগণ যেমনভাবে মু’জিয়া নিয়ে এসেছিলেন তেমনিভাবে এই নবী অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কোন মু’জিয়া নিয়ে আগমন করেন নাই কেন? যেমন সাফা পাহাড়কে সোনা

১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হাতিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. মক্কী নুসখাতে যিয়াদী রয়েছে।
৩. এটা হা-ফিজ ইবনু আসাকির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

٧- وَقُولُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا
اِنْزَلَ عَلَيْهِ اِيَّهُ مِنْ رَبِّهِ اِنَّمَا
أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِئٌ

বানিয়ে দেয়া, আরবের পাহাড়কে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা, আরব ভূমি সবুজ শ্যামল করে তোলা, এখানে নদী প্রবাহিত করা ইত্যাদি। তাদের এ কথার উত্তরে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ মু'জিয়া' প্রেরণ করা হতে আমাকে এ জিনিসই বিরত রেখেছে যে, পূর্ববর্তীরা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।" মহান আল্লাহ বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! তুমি মুশরিকদের এসব কথায় মোটেই দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমার দায়িত্ব শুধু পৌছিয়ে দেয়া। তুমি হিদায়াতকারী নও। তারা না মানলে তোমাকে পাকড়াও করা হবে না। হিদায়াত করার হাত আল্লাহ তাআ'লার। এ কাজ তোমার ক্ষমতার বাইরে। প্রত্যেক কওমের জন্যেই পথ প্রদর্শক ও আহবানকারী রয়েছে।' অথবা ভাবার্থ হবেঃ 'হিদায়াতকারী আমি এবং ভয় প্রদর্শনকারী তুমি।' অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا لَهَا نَذِيرٌ

অর্থাৎ "প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে ভয় প্রদর্শনকারী অতিবাহিত হয়েছেন।" ((৩৫ঃ ২৪) এখানে দৃঢ়ি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী। সুতরাং প্রত্যেক দলের মধ্যেই পথ প্রদর্শক থাকেন। তাঁর ইলম ও আমল দ্বারা অন্যান্যেরা পথ পেয়ে থাকে। এই উম্মতের পথ প্রদর্শক হচ্ছেন হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ)।

একটি অত্যন্ত অঙ্গীকৃত রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, এই আয়াতটি অবর্তীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় বক্ষে হাত রেখে বলেনঃ "ভয় প্রদর্শনকারী আমি এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজন হাদী বা পথ প্রদর্শক রয়েছে।" এই সময় তিনি হ্যরত আলীর (রাঃ) কঙ্কের দিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ "হে আলী (রাঃ)! তুমি হাদী। আমার পরে তোমার দ্বারা মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।"^১

হ্যরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে 'হাদী' দ্বারা কুরায়েশের একজন লোককে বুঝানো হয়েছে। হ্যরত জুনাইদ (রাঃ) বলেন যে, লোকটি হচ্ছেন স্বয়ং হ্যরত আলী (রাঃ)। ইবনু জারীর (রঃ) হ্যরত আলীর (রাঃ) হাদী হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।^২

১. এ হাদীসটি আবু জাফর ইবনু জারীর (রাঃ) হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং এতে ভীষণ অঙ্গীকৃতি রয়েছে।
২. কিন্তু এতেও কঠিন নাকারাত বা অঙ্গীকৃতি রয়েছে।

- ৮। প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ
করে এবং জরায়ুতে যা কিছু
কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা
জানেন এবং তাঁর বিধানে
প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট
পরিমাণ আছে ।
- ৯। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান
তিনি তা অবগত; তিনি মহান,
সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ।
- ٨- الله يعلم ما تتحمل كل انشي
وَمَا تغِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تزدادُ
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهِ بِمِقْدَارٍ
٩- عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرِ
الْمُتَعَالِ ٠

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, কোন জিনিসই তাঁর অগোচরে নেই ।
সমস্ত মাদীরা, স্ত্রী লিঙ্গ জন্মেই হোক অথবা মানুষেই হোক, ওদের পেটের বা
গর্ভের বাক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান বা অবগতি আল্লাহ তাআ'লার রয়েছে । পেটে কি
আছে তা তিনি ভালুকপেই জানেন । অর্থাৎ পুঁলিঙ্গ কি স্ত্রী লিঙ্গ, ভাল কি
মন্দ, বেশী বয়স পাবে কি কম বয়স পাবে এ সব খবর তিনি রাখেন ।
যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ

١٦٩ هَوَاعْلَمُ بِكُمْ إِذَا نَشَاكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْتُمْ إِجْنَةٍ فِي بَطْوَنِ أَمْهِتِكُمْ

অর্থাৎ “তিনি ভালুকপেই জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে যামীন হতে
সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যখন তোমাদের মাতাদের পেটে লুকায়িত
থাকো (শেষ পর্যন্ত) ।” (৫৩: ৩২) অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

١٦٩ يَخْلُقُكُمْ فِي بَطْوَنِ أَمْهِتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَتِ ثُلْثٍ

অর্থাৎ “তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটে সৃষ্টি করেন, এক
সৃষ্টির পরে আর এক সৃষ্টি, তিনি অঙ্ককারের মধ্যে (শেষ পর্যন্ত) ।” (৩৯: ৬)
মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

١٦٩ وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِّنْ طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةً فِي قَرَارِ مَمْكِينٍ - ثُمَّ
خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلْقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عَظِيمًا فَكَسَوْنَا
الْعِظَمَ لَهُمَا ثُمَّ انشَانَهُ خَلْقًا أَخْرَى فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ -

অর্থাৎ “আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্র বিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি রক্ত পিণ্ডে, অতঃপর রক্ত পিণ্ডকে পরিণত করি মাংস পিণ্ডে এবং মাংস পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই গোশত দ্বারা, অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব সর্বোত্তম স্বষ্টা আল্লাহ কত মহান।” (২৩ঃ ১২-১৪)

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা হতে থাকে। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওটা জমাট রক্তের আকারে থাকে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওটা মাংস পিণ্ড রূপে থাকে। এরপর আল্লাহ তাআ’লা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যাঁকে চারটি কথা লিখে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ওগুলি হচ্ছেঃ তার রিয়্ক, তার বয়স, এবং তার ভাল ও মন্দ হওয়া।”^১

অন্য হাদীসে আছে যে, ঐ সময় ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! সে নর হবে, না নারী হবেঃ হতভাগ্য হবে, না সৌভাগ্যবান হবেঃ তার জীবিকা কি হবেঃ তার বয়স কত হবেঃ” আল্লাহ তাআ’লা তখন বলে দেন এবং তিনি লিখে নেন।

হযরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “অদৃশ্যের পাঁচটি চাবী রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। (১) আগামীকল্যের খবর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয়। (২) জরাযুতে যা কিছু করে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। (৩) বৃষ্টি কখন হবে তার অবগতিও শুধুমাত্র আল্লাহই আছে। (৪) কে কোথায় মারা যাবে এ খবরও আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এবং (৫) কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এ খবরও একমাত্র আল্লাহই রাখেন।”^২

‘জরাযুতে যা কিছু করে’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভ পড়ে যাওয়া। আর ‘জরাযুতে যা কিছু বাঢ়ে’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ কিভাবে তা পূর্ণ হয় এ

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

থবরও আল্লাহ তাআ'লাই রাখেন। দেখা যায় যে, কোন কোন নারী গর্ভ ধারণ করে থাকে পূর্ণ দশ মাস। আবার কেউ ধারণ করেন ন'মাস। কারো গর্ভ বাড়ে এবং কারো কমে। ন'মাস থেকে কমে যাওয়া এবং ন'মাস থেকে বেড়ে যাওয়া আল্লাহ তাআ'লার অবগতিতে রয়েছে।

হযরত যহুদাক (রঃ) বলেনঃ “আমি দু'বছর মায়ের পেটে থেকেছি। আমি যখন ভূমিষ্ঠ হই তখন আমার সামনে দু'টি দাঁত বেরিয়ে পড়েছিল।” হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, গর্ভধারণের শেষ সময়কাল হচ্ছে দু'বছর। কমে যাওয়া দ্বারা কারো কারো মতে উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভধারণের সময়কালের মধ্যে রক্ত আসা। আর বেড়ে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভধারণের সময়কাল ন' মাসের বেশী হওয়া। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ন' মাসের পূর্বে যদি স্ত্রীলোক রক্ত দেখে তবে গর্ভ ন'মাস ছাড়িয়ে যায় হায়েয়ের সময়কালের মত। রক্ত ঝরলে শিশু ভাল হয় এবং রক্ত না ঝরলে শিশু পূর্ণ ও বড় হয়। হযরত মাকতুল (রঃ) বলেনঃ “মায়ের পেটে শিশু সম্পূর্ণরূপে শান্তি ও আরামে থাকে। তার কোনই কষ্ট হয় না। তার মায়ের হায়েয়ের রক্ত তার খাদ্য হয়ে থাকে। তা অতি সহজে তার কাছে পৌছে থাকে। এ কারণেই গর্ভ ধারণের সময়কালে মায়ের হায়েয় বা ঝর্তু হয় না। যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন মাটিতে পড়া মাত্রই চীৎকার করে ওঠে। ঐ অপরিচিত জায়গায় সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। যখন তার নাভি কেটে দেয়া হয় তখন তার খাদ্য আল্লাহ তাআ'লা তার মায়ের বক্ষে পৌছিয়ে দেন। তখনও বিনা সঙ্কানে, বিনা চাওয়ায়, বিনা কষ্টে এবং বিনা চিন্তায় সে খাদ্য পেয়ে থাকে। তারপর কিছুটা বড় হলে সে নিজের হাতে পানাহার করতে শুরু করে। কিন্তু বালেগ হওয়া মাত্রই জীবিকার জন্যে সে হা-হৃতাশ করতে থাকে। মরে যাওয়া এবং নিহত হওয়া পর্যন্ত ঝর্ণী লাভের সন্তান থাকলে তখনও তাতে সে কোন দ্বিবোধ করে না। আফসোস। হে বনি আদম (আঃ)! তোমাকে দেখে বিস্মিত হতে হয়! যিনি তোমাকে তোমার মায়ের পেটে আহার্য দিলেন, যিনি তোমাকে তোমার বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত খেতে দিলেন, এখন তুমি বয়োঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান হয়ে (তাঁকে ভুলে গেলে এবং) বলতে শুরু করলেঃ হায়! কোথা থেকে খেতে পাবোঃ আমার মরণ হোক বা আমি নিহত

হই।” অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন **وَكُلْ شَيْءٌ عِنْدَهُ مَقْدَارٌ** (এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে)। এ সম্পর্কে ‘কাতাদা’ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তাঁর বিধানে প্রত্যেকেরই আয়, রিয়ক ইত্যাদি নির্ধারিত রয়েছে।

সহীহ হাদীসে আছে যে, নবীর (সঃ) এক কন্যা তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দেন যে, তাঁর এক ছেলে মৃত্যু শিয়ারে দণ্ডার্থমান। সুতরাং তিনি তাঁর উপস্থিতি কামনা করেন। এ খবর শুনে নবী (সঃ) তাঁর মেয়ের কাছে সংবাদ পাঠানঃ “আল্লাহ যা গ্রহণ করেন তা তাঁরই। তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।” (অতঃপর তিনি জনগণকে বলেনঃ) “তোমরা তাকে নির্দেশ দাও যে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা রাখে।”

আল্লাহ তাআ’লা ঐ সব কিছুই জানেন যা তাঁর বান্দাদের থেকে গোপনীয় রয়েছে এবং যা তাদের কাছে প্রকাশমান আছে। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি সর্বাপেক্ষা বড়। তিনি সবচেয়ে উচ্চ। সবকিছুই তাঁর অবগতিতে রয়েছে। সমস্ত মাখলুক তাঁর কাছে বিনীত ও অবনত। এটা ইচ্ছায়ই হোক বা বাধ্য হয়েই হোক।

১০। তোমাদের মধ্যে যে কথা

গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাত্রে যে আজগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবেই আল্লাহর জ্ঞান গোচর।

১১। মানুষের জন্যে তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, নিচয় আল্লাহ কোন

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسْرَ القُولَ ।

**وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخِفٌ
بِاللَّيلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ** ।

لَهُ مُعَقِّبٌ مِّنْ بَيْنِ يَدِيهِ ।

**وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ**

সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন
করেন না যতক্ষণ না তারা
নিজেদের অবস্থা নিজেরা
পরিবর্তন করে, কোন
সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি
আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন
তবে তা রাদ করবার কেউ নেই
এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন
অভিভাবক নেই।

٢٠
هَتَّىٰ يَغْرِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
مَرْدِلَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَالْ ۝

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর জ্ঞান সমস্ত মাখলুককে ঘিরে
রয়েছে। কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। তিনি নিম্ন ও উচ্চ শব্দ
শুনতে পান। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুই জানেন। যেমন তিনি
বলেনঃ

٢١
وَانْ تَجْهِرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفَىٰ

অর্থাৎ “তুমি যদি কথাকে প্রকাশ কর তবে জেনে রেখো যে, তিনি
(ওটা তো জানতে পারেনই, এমন কি) অতি গোপনীয় কথাও জানেন।”
(২০:৭)

আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

٢٢
وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ “তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর তিনি তা
জানেন।” (২৭: ২৫)

হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “ঐ আল্লাহ পবিত্র যাঁর শ্রবণ সমস্ত
শব্দকে ঘিরে রয়েছে। আল্লাহর শপথ! নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে
অভিযোগকারী একজন মহিলা রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট আগমন করে তাঁর
সাথে এমন আস্তে আস্তে কথা বলে যে, আমি পার্শ্বেই অথচ ভালুকপে তার
কথা আমার কর্ণগোচর হয় নাই। ঐ সময় আল্লাহ তাআ'লা নিম্নের
আয়াতটি অবতীর্ণ করেনঃ

قَدْ سِمِعَ اللَّهُ قَوْلَ التَّى تَجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوِرٌ كَمَا إِنَّ اللَّهَ سِمِعَ بِصِيرٍ -

অর্থাৎ “(হে রাসূল (সঃ)!) আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকটও ফরিয়াদ করছে; আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদষ্ট” (৫৮: ১)

যে ব্যক্তি তার ঘরের কোণায় রাত্রির অঙ্ককারে লুকিয়ে থাকে সে এবং যে ব্যক্তি দিনের বেলায় প্রকাশ্যভাবে জনবহুল পথে চলাচল করে, আল্লাহর অবগতিতে এরা দুঁজন সমান। যেমন তিনি **إِلَّا هُنَّ يَسْتَغْشِيُونَ ثِيَابَهُمْ** এই আয়াতে বলেছেন। (১১: ৫) মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا
عَلَيْكُمْ شَهِودًا إِذْ تَفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -

অর্থাৎ “তুমি যে কোন কর্মে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোন কার্য কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও; আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর অনু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় এবং ওটা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুন্পষ্ট কিতাবে নেই।” (১০:৬১)

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ...الخ
অর্থাৎ “মানুষের জন্যে তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।” অর্থাৎ মানুষের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে তাদের চতুর্দিকে ফেরেশতাদেরকে মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। তাঁরা মানুষকে কষ্ট ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। যেমন তাদের কার্যাবলী পরিদর্শন করার জন্যে ফেরেশতাদের অন্য দল রয়েছে। যাঁরা পর্যায়ক্রমে একের পর এক আসা যাওয়া করে থাকেন। রাত্রিকালের জন্যে পৃথক ফেরেশতা আছেন এবং দিবা ভাগের জন্যেও পৃথক

ফেরেশতা রয়েছেন। যেমন মানুষের ডানে ও বামে দু'জন ফেরেশতা মানুষের আমল লিখবার জন্যে নিযুক্ত রয়েছেন। ডান দিকের ফেরেশতা পৃণ্য লিখেন এবং বাম দিকের ফেরেশতা পাপ লিখেন। অনুরূপভাবে তার সামনে ও পেছনে দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন যাঁরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। সুতরাঁ প্রত্যেক মানুষ চারজন ফেরেশতার মধ্যে অবস্থান করে। দু'জন আমল লেখক ডানে ও বামে এবং দু'জন রক্ষণাবেক্ষণকারী সামনে ও পেছনে। তারপর রাত্রির পৃথক ও দিবসের পৃথক। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ “তোমাদের কাছে ফেরেশতারা পালাক্রমে আগমন করে থাকেন দিবসে ও রজনীতে। ফজর ও আসরের নামাযে উভয় দলের মিলন ঘটে। রাত্রে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ রাত্রি শেষে আকাশে উঠে যান। বান্দাদের অবস্থা অবগত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো?” তাঁরা উভয়ে বলেনঃ “আমরা তাদের কাছে আগমনের সময় নামায়ের অবস্থায় তাদেরকে পেয়েছি এবং বিদায়ের সময়ও তাদেরকে নামায়ের অবস্থায় ছেড়ে এসেছি।”

অন্য হাদীসে এসেছেঃ “তোমাদের সাথে তাঁরা রয়েছেন যাঁরা তোমাদের পায়খানা ও সহবাসের সময় ছাড়া কোন অবস্থাতেই তোমাদের থেকে পৃথক হন না। সুতরাঁ তোমাদের উচিত তাদের থেকে লজ্জা করা ও তাদেরকে সম্মান করা।”

হ্যরত ইবনু আবুস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা যখন বান্দার কোন ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেন তখন রক্ষক ফেরেশতা তা হতে দেন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক বান্দার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভারপ্রাণ ফেরেশতা থাকেন যিনি তাকে ঘূর্মন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় দানব, মানব, বিষধর প্রাণী এবং সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন।

হ্যরত ইবনু আবুস (রাঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে পার্থিব বাদশাহ ও আমীরদের আলোচনা যাঁরা প্রহরাধীনে অবস্থান করে থাকেন। যত্থাক (রঃ) বলেন যে, সম্রাট বা শাহানশাহ আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণে থাকেন আল্লাহর আমর হতে এবং তারা হচ্ছে আহ্লাশ শিরক ও আহলুয় যাহির। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সম্বতঃ এই উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, বাদশাহ ও আমীরদেরকে যেমন সৈন্য প্রহরীরা পাহারা দিয়ে থাকে তেমনিভাবে আল্লাহ তাআ'লার বান্দাদেরকে পাহারা দিয়ে থাকেন তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত ফেরেশতাগণ।

তাফসীরে ইবনু জারীরে একটি দুর্বল রিওয়াইয়াতে এসেছে যে, একদা হয়রত উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! বান্দার সাথে কতজন ফেরেশতা থাকেন?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “একজন ডান দিকে থাকেন, যিনি পৃণ্য লিখেন এবং তিনি বামদিকে অবস্থানকারী পাপ লেখক ফেরেশতার উপর নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। যখন তুমি কোন পৃণ্যের কাজ কর তখন ঐ পৃণ্য লেখক ফেরেশতা একটির বিনিময়ে দশটি পৃণ্য লিখে ফেলেন। পক্ষান্তরে যখন তুমি কোন পাপকার্য কর তখন বাম দিকের ফেরেশতা তা লিখবার জন্যে ডানদিকের ফেরেশতার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। ডান দিকের ফেরেশতা তখন তাঁকে বলেনঃ “কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, হয়তো সে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করবে।” তিনি বার তিনি অনুমতি চান। তখন পর্যন্তই যদি সে তওবা না করে তখন ঐ পৃণ্য লেখক ফেরেশতা পাপ লেখক ফেরেশতাকে বলেনঃ “এখন লিখে নাও। আল্লাহ তার থেকে আমাদেরকে আরাম দান করুন। সে কতই না নিকৃষ্ট সঙ্গী। সে আল্লাহ তাআ'লার প্রতি খেয়াল রাখে না এবং আমাদের থেকে লজ্জা করে না।” আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدِيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ -

অর্থাৎ “মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।” (৫০: ১৮) আর দু'জন ফেরেশতা তোমার সামনে ও পেছনে রয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “মানুষের সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে।” আর একজন ফেরেশতা তোমার মাথার চুল ধরে রয়েছেন। যখন তুমি আল্লাহর সামনে বিনয় ও নীচতা প্রকাশ কর তখন তিনি তোমার মর্যাদা উচ্চ করে দেন। আর যখন তুমি আল্লাহর সামনে অবাধ্যতা ও অহংকার প্রকাশ কর তখন তিনি তোমার মর্যাদা নিচু করে দেন এবং তোমাকে অপারগ ও অক্ষম

করেন। দু'জন ফেরেশতা তোমার ওষ্ঠের উপর রয়েছেন। তুমি যে দরদ আমার উপর পাঠ করে থাকো তিনি তা হিফায়ত করেন। একজন ফেরেশতা তোমার মুখের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যেন সর্প ইত্যাদির ন্যায় কোন কিছু গলায় চলে না যায়। দু'জন ফেরেশতা তোমার চোখের উপর রয়েছেন। অতএব এই দশজন ফেরেশতা প্রত্যেক বনী আদমের সাথে রয়েছেন। দিনের ফেরেশতা আলাদা এবং রাতের ফেরেশতা আলাদা। এভাবে প্রত্যেক লোকের সাথে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে বিশজ্ঞ ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। আর এদিকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে সারা দিন ইবলীস কর্মব্যস্ত থাকে এবং রাত্রে এ কাজে লেগে থাকে তার সন্তানেরা।”^১

হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন: “তোমাদের প্রত্যেকের সাথে ভারপ্রাণ সঙ্গী হিসেবে রয়েছে একজন জিন ও একজন ফেরেশতা।” জনগণ জিজ্ঞেস করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার সাথেও কি?” তিনি উত্তরে বললেন: “হ্যাঁ, আমার সাথেও রয়েছে। তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর সাহায্য করেছেন। সে আমাকে ভাল ছাড়া কিছুই হৃকুম করে না।”^২

আল্লাহ পাকের উক্তি: (تَارَا أَلْلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَارَا أَلْلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) কোন কোন কিরআতে এর স্থলে বাঁচ্ছে এবং এর স্থলে রয়েছে। হ্যরত কা'ব (রঃ) বলেন যে, বনী আদমের জন্যে যদি প্রত্যেক নরম ও শক্ত খুলে যায় তবে অবশ্যই প্রতিটি জিনিস সে নিজেই দেখতে পাবে। আর যদি আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে এই রক্ষক ফেরেশতাগুলি নিযুক্ত না থাকেন যাঁরা পানাহার ও লজ্জাস্থানের হিফায়ত করে থাকেন তবে আল্লাহর শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই ছিনিয়ে নেয়া হবে। আবু উমামা (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের সাথে রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা রয়েছেন যারা ভাগ্যে লিখিত ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিপদ-আপদ তার থেকে দূর করে থাকে।

১. এ হাদীসটি তাফসীরে ইবনে জারীরে কিনানা' আল আদাভী (রঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। কিছু এটা খুবই গরীব বা দুর্বল।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম একাকী এটা তাখরীজ করেছেন।

আবু মাজায় (রঃ) বলেন যে, মুরাদ গোত্রের একটি লোক হ্যরত আলীর (রাঃ) নিকট আগমন করে তাঁকে নামাযে মশগুল দেখতে পান। অতঃপর তাঁকে তিনি বলেনঃ “মুরাদ গোত্রের লোক আপনাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সুতরাং আপনি প্রহরী নিযুক্ত করুন।” এ কথা শুনে হ্যরত আলী (রাঃ) বলেনঃ “প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার হিফায়তের জন্যে দু’জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তকদীরে লিপিবদ্ধ ছাড়া কোন বিপদাপদ তাঁরা তার প্রতি আপত্তি হতে দেন না। জেনে রেখো যে, ‘আজল’ একটা ম্যবুত দুর্গ ও উন্নম ঢাল স্বরূপ।”

কেউ কেউ বলেছেন যে، يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তারা আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাকে তাঁর আমর থেকে হিফায়ত করে থাকে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছেঃ জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা যে বাড় ফুঁক করে থাকি তা কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরের পরিবর্তন ঘটাতে পারে?” উন্নরে তিনি বলেনঃ “ওটা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।”

ইবরাহীম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাইলের কোন এক নবীর কাছে আল্লাহ তাআ’লা ওয়াহী করেনঃ “তোমার কওমকে বলে দাওঃ যে গ্রামবাসী বা যে গৃহবাসী আল্লাহর আনুগত্য করতে করতে তাঁর অবাধ্য হতে শুরু করে, আল্লাহ তাদের আরামের জিনিস গুলিকে তাদের থেকে দূর করে দিয়ে ঐ জিনিসগুলি তাদের কাছে আনয়ন করেন যেগুলি তাদের কষ্টের ও দুঃখের কারণ হয়।”^১

আল্লাহ তাআ’লার উক্তিঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغِيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغِيرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ،

(নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে) এই আয়াত দ্বারা এ কথার সত্যতা স্বীকৃত হয়।

১. এটা ইবনু আবি হাতিম (রঃ) সীয়ে তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু আবি শায়বার (রঃ) ‘সিফাতুল আরশ’ নামক গ্রন্থে এই রিওয়াইয়াতটি মারফত’ নামেও এসেছে।

উমাইর ইবনু আবদিল মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা কৃফার (মসজিদের) মিস্বরের উপর হতে হযরত আলী (রাঃ) আমাদের মধ্যে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেনঃ “আমি রাসূলল্লাহ (সঃ) হতে নীরবতা অবলম্বন করলে তিনি কথা বলতে শুরু করতেন। আর আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি তার উত্তর দিতেন। এক দিন তিনি আমাকে বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “আমার ইয্যত ও জালাল এবং আমার আরশের উচ্চতার শপথ! যে গ্রামবাসী বা যে গ্রামবাসী আমার নাফরমানীতে জড়িয়ে পড়ার পর তা পরিত্যাগ করতঃ আমার আনুগত্যের কাজে লেগে পড়ে, আমি তখন আমার শান্তি ও কষ্ট তাদের থেকে সরিয়ে নিয়ে আমার রহমত ও সুখ তাদের উপর অবতীর্ণ করে থাকি।”^১

১২। তিনিই তোমাদেরকে দেখান
বিজলী যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার
করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন
ঘন মেঘ।

١٢ - هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا
وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ
الشَّقَالَ

১৩। বজ্র নির্দোষ ও ফেরেশ্তাগণ
সভয়ে তাঁর সপ্রশংসা মহিমা ও
পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং
তিনি বজ্রপাত করেন এবং
যাকে ইচ্ছা ওটা ধারা আঘাত
করেন; তথাপি ওরা আল্লাহ
সম্বক্ষে বিতভা করে; যদিও
তিনি মহাশক্তিশালী।

١٣ - وَسَبِّحْ الرَّاعِدُ بِحَمْدِهِ
وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَرِسْلُ
الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ
يَشَاءُ وَهُمْ يُجَاهِلُونَ فِي اللَّهِ
وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, বিদ্যুৎও তাঁরই নির্দেশাধীন। একটি লোক হযরত ইবনু আবুসকে (রাঃ) বিদ্যুৎ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে তাকে বলেনঃ “বিদ্যুৎ হচ্ছে পানি।” পথিক ওটা দেখে কষ্ট ও বিপদের ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়ে। আর বাড়ীতে অবস্থানকারী ব্যক্তি

১. এ হাদীসটি গারীব-এর সনদে একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত।

বরকত ও উপকার লাভের আশায় জীবিকার আধিক্যের লোভ করে। ওটাই ঘন মেঘ সৃষ্টি করে থাকে যা পানির ভারে যমীনের নিকটবর্তী হয়ে যায়। ওটা পানিতে বোঝা স্বরূপ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ বজ্রও তাঁর সপ্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ “প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে।” বানু গিফার গোত্রের একজন শায়েখ নবীকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ “আল্লাহ তাআ'লা মেঘ সৃষ্টি করেন যা উত্তমরূপে কথা বলে ও হাস্য করে।”^১

সম্ভবতঃ কথা বলা দ্বারা গর্জন করা এবং হাস্য করা দ্বারা বিদ্যুৎ চমকানো উদ্দেশ্য। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সাঁদ ইবনু ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা মেঘ প্রেরণ করেন এবং ওটা অপেক্ষা উত্তম কথক ও উত্তম হাস্যকারী আর কিছুই নেই। ওর হাসি হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং কথা হচ্ছে বজ্র। মুহাম্মদ ইবনু মুসলিম (রঃ) বলেন “আমরা খবর পেয়েছি যে, বিদ্যুৎ হচ্ছে একজন ফেরেশতা যার চারটি মুখ রয়েছে। একটি মানুষের মত, একটি বলদের মত, একটি গাধার মত এবং একটি সিংহের মত। সে যখন লেজ নাড়ে তখন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে।”

সাঁলিম (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন বজ্র ধ্বনি শুনতেন তখন তিনি নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেনঃ

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَصِّبٍ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابٍ كَوَافِرَنَا قَبْلَ ذَلِكَ

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার গযব দ্বারা নিপাত করবেন না এবং আপনার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্রংস করবেন না। এবং এর পূর্বেই আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন।”^২

১. এটা ইমাম আহমদ (রঃ) সীয়ে ‘মুসলাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) ও ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে কিতাবুল আদাবে রিওয়াইয়াত করেছেন এবং ইমাম হাকিম (রঃ) সীয়ে ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) সীয়ে মুসলাদে বর্ণনা করেছেন।

অন্য রিওয়াইয়াতে নিম্নের দু'আটি রয়েছে:

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ

অর্থাৎ “আমি এ সন্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যাঁর সংপ্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে বজ্জ।” হ্যরত আলী (রাঃ) বজ্জ ধ্বনি শুনে পাঠ করতেনঃ ৱ্যাখ্যা অর্থাৎ “আমি তারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি যাঁর তুমি পবিত্রতা বর্ণনা করলে ।”

ইবনু আবি যাকারিয়া (রাঃ) বলেন যে, বজ্জ ধ্বনি শুনে যে ব্যক্তি পাঠ করে তার উপর বিদ্যুৎ পতিত হয় না । হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) বজ্জ ধ্বনি শুনে কথাবার্তা বক্ষ করে দিতেন এবং পাঠ করতেনঃ

سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ حِفْتِهِ

অর্থাৎ “আমি এ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি; বজ্জনির্দোষ ও ফেরেশতাগণ সভয়ে যাঁর সংপ্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকে ।” আর তিনি বলতেন যে, এই শব্দে দুনিয়াবাসীর জন্যে বড় সন্তাসের ব্যাপার রয়েছে ।^১

হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের মহা মহিমাবিত প্রতিপালক বলেনঃ ‘যদি আমার বান্দারা পূর্ণমাত্রায় আমার আনুগত্য করতো তবে আমি অবশ্যই তাদের উপর রাত্রিকালে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং দিনের বেলায় তাদের উপর সূর্য প্রকাশমান রাখতাম, আর বজ্জের ধ্বনি পর্যন্ত তাদেরকে শুনাতাম না’ ।^২

হ্যরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘বজ্জ ধ্বনি শুনে তোমরা আল্লাহর যিকর করবে । কেননা, আল্লাহর কসম! আল্লাহর যিকরকারীর উপর বজ্জ পতিত হয় না ।’^৩

১. এটা ইয়াম মালিক (রঃ) তার মুআস্তা এবং ইয়াম বুখারী (রঃ) কিতাবুল আদাবে বর্ণনা করেছেন ।
২. এ হাদীসটি ইয়াম আহমদ (রঃ) স্থীয় ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ।
৩. এ হাদীসটি ইয়াম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন ।

“তিনি বজ্জপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন।” এ জন্যেই শেষ যুগে খুব বেশি বিজলী পতিত হবে। যেমন হয়রত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় খুব বেশি বিজলী পড়বে। এমনকি কোন লোক তাদের কওমের কাছে এসে জিজেস করবেঃ “সকালে কার উপর বিজলী পড়েছে?” তারা উত্তরে বলবেঃ “অমুকের উপর অমুকের উপর, এবং অমুকের উপর।”^১

এই আয়াতের শানে নৃযুলে হয়রত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে একবার আরবের এক অহংকারী সরদারকে ডেকে আনার জন্যে প্রেরণ করেন। লোকটি তখন তার নিকট গমন করে এবং তাকে বলেঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।” সে একথা শুনে লোকটিকে বলেঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে? এবং আল্লাহ কে? তিনি কি সোনার, না রূপার, না তামার (তৈরী)?” দৃতি তখন রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে ফিরে আসলো এবং বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, সে একজন অহংকারী লোক! সে আমাকে একুপ, একুপ বলেছে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে বললেনঃ “তুমি তার কাছে দ্বিতীয়বার যাও।” সে গেল এবং সে তাকে ঐ কথাই বললো। সুতরাং সে এবারও রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট ফিরে আসলো এবং বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো আপনাকে খবর দিয়েছিলাম যে, সে এর থেকে বেপরোয়া।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে বললেনঃ “তুমি তার কাছে আবার ফিরে যাও এবং ডেকে আন।” সুতরাং সে তৃতীয়বার তার কাছে ফিরে গেল। এবারও লোকটি পয়গাম শুনে ঐ উত্তরই দিতে শুরু করলো। এমন সময় এক খন্দ মেঘ তার মাথার উপর এসে গেল। বজ্জ ধ্বনি হলো এবং তার উপর বিজলী পড়ে গেল। ফলে তার মাথার খুলী (মাথার উপরিভাগ উড়ে) গেল। ঐ সময় এই আয়াত অবর্তীর্ণ হয়।^২

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি হাফিয় আবু ইয়ালা আল মুসলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একজন ইয়াতুদী রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে এসে বলেঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমাকে আপনার প্রতিপালক সম্পর্কে খবর দিন! তিনি কিসের তৈরী? তিনি কি তামার তৈরী, না মুক্তার তৈরী, না ইয়াকুতের তৈরী?” তার প্রশ্ন তখনও পূর্ণ হয়নি অকস্মাত আকাশ থেকে বিদ্যুৎ পতিত হলো এবং সে ধ্বংস হয়ে গেল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো।

‘কাতাদা’ (রঃ) বলেনঃ বর্ণিত আছে যে, একটি লোক কুরআন কারীমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং রাসূলুল্লাহর (সঃ) নুবওয়াতকে অঙ্গীকার করে। ঐ সময়ই আকাশ থেকে বিদ্যুৎ পতিত হয় এবং সে ধ্বংস হয়ে যায়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এই আয়াতের শানে নুয়লে আ’মির ইবনু তুফাইল ও আরবাদ ইবনু রাবীআ’র কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। এ লোক দু’টি আরবের নেতৃত্বান্তীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট হায়ির হয় এবং বলেঃ “আমরা এই শর্তে আপনাকে নবী হিসেবে মেনে নিতে পারি যে, আপনি আমাদেরকে আপনার কাজের (নুবওয়াতের) অর্ধেক শরীক করবেন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং তারা নিরাশ হয়ে যায়। তখন অভিশঙ্গ আ’মির বলেঃ “আল্লাহর কসম! আমি সারা আরবকে সৈন্য দ্বারা ভর্তি করে দেবো।” তার একথার উভরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ “তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআ’লা তোমাকে এ সময় দিবেন না।” অতঃপর তারা দু’জন মদীনায় অবস্থান করতে থাকলো, উদ্দেশ্য এই যে, সুযোগ পেলেই রাসূলুল্লাহকে (সঃ) হত্যা করে ফেলবে। ঘটনাক্রমে একদিন তারা সুযোগ পেয়ে গেল। একজন সামনে থেকে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলো। অন্য জন তরবারী নিয়ে পেছনে এসে গেল। কিন্তু সেই প্রকৃত রক্ষক তাঁকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন। তখন তারা এখান থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে গেল। তারা হিংসার আগ্নে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো। আরববাসীকে তারা তাঁর বিরুদ্ধে উভেজিত করতে শুরু করলো। ঐ অবস্থাতেই আরবদের উপর আকাশ থেকে বিদ্যুৎ পড়ে তাকে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিলো। আর আ’মির প্লেগরোগে আক্রান্ত হলো এবং তাতেই সে মারা

গেল। এই ধরনের লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআ'লা^{وَ يُرِسِّلُ الصَّوَاعِقَ} অর্থাৎ তিনি বজ্রপাত করেন ^{فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَ هُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِِ}, এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহর সম্বন্ধে বিতভা করে) এই আয়াত অবর্তীণ করেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরবাদের ভাই লাবীদ ইবনু রাবীআ' নিম্নের পঞ্জিতে শোকগাঁথা গেয়েছে:

أَخْشَى عَلَى أَرِيدَ الْحُتُوفَ وَلَا * أَرْهَبَ نَوَّ السِّمَاكِ وَالْأَسَدِ
فَجَعَنَى الرَّعْدُ وَ الصَّوَاعِقُ بَالَّ * فَارِسٌ يَوْمَ الْكَرِبَةِ النَّجْدِ

অর্থাৎ “আরবাদের ব্যাপারে আমি মৃত্যুকে ভয় করছি, তবে আমি তার ব্যাপারে সিমাক ও আসাদ তারকা দ্বয়ের কুলক্ষণকে ভয় করি না। যুদ্ধের দিনের বাহাদুর ঘোড় সওয়ারের ব্যাপারে বজ্র ও বিদ্যুৎই আমাকে ব্যথিত করেছে।”

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, আ'মির বলেছিলঃ “যদি আমি মুসলমান হই তবে কি পাবো?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তুমি মুসলমান হলে অন্যান্য মুসলমানদের যে অবস্থা হয়েছে তোমারও সেই অবস্থাই হবে।” সে তখন বলেঃ “তা হলে আমি মুসলমান হবো না। যদি আমি আপনার পরে এই আমরের (নুবওয়াতের) অধিকারী হই তবেই আমি এই দীন (ইসলাম) কবুল করবো।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “এটা তোমার জন্যেও হতে পারে না এবং তোমার কওমের জন্যেও হতে পারে না। হাঁ, তবে তুমি ইসলাম কবুল করলে আমার অশ্বারোহী বাহিনী তোমাকে সাহায্য করবে।” একথা শুনে সে বলেঃ “আমার এর প্রয়োজন নেই। এখনও নজদের অশ্বারোহী বাহিনী আমার আশ্রয় স্থল হিসেবে রয়েছে। আমাকে আপনি যদি কাঁচা পাকার মালিক করে দেন তবে আমি ইসলাম কবুল করবো।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “না (তা হবে না)।” সুতরাং তারা দু'জন তাঁর নিকট হতে চলে গেল। আ'মির বলতে লাগলোঃ “আল্লাহর কসম! আমি যদীনার চতুর্দিক সেনাবাহিনী দ্বারা অবরোধ করবো।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “আল্লাহ তাআ'লা তোমার এ

ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেবেন না।” এখন তারা দু'জনে পরামর্শ করলো যে, তাদের একজন রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে কথাবার্তা বলতে থাকবে এবং অপরজন এই সুযোগে তাঁকে তরবারী দারা হত্যা করে ফেলবে। তারপর তাদের সাথে যুদ্ধ করবে আর কেঁ খুব বেশী হলে এটাই হবে যে, তাদেরকে রক্ষণ দিতে হবে। এই পরামর্শের পর আবার তারা রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে আগমন করে। আমির তাঁকে বলেঃ ‘আপনি এখানে একটু আসুন। আপনার সাথে আমি কিছু আলাপ করতে চাই।’ তার একথা শনে তিনি তার কাছে উঠে আসলেন এবং তার সাথে চললেন। এক প্রাচীরের পাদদেশে সে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে কথা বলতে শুরু করে। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শনতে থাকেন। সুযোগ পেয়ে আরবাদ তরবারীর উপর হাত রাখে। উটাকে কোষ হতে বের করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আল্লাহ তাআ’লা তার হাত অবশ করে দেন। কোন ক্রমেই সে কোষ হতে তরবারী বের করতে পারলো না। যখন বেশ দেরী হয়ে গেল এবং পিছন দিকে ফিরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ অবস্থা দেখতে পেলেন তখন তিনি সেখান থেকে সরে আসলেন। অতঃপর তারা দু'জন মদীনা হতে প্রস্থান করে এবং ‘হাররা রাকিম’ স্থানে পৌছে থেমে যায়। কিন্তু হ্যরত সাদ ইবনু মুআ’য় (রাঃ) এবং হ্যরত উসাইদ ইবনু হ্যাইর (রাঃ) সেখানে পৌছেন এবং তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেন। তারা সেখান হতে বের হয়ে ‘রকম’ নামক স্থানে পৌছা মাত্রই আরবাদের উপর আকাশ থেকে বিজলী পড়ে যায় এবং সেখানেই তার জীবন লীলা শেষ হয়ে যায়। আমির সেখান থেকে পলায়ণ করে। ‘খুরায়েম’ নামক স্থানে পৌছা মাত্রই সে প্লেগের ফোঁড়ায় আক্রান্ত হয়। বানু সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে সে রাত্রি যাপন করে। কখনো কখনো সে তার ঘাড়ের ফোঁড়া স্পর্শ করতো এবং সবিশ্বয়ে বলতোঃ “এটা তো সেই ফোঁড়া যা উটের হয়ে থাকে! হায় আফসোস! আমি সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে মারা যাবো! যদি আমি নিজ বাড়ীতে থাকতাম তবে কতই না ভাল হতো।” শেষ পর্যন্ত সে সেখানে থাকতে পারলো না। তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সে সেখান থেকে বিদায় নিলো। কিন্তু পথেই সে ধৰ্ম হয়ে গেলো। তাদের ব্যাপারেই
 وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ كُلُّ أَنْشَىٰ
 আল্লাহ তাআ’লা আল্লাহ মাট্র জাহানের সব জীবের জ্ঞান কেবল আল্লাহ মাট্র জানে।

(১৩: ৮-১১) পর্যন্ত আয়াত অবর্তীর্ণ করেন। এতে হ্যরত মুহাম্মদকে (সঃ) হিফায়ত করার বর্ণনাও রয়েছে এবং আরবাদের উপর বিজলী পতিত হওয়ার বর্ণনাও রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ তারা আল্লাহর ব্যাপারে বাক বিতভা করে। তারা তাঁর মর্যাদা ও একত্ববাদকে স্বীকার করে না। অথচ আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বিরোধী ও অস্বীকারকারীদের কঠিন ও অসহনীয় শাস্তি প্রদানকারী। সুতরাং এই আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতইঃ

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرَنَا مَكْرًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ -

অর্থাৎ “তারা চরমভাবে চক্রান্ত করলো এবং আমি উভয় কৌশল করলাম, অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারলো না। সুতরাং তুমি লক্ষ্য কর, তাদের চক্রান্তের ফল কি দাঁড়ালো! আমি তাদেরকে এবং তাদের সমস্ত কওমকে ধ্বংস করে দিলাম।” (২৭: ৫০)

এর ভাবার্থ হ্যরত আলীর (রাঃ) মতেঃ “তিনি কঠিনভাবে পাকড়াওকারী।” আর হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : “তিনি ভীষণ শক্তিশালী।”

১৪। সত্যের আহ্বান তাঁরই; যারা তাঁকে ছাড়া আহ্বান করে অপরকে, তাদেরকে তারা কোনই সাড়া দেয় না; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌছবে এই আশায় তার হস্তব্য প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌছবার নয়, কাফিরদের আহ্বান নিষ্ফল।

হ্যরত আলী ইবনু আবি তালিব (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর জন্যে সত্য আহ্বান। এর দ্বারা একত্ববাদকে বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনু মুনকাদির

١٤- لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ
يُدْعَونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ
لَهُمْ بِشَئِّ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِيهِ
إِلَى الْمَاءِ لِيُبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ
بِسَالِغٍ وَمَا دُعَا، الْكُفَّارُ إِلَّا
فِي ضَلَالٍ ০

(রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা 'اللَّهُ أَكْبَرُ' উদ্দেশ্য। এরপর মুশরিক ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যেমন কোন লোক পানির দিকে হস্ত প্রসারিত করে থাকে এই উদ্দেশ্যে যে, পানি নিজে নিজেই তার মুখে পেঁচে যাবে। কিন্তু এরূপ কখনো হতে পারে না। অনুরূপভাবে এই মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আহ্বান করছে এবং তাদের কাছে আশা রাখছে, তাদের আশা তারা পূর্ণ করতে পারবে না। আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যেমন কেউ যদি তার হস্তের মুষ্ঠিতে পানি আটকে রাখে তবে ঐ পানি তার মুষ্ঠির মধ্যে আটকে থাকবে না। সুতরাং এর অর্থ 'قَابِض' হবে। যেমন কোন কবি বলেছেনঃ

فَإِنِّي وَإِيَّاكُمْ وَشَوْقًا إِلَيْكُمْ كَفَاقِبِصِ مَا ءَلَمْ تَسْقَهُ أَنَّا مِلْمَهُ

অর্থাৎ “নিশ্চয় আমি ও তোমরা এবং তোমাদের প্রতি ভালবাসা স্থাপন হস্ত মুষ্ঠিতে পানি আটককারীর মতো, তার অঙ্গুলগুলি তাকে পানি পান করায় না।” অন্য একজন বলেনঃ

فَاصْبَحَتْ مِمَّا كَانَ بَيْنِ وَبَيْنَهَا مِنَ الْوَدِ مِثْلُ الْقَابِضِ الْمَاءِ بِالْبَدْ

অর্থাৎ “আমার মধ্যে ও তার মধ্যে যে প্রেম-গ্রীতি ছিল তা হয়ে গেল হাতে পানি আটককারীর মত।” সুতরাং যেমন মুষ্ঠিতে পানি বন্ধকারী এবং যেমন পানির দিকে হস্ত প্রসারিতকারী পানি থেকে বণ্ঘিত থাকে, তেমনই এই মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আহ্বান করছে বটে, কিন্তু তারা বণ্ঘিতই থাকবে। তারা দুনিয়া ও আখেরাতের কোনই উপকার লাভ করতে পারবে না। সুতরাং তাদেরকে আহ্বান করা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

১৫। আল্লাহর প্রতি সিজদাবন্ত

- وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي
السَّمُونِ وَالْأَرْضِ طَوعًا وَكَرْهًا
السَّاجِدُونَ
وَظِلَّلَهُمْ بِالْغُدوِ وَالْأَصَالِ ○

হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে
যা কিছু আছে-ইচ্ছায় অথবা
অনিচ্ছায় এবং তাদের
ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়।

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান্যের বিরাটত্বের সংবাদ দিচ্ছেন যে, সমস্ত কিছু তাঁর সামনে বিনয়াবন্ত। তাঁর সামনে সবাই বিনয় ও

নীচতা প্রকাশ করে। মু'মিনরা খুশী মনে এবং কাফিররা বাধ্য হয়ে তাঁর সামনে সিজদায় পতিত হয়। তাদের ছায়াগুলি সকাল সন্ধ্যায় তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ে।

শব্দটি **শব্দের বহুবচন**। এর অর্থ হচ্ছে দিনের শেষ ভাগ। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআল্লা বলেছেনঃ

أَوْلَمْ يَرَوَا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظَالِمُونَ عَنِ الْبِيمِينِ وَالشَّمَائِلِ
سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دِخْرُونَ -

অর্থাৎ “তারা কি দেখে নাই যে, আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর ছায়া ডানে, বামে ঝুঁকে পড়ে তাঁকে সিজদা করে এবং নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে?” (১৬: ৪৮)

১৬। বলঃ কে আকাশমণ্ডলী ও
পৃথিবীর প্রতিপালক? বলঃ ۱۶- قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
তিনি আল্লাহ; বলঃ তবে কি
তোমরা অভিভাবকরূপে ঘৃহণ
করছো আল্লাহর পরিবর্তে
অপরকে, যারা নিজেদের লাভ
বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়?
বলঃ অঙ্ক ও চক্ষুস্থান কি সমান
অথবা অঙ্গকার ও আলো কি
এক? তবে কি তারা আল্লাহর
এমন শরীক স্থাপন করেছে
যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি
করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের
মধ্যে বিভাসি ঘটিয়েছে? বলঃ
আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি
এক, পরাক্রমশালী।
وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ
مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ
لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ
هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلْمَةُ وَالنُّورُ
أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
كَخْلِيقَهُ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ
قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। এই মুশরিকরাও এর স্বীকার্ত্তিকারী যে, যমীন ও আসমানের প্রতিপালক ও পরিচালক আল্লাহ তাআ'লাই বটে। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁকে ছেড়ে অন্যান্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছে এবং তাদের উপাসনায় লেগে পড়েছে। অথচ তারা সবাই আল্লাহ তাআ'লার অক্ষম বান্দা। তারা এতো অক্ষম যে, নিজেদেরই লাভ ও ক্ষতির মালিক তারা নয়। সুতরাং এই মুশরিকরা এবং আল্লাহর উপাসক বান্দা এক সমান হতে পারে না। এরা তো অঙ্ককারের মধ্যে রয়েছে। আর আল্লাহর এই খাঁটি বান্দারা রয়েছে আলোর মধ্যে। যতটা পার্থক্য রয়েছে অক্ষ ও চক্ষুস্থানের মধ্যে এবং অঙ্ককার ও আলোর মধ্যে, ততটা পার্থক্য রয়েছে এই দু'দলের মধ্যে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ “এই মুশরিকদের নির্ধারিত শরীকরা কি তাদের কাছে কোন জিনিসের সৃষ্টিকর্তা? যার ফলে তাদের কাছে কঠিন হয়ে গেছে যে, কোনটার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, আর কোনটার সৃষ্টিকর্তা তাদের এই উপাস্যেরা? অথচ এইরূপতো মোটেই নয়। আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যমুক্ত, তাঁর সমকক্ষ এবং তাঁর মত কেউই নেই। তিনি উয়ীর, শরীক, সন্তানাদি এবং স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এসব থেকে তাঁর সত্ত্বা বহু উৎ্তোলন। এটা তো মুশরিকদের চরম নির্বুদ্ধিতা যে, তারা তাদের ছোট উপাস্যদেরকে আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টি দাস মনে করা সত্ত্বেও তাদের উপাসনা করতে রয়েছে। (হজ্জের সময়) ‘লাববায়েক’ শব্দ উচ্চারণ করতে করতে বলেঃ “হে আল্লাহ! আমরা হায়ির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, কিন্তু শুধুমাত্র এই অংশীদার যারা স্বয়ং আপনারই অধিকারীত্বে রয়েছে। আর যে জিনিসের তারা মালিক সে জিনিসেরও প্রকৃত অধিকারী আপনিই।” কুরআন কারীমের অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

مَا نَعْبُدُ هُنَّا إِلَّا لِيَقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

অর্থাৎ “আমরা শুধু মাত্র এ জন্যেই তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে।” (৩৯ঃ ৩) তাদের এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে ইরশাদ হচ্ছেঃ “তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউই তাঁর কাছে মুখ খুলতে পারবে না। আকাশের ফেরেশতা মঙ্গলীও তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো জন্যে কোন সুপারিশ করতে পারবে না।”

কুরআন পাকের এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتِيَ الرَّحْمَنَ عَبْدًا ۖ لَقَدْ أَحْصَمْهُمْ عَدَّهُمْ عَدًا ۖ وَكُلُّهُمْ أَتَيْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدًا ۖ

অর্থাৎ “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামতের দিন ওদের সকলেই তাঁর নিকট একাকী অবস্থায় আসবে।” (১৯: ৯৩-৯৫) সুতরাং আল্লাহ তাআ’লার বান্দা ও গোলাম হওয়ার দিক দিয়ে সবাই যখন সমান, তখন একে অপরের ইবাদত করা চরম নির্বুদ্ধিতা ও স্পষ্ট অন্যায় হবে না তো কি হবে? আল্লাহ তাআ’লা দুনিয়ার শুরু থেকেই রাসূলদের ক্রম পরম্পরা জারী রেখেছেন। সবাই মানুষকে প্রথম শিক্ষা এই দিয়েছেন যে, আল্লাহর এক এবং ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেউই উপাসনার যোগ্য নয়। কিন্তু মানুষ তাঁদেরকে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁদের বিরোধিতায় লেগে পড়েছে। ফলে তাদের উপর শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। এটা কিন্তু আল্লাহ তাআ’লার পক্ষ হতে যুলুম নয়। তিনি কারো প্রতি যুলুম করেন না।

১৭। তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ
করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ
ওদের পরিমাণ অনুযায়ী
প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার
উপরিস্থিত আবর্জনা বহন
করে, এইভাবে আবর্জনা
উপরিভাগে আসে যখন
অলংকার অথবা তৈজসপত্র
নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে
উষ্ণ করা হয়; এইভাবে
আল্লাহ সত্য ও অসত্যের
দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন; যা

١٧- أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَسَأَلَتْ أُودِيَّةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ
السَّيْلُ زِيدًا رَابِيًّا وَمِمَّا
يُوَقِّدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءً
حِلْيَةً أَوْ مَتَاعًا زِيدًا مِثْلَهُ كَذَلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ
فَمَمَّا الزِّيَادَ فَيَذَهِبُ جُفَاءً وَمَمَّا

আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয়
এবং যা মানুষের উপকারে
আসে তা জমিতে থেকে যায়,
এভাবেই আল্লাহ উপমা দিয়ে
থাকেন।

مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي
الْأَرْضِ كَذِلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ

এখানে সত্য ও মিথ্যা, আসল ও নকল, আসলের স্থায়ীত্ব এবং নকলের অস্থায়ীত্বের দুটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে: আল্লাহ তাআ'লা মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ঝরণা, নদী, নালা ইত্যাদির মাধ্যমে পানি প্রবাহিত হয়। কোনটায় কম এবং কোনটায় বেশি। কোনটা ছোট এবং কোনটা বড়। এটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে অন্তরসমূহের ও গুলির তারতম্যের। কোনটা আসমানী জ্ঞান বেশী রাখে এবং কোনটা কম রাখে। পানির স্রোতের মুখে ফেনা উপরিত হয়। এটা হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সোনা, ক্লপা, লৌহ এবং তামার। গুলিকে আগুনে তাপ দিয়া হয়। এগুলিতে তাপ দিয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা অলংকার তৈরী করা হয় এবং লোহা ও তামা দ্বারা বরতন, ভাঁড় ইত্যাদি তৈরী করা হয়। আগুনে তাপ দেয়ার সময় গুলিতেও ফেনা জাতীয় জিনিস উপরিত হয়। যেমন এদুটি জিনিসের ফেনা দূর হয়ে যায়, তেমনিভাবে বাতিল, যা কখনো কখনো হকের উপর ছেয়ে যায়, অবশেষে তা ছাঁটাই হয়ে যায় এবং হক পৃথকভাবে থেকে যায়। যেমন, পানি থেকে ফেনা দূর হয়ে গেলে তা পরিষ্কার হয়ে থেকে যায় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যকে যেমন আগুনে তাপ দিয়ে তার থেকে খুট বা জালকে পৃথক করে দেয়া হয়, তখন সোনা, ক্লপা, পানি ইত্যাদি দ্বারা দুনিয়াবাসী উপকার লাভ করে থাকে এবং গুলির উপর যে খুট ও ফেনা এসেছিল তার কোন নাম নিশানাও আর বাকী থাকে না। আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে বুঝবার জন্যে কতই না পরিষ্কার ও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যেন মানুষ চিন্তা করে ও অনুধাবন করতে পারে। যেমন তিনি বলেনঃ “এই সব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্যে বর্ণনা করে থাকি। কিন্তু জ্ঞানীগণ ছাড়া কেউই তা অনুধাবন করে না।”

পূর্ববর্তী কোন শুরুজন যখন কোন দৃষ্টান্ত বুঝতে অসমর্থ হতেন তখন তাঁরা কাঁদতে শুরু করতেন। কেননা, তা বুঝতে না পারা শুধুমাত্র জ্ঞানশূন্য লোকদের জন্যেই শোভা পায়।

হয়েছে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রথম দৃষ্টান্তে ঐ লোকদের বর্ণনা রয়েছে যাদের অন্তর বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর জ্ঞান বহনকারী। কতকগুলি অন্তর এমনও আছে যেগুলিতে সন্দেহ বাকী থেকে যায়। সুতরাং সন্দেহের সাথে আমল নির্থক। পূর্ণ বিশ্বাসই পুরোপুরিভাবে উপকার পৌছিয়ে থাকে।

"دُرْجٌ" শব্দ দ্বারা সন্দেহকে বুঝানো হয়েছে, যা নির্থক ও বাজে জিনিষ। বিশ্বাসই ফলদায়ক জিনিষ। এটা চিরস্থায়ী হয়। যেমন অলংকারকে আগনে তাপ দিলে খুট বা নকল জিনিষ পুড়ে যায় এবং খাঁটি জিনিষ বাকী থেকে যায়, তেমনই আল্লাহ তাআ'লার কাছে বিশ্বাস গ্রহণীয় এবং সন্দেহ প্রত্যাখাত। সুতরাং যেমনভাবে পানি থেকে যায় এবং তা পান ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যেমনভাবে খাঁটি সোনা, রূপা ইত্যাদি থেকে যায় এবং অলংকার ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যেমনভাবে তামা, লোহা ইত্যাদি থেকে যায় এবং তার থেকে বিভিন্ন আসবাবপত্র নির্মিত হয়, তেমনিভাবে ভাল ও খাঁটি আমলও আমলকারীকে উপকার পৌছিয়ে থাকে এবং তা চিরস্থায়ী থাকে। হিদায়াত ও হকের উপর যে আমল করে সেই লাভবান হয়। যেমন আগনে তাপ দেয়া ছাড়া লোহা দ্বারা ছুরি, তরবারী ইত্যাদি তৈরি করা যায় না অনুরূপভাবে মিথ্যা, সন্দেহ এবং লোক দেখানোযুক্ত আমল মহান আল্লাহর কাছে ফলদায়ক হতে পারে না। কিয়ামতের দিন বাতিল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং হকের উপর আমলকারী লাভবান হবে। সূরায়ে বাকারার প্রারম্ভে মহামহিমাবিত আল্লাহ মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। একটি পানির এবং একটি আগনের। সূরায়ে নূরে কাফিরদের দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। একটি মরিচীকার এবং আর একটি সমুদ্রের তলদেশের অঙ্ককারের। গ্রীষ্মকালে দূর থেকে মরুভূমির বালুকারাশিকে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের পানি বলে মনে হয়। এ জন্মেই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছেঃ "কিয়ামতের দিন ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ "তোমরা কি চাও?" উভরে তারা বলবেঃ "আমরা অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং আমরা পানি চাই।" তখন তাদেরকে বলা হবেঃ "তোমরা ফিরে যাচ্ছ না কেন?" এ কথা শুনে তারা জাহানামের দিকে ফিরে যাবে এবং দুনিয়ায় যেমন দূর থেকে মরুভূমির

বালুকারাশিকে পানি বলে মনে হয় অন্দুপ তারা সেখানে দেখতে পাবে (এবং পানি মনে করে দৌড়িয়ে যাবে, কিন্তু গিয়ে দেখবে যে, ওগুলো পানি নয়, বরং বালু। তখন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে আসবে)।” দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আল্লাহ তাআ’লা বলেন :

أَوْ كَظِلْمَاتٍ فِي بَعْرِ لُجْيٍ

অর্থাৎ ‘অথবা গভীর সমুদ্র তলের অঙ্ককার সদৃশ।’ (২৪: ৮০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু মুসা আশআ’রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে হিদায়াত ও জ্ঞানসহ আল্লাহ তাআ’লা আমাকে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত ঐ বৃষ্টির ন্যায় যা যমীনের উপর বর্ষিত হয়েছে। যমীনের এক অংশ পানি গ্রহণ করে নিয়েছে, ফলে তাতে প্রচুর পরিমাণে তৃণলতা ও উষ্ণিদ জন্মেছে। দ্বিতীয় প্রকারের যমীন হচ্ছে শোষণ যোগ্য, যা পানি আটকিয়ে রাখে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআ’লা জনগণের উপকার সাধন করেন। তারা ঐ পানি নিজেরা পান করে, জীবজন্মকে পান করায় এবং জমিতে সেচন করে ফসল ফলায়। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে কংকরময় ভূমি। না তাতে পানি জমে থাকে, না কোন ফসল উৎপন্ন হয়। এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দীনের জ্ঞান লাভ করেছে এবং আমাকে পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহ তার উপকার সাধন করেছেন। সে নিজে ইলাম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। আর এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে এ জন্যে মাথা ও ঘায়ায়নি এবং যে হিদায়াতসহ আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তা কবুলও করেনি। সুতরাং সে হচ্ছে ঐ কংকরময় ভূমির ন্যায়।”

হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। আগুন যখন ওর আশেপাশের জায়গাগুলিকে আলোকিত করলো তখন পতঙ্গগুলি ঐ আগুনে পড়তে শুরু করলো এবং এভাবে তাদের জীবন শেষ হতে লাগলো। লোকটি বারবার ওগুলিকে আগুনে পড়া হতে বাধা দিতে থাকলো, কিন্তু এতদ্সন্দেশেও ওগুলি আগুনে পড়তেই থাকলো। ঠিক এরপই দৃষ্টান্ত আমার ও তোমাদের। আমি তোমাদের কোমর ধরে

তোমাদেরকে বাধা দিছি এবং বলছি যে, আগুণ থেকে দূরে সরে যাও।
কিন্তু তোমরা আমার কথা মানছোনা। বরং আমার নিকট থেকে ছুটে গিয়ে
আগুনেই ঘাপ দিছ।”^১

১৮। মঙ্গল তাদের যারা তাদের

প্রতিপালকের আহবানে সাড়া
দেয় এবং যারা তাঁর ডাকে
সাড়া দেয় না, তাদের যদি
পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা
সমস্তই থাকতো এবং তার
সাথে সমপরিমাণ আরো
থাকতো তবে অবশ্যই তারা
মুক্তিপণ স্বরূপ তা প্রদান
করতো; তাদের হিসাব হবে
কঠোর এবং জাহানাম হবে
তাদের আবাস, ওটা কত
নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

۱۸- لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
الْحُسْنَى وَ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا
لَهُ لَوْا نَلَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدْرَا بِهِ
أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْجِسَابِ
وَمَا وَبِهِمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمِهَادُ^১

আল্লাহ তাআ’লা পৃণ্যবান ও পাপিষ্ঠদের পরিণামের খবর দিচ্ছেন।
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সঃ) মান্যকারী, তাঁদের আদেশ ও নিমেধ
অনুযায়ী আমলকারী, অতীত খবরগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী উত্তম
প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। যেমন আল্লাহ তাআ’লা যুলকারনাইন সম্পর্কে খবর
দেন যে, তিনি বলেছেনঃ “যুলুমকারীকে আমরা সত্ত্বেই শান্তি প্রদান করবো,
অতঃপর তাকে তার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং
তিনি তাকে জঘন্য শান্তি প্রদান করবেন। আর যে ভাল কাজ করবে, তার
জন্যে রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং আমরাও তার সাথে ন্যৰ্বাবে কথা
বলবো।” আল্লাহ তাআ’লা অন্য জায়গায় বলেনঃ “যারা ভাল কাজ করেছে
তাদের জন্যে উত্তম বিনিময় রয়েছে এবং অতিরিক্তও রয়েছে।” আর এক
স্থানে মহান আল্লাহ বলেনঃ “যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় না অর্থাৎ তাঁর

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (ৰঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (ৰঃ) ও ইমাম মুসলিম (ৰঃ) এই দু’জনও তাদের ‘সহীহ’ ঘৰ্ষে এটা তাখরীজ করেছেন। এভাবে হাদীসেও আগুন
ও পানি এ দুটির দ্রষ্টান্ত এসে গেল।

আনুগত্য স্বীকার করে না, তারা কিয়ামতের দিন এমন শাস্তি দেখবে যে, যদি তাদের কাছে পৃথিবীপূর্ণ সোনা থাকে তাহলে তারা তাদের মুক্তিপণ হিসেবে তা দিতেও প্রস্তুত থাকবে, এমন কি যদি আরো ঐ পরিমাণ হয় তবুও, কিন্তু কিয়ামতের দিন না মুক্তিপণের ব্যবস্থা থাকবে, না বিনিময় গ্রহণ করা হবে।” সেদিন তাদের পুজ্জনপুজ্জনে বিচার করা হবে। একটা ছাল বা বাকল এবং একটা শস্যেরও হিসাব নেয়া হবে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা’ বলেনঃ “জাহানাম হবে তাদের আবাস এবং ওটা কতই না নিকষ্ট আশ্রয় স্থল।”

১৯। তোমার প্রতিপালক হতে
তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ
হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে
জানে সে আর অঙ্গ কি সমান?
উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেক
শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই।

۱۹ - أَفْمَنْ يَعْلَمُ إِنَّمَا اِنْزَلَ إِلَيْكَ
مِنْ رِبِّكَ الْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلَوَ الْأَلْبَابِ

আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সরাসরি সত্য বলে জানে বা বিশ্বাস করে, তাতে তার কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকে না, সে একটিকে আর একটির সত্যতা প্রতিপাদনকারী ও আনুকূল্যকারী মনে করে, সব খবরকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে, তোমার সত্যবাদিতার কথা অকপটে স্বীকার করে, আর দ্বিতীয় আর একটি ব্যক্তি, অন্তর্ক্ষু অঙ্গ, মঙ্গল বুরোই না এবং বুরালেও মানে না ও বিশ্বাস করে না, এ দু’জন কি কখনও সমান হতে পারে? কখনো না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “জাহানামের অধিবাসী ও জানাতের অধিবাসী সমান নয়। জানাতবাসীরাই সফলকাম।” এই ঘোষনা এখানেও দেয়া হয়েছে যে, এ দু’জন সমান নয়। কথা এই যে, বৃক্ষিমান ও বিবেকশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

২০। যারা আল্লাহকে অদ্ভুত
অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং
অতিজ্ঞ ভঙ্গ করে না।

۲۰ - الَّذِينَ يُؤْفِونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَلَا يَنْقضُونَ الْمِيَثَاقَ

- ২১। আর আল্লাহ যে সম্পর্ক
অঙ্গু়িষ্ঠি রাখতে আদেশ করেছেন
যাঁরা তা অঙ্গু়িষ্ঠি রাখে, তব করে
তাদের প্রতিপালককে এবং তব
করে কঠোর হিসাবকে ।
- ২২। আর যারা তাদের
প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের
জন্যে দৈর্ঘ্য ধারণ করে, নামায
সুধৃতিষ্ঠিত করে, আমি
তাদেরকে যে জীবনোপকরণ
দিয়েছি তা হতে গোপনে ও
প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা
ভাল ধারা মন্দ দূরীভূত করে,
তাদের জন্যে শুভ পরিণাম ।
- ২৩। স্থায়ী জাগ্রাত, তাতে তারা
প্রবেশ করবে এবং তাদের
পিতা-মাতা, পতি-পঞ্জী ও
সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা
সৎকর্ম করেছে তারাও এবং
ফেরেশ্তাগণ তাদের কাছে
হাজির হবে অত্যেক দরযা
দিয়ে ।
- ২৪। (হাযির হয়ে তারা) বলবেঃ
তোমরা দৈর্ঘ্য ধারণ করেছো
বলে তোমাদের প্রতি শান্তি!
কতই না ভাল এই পরিণাম ।
- ٢١ - وَالَّذِينَ يَصْلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهِ
بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝
- ٢٢ - وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ
رَبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَانفَقُوا
مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًا وَعَلَاتِيَةً
وَيَدْرُعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَقْبَى الدَّارِ ۝
- ٢٣ - جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ
صَلَحَ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذَرِيتِهِمْ وَالْمَلِئَةُ يَدْخُلُونَ
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَأْبِ ۝
- ٢٤ - سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ
فَنِعْمَ عَقْبَى الدَّارِ ۝

আল্লাহ তাআ'লা ঐ মহান ব্যক্তিদের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন
এবং তাদের ভাল পরিণামের খবর দিচ্ছেন যাঁরা আখেরাতে বেহেশ্তের

মালিক হবেন এবং দুনিয়াতেও যাঁদের পরিণাম হবে অতি উত্তম । তাঁরা মুনাফিকদের মত নন যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে । এটা মুনাফিকদেরই স্বভাব যে, তারা কোন ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবে, ঝগড়ায় কটু বাক্য প্রয়োগ করবে, কথা মিথ্যা বলবে এবং আমানতে খিয়ানত করবে । আর ঐ উত্তম গুণের অধিকারী মু'মিনদের স্বভাব এই যে, তারা আঞ্চীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখেন, তাদের সাথে সদাচরণ করেন, অভাবঘাস্ত ও দরিদ্র লোকদেরকে দান করেন এবং সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করেন । তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ ক্রমেই এগুলো করে থাকেন ।

আল্লাহ তাআ'লার উক্তি: 'তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে' অর্থাৎ তারা সৎ কাজ করেন আল্লাহর নির্দেশ মনে করে এবং অসৎ কার্য পরিত্যাগ করেন আল্লাহর নির্দেশ মনে করেই । তাঁরা আখেরাতের কঠোর হিসাবকে ভয় করেন । এ জন্যেই তাঁরা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকেন, সৎ কার্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন, মধ্যম পথকে তাঁরা কোন সময়ই পরিত্যাগ করেন না । সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তাআ'লার প্রতি লক্ষ্য রাখেন । হারাম কাজ এবং আল্লাহর নাফরমানীর দিকে প্রবৃত্তি তাঁদেরকে আকর্ষণ করলেও তাঁরা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং আখেরাতের সওয়াবের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহ তাআ'লার সত্ত্বষ্টি কামনা করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকেন । তাঁরা নামাযের পূর্ণরূপে হিফায়ত করেন । 'কুরু' ও সিজদার সময় শরীয়ত অনুযায়ী বিনয় ও ন্যূনতা প্রকাশ করে থাকেন । আল্লাহ যাদেরকে দান করতে বলেছেন তাদেরকে তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে দান করে থাকেন । দরিদ্র, অভাবী ও মিসকীন নিজেদের মধ্যকার হোক বা দূর সম্পর্কীয় হোক, তাদের বরকত থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন না । গোপনে ও প্রকাশ্য, সময়ে-অসময়ে তাঁরা আল্লাহর পথে খরচ করে থাকেন । তাঁরা মন্দকে ভাল দ্বারা এবং শক্তাকে বন্ধুত্ব দ্বারা দূরীভূত করে থাকেন । কেউ তাঁদের সাথে অসদাচরণ করলে তাঁরা তার সাথে সদাচরণ করেন । তাঁদের সামনে কেউ মন্তক উত্তোলন করলে তাঁরা মন্তক অবনত করেন । তাঁরা অন্যদের যুলুম সহ্য করে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন । কুরআন কারীমের শিক্ষা হচ্ছে: "মন্দকে ভাল দ্বারা দূরীভূত কর, তাহলে তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে যে শক্তা ছিল তা দূর হয়ে গিয়ে এমন হবে যে, সে

যেন তোমার অন্তরঙ্গ বস্তু। ধৈর্যশীল ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই এই মর্যাদা লাভ করে থাকে।” এই রূপ লোকদের জন্যেই উভয় পরিণাম রয়েছে।

সেই উভয় পরিণাম এবং উভয় ঘর হচ্ছে জান্নাত, যা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জান্নাতের একটি প্রাসাদের নাম ‘আদন’। তাতে মিনার ও কক্ষ রয়েছে। তাতে রয়েছে পাঁচ হায়ার দরয়া। প্রত্যেক দরয়ার উপর পাঁচ হায়ার ফেরেশতা রয়েছেন। ঐ প্রাসাদটি নবী, সিদ্ধীক ও শহীদদের জন্যে নির্দিষ্ট। যহুক (রঃ) বলেন যে, এটা জান্নাতের শহর। এতে থাকবেন নবীগণ, শহীদগণ এবং হিদায়াতের ইমামগণ। তাদের আশে পাশে অন্যান্য লোকেরা থাকবেন। ওর চতুর্দিকে অন্যান্য বেহেশ্ত রয়েছে। ওখানে তাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকেও তাঁদের সাথে দেখতে পাবেন। তাঁদের সাথে থাকবেন তাঁদের মুমিন পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন। তাঁরা সুখে শান্তিতে অবস্থান করবেন এবং তাঁদের চক্ষুগুলি ঠাণ্ডা হবে। এমন কি তাঁদের মধ্যে কারো কারো আমল যদি তাঁকে ঐ উচ্চ মর্যাদায় পৌছাবার যোগ্যতা নাও রাখে, তবুও আল্লাহ তাআ’লা তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন এবং ঐ উচ্চ মর্যাদায় পৌছিয়ে দেবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَالَّذِينَ امْتُنُوا وَاتَّبَعُوهُمْ ذُرِّيْتُهُم بِإِيْمَانِ الْحَقِّنَابِهِمْ ذُرِّيْتُهُم

অর্থাৎ “যারা ঈমান এনেছে” এবং তাদের সন্তানরা ঈমানের মাধ্যমে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে মিলিত করবো।” (৫২: ২১)

তাঁদেরকে মুবারকবাদ ও সালাম জ্ঞাপনের জন্যে সদাসর্বদা প্রত্যেকটি দরয়া দিয়ে ফেরেশতাগণ যাতায়াত করবেন। এটাও আল্লাহ তাআ’লার একটি নিয়ামত। এর ফলে তাঁরা সব সময় খুশী থাকবেন এবং সুসংবাদ শুনবেন। এটা ফেরেশতাদের সৌভাগ্যের কারণ যে, তাঁরা শান্তির ঘরে নবী, সিদ্ধীক ও শহীদদের সংস্পর্শে থাকতে পাবেন। এতে তাঁরা নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করবেন।

হ্যরত আমর ইবনুল আ’স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম কে

জান্নাতে যাবে তা তোমরা জান কি?” সাহাবীগণ উভয়ে বলেনঃ “আল্লাহহ
তাঁর রাসূল (সঃ) ভাল জানেন।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ^১ “আল্লাহহও
সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে দরিদ্র মুহাজিরগণ, যারা দুনিয়ার ভোগ
বিলাস হতে দূরে ছিল, কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতো।
যাদের মনের বাসনা মনেই রয়ে গিয়েছিল এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ
করেছিল। রহমতের ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ “যাও, তাদেরকে
মুবারকবাদ দাও।” ফেরেশতাগণ বলবেনঃ “হে আল্লাহ! আমরা আপনার
আকাশের অধিবাসী উত্তম মাখলুক। আপনি কি আমাদেরকে নির্দেশ
দিচ্ছেন যে, আমরা গিয়ে তাদেরকে সালাম করবো এবং মুবারকবাদ
জানাবো?” উভয়ে আল্লাহ তাআ’লা বলবেনঃ “এরা হচ্ছে আমার সেই বান্দা
যারা শুধু আমারই ইবাদত করতো, আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক
করে নাই, পার্থিব সুখ-সঙ্গেগ হতে বঞ্চিত ছিল এবং কষ্ট ও
বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করেছিল। তাদের কোন মনোবাঞ্ছা
পূর্ণ হয় নাই। এতদ্সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছে ও কৃতজ্ঞ থেকেছে।”
তখন ফেরেশতারা তাড়াতাড়ি অতি আগ্রহের সাথে তাদের দিকে দৌড়
দিবেন। এদি ক ওদিকের প্রত্যেক দর্শ্যা দিয়ে প্রবেশ করবেন এবং সালাম
করে তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবেন।”^১

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ)
বলেছেনঃ “সর্বপ্রথম যে সব লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে তারা হচ্ছে
দরিদ্র মুহাজিররা। তারা কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্যে পতিত ছিল। যখনই
তাদেরকে যে হৃকুম করা হয়েছে তখনই তারা তা পালন করেছে।
বাদশাহদের কাছে তাদের প্রয়োজন হতো। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তাদের
প্রয়োজন পূরা হয় নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ’লা জান্নাতকে
সামনে আসতে বলবেন। জান্নাত তখন সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ
তাআ’লার সামনে হাজির হবে। ঐ সময় আল্লাহ তাআ’লা ঘোষণা করবেনঃ
“আমার যে সব বান্দা আমার পথে জিহাদ করতো, আমার পথে যাদেরকে
কষ্ট দেয়া হতো তারা আজ কোথায়? তোমরা এসো, বিনা হিসাবে জান্নাতে
চলে যাও।” ঐ সময় ফেরেশতারা আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে যাবেন

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) সীয় মুসলাদে বর্ণনা করেছেন।

এবং আরয করবেনঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! এরা কারা যাদেরকে আপনি আমাদের উপরও ফর্যালত দান করলেনঃ” মহামহিমাভিত আল্লাহ উত্তরে বলবেনঃ “এরা আমার ঐ বান্দা যারা আমার পথে জিহাদ করেছে এবং আমার পথে কষ্ট সহ্য করেছে।” ফেরেশতারা তখন তড়িৎ গতিতে এদিকে ওদিকের দরযা দিয়ে তাদের কাছে পৌছে যাবেন, তাদেরকে সালাম করবেন এবং মুবারকবাদ জানিয়ে বলবেনঃ “আপনারা আপনাদের ধৈর্য ধারনের কতই না উত্তম বিনিময় লাভ করেছেন।”

আবু উমামা (রাঃ) বলেন : “মু’মিন বেহেশ্তের মধ্যে নিজের আসনের উপর আরামে অত্যন্ত শান শওকতের সাথে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। সেবক দল সারি সারি ভাবে এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে। যে দরজার খাদেমের কাছে ফেরেশতা অনুমতি চাইবেন, তিনি তাঁর পার্শ্ববর্তী খাদেমকে বলবেন। তিনি আবার অন্যকে বলবেন এবং তিনি আবার অপরকে বলবেন। শেষ পর্যন্ত মু’মিনকে জিজ্ঞেস করা হবে। মু’মিন আসার অনুমতি দেবে। এইভাবে একে অপরের কাছে পয়গাম পৌছাবে এবং সর্বশেষ খাদেম ফেরেশতাকে অনুমতি দেবে ও দরযা খুলে দেবে। ফেরেশতা তখন প্রবেশ করে সালাম করতঃ চলে যাবেন।

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক বছরের মাথায শহীদদের কবরের কাছে আসতেন এবং বলতেনঃ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقْبَى الدَّارِ.

অর্থাৎ “তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছো বলে তোমাদের প্রতি শান্তি, কতই না উত্তম এই পরিণাম।” এইরূপই হয়রত আবু বকর (রাঃ) এবং হয়রত উসমানও (রাঃ) করতেন।

২৫। যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ়
অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর
তা ভজ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন
রাখতে আল্লাহ আদেশ
করেছেন, তা ছিল করে এবং

- ২৫ -
وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ
مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يَوْصِلَ

পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে
বেড়ায়, তাদের জন্যে আছে
অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যে
আছে মন্দ আবাস।

وَفُسِّدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سوءُ الدَّارٍ ۝

মু’মিনদের শুণাবলী উপরে বর্ণনা করার পর এখানে ঐ হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা মু’মিনদের বিপরীত স্বভাব বিশিষ্ট। তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার প্রতি না কোন ভ্রক্ষেপ করতো, না তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখতো, না আল্লাহ তাআ’লার আদেশ নিষেধের প্রতি কোন খেয়াল রাখতো। এরা হচ্ছে অভিশপ্ত দল এবং এদের পরিণাম বড়ই মন্দ। যেমন হাদীসে এসেছে: “মুনাফিকের নির্দর্শন তিনটি। যখন তারা কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন কোন ওয়াদা করে তখন খেলাফ করে এবং যখন তাদের কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন তারা খেয়ানত করে।” আর একটি রিওয়াইয়াতে আছেঃ “যখন কোন চুক্তি করে তখন তা ভঙ্গ করে, যখন বাগড়া করে তখন কটু ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে।” এই শ্রেণীর লোক আল্লাহ তাআ’লার করুণা লাভ করবে না। এবং এদের পরিণাম হবে খুবই মন্দ। এরা হচ্ছে জাহানার্মী দল।

إِنَّ الَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِبْشَاقِهِ ... إِنَّ
ব্যাপারে আবুল আ’লিয়া (রঃ) বলেন যে, মুনাফিকদের মধ্যে ছ’টি অভ্যাস
প্রকাশ পায় যখন তারা বিজয়ী হয়। অভ্যাসগুলি হচ্ছেঃ মিথ্যা কথা
বলা, ওয়াদা খেলাফ করা, আমানতের খিয়ানত করা, আল্লাহর সাথে কৃত
চুক্তি ভঙ্গ করা, আল্লাহ তাআ’লা যে সম্পর্ক অঙ্কুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন
তা অঙ্কুণ্ণ না রাখা এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা ও অশান্তি ছড়িয়ে দেয়া। আর
যখন তারা বিজিত হয় তখন তাদের তিনটি স্বভাব প্রকাশ পায়ঃ যখন কথা
বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং আমানত রাখা হলে
খিয়ানত করে।

২৬। আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা
করেন তার জীবনোপকরণ
বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত

۲۶- أَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفِرَحُوا بِالْحَيَاةِ

করেন, কিন্তু তারা পার্থিব
জীবন নিয়েই উল্লিখিত, অথচ
ইহজীবন তো পরজীবনের
তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র।

الْدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

এখানে আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করেছেন যে, যার জীবিকায় তিনি প্রশংস্ত
করার ইচ্ছা করেন তা তিনি করতে পারেন। আবার যার জীবিকা সংকীর্ণ
করার ইচ্ছা করেন সেটাতেও তিনি সক্ষম। এই সব কিন্তু হিকমত ও
ইনসাফের সাথেই হচ্ছে। কাফিররা দুনিয়াকেই আশ্রয় স্থল মনে করে
নিয়েছে। তাই তারা আখেরাত থেকে রয়েছে সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা মনে
করে নিয়েছে যে, এখানকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই আসল ও ভাল। অথচ প্রকৃত
পক্ষে এখানে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে মাত্র এবং ধীরে ধীরে
তাদেরকে পাকড়াও করারই সূচনা হচ্ছে। কিন্তু তাদের কোন অনুভূতিই
নেই। মু'মিনরা যে আখেরাত লাভ করবে তার তুলনায় এই দুনিয়া উল্লেখ
যোগ্যই নয়। এটা খুবই অস্থায়ী ও নগণ্য জিনিষ। পক্ষান্তরে আখেরাত
চিরস্থায়ী ও উত্তম জিনিষ। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ আখেরাতের উপর
দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

বানু ফাহর গোত্রের লোক মুসতাওরিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াটা ঠিক এই রূপ
যেমন তোমাদের কেউ এই অঙ্গুলীটি সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে দেয়,
অতঃপর ঐ অঙ্গুলীতে কতটুকু পানি উঠেছে তা তো সে দেখতেই পায়।”
ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেছিলেন। (অর্থাৎ তার
অঙ্গুলীর পানিটুকু সমুদ্রের পানির তুলনায় যেমন, দুনিয়াও আখেরাতের
তুলনায় তেমন)।^১

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, একদা পথে একটি ছোট কান বিশিষ্ট
মৃত ছাগলের বাচ্চাকে পড়ে থাকতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মন্তব্য করেনঃ
“এই বকরীর বাচ্চাটি যাদের ছিল তাদের কাছে এর মূল্য যেমন, আল্লাহ
তাআ'লার কাছে এই দুনিয়াটার মূল্য এর চেয়েও বেশি নগণ্য।”

১. ইমাম মুসলিম (রঃ) এ হাদীসটি সীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২৭। যারা কুফরী করেছে, তারা
বলেঃ তার প্রতিপালকের নিকট
হতে তার নিকট কোন নির্দশন
অবর্তীর্ণ হয় না কেন? তুমি
বলঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা
বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি
তাদেরকেই তাঁর পথ দেখান
যারা তাঁর অভিশুরী।

২৮। যারা ঈমান আনে এবং
আল্লাহর স্মরণে যাদের চিন্ত
প্রশান্ত হয়; জেনে রেখো,
আল্লাহর স্মরণেই চিন্ত প্রশান্ত
হয়।

২৯। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম
করে, কল্যাণ ও শুভ পরিণাম
তাদেরই।

২৭- **وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا**
أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ
اللهَ يَضْلِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۝

২৮- **الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ**
قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ الْأَكْبَرِ اللَّهُ
تَطمِئِنُ الْقُلُوبُ ۝

২৯- **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا**
الصَّلِحَاتِ طَوبِي لَهُمْ وَحَسْنُ
مَآبٍ ۝

আল্লাহ তাআ'লা মুশরিকদের উক্তি সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা
বলেঃ পূর্ববর্তী নবীদের মত এই নবী (হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের কথা
মত কোন মুঁজিয়া' উপস্থাপন করেন না কেন? এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা
ইতিপূর্বে কয়েকবার হয়ে গেছে যে, আল্লাহর এ ক্ষমতা তো আছেই, কিন্তু
এর পরেও যদি এরা ঈমান না আনে তবে তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে
যাবে।

হাদীসে এসেছেঃ মক্কার লোকেরা যখন হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) বললো
যে, যদি তিনি সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করতে পারেন, মক্কা
ভূমিতে নন্দী প্রবাহিত করতে পারেন এবং পাহাড়ী যমীনকে চাষযোগ্য
জমিতে পরিবর্তিত করতে পারেন তবে তারা ঈমান আনবে। তখন আল্লাহ
তাআ'লা স্বীয় নবীর (সঃ) কাছে ওয়াহী পাঠালেনঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)!

আমি তাদেরকে এগুলো প্রদান করবো, কিন্তু এরপরেও যদি তারা ঈমান না আনে তবে আমি তাদেরকে এমন শান্তি প্রদান করবো যা ইতিপূর্বে কারো উপর প্রদান করি নাই। যদি তুমি চাও তবে এটাই করি, নচেৎ তুমি তাদের জন্যে তাওবা ও রহমতের দরজা খোলা রাখতে পার।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয় পছন্দ করলেন।

এটা সত্য কথাই যে, পথ প্রদর্শন করা ও পথ ভ্রষ্ট করা আল্লাহ তাআ’লারই কাজ। ওটা কোন মু’জিয়া দেখার উপর নির্ভরশীল নয়। বেঙ্গলুরুদের জন্যে মু’জিয়া দেখানো ও ভয় প্রদর্শন করা অর্থহীন। যার উপর শান্তির কথা বাস্তবায়িত হয়ে গেছে, সে সমস্ত নির্দর্শন দেখালেও ঈমান আনবেনো। তবে শান্তি দেখে নেয়ার পর তো পুরোপুরি ঈমানদার হয়ে যাবে, কিন্তু তখনকার ঈমান আনয়ন নিষ্ফল হবে। আল্লাহ পাক বলেনঃ “যদি আমি তাদের উপর ফেরেশতা অবতীর্ণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতেরা কথা বলতো, আর তাদের কাছে আমি সমস্ত গুণ জিনিস প্রকাশ করে দিতাম তবুও তারা ঈমান আনতো না, তবে আল্লাহ যাকে চান সেটা অন্য কথা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।” এ জন্যেই আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তাদেরকেই সুপথ প্রদর্শন করেন যারা তাঁর অভিমুখী।” যাদের অন্তরে ঈমান জমজমাট হয়ে গেছে, যাদের অন্তর আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তারা তাঁর যিকর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে থাকে, তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। বাস্তবিকই আল্লাহর যিকর মনের প্রশান্তির কারণই বটে। এটা ঈমানদার ও সৎ লোকদের জন্যে খুশী ও চক্ষু ঠাণ্ডা হওয়ার কারণ। তাদের পরিণাম ভাল। তারা মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য।

সাঙ্গে ইবনু জুবাইর (রঃ) হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, طُوبِي’ হাবশী ভাষায় জান্নাতের ভূমিকে বলে। আর সাঙ্গে ইবনু মাসজু’ (রঃ) বলেন যে, হিন্দী ভাষায় طُوبِي’ হচ্ছে একটি জান্নাতের নাম। অনুরূপভাবে সুন্দী (রঃ) ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, طُوبِي’ হচ্ছে জান্নাত। হ্যরত ইবনু আবাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ’লা যখন জান্নাত সৃষ্টি করেন এবং তার থেকে ফারেগ হন তখন তিনি- ﴿إِلَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ طُوبِي لَهُمْ وَحْسُنُ مَأْبٌ﴾ এই কথাটি বলেন।

শাহ্ৰ ইবনু হাউশির (ৱঃ) বলেন যে, জান্নাতের মধ্যে একটি গাছের নামও তৃৰা। সমস্ত জান্নাতে এর শাখা শুলি ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক ঘরে এর শাখা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা এটাকে নিজের হাতে রোপণ করেছেন। মুক্তির দানা দিয়ে তিনি ওটা জন্মিয়েছেন এবং আল্লাহর হুকুমেই ওটা বৰ্ধিত হয়েছে এবং ছড়িয়ে পড়েছে। ওরই মূল হতে জান্নাতী মধু, সূরা, পানি এবং দুধের নহর প্রবাহিত হয়।^১

হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফু' রূপে বৰ্ণিত আছে যে, জান্নাতে তৃৰা নামক একটি বৃক্ষ রয়েছে যা একশ' বছরের পথের দুরত্ব ব্যাপী ছড়িয়ে আছে। এরই শুচ্ছ হতে জান্নাতীদের পোষাক বের হয়ে থাকে।

হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বৰ্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলেঃ “আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যে আপনাকে দেখেছে এবং আপনার উপর ঈমান এনেছে তাকে মুবারকবাদ।” তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হাঁ, তাকে মুবারকবাদ তো বটেই, তবে দ্বিশুণ মুবারকবাদ ঐ ব্যক্তিকে যে আমাকে দেখে নাই, অথচ আমার উপর ঈমান এনেছে।^২

একটি লোক জিজ্ঞেস করলোঃ “তৃৰা কি?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “তৃৰা হচ্ছে একটি জান্নাতী গাছ যা একশ' বছরের পথ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। জান্নাতীদের পোষাক ওরই শাখা থেকে বের হয়ে থাকে।”

হ্যরত সাহল ইবনু সাদ (রাঃ) হতে বৰ্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জান্নাতের মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যে, সওয়ার একশ' বছর পর্যন্ত ওর ছায়ায় চলতে থাকবে তবুও তা শেষ হবে না।” অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, চলার গতিও দ্রুত এবং সওয়ারীও দ্রুতগামী।^৩

সহীহ বুখারীতে ^{“”} وَظِلٌّ مَدُودٌ (এবং সম্প্রসারিত ছায়া) এই আয়াতের তাফসীরেও এটাই রয়েছে। অন্য হাদীসে আছে স্তুর বছর বা একশ' বছর।

১. এটা ইবনু জারীর (ৱঃ) স্থীয় তাফসীরে বৰ্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (ৱঃ) স্থীয় মুসনাদে বৰ্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (ৱঃ) ও ইমাম মুসলিম (ৱঃ) বৰ্ণনা করেছেন।

ঐ গাছটির নাম হচ্ছে ‘শাজারাতুল খুলদ’ (চিরস্থায়ী গাছ)। সিদরাতুল মুনতাহার আলোচনায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ওর একটি শাখার ছায়ায় একজন সওয়ার একশ” বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং শত শত আরোহী ওর একটি শাখার নীচে অবস্থান করতে পারে। তাতে সোনার ফড়িং রয়েছে। ওর ফলগুলি বড় বড় মটকা বা মৃৎ পাত্রের সমান।”^১

আবু উমামা আল বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকেই ‘তৃবা’ বৃক্ষের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তার জন্যে ওর শাখাগুলি খুলে দেয়া হবে। সে তখন ওগুলির যেটা ইচ্ছা সেটাই গ্রহণ করবে। ইচ্ছা করলে সাদাটা নিবে, ইচ্ছা করলে নিবে লালটা, ইচ্ছা করলে হলদেটা নিবে এবং ইচ্ছা হলে কালোটা নিবে। ওগুলি হবে অত্যন্ত সুন্দর, নরম ও উত্তম।

হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা তৃবা গাছকে হৃকুম করবেনঃ “আমার বান্দাদের জন্যে তুমি উত্তম জিনিসগুলি ফেলতে থাকো”। তখন তা হতে ঘোড়া ও উট বর্ষিত হতে শুরু করবে। ওগুলি সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত থাকবে, জুন, লাগাম কমা থাকবে ইত্যাদি।

ইবনু জারীর (রঃ) এখানে অহাব ইবনু মুনাববাহ (রঃ) প্রমুখাং একটি অতি বিস্ময়কর ও অদ্ভুত ‘আসর’ এনেছেন। অহাব ইবনু মুনাববাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতে তৃবা নামক একটি গাছ রয়েছে যার ছায়ায় আরোহী একশ’ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তবুও তা শেষ হবে না। তার সতেজতা ও শ্যামলতা উন্মুক্ত বাগানের ন্যায়। ওর পাতাগুলি অতি চমৎকার। ওর শাখা গুলি আম্বর, ওর কঙ্করগুলি ইয়াকৃত, ওর মাটি কর্পূর, ওর কাদা মিশ্ক। ওর মূল হতে মদ্যের, দুধের এবং মধুর নহর প্রবাহিত হচ্ছে। ওর নীচে জান্নাতীদের মজলিস অনুষ্ঠিত হবে। জান্নাতীরা ওর নীচে উপবিষ্ট থাকবে এমতাবস্থায় ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উদ্ধীর পাল নিয়ে আগমন করবেন। উদ্ধীসমূহের যিঞ্জীরগুলি সোনা দ্বারা নির্মিত হবে। ওগুলির চেহারা প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। ওদের লোম রেশমের মত নরম হবে। ওদের উপর ইয়াকৃতের মত গদি থাকবে যাতে সোনা জড়ানো

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন

থাকবে। ওর উপর রেশমের ঝুল থাকবে। ফেরেশতাগন ঐ উষ্ট্রিশুলি ঐ জান্নাতী লোকদের সামনে পেশ করবেন এবং বলবেনঃ “এই সওয়ারীশুলি আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং মহামহিমাবিত আল্লাহ আপনাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছেন।” তারা তখন ঐ উষ্ট্রিশুলির উপর সওয়ার হয়ে যাবে। উষ্ট্রিশুলির চলন গতি হবে পক্ষীর ন্যায় দ্রুত। জান্নাতীরা একে অপরের সাথে মিলিতভাবে চলবে এবং পরম্পর কথা বলতে বলতে যাবে। এক উষ্ট্রীর কানের সাথে অপর উষ্ট্রীর কান মিলিত হবে না। উষ্ট্রিশুলি পূর্ণ আনুগত্যের সাথে চলবে। পথে যে গাছ পড়বে তা আপনা আপনি সরে যাবে, যেন কেউ তার সাথী থেকে বিছিন্ন না হয়ে পড়ে। এই ভাবে তারা পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে পৌছে যাবে। আল্লাহ তাআ’লা নিজের চেহারার উপর হতে পর্দা সরিয়ে ফেলবেন। তারা (জান্নাতীরা) তাদের প্রতিপালকের চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলবেঃ

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَحْدَكَ الْجَلَالُ وَإِلَيْكَ الرَّحْمَةُ

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আপনি শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি এবং মহিমা ও মর্যাদা আপনারই প্রাপ্য।” তাদের এই কথার উভরে আল্লাহ তাআ’লা বলবেনঃ

أَنَا السَّلَامُ وَمِنِّي السَّلَامُ وَعَلَيْكُمْ حَقَّ رَحْمَتِي وَمَحِبَّتِي مَرْحُباً بِعِبَادِي
الَّذِينَ خَشُونِي بِغَبَبٍ وَاطَّاعُوا أَمْرِي

অর্থাৎ “আমি শান্তি, আমার থেকেই শান্তি এবং আমার করুণা ও প্রেম তোমাদের প্রাপ্য হয়ে গেছে। আমার ঐ বান্দাদেরকে মুবারকবাদ, যারা আমাকে না দেখেই ভয় করেছে এবং আমার নির্দেশ মেনে চলেছে।” জান্নাতীরা তখন বলবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার যথাযোগ্য ইবাদত করতে পারিনি এবং পুরোপুরিভাবে আপনাকে মর্যাদা দিতে পারিনি। সুতরাং আমাদেরকে আপনার সামনে সিজদা করার অনুমতি দিন।” আল্লাহ তাআ’লা তাদের একথার জবাবে বলবেনঃ “এটা পরিশ্রমের জায়গা নয় এবং ইবাদতেরও জায়গা নয়। এটা তো শুধু সুখ শান্তি ও ভোগ

বিলাসের জায়গা। ইবাদতের কষ্ট শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু মজা উপভোগ ও আমোদ প্রমোদের দিন এসেছে। যা ইচ্ছা চাও, পাবে। তোমাদের যে-ই যা চাইবে তাকে আমি তাই প্রদান করবো।” সুতরাং তারা চাইবে। যে সবচেয়ে কম চাইবে সে বলবেং “হে আমার প্রতিপালক! আপনি দুনিয়ায় যা সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে আপনার বান্দা হায় হায় করেছিল, আমি চাই যে, দুনিয়ার সৃষ্টির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ায় আপনি যত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন আমাকে তা সবই প্রদান করুন।” আল্লাহ তাআ’লা তখন বলবেনঃ তুমি কিছুই চাও নাই। নিজের মর্যাদার তুলনায় তুমি খুবই কম চেয়েছ। আমার দানের কোন কমি আছে কি? আচ্ছা, তুমি যা চাইলে তাই দিছি।” তারপর তিনি ফেরেশতাদেরকে বলবেনঃ “আমার বান্দাদের মনে যে জিনিষের কোন দিন কোন আকাঞ্চ্ছাও জাগেনি এবং তারা কখনো কল্পনাও করেনি, তাদেরকে তাই প্রদান কর।” তখন তাদেরকে তা দেয়া হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের আকাঞ্চ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। তারা সেখানে যা পাবে তা হচ্ছেঃ দ্রুতগামী ঘোড়া, প্রতি চার জনের জন্যে মণিমাণিক্যের আসন, প্রতি আসনের উপর সোনার একটা ডেরা এবং প্রতিটি ডেরায় জান্নাতী বিছানা। বিছানায় বড় বড় চক্র বিশিষ্টা দুটো করে হুর থাকবে। প্রত্যেক হুর জান্নাতী পোষাক পরিধান করে থাকবে। তাতে জান্নাতের সমস্ত রং থাকবে এবং সমস্ত সুগন্ধি থাকবে। ঐ ডেরা বা তাঁবুর বাহির থেকে তাদের চেহারা এতো উজ্জ্বল দেখাবে যে, যেন তারা বাইরেই বসে আছে। তাদের পায়ের গোছার ভিতরের মজ্জা বাহির হতে দেখতে পাওয়া যাবে। মনে হবে যেন লাল মাণিক্যের ডোরা পরিয়ে দেয়া হয়েছে, তা উপর থেকে দেখা যাবে। প্রত্যেকে একে অপরের উপর নিজের মর্যাদা এইরূপ মনে করবে যেই রূপ সূর্যের মর্যাদা থাকে পাথরের উপর। জান্নাতীরা তাদের কাছে যাবে এবং তাদের সাথে প্রেমালাপে লিঙ্গ হয়ে পড়বে। তারা দু’জন তাকে দেখে বলবেং “আল্লাহর শপথ! আমরা কল্পনাও করি নাই যে, তিনি আমাদেরকে আপনার যত স্বামী দান করবেন।” এরপর আল্লাহ তাআ’লার নির্দেশক্রমে ঐরূপ সারিবদ্ধভাবে সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে তারা ফিরে যাবে এবং নিজ নিজ মন্যিলে পৌছে যাবে। সুবহানাল্লাহ! পরম দয়ালু, দাতা আল্লাহ তাআ’লা তাদের জন্যে কতইনা নিয়ামত মওজুদ করে রেখেছেন।

সেখানে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে উঁচু উঁচু অট্টালিকা থাকবে, ওগুলি নির্মিত হবে খাঁটি মণি মুঙ্গা দ্বারা। দরজাগুলি হবে সোনার তৈরী। ওর মধ্যেকার আসনগুলি হবে মণিমাণিক্য দ্বারা নির্মিত, বিছানাগুলি হবে নরম ও মোটা রেশমের তৈরী। ওর মিস্বরগুলি হবে নূরের তৈরী যার উজ্জ্বল্য সূর্যের উজ্জ্বল্যকেও হার মানাবে। তাদের প্রাসাদ থাকবে ইঞ্জীনের উপর। তা নির্মিত হবে মণিমাণিক্য দ্বারা তা এতো উজ্জ্বল হবে যে, ওর উজ্জ্বল্যে চক্ষু ঝলসে যাবে। কিন্তু আল্লাহর করুণার কারণে চোখের জন্যে তা সহনীয় হয়ে যাবে। যে প্রাসাদগুলি লাল ইয়াকুতের হবে সেগুলিতে সবুজ রেশমী বিছানা বিছানো থাকবে। আর যেগুলি হল্দে ইয়াকুতের হবে ওগুলির বিছানা হবে লাল মখমল, যাতে পান্না ও সোনা জড়ানো থাকবে। ওর আসনগুলির পায়া হবে মণিমুঙ্গার। ওর উপর মুঙ্গারই ছাদ হবে। ওর শিখর হবে প্রবালের। তাদের সেখানে পৌছার পূর্বেই আল্লাহর প্রদত্ত উপটোকন তথায় পৌছে যাবে। সাদা ইয়াকৃতী ঘোড়া সেবকদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, যাদের সামনে রৌপ্য বসানো থাকবে। তাদের আসনের উপর উচ্চমানের নরম ও মোটা রেশমের গদি বিছানো থাকবে। তারা এই সব ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে আড়স্বরের সাথে বেহেশতের দিকে রওয়ানা হবে এবং গিয়ে দেখবে যে, তাদের ঘরের পার্শ্বে আলোকময় মিস্বরগুলির উপর ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনার জন্যে বসে রয়েছেন। তাঁরা তাদেরকে জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা করবেন এবং মুবারকবাদ জানাবেন। আর তাদের সাথে করমদন করবেন। তারপর তারা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করবে এবং সেখানে আল্লাহর নিয়ামতরাশি বিদ্যমান পাবে। নিজেদের প্রাসাদের পার্শ্বে তারা সুদৃশ্য দু'টি জান্নাত দেখতে পাবে এবং ও দু'টি ফলে ফুলে ভরপুর থাকবে। এই দু'টি জান্নাতে দু'টি নহর পূর্ণ গতিতে প্রবাহিত হবে। সেখানে সর্ব প্রকারের সুস্বাদু ফল থাকবে এবং তাঁরুতে পবিত্রাত্মা সুদৃশ্য পর্দানশীল হুর থাকবে। যখন এই জান্নাতীরা সেখানে পৌছে সুখে শান্তিতে অবস্থান করবে তখন মহামহিমাভিত আল্লাহ তাদেরকে সংযোধন করে বলবেনঃ “হে আমার প্রিয় বান্দাগণ! তোমরা আমার ওয়াদা সত্যরূপে পেয়েছ কি? তোমরা আমার পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হয়ে খুশী হয়েছ কি?” তারা উত্তরে বলবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! হাঁ, আমরা খুশী হয়েছি। আমাদের খুশীর কোন ইয়ন্তা নেই। আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।” আল্লাহ তাআ’লা তখন বলবেনঃ “যদি আমার সন্তুষ্টি না থাকতো

তবে আমি আমার এই মেহমান খানায় তোমাদেরকে কি করে প্রবেশ করিয়েছি? কি করে আমি তোমাদেরকে আমার দর্শন দান করেছি? আমার ফেরেশতারা তোমাদের সাথে করমর্দন করেছে কেন? তোমরা সন্তুষ্ট থাকো। সুখে স্বাচ্ছন্দে বসবাস কর। আমি তোমাদেরকে মুবারকবাদ জানাই। তোমরা আরাম আয়েশ, সুখ শান্তি ও ভোগ-বিলাসে লিঙ্গ থাকো। আমার নিয়ামতরাজি কমে যাওয়া ও শেষ হওয়ার নয়।” তখন তারা বলবেং “একমাত্র আল্লাহ তাআ’লাই প্রশংসার যোগ্য, তিনি আমাদের দুঃখ ও চিন্তা দূর করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে এমন জায়গায় পৌছিয়েছেন যেখানে আমাদের দুঃখ ও কষ্ট বলতে কিছুই নেই। এটা তাঁরই অনুগ্রহ। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”^১

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সর্বশেষে জাল্লাতে যাবে তাকে আল্লাহ তাআ’লা বলবেনঃ “আমার কাছে চাও।” সে চাইতে থাকবে এবং আল্লাহ তাআ’লা দিতে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত তার প্রার্থনা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার কোন চাহিদাই আর বাকী থাকবে না। তখন আল্লাহ নিজেই তাকে স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলবেনঃ “এটা চাও, ওটা চাও।” সে তখন চাইবে ও পাবে। তখন আল্লাহ তাআ’লা তাকে বলবেনঃ “এ সব কিছু আমি তোমাকে দিয়েছি এবং এই পরিমাণই আরো দশবার দিয়েছি।”

হ্যরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা বলেছেনঃ “হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ এবং জীন সবাই যদি একটি ময়দানে দাঁড়িয়ে যায় এবং আমার কাছে প্রার্থনা করে ও চায়, আর আমি প্রত্যেকেরই সমস্ত চাহিদা পূরণ করে দিই, তবে আমার সাম্রাজ্যের ততটুকুই কমবে যতটুকু সমুদ্রের পানি কমে যখন তাতে সুই ডুবিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয়। (অর্থাৎ সমুদ্রের পানিতে সুই ডুবিয়ে উঠিয়ে নিলে তার অংতাগে যেটুকু পানি উঠে, তাতে সমুদ্রের যেটুকু পানি কমে, আল্লাহ তাআ’লার ধনভান্নারের ততটুকুই কমে অর্থাৎ কিছুই কমে না।)”^২

১. এ ‘আস্র’ টি বড়ই বিশ্বাসকর এবং খুবই গারীবও বটে। তবে এর কিছু শাহেদও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের আসর্তি বর্ণিত হলো।

২. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে দীর্ঘভাবে বর্ণিত হয়েছে।

খালিদ ইবনু মাদান (রঃ) বলেনঃ জান্নাতের একটি গাছের নাম তৃবা। তাতে শন রয়েছে, যা থেকে জান্নাতীদের শিশুরা দুধ পান করে থাকে। যে গর্ভবতী নারীর পেটের সন্তান অপূর্ণ অবস্থায় পড়ে গিয়েছে সেই সন্তান কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত জান্নাতের নহরে অবস্থান করে। অতঃপর তাকে চলিশ বছর বয়স্ক করে উঠানো হবে এবং সে পিতা মাতার সাথে বেহেশতে থাকবে।^১

৩০। এইভাবে আমি তোমাকে

পাঠিয়েছি এক এক জাতির
প্রতি যার পূর্বে বহুজাতি গত
হয়েছে, তাদের নিকট আবৃত্তি
করার জন্যে, যা আমি তোমার
প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি; তথাপি
তারা দয়াময়কে অঙ্গীকার করে;
তুমি বল তিনিই আমার
প্রতিপালক; তিনি ছাড়া অন্য
কেোন মাঝুদ নেই, তাঁরই উপর
আমি নির্ভর করি এবং আমার
প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।

كَذِلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ قَدْ

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ أَمْ

لِتَتَلَوَّعَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا

إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَالَّذِي مَتَابَ

আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ হে মুহাম্মদ! যেমন আমি তোমাকে এই উদ্দেশ্যের নিকট পাঠিয়েছি যে, তুমি তাদেরকে আমার কালাম পাঠ করে শুনাবে, তেমনই তোমার পূর্বে অন্যান্য রাসূলদেরকেও আমি পূর্ববর্তী উদ্দেশ্যের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তারাও নিজ নিজ উদ্দেশ্যের কাছে আমার পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছিল। অনুরূপভাবে তোমাকেও মিথ্যা প্রতিপন্থ করা হচ্ছে। সুতরাং তোমার মন খারাপ করা উচিত নয়। হাঁ, তবে এই মিথ্যা প্রতিপন্থকারীদের উচিত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করা যে, কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে তচ্নচ করে দিয়েছিলেন! আর তোমাকে অবিশ্বাস করা তো আমার কাছে তাদেরকে অবিশ্বাস করা অপেক্ষা বেশী

১. এটা ইবনু আবি হাতিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

অপছন্দনীয়। এখন তাদের উপর কিরণ শাস্তি বর্ণিত হয় তা তারা দেখতেই পাবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ﴿تَالَّهُ لَقَدْ أَرْسَلَنَا إِلَىٰ أُمِّ مِنْ قَبْلِكَ ... إِنَّمَا كَذِبُوا وَأَوْذَا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ﴾ (১৬: ৬৩) এবং আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَلَقَدْ كَذَبَ رَسُولُنَا مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذِبُوا وَأَوْذَا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ
نَصْرًا وَلَا مُبْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ نُبَأِ الْمُرْسَلِينَ -

অর্থাৎ “(হে নবী. সঃ)! তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল, অতঃপর তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও কষ্ট দেয়ার উপর, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে গিয়েছিল, আর (জেনে রেখো যে,) আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন নেই এবং অবশ্যই তোমার কাছে রাসূলের খবর এসে গেছে।” (৬: ৩৪) ভাবার্থ হচ্ছেঃ তাদের এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, কিভাবে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর অনুগত লোকদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং কি ভাবে তাদেরকে জয়যুক্ত করেছিলেন।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার কওমের প্রতি লক্ষ্য কর যে, তারা রহমানকে (দয়াময় আল্লাহকে) অঙ্গীকার করছে। তারা আল্লাহর এই বিশেষণ ও নামকে মানছেই না।

ভূদ্যবিয়ার সন্ধিপত্র লিখবার সময় মুশরিকরা বাধা দিয়ে বলেঃ “আমরা **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**” লিখতে দিবো না। রহমান এবং রাহীম কি তা আমরা **জানি** না।” পূর্ণ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فِلَهَ الْأَسْمَاءِ الْحَسَنِيِّ

অর্থাৎ “তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহ বলে তাঁকে ডাকো অথবা রহমান বলে ডাকো, তিনি সমস্ত উত্তম নামের অধিকারী।” (১৭: ১১০)

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।”^১

১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা যে দয়াময় আল্লাহকে অস্তীকার করছো তিনিই আমার প্রতিপালক। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি। আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এর হকদার নয়।

৩১। যদি কোন কুরআন এমন
হতো যদ্বারা পর্বতকে গতিশীল
করা যেতো অথবা পৃথিবীকে
বিদীর্ণ করা যেতো অথবা
মৃত্যের সাথে কথা বলা যেতো,
তবুও তারা তাতে বিশ্বাস
করতো না; কিন্তু সমস্ত বিষয়ই
আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত; তবে
কি যারা স্মীমান এনেছে তাদের
প্রত্যয় হয় নাই যে, আল্লাহ
ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে
সৎপথে পরিচালিত করতে
পারতেন; যারা কুফরী করেছে
তাদের কর্মফলের জন্যে তাদের
বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে,
অথবা বিপর্যয় তাদের আশে
পাশে আপত্তি হতেই থাকবে,
যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর
প্রতিশ্রূতি ঘটবে, নিশ্চয়
আল্লাহ প্রতিশ্রূতির ব্যতিক্রম
করেন না।

- ৩১ -
لَوْا نَ قُرَآنَ سِيرَتِهِ
الْجِبَالَ أَوْ قُطِعَتِهِ الْأَرْضُ أَوْ
كَلِمَتِهِ الْمُوتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ
جَمِيعًا أَفْلَمْ يَا يَسِّ الَّذِينَ
أَمْنَوْا أَنْ لَوْيَشَاءَ اللَّهُ لَهُدَىٰ
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ
كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا
قَارِعَةً أَوْ تَحْلُ فَرِيْبًا مِنْ
دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَاتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهُ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ (৫)

এখানে আল্লাহ তাআলা সীয় পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের প্রশংসা করছেন যে,
যদি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের কোনটার সাথে পাহাড় সীয় স্থান থেকে
সরে গিয়ে থাকতো, যমীন বিদীর্ণ হয়ে থাকতো এবং মৃত কথা বলে
থাকতো, তবে এই কুরআনই তো এ কাজের বেশী যোগ্য ছিল। কেননা,

এটা পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিভাবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এতে তো এই মু'জিয়া রয়েছে যে, সমস্ত দানব ও মানব মিলিত হয়েও এর সূরার মত একটি সূরাও রচনা করতে পারে নাই। তথাপি মুশরিকরা এই কুরআনকেও অঙ্গীকার করছে। তা হলে সব দায়িত্ব আল্লাহ তাআ'লার উপরই অপ্রন করে দাও। তিনি সবকিছুরই মালিক। সবই তাঁর ইখতিয়ারভূক্ত। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না। তিনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। এটা স্বরনয়োগ্য বিষয় যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিভাবগুলির উপরও কুরআনের প্রয়োগ হয়ে থাকে। কেননা, এটা সবটা খেকেই 'মুশতাক' বা নির্গত। হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হ্যরত দাউদের (আঃ) উপর কুরআনকে এতো সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর নির্দেশক্রমে সওয়ারী কষা হতো এবং ওটা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তিনি কুরআন খতম করে ফেলতেন। তিনি স্ব হস্তের উপার্জন ছাড়া কিছুই খেতেন না।"^১ সুতরাং এখানে কুরআন দ্বারা যাবুরকে বুঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তবে কি মু'মিনদের এখনও এ বিশ্বাস হয়নি যে, সমস্ত মানুষ ঈমান আনবে না? তাদের কি এ বিশ্বাসও হয়নি যে, আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছা হলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমান আনয়ন করতো? তারা আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে কি? এই কুরআনের পরে আর কোন মু'জিয়ার প্রয়োজন আছে কি? এর চেয়ে উত্তম, এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে পরিষ্কার এবং এর চেয়ে বেশি মনকে আকর্ষণকারী আর কোন কালাম হবে? এটা এমনই এক গুরু যে, যদি এটা বড় বড় পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হতো তবে সেগুলি আল্লাহর ভয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক নবীকে এইরূপ জিনিস দেয়া হয়েছে যে, লোকেরা ওর উপর ঈমান এনেছে। আমার এই রূপ জিনিস হচ্ছে সেই ওয়াহী যা আল্লাহ তাআ'লা আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা রাখি যে, সমস্ত নবী অপেক্ষা আমার অনুগামী বেশি হবে।" ভাবার্থ এই যে, সমস্ত নবীর মু'জিয়া তাঁদের

১. এ হাদীসটি ইয়াম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াম বুখারী (রঃ) একাকী তাখরীজ করেছেন।

বিদায়ের সাথে সাথেই বিদায় হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর মু'জিয়া তত দিন শেষ হবে না যতদিন দুনিয়া থাকবে। না এর বিষয়কর বিষয়গুলি শেষ হবে, না অধিক পঠনের কারণে এটা (কুরআন কারীম) পুরানো হবে, না এর থেকে আলেমদের চাহিদা মিটে যাবে বা তাদের পেট পূর্ণ হয়ে যাবে। নিচয় এটা মীমাংসাকারী বাণী এবং এটা নির্থক নয়। যে অবাধ্য একে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে ধ্রংস করবেন। যে এটা ছাড়া অন্য কিছুতে হিদায়াত অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে পথভঙ্গ করবেন।

হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, কাফিররা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলেঃ “যদি আপনি পাহাড়কে এখান থেকে সরিয়ে দেন এবং এখানকার ভূমিকে ফসল উৎপাদনের যোগ্য করে দিতে পারেন, অথবা যেমনভাবে হ্যরত সুলাইমান (আঃ) বাতাস দ্বারা তাঁর কওমের জন্যে মাটি কাটতেন তেমনিভাবে যদি আপনি আমাদের জন্যে মৃতকে জীবিত করেন যেমন হ্যরত ইস্রাও (আঃ) তাঁর কওমের জন্যে করতেন (তবে আমরা ইমান আনবো)।” তখন আল্লাহ তাআ'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ যদি কোন কুরআনের সাথে এসব বিষয় প্রকাশ পেতো তবে তোমাদের কুরআনের সাথেও পেতো। সব কিছুই তাঁর অধিকারে রয়েছে। কিন্তু তিনি এক্রূপ করেন না। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা যে, তোমরা নিজেদের ইচ্ছায় ইমান আন কি আন না।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ‘তবে কি ইমানদারদের প্রত্যয় হয় নাই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিচয় সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন? অন্য জায়গায় যাইবেন এর স্থলে ও রয়েছে। মু'মিনরা ঐ কাফিরদের হিদায়াত থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। হাঁ, তবে আল্লাহ তাআ'লার ইখতিয়ারের ব্যাপারে কারো কিছু বলার নাই। ইচ্ছা করলে তিনি সকলকেই সুপথ প্রদর্শন করতে পারেন। এটা কাফিররা বরাবর লক্ষ্য করে এসেছে যে, তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আল্লাহ তাআ'লা বরাবরই তাদের উপর শান্তি আপত্তি করতে থেকেছেন বা তাদের আশে পাশেই

বিপর্যয় আপত্তি করতেই থেকেছেন। তবুও তারা কেন উপদেশ গ্রহণ করছে নাঃ যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقَرِيٍّ وَصَرَفَنَا إِلَيْتِ لِعْلَمِهِ يَرْجِعُونَ -

অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাদের চতুর্পার্শ্বের বহু গ্রামবাসীকে তাদের দুষ্কর্মের কারণে খৎস করে দিয়েছি এবং আমার বিভিন্ন প্রকারের নির্দশনাবলী প্রকাশ করেছি যে, হয়তো তারা দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকবে।”

(৪৬ঃ ২৭) আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتَى إِلَارْضَ نَفْصَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمْ الْغَلَبُونَ -

অর্থাৎ “তারা কি দেখে নাই যে, আমি যমীনকে কমিয়ে দিয়ে আসছি, তবুও কি এখনও তারা নিজেদেরকেই বিজয়ী মনে করবে?” (২১ঃ ৪৪)

এর ফাঁকাশমান এবং বাকরীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ কাফিরদের কর্মফলের কারণে তাদের কাছে পৌছে যাবে ক্ষুদ্র ইসলামী সেনাবাহিনী অথবা তুমি (মুহাম্মদ সঃ) নিজেই তাদের শহরের নিটকবর্তী স্থানে অবতরণ করবে যতক্ষণ না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এসে পড়ে। এর দ্বারা মক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আসমানী শান্তি এবং আশে পাশে অবতরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হ্যরত মুহাম্মদের (সঃ) তাঁর সেনাবাহিনীসহ তাদের সীমান্ত এলাকায় পৌছে যাওয়া এবং তাদের সাথে জিহাদ করা। মুজাহিদ (রঃ), কাতাদা (রঃ), ইকরামা (রঃ) প্রভৃতি গুরুজনগু একথাই বলেছেন। তাঁদের সবারই উক্তি এটাই যে, এখানে আল্লাহর ওয়াদা দ্বারা মক্কা বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কিয়ামতের দিন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হচ্ছে স্বীয় রাসূলদেরকে সাহায্য করা। এর ব্যতিক্রম হবার নয়। তাঁরা এবং তাঁদের অনুসারীরা অবশ্য অবশ্যই উর্ধ্বে থাকবেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعِدَّهُ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقَامٍ -

অর্থাৎ “আল্লাহ তাঁর রাসূলদের সাথে কৃত ওয়াদার খেলাফ করবেন তা তুমি ধারণা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডাতা।” (১৪৪: ৮৭)

৩২। তোমার পূর্বেও অনেক

রাসূলকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা
হয়েছে এবং যারা কুফরী
করেছে তাদেরকে কিছু অবকাশ
দিয়েছিলাম, তারপর তাদেরকে
পাকড়াও করেছিলাম; কেমন
ছিল আমার পাকড়াও!

- ৩২ -
وَلَقَدِ اسْتَهْزَئَ بِرُسُلٍ مِّنْ
قَبْلِكَ فَامْلِيَّتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ
أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ ○

আল্লাহ তাআ’লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) সান্ত্বনা দিয়ে বলছেনঃ তোমার
কওম যে তোমাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এতে তুমি মোটেই
দুঃখ ও চিন্তা করো না। তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকেও ঠাট্টা বিদ্রূপ করা
হয়েছিল। আমি ঐ কাফিরদেরকেও কিছুকাল ঢিল দিয়েছিলাম। শেষে
তাদেরকে আমি মারাত্মকভাবে পাকড়াও করেছিলাম। আমার শাস্তির ধরণ
কেমন ছিল তা তোমার জানা আছে কি? আর তাদের পরিণাম কিরণ
হয়েছিল সে সম্পর্কেও তুমি জ্ঞাত আছ কি? যেমন আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ
“বহু গ্রামবাসীকে আমি তাদের জুলুম সন্দ্রেও ঢিল দিয়েছিলাম, কিন্তু শেষে
তাদের দুর্কর্মের প্রতিফল হিসেবে তাদেরকে আমি আমার শাস্তির শিকারে
পরিণত করেছিলাম।” সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছেঃ “নিশ্চয়
আল্লাহ অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতঃপর যখন তাকে পাকড়াও
করেন তখন সেই যালিম একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।” অতঃপর
রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওَكَنِّلَكَ أَخْذُ رِبِّكَ ... الْخ (১১: ১০২) এই আয়াতটি
তিলাওয়াত করেন।

৩৩। তবে কি প্রত্যেক মানুষ

যা করে তার ধিনি পর্যবেক্ষক
তিনি এদের অক্ষম
উপাস্যগুলির মত? অথচ তারা

- ৩৩ -
إِفْمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ
نَفْسٍ بِمَا كَسْبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ

আল্লাহর বহু শরীক করেছে,
তুমি বলঃ তোমরা তাদের
পরিচয় দাও; তোমরা কি
পৃথিবীর মধ্যে অথবা প্রকাশ্য
বর্ণনা হতে এমন কিছুর সংবাদ
তাঁকে দিতে চাও যা তিনি
জানেন না? না, বরং ওদের
ছলনা তাদের নিকট শোভন
প্রতীয়মান হয় এবং তারা
সৎপথ হতে নিষ্পত্ত হয়; আল্লাহ
যাকে বিভাস্ত করেন তার কোন
পথ প্রদর্শক নেই।

شُرَكَاءَ قُلْ سَمُونِهِمْ أَمْ تَنْشُونَهُ
بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ
بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقُولِ بِلَ زِينَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهٌ وَصَدُوا
عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يَضْلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক মানুষের আমলের
রক্ষক। প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। প্রত্যেক
নক্সের উপর তিনি প্রহরী। প্রত্যেক আমলকারীর ভাল ও মন্দ আমল তিনি
সম্যক অবগত। কোন জিনিসই তাঁর থেকে গোপনীয় নয়। তাঁর অজান্তে
কেন কাজই হয় না। প্রত্যেক অবস্থা তাঁর অবগতিতে রয়েছে। প্রত্যেক
আমলের উপর তিনি বিদ্যমান রয়েছেন। প্রতিটি পাতা ঘরে পড়ারও খবর
তিনি রাখেন। প্রত্যেকের ঠিকানা তিনি জানেন। সমস্ত কিছু তাঁর কিতাবে
লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত বিষয়ই তিনি জানেন। তোমরা
যেখানেই থাক না কেন সেখানেই আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের সাথে
রয়েছেন। তিনি তোমাদের আমলগুলি দেখতে আছেন। এই সব শুণের
অধিকারী আল্লাহ কি তোমাদের এইসব মিথ্যা উপাস্যের মত? যারা শুনেও
না, দেখেও না! না তারা কোন জিনিসের মালিক, না অন্য কারো লাভ ও
ক্ষতির তাদের কোন ইখতিয়ার রয়েছে? এই প্রশ্নের জবাবকে উহ্য রাখা
হয়েছে। কেননা, কালামের ইঙ্গিত এখানে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা হচ্ছে
আল্লাহ তাআ'লার এই উক্তিটি। অর্থাৎ “তারা আল্লাহর
সাথে অন্যদেরকে শরীক বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের ইবাদত করতে শুরু
করেছে। তোমরা তাদের নাম তো বল এবং তাদের অবস্থা তো বর্ণনা কর,

যাতে দুনিয়া জেনে নেয় যে, তাদের কোন অস্তিত্বই নেই। তোমরা কি যমীনের ঐ জিনিসগুলোর খবর আল্লাহকে দিছ যা তিনি জানেন না? অর্থাৎ যাদের কোন অস্তিত্বই নেই? কেননা, যদি ওগুলির কোন অস্তিত্ব থাকতো তবে সেগুলি আল্লাহ তাআ'লার অবগতির বাইরে থাকতো না। কেননা, তাঁর কাছে কোন গোপন হতে গোপনতম জিনিষও প্রকৃত পক্ষে গোপন নেই। তোমরা শুধু একটা আজগুবী কথা বানিয়ে নিয়েছো এবং আবোল তাবোল বকছো। তোমরা নিজেরাই তাদের নামগুলি বানিয়ে নিয়েছো। তোমরাই তাদেরকে লাভ ও ক্ষতির মালিক বলে ঘোষণা করছো এবং তাদের উপাসনা শুরু করে দিয়েছো। এগুলি সবই তোমাদের মনগড়া। তোমাদের হাতে কোন খোদায়ী দলিলও নেই এবং অন্য কোন দলিলও নেই। এগুলি তোমরা শুধু ধারণা ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই করছো। আল্লাহর পক্ষ হতে হিদায়াত নাফিল হয়েছে। কাফিরদের চক্রান্ত ও ছলনা তাদের কাছে শোভনীয় প্রতীয়মান হচ্ছে। তারা তাদের কুফরী ও শিরকের উপর গর্ববোধ করছে। দিনরাত তারা তাতেই মগ্ন রয়েছে। আর অন্যদেরকেও তারা ঐ দিকেই আহবান করছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “শয়তানরা তাদের সামনে তাদের দুর্কার্যকে শোভনীয় করে তুলেছে। তাদেরকে আল্লাহর পথ ও হিদায়াতের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এক কিরআতে ^{صَدْرًا} ও রয়েছে। অর্থাৎ তারা ওটাকে ভাল মনে করে অন্যদেরকে ওর ফাঁদে ফেলতে শুরু করেছে এবং রাসূলদের (সঃ) পথ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ “আল্লাহ যাকে বিভাস্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।” যেমন আল্লাহ তাআ’লা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! আল্লাহ যাকে ফির্দায় ফেলার ইচ্ছা করেন, তুমি তার জন্যে আল্লাহর কাছে কখনো কোন কিছুই অধিকার রাখবে না।”
 (৫: ৪১) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেনঃ

٠ إِن تَحْرِصُ عَلَىٰ هُدُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضْلِلُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ -

অর্থাৎ “যদিও তুমি তাদের হিদায়াত প্রাপ্তির জন্যে লালায়িত, কিন্তু নিশ্চয় আল্লাহ পথভর্তদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।” (১৬: ৩৭)

৩৪। তাদের জন্যে পার্থিব জীবনে

আছে শান্তি এবং পরকালের
শান্তি তো আরো কঠোর। এবং
আল্লাহর শান্তি হতে রক্ষা
করার তাদের কেউ নেই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ
الْدُّنْيَا وَلَعْنَادُ الْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا
لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍِ ۝

৩৫। মুত্তাকীদেরকে যে জাগ্রাতের

প্রতিশ্রূতি দেয়া হয়েছে, তার
উপর এইরূপঃ ওর পাদদেশে
নদী প্রবাহিত, ওর ফলসমূহ ও
ছায়া চিরস্থায়ীঃ যারা মুত্তাকী
এটা তাদের কর্মফল, এবং
কাফিরদের কর্মফল অগ্নি।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدُوا
الْمُتَقْوِنُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَرُ اكْلِهَا دَائِمٌ وَظَلَهَا تِلْكُ
عُقُبَى الَّذِينَ أَتَقُوا وَعَقِبَى
الْكُفَّارِ النَّارُ ۝

আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের শান্তি এবং সৎলোকদের পুরক্ষারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি কাফিরদের কুফরী ও শিরকের বর্ণনা দেয়ার পর তাদের শান্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা মু'মিনদের হাতে নিহত ও ধ্রংস হবে। এর সাথে সাথেই তারা আখেরাতের কঠিন শান্তিতে প্রেরিত হবে, যা তাদের দুনিয়ার শান্তি অপেক্ষা বহুগুণে কঠিন। পরম্পর লান্তকারী স্বামী স্ত্রীকে যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ “নিশ্চয় দুনিয়ার শান্তি আখেরাতের শান্তির তুলনায় খুবই সহজ।” ওটা ঐরূপ যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এখানকার অর্থাৎ দুনিয়ার শান্তি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরকালের শান্তি চিরস্থায়ী এবং তথাকার আগুনের তেজ এখানকার আগুন অপেক্ষা সন্তুর গুণ বেশী এবং তথাকার পাকড়াও ও বক্ষন এতো শক্ত যা কল্পনা করা যায় না। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

فِيمَئِذٍ لَا يَعْذِبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ - وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ -

অর্থাৎ “সেই দিন তাঁর শাস্তির শাস্তি কেউ দিতে পারবে না। এবং বন্ধনের মত বন্ধন কেউ করতে পারবে না।” (৮৯ঃ ২৫-২৬) আল্লাহ তাআ’লা আর এক জায়গায় বলেছেনঃ “যারা কিয়ামতকে অঙ্গীকার করে তাদের জন্যে আমি প্রস্তুত রেখেছি জুলন্ত অগ্নি। দূর হতে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ত্রুট্টি গর্জন ও চীৎকার। আর যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় নিষ্কেপ করা হবে তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে। তাদেরকে বলা হবেঃ আজ তোমরা একবারের জন্যে ধ্বংস কামনা করো না, বহুবার ধ্বংস হবার কামনা করতে থাকো। তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ এটাই শ্রেয়, না স্থায়ী জাল্লাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুণ্ডাকীদেরকে? এটাই তো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল।”

এরপর পৃণ্যবান লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছেঃ যাদেরকে যে জাল্লাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার একটি শুণ তো এই যে, তার চারদিকে নদী প্রবাহিত হচ্ছে। তারা যেখান থেকে ইচ্ছা পানি নিয়ে যাবে। সেই পানি নষ্ট হবে না। আবার সেখানে দুধের নহর রয়েছে। দুধও এমন যে, যার স্বাদ কখনো নষ্ট হবে না। সেখানে সূরার নহরও রয়েছে। এতে শুধু সুস্বাদই রয়েছে। এটা কখনো বিস্বাদ হবেনা এবং এতে কখনো নেশাও ধরবে না। তথায় স্বচ্ছ মধুর নহরও রয়েছে এবং সেখানে সর্বপ্রকারের ফলমূল রয়েছে। এবং এর সাথে সাথে রয়েছে প্রতিপালকের করুণা এবং তাঁর ক্ষমা। তথাকার ফল চিরস্থায়ী সেখানকার খাদ্য ও পানীয় কখনো শেষ হবার নয়।

হয়রত ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কসুফের (সূর্ঘ্যহণের) নামায পড়ছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা আপনাকে দেখলাম যে, আপনি যেন কোন জিনিষ পাবার ইচ্ছা করেছিলেন। তারপর আমরা দেখলাম যে, আপনি পশ্চাদপদে পিছনে সরতে লাগলেন, এর কারণ কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “হাঁ, আমি জাল্লাত দেখেছিলাম এবং একটা (ফলের) শুচ্ছ ভেঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। যদি আমি তা নিতাম তবে যতদিন এ দুনিয়া থাকতো ততদিন তা থাকতো এবং তোমরা তা খেতে থাকতে।”^১

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

হয়রত জা'বির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “একদা আমরা যুহরের নামাযে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন আমরাও এগিয়ে গেলাম। অতঃপর আমরা দেখলাম যে, তিনি যেন কোন জিনিষ নেয়ার ইচ্ছা করলেন। আবার তিনি পিছনে সরে আসলেন। নামায শেষে হয়রত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আজ আমরা আপনাকে এমন একটা কাজ করতে দেখলাম যা ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই (এর কারণ কি?)।” তিনি উত্তরে বললেনঃ “হাঁ, আমার সামনে জান্নাতকে পেশ করা হয়েছিল, যা ছিল তরুতাজা ও সুগন্ধময়। আমি ওর মধ্য থেকে একগুচ্ছ আঙ্গুর ভেঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আমার ও ওর মধ্যে আড় করে দেয়া হয়। যদি আমি ওটা ভেঙ্গে আনতাম তবে দুনিয়া থাকা পর্যন্ত সারা দুনিয়াবাসী ওটা খেতো, অথচ ওটা কিছুই কমতো না।”^১

হয়রত উৎবা' ইবনু আবদিস সালামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন বেদুইন নবীকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেঃ “জান্নাতে আঙ্গুর থাকবে কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হাঁ।” সে পুনরায় জিজ্ঞেস করেঃ “ওর গুচ্ছ কত বড় হবে?” জবাবে তিনি বলেনঃ “এতো বড় যে, যদি কোন কালো কাক এক মাস ধরে ওর উপর দিয়ে উড়তে থাকে তবুও ওটা অতিক্রম করতে পারবে না।”^২

হয়রত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জান্নাতবাসী যখন কোন ফল ভাঙ্গবে তখন আর একটি ফল ঐ স্থানে এসে লেগে যাবে।”^৩

হয়রত জা'বির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জান্নাতবাসী খুব থাবে এবং পান করবে, কিন্তু তাদের থুথু আসবে না, নাকে শ্লেষ্মা আসবে না এবং প্রস্তাব ও পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তাদের শরীর দিয়ে মিশ্ক আম্বরের মত সুগন্ধময় ঘর্ম

১. এ হাদীসটি হাঁফিয আবু ইয়া'লা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বের হবে এবং তাতেই খাদ্য হজম হয়ে যাবে। আর যেমন ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস চলে, তেমনি ভাবে নফসের উপর তসবীহ পাঠ ও আল্লাহ তাআ'লার পবিত্রতা বর্ণনার ইলহাম করা হবে।”^১

হয়রত যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আহলে কিতাবের একজন লোক রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে এসে বলেঃ “হে আবুল কাসিম (সঃ)! আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, জান্নাতবাসী থাবে ও পান করবে?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “হাঁ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের (সঃ) প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এখানকার একশ’ জন লোকের পানাহার ও সহবাসের শক্তি সেখানকার একজন লোককে দেয়া হবে।” সে তখন বলেঃ “নিশ্চয় যে থাবে ও পান করবে তার তো পায়খানা ও প্রস্তাবের প্রয়োজন অবশ্যই হবে, অথচ জান্নাতে তো আবর্জনা ও মালিন্য থাকতে পারে না!” জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “না, বরং ঘর্মের মাধ্যমে সমস্ত হজম হয়ে যাবে এবং ঐ ঘর্মের সুগন্ধ মিশ্ক আস্তরের মত।”^২

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “জান্নাতে যে পাখীর দিকে তুমি (ওর গোশত খাবার ইচ্ছার) দৃষ্টিপাত করবে তৎক্ষণাত্ম ওটা ভাজা হয়ে তোমার সামনে চলে আসবে।” কোন কোন রিওয়াইয়াতে আছে যে, আবার ঐ পাখী আল্লাহর হৃকুমে অনুরূপভাবে জীবিত হয়ে উঠে যাবে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “(জান্নাতে রয়েছে) অচুর ফলমূল, যা শেষ হবে না ও নিষিদ্ধও হবে না।” আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “সন্নিহিত বৃক্ষ ছায়া তাদের উপর থাকবে এবং ওর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়তাধীন করা হবে।” অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ “যারা ঈমান আনয়ন করে ও ভাল কাজ করে তাদেরকে দাখিল করবো এমন জান্নাতে যাব পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গী থাকবে এবং তাদেরকে আমি চির স্মিঞ্চ ছায়ায় দাখিল করবো।”

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গঠনে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) ও ইমাম নাসায়ি (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইতিপূর্বে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাতের একটি গাছের ছায়াতলে দ্রুতগামী সওয়ারীর আরোহী এক শ' বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে তথাপি ওর ছায়া শেষ হবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) (এবং সম্প্রসারিত ছায়া) (৫৬: ৩০) কুরআন কারীমের এই অংশটুকু পাঠ করেন।

কুরআন কারীমে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এক সাথে এসেছে যাতে মানুষের মধ্যে জান্নাতের আগ্রহ ও জাহান্নামের ভয় জন্মে। এখানেও আল্লাহ তাআ'লা জান্নাত ও তথাকার কতকগুলি নিয়মতের বর্ণনা দেয়ার পর বলেছেন যে, এটা পরিণাম হচ্ছে খোদাভীরু লোকদের। পক্ষান্তরে কাফিরদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ “জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়, জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।”

দামেক্সের খুৎবা পাঠক হ্যরত বিলাল ইবনু সা'দ (রঃ) জনগণকে সংবোধন করে বলেনঃ “হে আল্লাহর বান্দারা! তোমাদের কোন আমল করুল হওয়া এবং কোন পাপ মোচন হয়ে যাওয়ার কোন সমন তোমাদের কারো কাছে এসেছে কি? তোমরা কি ধারণা করেছো যে, তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমরা আল্লাহ তাআ'লার আয়ত্তের মধ্যে আসবে না? আল্লাহর শপথ! তাঁর আনুগত্যের প্রতিদান যদি দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হতো তবে তোমরা সবাই পুণ্য কাজের উপর একত্রিত হয়ে পড়তে। তোমরা কি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে গেলে? তোমরা কি ওরই পিছনে পড়ে থাকবে? তোমাদের কি জান্নাত লাভের আগ্রহ হয় না, যার ফল এবং ছায়া চিরস্থায়ী?”^১

৩৬। আমি যাদেরকে কিতাব

দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি

অবঙ্গীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ

পায়, কিন্তু কোন কোন দল ওর

কতক অংশ অস্বীকার করে;

- ৩৬ - وَالَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَبَ

يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَنْ

الْأَحْزَابِ مَنْ يَنْكِرْ بَعْضَهُ قُلْ

১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তুমি বলঃ আমি তো আল্লাহরই
ইবাদত করতে ও তাঁর কোন
শরীক না করতে আদিক
হয়েছি; আমি তাঁরই প্রতি
আহবান করি এবং তাঁরই
নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।

৩৭। আর এই ভাবে আমি ওটা
অবতীর্ণ করেছি এক নির্দেশ,
আরবী ভাষায়; জ্ঞান প্রাপ্তির
পর তুমি যদি তাদের খেয়াল
খুশীর অনুসরণ কর তবে
আল্লাহর বিরংমে তোমার কোন
অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে
না।

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ এর পূর্বে যাদেরকে
(আসমানী) কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং তারা ওর উপর আমলকারী, তারা
তোমার উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ হওয়ায় খুশী হচ্ছে। কেননা, স্বয়ং
তাদের কিতাবে এর

সুসংবাদ ও সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَلَوَّهُمْ حَقَّ تِلَاقِهِ اولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

অর্থাৎ “যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা ওটাকে যথাযোগ্য পাঠ
করে, তারা এই শেষ কিতাবের (কুরআনের) উপরও ঈমান আনয়ন
করে।” (২: ১২১) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ “তোমরা ঈমান আন আর নাই
আন, পূর্ববর্তী কিতাবধারীরা তো এর সত্য অনুসারী হয়েছে।” কেননা,
তাদের কিতাবগুলিতে রাসূলুল্লাহর (সঃ) রিসালাতের খবর রয়েছে। আর
তারা এই ওয়াদাকে পূর্ণ হতে দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে এটাকে মেনে নিয়েছে।
আল্লাহ তাআ'লার প্রতিশ্রূতি যে ভুল হবে এর থেকে তিনি পবিত্র এবং এর
থেকেও তিনি পবিত্র যে, তাঁর ফরমান সঠিকরূপে প্রমাণিত হবে না।

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا
أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَالْيَهِ
مَابِ ۝

- ۳۷ -
وَكَذِلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرِيبًا
وَلَئِنْ أَتَبْعَثَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ
مِنْ وَلَيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝ ۱۶۱

সুতরাং তারা খুশী মনে আল্লাহর সামনে সিজদায় পতিত হয়। হাঁ, তবে ঐ দলগুলির মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা এই কুরআনের কতকগুলি কথাকে স্বীকার করে না। মোট কথা, আহলে কিতাবের মধ্যে কতকগুলি লোক মুসলমান এবং কতকগুলি মুসলমান নয়।

অতএব, হে নবী (সঃ)! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাওঃ আমাকে শুধু এক আল্লাহর উপাসনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এই আদেশও করা হয়েছে যে, আমি যেন তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক না করি এবং একমাত্র তাঁরই একত্বাদ প্রকাশ করি। এই নির্দেশই আমার পূর্ববর্তী সমস্ত নবী ও রাসূলকে দেয়া হয়েছিল। আমি ঐ পথের দিকেই, ঐ আল্লাহরই ইবাদতের দিকে সকলকে আহবান করছি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁর কাছেই।

আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যেমন আমি তোমার পূর্বে নবী রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উপর আমার কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম, অনুরূপভাবে এই কুরআন, যা সুরক্ষিত ও মজবুত, তোমার ও তোমার কওমের মাত্ভাষা আরবীতে তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এটাও তোমার প্রতি একটা বিশেষ অনুগ্রহ যে, এই প্রকাশ্য, বিশ্লেষিত এবং সুরক্ষিত কিতাবসহ তোমাকে আমি প্রেরণ করেছি। এর সামনে থেকে বা পিছন থেকে কোন বাতিল এসে এর সাথে মিলিত হতে পারে না এটা বিজ্ঞানময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! তোমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও আসমানী ওয়াহী এসে গেছে। সুতরাং এখনও যদি তুমি এই কফিরদের প্রত্যন্তির অনুসরণ কর তবে জেনে রেখো যে, তোমাকে আল্লাহর আয়াব থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এবং তোমার সাহায্যের জন্যে কেউই এগিয়ে আসবে না। নবীর (সঃ) সুন্নাত এবং তাঁর পক্ষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পরেও যে সব আলেম পথভ্রষ্টদের পক্ষ অবলম্বন করে তাদেরকে এই আয়াত দ্বারা ভীষণ ভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩৮। তোমার পূর্বেও আমি অনেক ^৯ - ৩৮
রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং ^৯ - ৩৮

তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি
দিয়েছিলাম; আল্লাহর অনুমতি
ছাড়া কোন নির্দশন উপস্থিত
করা কোন রাসূলের কাজ নয়;
প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল
লিপিবদ্ধ।

৩৯। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন
করেন এবং যা ইচ্ছা তা
প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁরই
নিকট আছে কিতাবের মূল।

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! যেমন
তুমি মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল। অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী
সমস্ত রাসূলও মানুষই ছিল। তারা খাদ্য খেতো এবং বাজারে চলাফেরা
করতো। তাদের স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিও ছিল। এক জায়গায় আল্লাহ
তাআ'লা শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূলকে (সঃ) সম্মোধন করে বলেনঃ

فَبِلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْواجًا وَ
ذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِأَيِّ أَلَا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ
أَجَلٍ كِتَابٌ ۝

— ৩৯ —
يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ
وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمْ الْكِتَبِ ۝

অর্থাৎ “তুমি বলঃ আমি তোমাদের মতই মানুষ, আমার উপর
(আল্লাহর পক্ষ থেকে) ওয়াহী করা হয়ে থাকে মাত্র।” (১৮: ১১০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)
বলেছেনঃ “আমি (নফল) রোয়াও রাখি এবং (সময়ে) পরিত্যাগও করি
আমি (রাত্রে তাহাঙ্গুদের নামাযের জন্যে) দাঁড়িয়েও থাকি আবার (সময়ে)
নিদ্রাও যাই, আমি গোশ্চত ভক্ষণ করি, এবং নারীদেরকে বিয়েও করি।
(জেনে রেখো যে,) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে
আমার মধ্যে নয়।”

হ্যরত আবু আইয়ুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ
(সঃ) বলেছেনঃ “চারটি জিনিষ রাসূলদের সুন্নাত (১) সুগন্ধি ব্যবহার

করা। (২) বিবাহ করা। (৩) মেসওয়াক (দাঁতুন) করা এবং (৪) মেহেন্দী লাগানো।”^১

আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নির্দেশন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআ’লার অধিকার ভুক্ত জিনিষ। তিনি যা চান তাই করেন, যা ইচ্ছা হুকুম করেন। প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেক জিনিষেরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। তুমি কি জান না যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআ’লা জানেন যা কিছু আকাশে ও পৃথিবীতে রয়েছে? এই সব কিছু কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং এটা তো আল্লাহ তাআ’লার কাছে খুবই সহজ।

لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ^২ আল্লাহ তাআ’লার এই উক্তি সম্পর্কে যথাক ইবনু মাযাহিম (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আসমান হতে অবতারিত প্রত্যেক কিতাবের একটি নির্দিষ্ট সময় এবং একটি নির্ধারিত মেয়াদ রয়েছে। ওগুলির মধ্যে যেটাকে চান আল্লাহ তাআ’লা মানসূখ বা রহিত করে থাকেন এবং যেটাকে চান ঠিক রাখেন। সুতরাং তিনি স্বীয় রাসূল হ্যরত মুহাম্মদের (সঃ) যে এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এর দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ যা ইচ্ছা উঠিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। বছরের বিষয়গুলি তিনি নির্ধারিত করে থাকেন। কিন্তু সেগুলি তাঁর ইচ্ছাধীন। এবং যেটা ইচ্ছা বদলিয়ে দেন। তবে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য এবং জীবন ও মৃত্যুর উপর এটা প্রযোজ্য নয়, বরং এগুলি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এগুলিতে কোন পরিবর্তন নেই। মানসূর (রঃ) বলেনঃ “আমি হ্যরত মুজাহিদকে (রঃ) জিজেস করলামঃ আমাদের কারো নিম্নরূপ দুআ’ করা কি ধরনের হবে? “হে আল্লাহ! যদি আমার নাম পুণ্যবানদের তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকে তবে তা বাকী রাখুন। আর যদি পাপিষ্ঠদের তালিকাভুক্ত থাকে তবে তা উঠিয়ে দিন এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুণ।” উভয়ে তিনি বললেনঃ “এটা তো খুব উত্তম দুআ!” এক বছর বা তারও কিছু বেশী দিন পর তাঁর সাথে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হলে আবার আমি তাঁকে উপরোক্ত প্রশ্ন করি। এবার তিনি **أَنْ أَزْلَنَهُ فِي لَبِلَةٍ** (৪৪: ৩) হতে দু’টি আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসলিমদে বর্ণনা করেছেন।

“কদরের রাত্রে এক বছরের জীবিকা, বিপদ-আপদ নির্ধারিত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তাআ’লা যা চান আগাপাছা করে থাকেন। হাঁ, তবে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লিখন পরিবর্তন হয় না।”

হ্যরত শাকীক ইবনু সালমা (রঃ) প্রায়ই নিম্নের দুআ’টি করতেনঃ “হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাকে হতভাগ্য ও পাপিষ্ঠদের তালিকাভূক্ত করে থাকেন তবে তা মুছে ফেলুন এবং পুণ্যবান ও সৌভাগ্যবানদের তালিকাভূক্ত করে দিন। যদি আপনি আমার নামটি সৎ লোকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে থাকেন তবে তা বাকী রাখুন। আপনি যা ইচ্ছা মিটিয়ে থাকেন এবং যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। প্রকৃত লিখন আপনার কাছেই রয়েছে।”

হ্যরত উমার ইবনু খাত্বাব (রাঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করার সময় ক্রন্দনরত অবস্থায় নিম্নরূপ দুআ’ করতেনঃ “হে আল্লাহ! যদি আপনি আমার উপর পাপ লিখে থাকেন তবে তা মিটিয়ে দিন। আপনি যা চান মিটিয়ে থাকেন এবং যা চান বাকী রাখেন। কিতাবের মূল আপনার কাছেই রয়েছে। আপনি ওটাকে সৌভাগ্য রহমত করে দিন!” হ্যরত ইবনু মাসউদও (রাঃ) অনুরূপ দুআ’ করতেন। হ্যরত কাব (রাঃ) আমীরুল মুমিনীন হ্যরত উমারকে (রাঃ) বলেনঃ “যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকতো তবে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে সবই আমি আপনাকে বলে দিতাম।” তখন হ্যরত উমার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ “ঐ আয়াতটি কি?” উত্তরে তিনি আল্লাহ তাআ’লার ^{بِسْمِ اللّٰهِ مَا يَشَاءُ} এই উক্তিটিই পাঠ করেন। এইসব উক্তির ভাবার্থ এই যে, তকদীরের পরিবর্তন আল্লাহ তাআ’লার ইখতিয়ারের বিষয়। এ ব্যাপারে হ্যরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কোন কোন পাপের কারণে মানুষকে ঝুঁটী থেকে বন্ধিত করে দেয়া হয়, আর তকদীরকে দুআ’ ছাড়া অন্য কিছুতে পরিবর্তন করতে পারে না এবং পুণ্য ছাড়া অন্য কিছুতে আয়ু বেশী করতে পারে না।”^১

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসলিমদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ি (রঃ) ও ইমাম ইবনু মাজাহও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আজ্ঞায়তা সম্পর্ক যুক্ত করণ আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, ‘দুআ’ ও তকদীরের সাক্ষাৎ ঘটে, আসমান ও যমীনের মাঝে।

হ্যরত ইবনু আবুবাস (রাঃ) বলেন যে, মহা মহিমাবিত আল্লাহর কাছে লাওহে মাহফুয় রয়েছে যা ‘পাঁচ শ’ বছরের পথের জিনিষ। ওটা সাদা মুক্তা দ্বারা নির্মিত। ওতে মনি মাণিক্যের দুটি আবরণী রয়েছে। প্রত্যহ আল্লাহ তাআ’লা তিনশ ষাট বার করে ওর প্রতি দৃষ্টি দেন। যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা ঠিক রাখেন। উশুল কিতাব তাঁরই কাছেই রয়েছে।^১

হ্যরত আবুদ্বারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “রাত্রির তিন ঘণ্টা বাকী থাকতে যিক্রি খোলা হয়। প্রথম ঘণ্টায় ঐ যিক্রির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় যা আল্লাহ ছাড়া কেউ দেখে না। সূতরাং তিনি যা চান মিটিয়ে দেন এবং যা চান ঠিক রাখেন (এবং এরপর পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন)।”^২

কালবী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জীবিকা বৃদ্ধি করা ও হ্রাস করা এবং আয়ু বৃদ্ধি করা ও হ্রাস করা বুঝানো হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “এ কথা আপনার নিকট কে বর্ণনা করেছেন?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আবু সা’লেহ (রঃ), তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন হ্যরত জা’বির ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু রাবাব (রাঃ) এবং তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন নবী (সঃ)।” অতঃপর তাঁকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “সমস্ত কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর বৃহস্পতিবার ঐ সব কথা বের করে দেয়া হয় যেগুলি পুরস্কার ও শান্তি প্রদান থেকে শূন্য (অর্থাৎ যার জন্যে) পুরস্কারও দেয়া হয় না এবং শান্তি প্রদান করা হয় না। যেমন তোমার উক্তিঃ ‘আমি খেয়েছি, আমি পান করেছি, আমি এসেছি, আমি গিয়েছি ইত্যাদি। এগুলি সত্যকথা বটে, অথচ পুরস্কার ও শান্তি প্রদানের বিষয় নয়। আর যে গুলি সাওয়াব ও আযাবের বিষয় সেগুলি লিখে নেয়া হয়।’” হ্যরত ইবনু আববাসের (রাঃ) উক্তি এই যে,

১. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দু'টি কিতাব রয়েছে। একটি হতে তিনি যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা ঠিক রাখেন এবং তাঁর কাছে থাকে আসল কিতাব। তিনি আরো বলেন যে, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে এক যুগ পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে থাকলো। অতঃপর তাঁর অবাধ্যতার কাজে লেগে গেল এবং ওর উপরই মারা গেল। সুতরাং তার পৃণ্য মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যার জন্যে ঠিক রাখা হয় সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে এখন তো নাফরমানীর কাজে লিঙ্গ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার জন্যে তাঁর বাধ্য ও অনুগত থাকা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। কাজেই শেষ সময়ে সে ভাল কাজে লেগে পড়ে এবং এর উপরই মারা যায়। এটাই হচ্ছে ঠিক রাখা।

হ্যরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন না। হ্যরত ইবনু আবাসের (রাঃ) উক্তি হচ্ছেঃ তিনি যা চান মানসুখ বা রহিত করে দেন এবং যা চান পরিবর্তন করেন না। রহিতকারীও তাঁর হাতে এবং পরিবর্তনও তাঁরই হাতে। কাতাদার (রঃ) উক্তি অনুসারে এই আয়াতটি হচ্ছেঃ

مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

এই আয়াতের অর্থাতঃ “আমি যা ইচ্ছা মানসুখ বা রহিত করি এবং যা ইচ্ছা বাকী ও চালু রাখি।” (২: ১০৬)

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যখন “আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন রাসূল কোন মু’জিয়া” দেখাতে পারেন না।” এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন কুরায়েশদের কাফিররা বলেঃ “তাহলে তো মুহাম্মদ (সঃ) সম্পূর্ণ শক্তিহীন, কাজ থেকে তো অবকাশ লাভ করা হয়েছে!” তখন তাদেরকে তীতি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ আমি যা ইচ্ছা করি তার জন্যে আমার নতুন কিছু সৃষ্টি করে থাকি। প্রত্যেক রম্যান মাসে নবায়ন হয়ে থাকে (প্রত্যেক রম্যান মাসে আমি তার কাছে বর্ণনা করে থাকি), অতঃপর আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা ঠিক রাখেন মানুষের জীবিকা, তাদের বিপদ-আপদ, আর তিনি তাদেরকে যা প্রদান করেন এবং তাদের জন্যে যা বট্টন করেন।

হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, যার মৃত্যু এসে যায় সে চলে যায়, আর যে জীবিত থাকে সে দুনিয়ায় থেকে যায়, যে পর্যন্ত না সে তার দিন পুরো করে নেয়। ইমাম ইবনু জারীরও (রঃ) এই উক্তিটি পছন্দ করেছেন। হালাল, হারাম তাঁর কাছে রয়েছে এবং কিতাবের মূল তাঁরই হাতে আছে। কিতাব স্বয়ং বিশ্বপ্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ্যরত কা'বকে (রাঃ) উম্মুল কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা তার মাখলুককে এবং তাদের আমলকে জেনে নেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ “কিতাবের আকার বিশিষ্ট হয়ে যাও।” তখন তা হয়ে যায়। হ্যরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উম্মুল কিতাব দ্বারা যিক্রিকে বুঝানো হয়েছে।

৪০। আমি তাদেরকে যে শান্তির

কথা বলি, তার কিছু যদি
তোমাকে দেখিয়েই দিই অথবা
যদি এর পূর্বে তোমার মৃত্যু
ঘটিয়েই দিই তোমার কর্তব্যে
তো শুধু প্রচার করা, আর
হিসাব নিকাশ তো আমার
কাজ।

৪১। তারা কি দেখে না যে, আমি
তাদের দেশকে চারদিক হতে
সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ
আদেশ করেন, তাঁর আদেশ
রদ করার কেউ নেই এবং তিনি
হিসাব গ্রহণে তৎপর।

٤- وَإِنْ مَا نَرِينَكُ بَعْضَ الَّذِي

نَعِدُهُمْ أَوْ نَتْوَفِينَكُ فَإِنَّمَا

عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

٤١- أَوْ لَمْ يَرَوْا إِنَّا نَاتِيَ الْأَرْضَ

نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللهُ

يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ

سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

আল্লাহ তাআ’লা তাঁর রাসূলকে (সঃ) বলছেনঃ হে রাসূল (সঃ)! তোমার শক্রদের উপর আমার শান্তি যে আসবে তা আমি তোমার জীবদ্ধশাতেই আনি বা তোমার মৃত্যুর পরই আনয়ন করি তাতে তোমার কি হয়েছেঃ তোমার কাজ তো শুধু আমার বাণী মানুষের কাছে পৌছিয়ে

দেয়া। আর তা তো তুমি করেছো। তাদের হিসাব গ্রহণ এবং তাদেরকে বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব আমার। তুমি শুধু তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকো। তুমি তাদের উপর দারোগা বা রক্ষক নও। যে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কুফরী করবে, তাদেরকে আল্লাহ স্বয়ং শাস্তির মধ্যে নিষ্কেপ করবেন। তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে এবং তাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণের দায়িত্বও আমার। তারা কি দেখে নাই যে, আমি যমীনকে তোমার দখলে আনয়ন করেছিঃ তারা দেখে না যে, জনবহুল স্থান ও সুউচ্চ অট্টালিকা ধ্রংসাবশেষ ও বিজনে পরিণত হচ্ছেঃ তারা কি লক্ষ্য করে না যে, মুসলমানরা কাফিরদের উপর আধিপত্য লাভ করছেঃ তারা অবলোকন করছে না যে, দিন দিন বরকত উঠে যাচ্ছে এবং মন্দ ও অকল্যাণ আসতে রয়েছেঃ মানুষ মরতে আছে এবং যমীন শাশানে পরিণত হচ্ছেঃ যদি স্বয়ং যমীনকে সংকীর্ণ করে দেয়া হতো তবে এর উপর মানুষের কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়তো। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দিন দিন মানুষ এবং মানুষও গাছপালা করতে থাকা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য যমীনের সংকীর্ণতা নয়, বরং মানুষ মরে যাওয়া। বিদ্বান মণ্ডলী, ধর্মশাস্ত্রবিধি এবং ভাল লোকদের মৃত্যুও হচ্ছে যমীনের ধ্রংস হওয়া। এ ব্যাপারে একজন আরব কবি নিম্নরূপ কবিতা বলেছেনঃ

الْأَرْضُ تَحْيَا إِذَا مَا عَاهَ عَالِمَهَا * مَتَى يَمْتَعُ عَالِمٌ مِنْهَا يَمْتَعُ طَرْفَ
كَالْأَرْضُ تَحْيَا إِذَا مَا الغَيْثُ حَلَّ بِهَا * وَإِنْ أَبَى عَادٌ فِي أَكْنَافِهَا التَّلْفَ

অর্থাৎ “যে ভূমিতে কোন (দ্বীনের) আ’লেম জীবন যাপন করেন সেই ভূমি জীবন্তরূপ লাভ করে, আর যখন আ’লেম মৃত্যু মুখে পতিত হন তখন সেই ভূমিও মরে যায় অর্থাৎ বিজনে পরিণত হয়। যেমন, যখন ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন তা সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে, কিন্তু যদি তাতে বৃষ্টিপাত না হয় তবে তা শুকিয়ে যায় এবং অনুর্বর হয়ে পড়ে।” সুতরাং এই আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ইসলাম শিরকের উপর জয়যুক্ত হওয়া যেমন আল্লাহ তাআ’লা বলেছেনঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنْ الْقَرِي

অর্থাৎ “অবশ্যই আমি তোমাদের চতুর্পার্শ্বের গ্রামগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছি।” (৪৬: ২৭) এটা ইমাম ইবনু জারীরেরও (রঃ) পছন্দনীয় উক্তি।

৪২। তাদের পূর্বে যারা ছিল
তারাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু
সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহর
ইখতিয়ারে; প্রত্যেক ব্যক্তি যা
করে তা তিনি জানেন এবং
কাফিররা শীঘ্ৰই জানবে শুভ
পরিণাম কাদের জন্যে।

٤٢ - وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فِلَلَهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا
تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَبِّعَلْمُ
الْكُفَّارِ لِمَنْ عَقِبَ الدَّارِ

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ পূর্ববর্তী কাফিররাও তাদের নবীদের সাথে চক্রান্ত করেছিল, তাদেরকে বের করে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তাআ'লা তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। হে নবী (সঃ)! এর পূর্বে তোমার যুগের কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা তোমাকে বন্দী করা, বা হত্যা করা অথবা দেশ হতে বের করে দেয়ার পরমার্থ করছিল। তারা চক্রান্ত করছিল, আর আল্লাহ তাআ'লা তাদের চক্রান্ত নস্যাত করতে চেয়েছিলেন। আচ্ছা বলতো, আল্লাহ অপেক্ষা উন্নম গোপন তদবীর আর কার হতে পারে? তাদের চক্রান্তের প্রতিফল প্রদান হিসেবে আমিও তাই করেছিলাম। তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে বেখবর। তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কি হলো তা তো তুমি দেখতেই পেলে। তা এই যে, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের সমস্ত কওম বরবাদ হয়ে গেল। তাদের অত্যাচারের সাক্ষী হিসেবে তাদের জনশূন্য বস্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেকের প্রত্যেক আমল সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। গোপন আমল, মনের সংশয় প্রভৃতি সবই তাঁর কাছে প্রকাশমান। তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন।

وَفِي الْكَافِرِ إِرْأَةُ الْكُفَّارِ
এর কিরআত ও রয়েছে। এই কাফিররা এখনই
জানতে পারবে যে, পরিণাম ভাল কাদের? তাদের, না মুসলমানদের?

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই যে, তিনি সর্বদা হক পন্থীদেরকেই বিজয়ী রেখেছেন। সব সময় এদেরই পরিণাম ভাল হয়েছে। এদেরই দুনিয়া ও আখেরাত সৌন্দর্য মণ্ডিত।

৪৩। যারা কুফরী করেছে তারা

বলেঃ তুমি আল্লাহর প্রেরিত
নও; তুমি বলঃ আল্লাহ এবং
যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান
আছে, তারা আমারও
তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে
যথেষ্ট।

وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ

مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ

الْكِتَبِ ۝ ۴۳

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ (হে নবী (সঃ)! কাফিরগণ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অবিশ্বাস করছে এবং তোমার রিসালতকে অস্বীকার করছে, এতে তুমি দুঃখ ও চিন্তা করো না। তাদেরকে বলে দাওঃ আল্লাহ তাআ'লার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি স্বয়ং আমার নুবওয়াতের সাক্ষী। আমার তাবলীগ এবং তোমাদের অবিশ্বাসের উপর তিনিই সাক্ষ্য দানকারী। আমার সত্যবাদিতা এবং তোমাদের অপবাদ তিনি দেখতে রয়েছেন। 'যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে' এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনু সালামকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কেননা, এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) তো হিজরতের পরে মদীনায় মুসলমান হয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশী প্রকাশমান উক্তি হচ্ছে হ্যরত ইবনু আববাসের (রাঃ) উক্তিটি। তা এই যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সত্যপন্থী আলেমদের বুঝানো হয়েছে। হাঁ, তবে এন্দের মধ্যে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু সালামও (রাঃ) রয়েছেন এবং আরও রয়েছেন হ্যরত সালমান (রাঃ), হ্যরত তামীম দারী (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবীগণ। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) হতে একটি রিওয়াইয়াত বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারাও স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লাই উদ্দেশ্য। এর দ্বারা হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) উদ্দেশ্য হওয়াকে হ্যরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। কেননা, এইটি মক্কী আয়াত। আর তিনি مَنْ عِنْدَهُ

পড়তেন। এই কিরআতই হ্যরত মুজাহিদ (রাঃ) ও হ্যরত হাসান বসরী (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। একটি মারফু' হাদীসেও এই কিরআতই রয়েছে। কিন্তু এটা প্রামাণ্য হাদীস নয়। সঠিক কথা এটাই যে, এটা ইসমে জিন্স বা জাতি বাচক বিশেষ্য। এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ আলেমকে বুঝানো হয়েছে যিনি পূর্ববর্তী কিতাবের আলেম। তাঁদের কিতাবে রাসূলুল্লাহর (সঃ) গুণাবলী এবং আগমনের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। তাঁদের নবীগণ তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিরেছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَرَحْمَتِي وَسِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكِنَهَا لِلَّذِينَ يَتَقَوَّنُونَ وَيَؤْتُونَ الزَّكُوْنَ وَالَّذِينَ
هُمْ بِإِيمَانِنَا يُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مُكْتَوِيَا
عِنْهُمْ فِي التَّوْرِيْفِ وَالْإِنْجِيلِ

অর্থাৎ “আমার রহমত সমস্ত জিনিষকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে, আমি ওটাকে লিপিবদ্ধ করে রাখবো যারা পরহেয়গার, যাকাত আদায়কারী এবং আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনয়নকারী তাদের জন্যে। যারা সেই রাসূলের অনুসরণ করে যে উশ্মী নবী, তারা তাকে লিখিত পেয়ে থাকে তাদের গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলে।” (৭: ১৫৬-১৫৭) আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “তাদের জন্যে কি এটা একটা নির্দর্শন নয় যে, তার সত্যতা সম্পর্কে বাণী ইসরাইলের আলেমদেরও অবগতি রয়েছে?”

একটি খুবই দুর্বল হাদীসে আছে যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) ইয়াহুদী আলেমদেরকে বলেনঃ “আমি ইচ্ছা করছি যে, আমার পিতা ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাইলের (আঃ) মসজিদে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করি।” সুতরাং তিনি মকায় গমন করেন। হজ্জ পর্ব সমাপ্তির পর ফিরবার সময় হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট গমন করেন। সেই সময় তিনি মকাতেই অবস্থান করছিলেন। মিনায় তিনি রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাক্ষাৎ পান। ঐ সময় জনগণ তাঁর চতুর্পার্শ্বে ছিল। লোকদের সাথে তিনিও দাঁড়িয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেনঃ “তুমি কি আবদুল্লাহ ইবনু সালামঃ” তিনি উত্তরে বলেনঃ “জি, হঁ।” তিনি তখন তাঁকে বলেনঃ “নিকটে এসো।” তিনি নিকটে

গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ “হে আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ)! আল্লাহর কসম দিয়ে আমি তোমাকে বলছিঃ তুমি কি তাওরাতে আমাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে পাও না?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “আপনি আমার সামনে আমাদের প্রতিপালকের গুণাবলী বর্ণনা করুন।” তৎক্ষণাত হয়রত জিবরান্সিল (আঃ) গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁকে বললেনঃ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، إِلَهُ الْعَصْمَاءُ.

অর্থাৎ “আপনি বলুনঃ তিনি আল্লাহ এক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত।” (১১২ঃ ১-২) তখনই হয়রত আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) মুসলমান হয়ে যান এবং মদীনায় ফিরে আসেন। কিন্তু মদীনায় তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হিজরত করে মদীনায় আগম করেন সেই সময় তিনি খেজুরের একটি গাছে উঠে খেজুর ভাঙছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সঃ) আগমন সংবাদ শ্রবণ মাত্রই তিনি তখনই গাছ হতে লাফিয়ে পড়েন। তাঁর মা তখন তাঁকে বলেঃ “যদি হয়রত মুসাও (আঃ) এসে পড়তেন তবুও তো তুমি গাছ হতে লাফিয়ে পড়তে না কারণ কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “মা! হয়রত মুসার (আঃ) নুবওয়াতের চাইতেও আমি বেশী খুশী হয়েছি শেষ নবীর (সঃ) এখানে আগমনে।”

সূরা : রা'দ এর তাফসীর সমাপ্ত

কুরআন ও হাদীস সম্পর্কিত এই অনুবাদকের অন্যান্য বই

- * কুরআনের চিরন্তন মু'জিয়া (বাংলা ও উর্দু)
- * বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা
- * কুরআন কণিকা
- * আল্লামা যামাখশারী ও তাফসীর কাশ্শাফ
- * ইমাম বুখারী (রহঃ)
- * ইমাম মুসলিম (রহঃ)
- * ইমাম নাসাঈ (রহঃ)
- * ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ)
- * ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)
- * ভারতীয় আরবী তাফসীর ও তাফসীরকার
- * বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় আবদুল হামিদের কুরআন চর্চা

প্রাপ্তিস্থান

মোঃ উবায়দুর রহমান

ও

মোঃ আতিকুর রহমান

বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী-৬২০৬

ফোনঃ ০৭২১-৫৮০৭

تَفْسِيرُ الْبَنْكَثِيرُ

تأليف

الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله

الترجمة

الدكتور محمد مجتبى الرحمن
الأستاذ للغة العربية والدراسات الإسلامية
جامعة راجشاھي، بنغلاديش